ANNUAL REPORT 2017

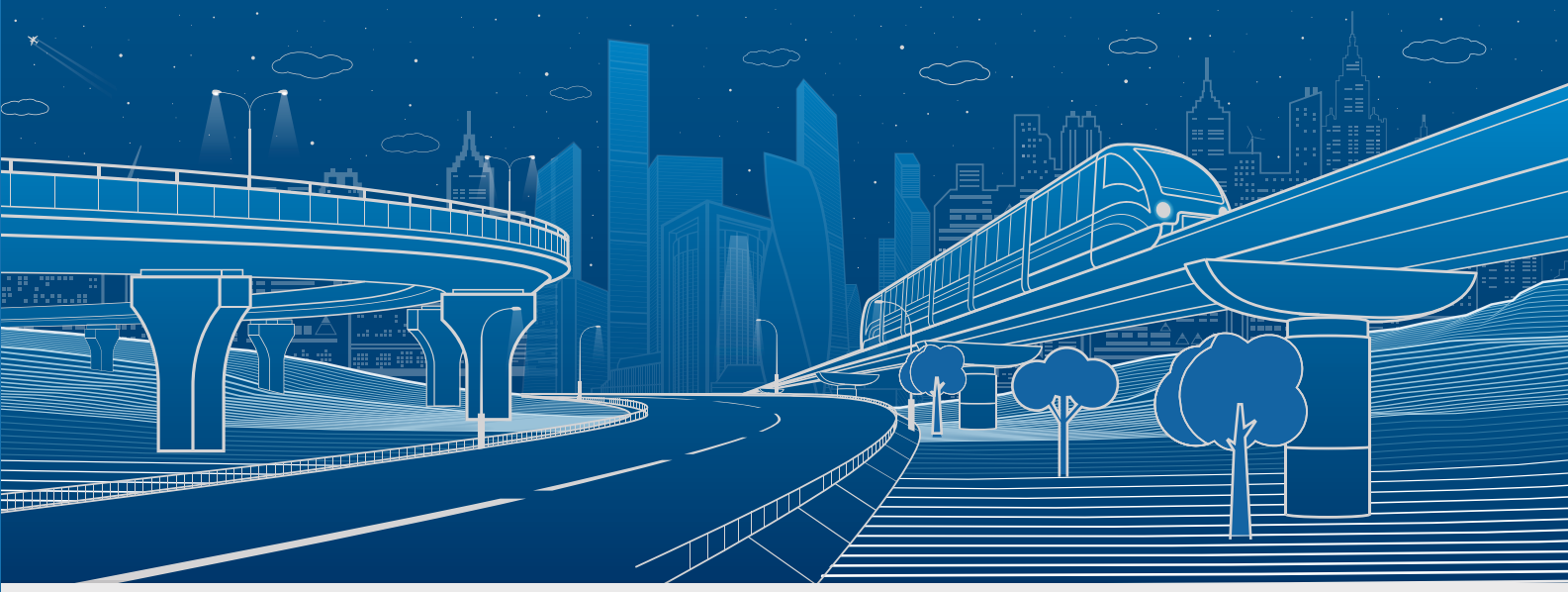

DCCI

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

DHAKA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

ANNUAL REPORT 2017

Dhaka Chamber of Commerce & Industry
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি
65-66 Motijheel Commercial Area, Dhaka-1000, Bangladesh
DCCI Gulshan Centre: Taj Casilina, Suite # 3C, Plot # SW (I) 4
25 Gulshan Avenue, Gulshan-1, Dhaka-1212, Bangladesh
PABX: 88-02-9552562, 9554383, Fax: 88-02-9560830, 9550103
Email: info@dhakachamber.com, URL: www.dhakachamber.com

ISO 9001
The First ISO Certified Chamber in Bangladesh

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
১.	ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর ৫৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ	০৫
২.	ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর পরিচালনা পর্ষদ ২০১৭	০৬
৩.	ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর সাবেক সভাপতি, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এবং সহ-সভাপতিবৃন্দ	১৩
৪.	ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন-২০১৭	১৬
৫.	ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর ৫৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী	৫৭
৬.	ঢাকা চেম্বারের স্মরণীয় ও বরণীয়দের সংক্ষিপ্ত জীবনী	৬৫
৭.	ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম	৭০
৮.	ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর উল্লেখযোগ্য ঘটনাপুঞ্জী ২০১৬-১৭	৭২
৯.	ডিসিসিআই'র বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত	১০৫
১০.	বিভিন্ন কমিটি/সংস্থাসমূহে ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধি	১৫৩
১১.	ডিসিসিআই স্ট্যান্ডিং কমিটিসমূহের কার্যাবলীর সংক্ষিপ্তসার	১৬০
১২.	DCCI Business Institute (DBI)	১৭৯
১৩.	DCCI Business Institute (DBI) College	১৮৩
১৪.	সংবাদপত্রে ডিসিসিআই	১৮৬
১৫.	দেশের অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়নে সরকারের কাছে পেশকৃত ডিসিসিআই'র সুপারিশ/প্রস্তাবসমূহ	১৮৯
১৬.	ডিসিসিআই আয়োজিত সেমিনার/কনফারেন্স/ওয়ার্কশপসমূহের সুপারিশমালা	২১৫
১৭.	অডিটকৃত হিসাব বিবরণী ২০১৬-১৭	২৩৬

Abul Kasem Khan
PRESIDENT

DHAKA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY (DCCI)

DCCI
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি
Dhaka Chamber of Commerce & Industry

The Best of Bangladesh is Business®

ডিসিসিআই/প্রশাঃ/এজিএম/২০১৭/১২১২

৭ ডিসেম্বর, ২০১৭

ডাক প্রত্যায়িত

নোটিশ

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর
৫৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশনের ৩০, ৩১ এবং ৩৯ ধারা মোতাবেক এবং কোম্পানী আইন ও টিও রুলস-এর আলোকে চেম্বারের সম্মানিত সদস্যগণের সদয় অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি দেয়া যাচ্ছে যে, নিম্নলিখিত আলোচ্যসূচি সম্পন্ন করার নিমিত্তে অত্র চেম্বারের ৫৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা **আগামী ২৩ ডিসেম্বর, ২০১৭ (৯ পৌষ, ১৪২৪ বাংলা) শনিবার, বিকাল ০৩:০০ ঘটিকায়** ডিসিসিআই অডিটোরিয়াম, "ঢাকা চেম্বার ভবন" (৬ষ্ঠ তলা), ৬৫-৬৬ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে।

আলোচ্যসূচিঃ

১। গত ২২ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর ৫৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ;

২। ২০১৭ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন;

৩। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের হিসাব এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন (**Audit Report**) অনুমোদন;

৪। ২০১৮, ২০১৯ ও ২০২০ সালের পরিচালক এবং ২০১৮ সালের জন্য সভাপতি, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ও সহ-সভাপতি পদের নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা;

৫। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জন্য নিরীক্ষক (**Auditor**) নিয়োগ ও পারিশ্রমিক নির্ধারণ।

চেম্বারের সম্মানিত সদস্যগণকে এ বার্ষিক সাধারণ সভায় যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

এএইচএম রেজাউল কবির
মহাসচিব

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র পরিচালনা পর্ষদ ২০১৭

আবুল কাসেম খান
সভাপতি

কামরুল ইসলাম, এফসিএ
ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি

হোসেন এ সিকদার
সহ-সভাপতি

হোসেন খালেদ
পরিচালক

হোসেন আখতার
পরিচালক

খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ
পরিচালক

আসিফ এ চৌধুরী
পরিচালক

খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির
পরিচালক

ওসমান গনি
পরিচালক

ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম
পরিচালক

হুমায়ুন রশিদ
পরিচালক

ইমরান আহমেদ
পরিচালক

কে এম এন মঞ্জুরুল হক
পরিচালক

খন্দ. রাশেদুল আহসান
পরিচালক

মামুন আকবর
পরিচালক

মোঃ আলাউদ্দিন মালিক
পরিচালক

রিয়াদ হোসেন
পরিচালক

সেলিম আকতার খান
পরিচালক

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র
পরিচালনা পর্ষদ ২০১৭

সামনের সারিতে (বাঁ থেকে) ঃ সর্বজনাব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক, ওসমান গনি, সহ-সভাপতি হোসেন এ সিকদার, সভাপতি আবুল কাসেম খান, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি কামরুল ইসলাম, এফসিএ, খন্দ. রাশেদুল আহসান এবং ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম।

পিছনের সারিতে (বাঁ থেকে) ঃ সর্বজনাব রিয়াদ হোসেন, সেলিম আকতার খান, ইমরান আহমেদ, মামুন আকবর, কে এম এন মঞ্জুরুল হক, হুমায়ুন রশিদ এবং খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ।

ছবিতে যারা অনুপস্থিত ঃ সর্বজনাব হোসেন খালেদ, আসিফ এ চৌধুরী, হোসেন আখতার এবং খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র ৫৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা ২০১৬-এর

উল্লেখযোগ্য কিছু মুহূর্ত

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র ৫৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা ২০১৬-এর

উল্লেখযোগ্য কিছু মুহূর্ত

ঢাকা চেম্বারের ২০১৭ সালে নির্বাচন পরিচালনার জন্য গঠিত

নির্বাচন বোর্ড এবং নির্বাচন আপীল বোর্ড

নির্বাচন বোর্ড

সালাহ্উদ্দিন আব্দুল্লাহ্
চেয়ারম্যান

আহমেদ হোসেন মজুমদার
সদস্য

এম বশির উল্ল্যাহ ভূঁইয়্যা
সদস্য

নির্বাচন আপীল বোর্ড

মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা
চেয়ারম্যান

এম এ বাতেন
সদস্য

মাহাবুব আনাম
সদস্য

খসড়া বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭ পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য গঠিত ওয়ার্কিং কমিটি

১।	**জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ** ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই	-	আহবায়ক
২।	**জনাব হোসেন এ সিকদার** সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই	-	সদস্য
৩।	**জনাব ওসমান গনি** পরিচালক, ডিসিসিআই	-	সদস্য
৪।	**জনাব কে এম এন মঞ্জুরুল হক** পরিচালক, ডিসিসিআই	-	সদস্য
৫।	**জনাব মামুন আকবর** পরিচালক, ডিসিসিআই	-	সদস্য
৬।	**খন্দ. রাশেদুল আহসান** পরিচালক, ডিসিসিআই	-	সদস্য

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতি

নাম	সাল
মরহুম সাখাওয়াৎ হোসেন	১৯৫৯-১৯৬০
মরহুম আবু নাসির আহমেদ	১৯৬০-১৯৬১
মরহুম ওয়াই এ বাওয়ানী	১৯৬১-১৯৬২
মরহুম নূরুল হুদা	১৯৬২
মরহুম মোহাম্মদ আইয়ুর	১৯৬২-১৯৬৩
মরহুম সাখওয়াৎ হোসেন	১৯৬৩-১৯৬৪
মরহুম আহাম্মদ হোসেন	১৯৬৭
মরহুম কিউ জে আহম্মদ (প্রশাসক)	১৯৬৭-১৯৬৮
মরহুম এ কাশেম	১৯৬৮
মরহুম আখলাক আহাম্মদ	১৯৬৮-১৯৬৯
মরহুম মতিউর রহমান	১৯৬৯-১৯৭২
মরহুম কে এ সাত্তার	১৯৭২-১৯৭৬
মরহুম মির্জা গোলাম হাফিজ	১৯৭৬
চৌধুরী তানভীর আহম্মদ সিদ্দিকী	১৯৭৬-১৯৭৯
মরহুম নুরউদ্দিন আহমেদ	১৯৭৯-১৯৮২
জনাব এম এ সাত্তার	১৯৮২-১৯৮৪
মরহুম এম ইউনুস, এফসিএ	১৯৮৪-১৯৮৫
জনাব মাহবুবুর রহমান	১৯৮৫-১৯৮৬
মরহুম আবু সায়ীদ মাহমুদ	১৯৮৬-১৯৯০
জনাব মাহবুবুর রহমান	১৯৯১-১৯৯২
মরহুম এম ইউনুস, এফসিএ	১৯৯২-১৯৯৩
জনাব এ টি এম ওয়াজিউল্লাহ	১৯৯৩-১৯৯৪
মরহুম এ রব চৌধুরী	১৯৯৪-১৯৯৫
জনাব আর মাকসুদ খান	১৯৯৫
জনাব আলী হোসেন (হাসান)	১৯৯৬
জনাব এ এস এম কাসেম	১৯৯৭
জনাব আর মাকসুদ খান	১৯৯৮
জনাব এম এইচ রহমান	১৯৯৯
জনাব আফতাব উল ইসলাম	২০০০
জনাব বেনজির আহমেদ	২০০১
জনাব মতিউর রহমান	২০০২-২০০৩
জনাব ফজলে আর এম হাসান, এফসিএ	২০০৪
জনাব সাইফুল ইসলাম	২০০৫
জনাব এম এ মোমেন	২০০৬
জনাব হোসেন খালেদ	২০০৭-২০০৮
জনাব জাফর ওসমান	২০০৯
জনাব আবুল কাসেম খান	২০১০
জনাব আসিফ ইব্রাহীম	২০১১-২০১২
জনাব মোঃ সবুর খান	২০১৩
জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান	২০১৪
জনাব হোসেন খালেদ	২০১৫-২০১৬
জনাব আবুল কাসেম খান	২০১৭

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি

নাম	সাল
জনাব এইচ এম সেকিল	১৯৬৭-১৯৬৮
জনাব এ সাত্তার কারাওয়াদিয়া	১৯৭০-১৯৭২
জনাব খোরশেদ আলম	১৯৭৩
জনাব এ এম এম শামছুল আলম	১৯৭৫
মরহুম এম এ হক	১৯৭৬
মরহুম এম এ হক	১৯৭৭-১৯৭৮
মরহুম এম এ খালেক	১৯৭৮-১৯৭৯
মরহুম এম রেজা	১৯৭৯-১৯৮২
মরহুম শামছুজ্জোহা খান	১৯৮২-১৯৮৪
আলহাজ্ব আব্দুস সালাম	১৯৮৪-১৯৮৫
জনাব মোঃ আলী হোসেন	১৯৮৫-১৯৮৬
জনাব এ এম মুবাশ-শার	১৯৮৬-১৯৮৮
জনাব এ এম মুবাশ-শার	১৯৮৯-১৯৯০
জনাব মাসুদুর রহমান	১৯৯১-১৯৯২
জনাব মাসুদুর রহমান	১৯৯২-১৯৯৩
সৈয়দ জামালউদ্দিন হায়দার	১৯৯৩-১৯৯৪
জনাব সাজ্জাতুজ জুম্মা	১৯৯৪-১৯৯৫
জনাব হোসেন আখতার	১৯৯৫
জনাব ফজলে আর এম হাসান, এফসিএ	১৯৯৬
জনাব আশরাফ ইবনে নূর	১৯৯৭
জনাব মাসুদুর রহমান	১৯৯৮
জনাব সাজ্জাতুজ জুম্মা	১৯৯৯
জনাব এ এম মুবাশ-শার	২০০০
জনাব মাহবুব-উজ-জামান	২০০১
জনাব সাব্বির আহমেদ খান	২০০২
জনাব জাফর ওসমান	২০০৩
জনাব এ এম মুবাশ-শার	২০০৪
মরহুম মঞ্জুর উর-রহমান (রাসকিন)	২০০৫
জনাব হোসেন খালেদ	২০০৬
জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান	২০০৭
জনাব সালাহ্উদ্দিন আব্দুল্লাহ্	২০০৮
জনাব এম এস সেকিল চৌধুরী	২০০৯
জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান	২০১০
জনাব টি আই এম নূরুল কবীর	২০১১
জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ	২০১২
জনাব নেসার মাকসুদ খান	২০১৩
জনাব ওসামা তাসীর	২০১৪
জনাব হুমায়ুন রশিদ	২০১৫-২০১৬
জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ	২০১৭

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সহ-সভাপতি

নাম	সাল
জনাব ইসহাক মোহাম্মদ	১৯৬৭-১৯৬৮
মরহুম মুখলেছুর রহমান	১৯৭০-১৯৭২
মরহুম মুখলেছুর রহমান	১৯৭৩
মরহুম এম এ হক	১৯৭৫
জনাব এ বি সিদ্দিকী	১৯৭৬
জনাব মোশাররফ হোসেন	১৯৭৭-১৯৭৮
জনাব এম এ রাজ্জাক মিয়া	১৯৭৮-১৯৭৯
জনাব মজিবুর রহমান	১৯৭৯-১৯৮২
জনাব এ এ মনিরুজ্জামান	১৯৮২-১৯৮৪
জনাব রমিজ উদ্দিন ফকির	১৯৮৪-১৯৮৫
মরহুম সায়েদুর রহমান	১৯৮৫-১৯৮৬
জনাব মাসুদুর রহমান	১৯৮৬-১৯৮৮
মরহুম এম এ খালেক	১৯৮৯-১৯৯০
মরহুম মোঃ ইসমাইল হোসেন মিয়া	১৯৯১-১৯৯২
মরহুম মোঃ ইসমাইল হোসেন মিয়া	১৯৯২-১৯৯৩
জনাব খোরশেদ আলী মোল্লা	১৯৯৩-১৯৯৪
জনাব মোঃ সিরাজউদ্দিন মালিক	১৯৯৪-১৯৯৫
জনাব সৈয়দ তৌফিক আলী	১৯৯৫
জনাব আবসার করিম চৌধুরী	১৯৯৬
জনাব মঞ্জুর হোসেন	১৯৯৭
জনাব জাফর ওসমান	১৯৯৮
জনাব নাসির হোসেন	১৯৯৯
জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা	২০০০
জনাব আবসার করিম চৌধুরী	২০০১
জনাব হোসেন খালেদ	২০০২-২০০৩
জনাব এম আবু হোরায়রাহ	২০০৪
জনাব হোসেন এ সিকদার	২০০৬
আলহাজ্ব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক	২০০৭
খন্দকার শহীদুল ইসলাম	২০০৮
জনাব মোঃ সিরাজউদ্দিন মালিক	২০০৯-২০১০
জনাব নাসির হোসেন	২০১১
জনাব আবসার করিম চৌধুরী	২০১৩
খন্দকার শহীদুল ইসলাম	২০১৪
জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী	২০১৫
খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ	২০১৬
জনাব হোসেন এ সিকদার	২০১৭

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং ইউএনডিপি-বাংলাদেশ যৌথভাবে আয়োজিত "ইমপ্যাক্ট বাংলাদেশ ফোরাম ২০১৭"-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত, এমপি (বামে)। ২৯ অক্টোবর, ২০১৭ তারিখের অনুষ্ঠানে আইসিটি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনায়েদ আহমেদ পলক, এমপি (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (ডানে) এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা চেম্বার আয়োজিত "বাংলাদেশের অবকাঠামো" বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ (ডান থেকে পঞ্চম)। ১৭ মে, ২০১৭ তারিখের অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (ডান থেকে ষষ্ঠ), বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথিউরিটি (বিডা'র) নির্বাহী চেয়ারম্যান কাজী এম আমিনুল ইসলাম (বাম থেকে পঞ্চম), আইএফসিএ'র (বাংলাদেশ, নেপাল ভূটান) কান্ট্রি ডিরেক্টর মিসেস ওয়েন্ডি জো ওয়ার্নার (বাম থেকে চতুর্থ), চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ'র চেয়ারম্যান রিয়ার এ্যাডমিরাল এম খালেদ ইকবাল (বাম থেকে তৃতীয়), পিপিপি অথিউরিটি'র সিইও সৈয়দ আফসর এইচ উদ্দিন (বামে), ওয়ার্ল্ড ব্যাংক গ্রুপের সিনিয়র ইকোনোমিষ্ট ড. এম মাশরুর রিয়াজ (ডানে), ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (ডান থেকে দ্বিতীয়), প্রাক্তন সভাপতি জনাব আফতাব-উল ইসলাম (ডান থেকে চতুর্থ), জনাব আসিফ ইব্রাহীম (ডান থেকে তৃতীয়) এবং এ্যালায়েন্স পোর্ট লিমিটেড'র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ ইয়াসির হায়দার রিজভী (বাম থেকে দ্বিতীয়) এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত "জ্বালানি নিরাপত্তা ২০৩০ ঃ চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা" শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি এবং খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম (ডান থেকে তৃতীয়)। ২৯ জুলাই, ২০১৭ তারিখের অনুষ্ঠানে জাতীয় সংসদের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম (বাম থেকে তৃতীয়), ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বাম থেকে চতুর্থ), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (ডানে), সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (বামে), বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)'র পেট্রোলিয়াম ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ তামিম (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বিভাগের প্রাক্তন সচিব ড. এম ফউজুল কবির খান (বাম থেকে দ্বিতীয়) উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন-২০১৭

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র সম্মানিত সদস্যবৃন্দ
সম্মানিত প্রাক্তন সভাপতিবৃন্দ ও ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ
২০১৭ সালের পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ
ভদ্র মহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণ

আসসালামু আলাইকুম এবং শুভ অপরাহ্ন

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে চেম্বারের ৫৬তম বার্ষিক সাধারণ সভায় আপনাদের সকলকে সাদরে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নে এবং স্থায়ী ও ইতিবাচক অর্থনৈতিক গতিধারা বজায় রাখতে ২০১৭ সালে ডিসিসিআই ব্যবসা-বাণিজ্যমুখী সহায়ক নীতিসহায়তা, নীতিমালায় অসংগতি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সংকট মোকাবেলা, পর্যাপ্ত অবকাঠামোর অভাব, সমুদ্র বন্দর সমস্যা, ব্যবসার ব্যয় বৃদ্ধিসহ ইত্যাদি বিষয়সমূহ চিহ্নিতকরণে ডিসিসিআই ২০১৭ সালে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে আজকের এই ৫৬তম বার্ষিক সাধারণ সভায় ২০১৭ সালে গৃহিত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সার-সংক্ষেপ আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই।

সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ ও ডিসিসিআই'র সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,

বৈশ্বিক পরিবর্তনশীল অর্থনীতি ২০১৭ সালে ৩.৬% প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এ স্থীতিশীল ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারা শিল্পে চাঞ্চল্য, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়ন এবং বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণে গতির সঞ্চার করেছে। আমেরিকা, চীন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোতে ক্রমাগত বাণিজ্য নীতির কাঠামোগত পরিবর্তনজনিত সমন্বয় এবং ঊর্ধ্বমূখী প্রবৃদ্ধির ধারার কারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কিছুটা আশাব্যঞ্জক অবস্থায় বিরাজমান। সঙ্গতিপূর্ণ নীতি অনিশ্চয়তা, আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, বৈশ্বিক অনিশ্চিত অর্থনৈতিক গতিধারা, আমেরিকা ও উত্তর কোরিয়ার মধ্যকার রাজনৈতিক চরমাবস্থা থাকা সত্বেও ২০১৭ সালের শেষ নাগাদ বৈশ্বিক অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির ধারা ৩.৬%-এ উন্নীত হতে পারে, যা কিনা ২০১৬ সালে ছিল ১.৩%।

সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ ও ডিসিসিআই'র সদস্যবৃন্দ

২০১৭ সালে বাংলাদেশের অর্থনীতি বেশ ভাল অবস্থানে ছিল। গত বছরের তুলনায় এ বছর জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি ছিল ৭.২৮%, যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ৭.১১%। উচ্চ প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখতে গিয়ে ২০১৭ সালে শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় ১০.৫০%, সেবা খাতে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় ৬.৫% এবং কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় ৩.৪০%। ২০১৬ সালের তুলনায় কৃষি খাতে ২০১৭ সালে ২১.৮৬% প্রবৃদ্ধি বেশি হয়েছে, সেবা খাতে ৪ শতাংশ এবং শুধুমাত্র শিল্প খাতে ৫.৩২% নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি ছাড়া।

পণ্যের স্থানীয় ব্যবহার বৃদ্ধি, স্থানীয় বিনিয়োগ বৃদ্ধি, নিম্নমুখী মূল্যস্ফীতি, স্থিতিশীল সামষ্ঠিক অর্থনীতি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার কারণে প্রবৃদ্ধির এ ধারা অব্যাহত ছিল। এটা আশাব্যঞ্জক যে, প্রবৃদ্ধির অব্যাহত গতিধারা মাথাপিছু জিডিপি'র হারে পরিলক্ষিত হয়, যেটা ২০১৭ সালে ১৬১০ মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে, যা পূর্ববর্তী বছরেও ছিল ১৫৪৪ মার্কিন ডলার। দৃঢ় উন্নয়নের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ ধীরে ধীরে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার দারপ্রান্তে এগিয়ে যাচ্ছে।

সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ ও ডিসিসিআই'র সদস্যবৃন্দ

বেসরকারী খাতের উন্নয়নে, বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং ব্যবসায় আস্থা উজ্জীবনে জাতীয় বাজেট-এর গুরুত্ব অপরিসীম। ২০১৭-১৮ সালের বাজেট-এর উপর সুপারিশমালা প্রস্তুতকালে ডিসিসিআই বাজেটের গতানুগতিক ধারার বাইরে নীতি সংক্রান্ত বিষয়সমূহে অধিকাংশ প্রস্তাবনা রেখেছে। প্রকল্প ব্যয়ের অতিরিক্ত প্রাক্কলন, অদক্ষতা, বাজেটের দূর্বল, বাস্তবায়ন ইত্যাদি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক নীতিমালা

Annual Report of the Board of Directors of Dhaka Chamber of Commerce & Industry for the Year 2017

Bismillahir Rahmanir Rahim

Distinguished Members of Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI);
Respected Former Presidents and Business Leaders;
My dear Colleagues in the Board of Directors-2017;
Distinguished Ladies and Gentlemen;

Assalamu Alaikum and a very good afternoon

On behalf of the Board of Directors, I am delighted to welcome all of you to the 56th Annual General Meeting (AGM) of Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI).

I am pleased to announce that Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) has played remarkable role in 2017 in advocating pro-business enabling policies and addressing supply side constrains such as policy inconsistency, energy crisis, physical infrastructure bottlenecks, constrains in the sea ports along with increasing cost of doing business in order to facilitate trade and investment to grow in vibrant and sustainable way to strive positive economic impacts in Bangladesh.

On the occasion of 56th AGM, it gives me immense pleasure to present the summary of activities held and performed during the year 2017.

My Distinguished Colleagues and Members of DCCI

Global economy has witnessed cyclical recovery with upswing growth projecting rise to 3.6% in 2017. The firm recovery has contributed to gain momentum in industrial activity, trade and global FDI landscape. Due to continuous rebalancing of structural changes and stronger growth in United States, China and EU, global trade has experienced uptrend. Despite substantial policy uncertainty, geo political tension, unpredictable direction of the global economy in the near term and escalation of tension between USA and North Korea, it is projected that global merchandise trade growth will elevate to 3.6% at the end of 2017 compared to 1.3% growth in global merchandise trade in 2016.

My Distinguished Colleagues and Members of DCCI

The economy of Bangladesh performed well in 2017. GDP growth of this year reached to 7.28% from 7.11% of previous fiscal year backed by industry sector growth 10.50%, service sector 6.5% and agriculture sector 3.40%. We witnessed growth 21.86% in Agriculture sector, 4% in service sector growth except 5.32% negative growth in industry sector compared to FY 2016.

The growth is underpinned by upward local consumption, higher public investment, lower inflation and stable macroeconomic state. It is encouraging that the growth momentum is reflected in Per Capita GDP reaching to US$1610 in 2017 from US$1544 in 2016. Given the situation, Bangladesh today is steadily progressing to graduate into Middle Income Country with the aspiration of incremental economic growth.

My Distinguished Colleagues and Members of DCCI

Our National Budget plays an important role for boosting private sector business, investment and reinvigorating business confidence. In formulating the recommendations of National Budget for FY 2017-18, Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) focused more on policy perspective of the budget than framing conventional budget propositions. Overestimated project cost, inefficiency, poor budget implementations are linked with the weaker effects of fiscal policy in Bangladesh. In Budget recommendations as well as subsequent meeting in Prime Minister's Office, Ministry of Finance, Planning Commission and National Board of Revenue, we, as a largest business body, strongly advocated for

সমূহের দূর্বলতম দিকগুলোর সাথে সম্পৃক্ত। বাজেটের উপর সুপারিশমালা প্রণয়নে এমনকি পরবর্তীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে, অর্থ মন্ত্রণালয়ে, পরিকল্পনা কমিশনে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সভায় আমরা সরকারের দক্ষতা উন্নয়ন, অনুন্নয়ন খাতে অতিরিক্ত ব্যয় সংকোচনের বিষয়ে সুপারিশ পেশ করে আসছি।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে জাতীয় বাজেটে ভ্যাট আইন ২০১২ পহেলা জুলাই, ২০১৭ তারিখ থেকে কার্যকর করার পরিকল্পনা ছিল। নতুন ভ্যাট আইন ২০১২ বাস্তবায়নের সাথে সাথে বর্তমান কয়েক ধাপের ভ্যাট পদ্ধতির পরিবর্তে অভিন্ন ১৫% ভ্যাট কার্যকর হওয়ারও কথা ছিল। এটা কার্যকর হলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাত এমনকি সেবা খাতে ব্যবসার ব্যয় বৃদ্ধি পেত, যা কিনা পরিশেষে বেসরকারী খাতকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিত। তবে সরকার বেসরকারী খাত ও সাধারণ ভোক্তাদের কথা বিবেচনা করে নতুন ভ্যাট আইন ২০১২ বাস্তবায়ন আগামী দুই বছরের জন্য স্থগিত করেছে। বাস্তবতা বিবেচনায় সরকারের এ সিদ্ধান্ত বেসরকারী খাতের আত্মবিশ্বাসকে আরও শক্তিশালী করবে। এ কথা অনস্বীকার্য যে, ডিসিসিআই ২০১০ সালে বাংলাদেশে একটি ব্যবসা বান্ধব ট্যাক্স ইকোসিস্টেম এবং করদাতাদের স্বীকৃতি প্রদানের স্বার্থে ট্যাক্স কার্ড প্রবর্তনের প্রস্তাব করে। প্রথম অবস্থায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সীমিত আকারে ট্যাক্স কার্ড প্রদান শুরু করে তবে এ বছর জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সকল করদাতাগণকে ট্যাক্স কার্ড প্রদান করছে, যা সত্যিই প্রশংসার দাবীদার। ট্যাক্স কার্ড প্রবর্তনের কারণে সম্প্রতি করমেলায় করদাতাদের অধিক উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে, যা গতবারের তুলনায় অধিক ছিল।

সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ ও ডিসিসিআই'র সদস্যবৃন্দ

মুদ্রানীতি ব্যবসা বাণিজ্যকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে থাকে। বেসরকারী খাতের বিনিয়োগ বৃদ্ধি, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং বেসরকারী খাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৭ সালের প্রথমার্ধে মুদ্রানীতি ঘোষণা করা হয়। যদিও পূর্ববর্তী মুদ্রানীতিতে বেসরকারী খাতে ঋণ প্রবাহ ১.৮৫% কম ছিল। তবে গত আগষ্ট মাসের শেষে বেসরকারী খাতে ঋণ প্রবাহ প্রত্যাশার তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে ১৭.৮৪% উন্নীত হয়। ঋণ শ্রেণি বিবেচনায় ভোক্তা ঋণ, নির্মান সামগ্রী, বৃহৎ অবকাঠামোর উপকরণ সামগ্রী আমদানীতে অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেছে। তবে বেসরকারী খাতে ঋণ প্রবাহ উৎপাদনমুখী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়নি, যা কিনা ব্যবসায়িক আস্থায় কিছুটা মন্দাভাবকেই ইঙ্গিত করে।

সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ ও ডিসিসিআই'র সদস্যবৃন্দ

২০১৭ সালে সামগ্রিক রপ্তানি আয় ছিল ৩৪.৮৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা কিনা গত অর্থবছরের তুলনায় মাত্র ১.৬৮% বেশি। এটা দুঃশ্চিন্তার বিষয় যে, রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ২০১৭ সালে বিগত ১৫ বছরের মধ্যে কম ছিল। ২০১৭ সালে রপ্তানি আয়ে কম প্রবৃদ্ধির পেছনে তৈরি পোষাক খাতে কম আয়ই প্রধান কারণ। এ বছর তৈরি পোষাক খাতে রপ্তানি আয় ছিল ২৮.১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা প্রত্যাশার তুলনায় ৭.৩৪% কম। তবে আশার কথা এই যে, পাট ও পাটজাত পণ্যেও রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৭ সালে পাট ও পাটজাত পণ্যের রপ্তানি ৪.৬৬% বৃদ্ধি পেয়েছে, যা প্রায় ৯৬২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমান।

এ বছর আভ্যন্তরীন ও প্রত্যক্ষ অনেক বিষয়গুলো ধীরগতির রপ্তানি আয়ের অন্যতম কারণ। আমেরিকা ও ইউরোপের বাজারে তৈরি পোষাকের বাজার দর যথাক্রমে প্রায় ১.১% ও ৩.১৯% কমে গেছে। দর হ্রাসের পাশাপাশি প্রধান প্রধান রপ্তানি বাজারে চাহিদা কমে যাওয়া, ইউরোর দরপতন, রপ্তানি খাতে মন্থর গতির অন্যতম কারণ। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, আমাদেরকে রপ্তানি বহুমুখীকরণের উপর আরো জোরারোপ করতে হবে। উৎপদান ব্যয় বৃদ্ধি, অবকাঠামোর প্রতিবন্ধকতা, বন্দরের সক্ষমতার অভাব, উচ্চ করহার, জ্বালানীর স্বল্পতা, প্রতিযোগী সক্ষমতা কমে যাওয়ার মূল কারণ। অন্যদিকে বহুমুখীকরণের সুযোগ কিছু উন্নয়নশীল শিল্প যেমনঃ চামড়া, পাদুকা, ঔষধ, জাহাজ নির্মাণ, তথ্যপ্রযুক্তি, পাট, কৃষিখাত এবং হিমায়িত খাদ্য খাতকে উদ্যোমী করে তুলবে। এর উপর ভিত্তি করে সরকার ২০১৭-১৮ অর্থবছরে রপ্তানি লক্ষমাত্রা ৭.৭৮% প্রবৃদ্ধিতে ৪১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে নির্ধারণ করেছে। এ সময়ের মধ্যে সরকার তৈরি পোষাক খাত হতে ৩০.১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, চামড়া ও পাদুকা শিল্প হতে ১.৩৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি থেকে ১.০৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং হোম টেক্সটাইল থেকে ৮৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে রপ্তানি লক্ষমাত্রা অর্জন করতে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে সকল প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, তা চিহ্নিতকরণের পাশাপাশি সমস্যা সমূহের সমাধান করতে হবে। এ কথা অনস্বীকার্য যে, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) ব্যবসা

improved business climate, and investors confidence through increased private sector driven policies, reduction of various taxes, increased allocation in major infrastructure of the country, increase spending in research and development including providing tax rebate for companies investing in research and skill development, improving public finance including bringing more efficiency in the performance of the public sector enterprises and also containing the wasteful expenditure of public finance for which private sector and individual tax payers are paying.

In National Budget FY 2017-18, it was proposed that the New SD &VAT Act 2012 will be implemented from 1 July 2017. With the implementation of New SD & VAT Act 2012, uniform 15% VAT is supposed to be imposed instead of current multi-rate VAT structure. This would have adversely impacted our SMEs in manufacturing and service sector raising cost of doing business and encountering with burdensome process of doing business which would ultimately downgrade the confidence of private sector. However, the government, after due consideration, took this bold and correct decision to postpone the SD&VAT Act 2012 for two more years for which we thank our Government. These were welcoming moves and significant development issues which will strengthen the confidence of private sector. It is worth mentioning that DCCI earlier in 2010 proposed to introduce and offer the Tax Card to tax payers as a move of friendly tax ecosystem of Bangladesh and recognition to tax payers of Bangladesh. Though NBR introduced it at a limited scale for a handful VIPs but this year NBR has made the card available to all tax payers whoever submitted the return in Tax fair in Dhaka and Chittagong. Due to introducing and providing Income tax card to all tax payers, the turn up of tax payers in this tax fair, number of return submission and amount of Tax collection were significantly higher than earlier years.

My Distinguished Colleagues and Members of DCCI

Monetary Policy affects the business in different ways. The monetary policy for the first half of the fiscal year 2017-18 was declared in July 2017 with the aim of controlling inflation and supporting the private investment and consumption credit growth to 16.2%. Though the private sector credit growth target has been lowered by 1.85% from previous monetary policy, private sector credit growth surpassed the target at the end of August 2017 recording 17.84% growth. Within the credit category, consumer loan, construction materials and equipment import for mega infrastructure projects witnessed surge. The private sector credit growth did not reflect as expected in manufacturing and productive economic activities which indicate depressed business confidence and challenging economic backdrop.

My Distinguished Colleagues and Members of DCCI

The overall export earning stood at US$34.83 billion in FY2017, which was only 1.68% up from previous fiscal year. It was alarming that export growth plunged to a 15 years lowest in FY2017. The slump of RMG sector export earning was the key reason for severely hitting the export earning of the country in FY2017. RMG sector earned US$28.15 billion in FY2017 which was 7.34% lower than target. On the other hand, it was encouraging that export of jute and jute goods has rebounded. In FY 2017, Jute and Jute goods recorded 4.66% growth reaching to export earnings US$962 million.

Internal factors as well as external factors contributed to sluggish export earnings in 2017. The price for RMG fell 1.1% in USA and 3.19% in EU market. Along with the lower price, sluggish demand in the key markets, weak euro exchange rate were identified for anemic performance of key export sectors. However, we are yet to diversify our export basket as per our export market needs. Increasing production cost, infrastructure bottlenecks, capacity constrain of ports, high tax regime and energy crisis were the key constrains which downgraded our competitive edge. Amid this backdrop, the Government has set export target at US$41 billion with a growth target of 7.78% for the FY2017-18. During this period, Government set target to earn US$30.16 billion from RMG, US$1.38 billion from Leather & Footwear, US$1.05 billion from Jute goods and US$880 million from home-textile.

In order to achieve the export target in the FY2017-18, the impediments faced by the businesses need to be addressed and resolved. It is worth mentioning that Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) has been pro-actively playing important advocacy roles in addressing the business constrains

বাণিজ্যের প্রতিবন্ধকতাসমূহ খুঁজে বের করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। ২০১৭ সালে ঢাকা চেম্বার ভৌত অবকাঠামো, শিল্পে নিরবচ্ছিন্ন বিদুৎ ও জ্বালানী সরবরাহ, চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ফোরামে জোরালো আবেদন জানিয়ে এসেছে।

রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডিসিসিআই কিছু সুনির্দিষ্ট অনুষ্ঠানমালা হাতে নিয়েছে, যেমনঃ রপ্তানিমুখী ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের উন্নয়ন, অগ্রাধিকার ভিত্তিক বাজার সম্প্রসারণ, শুল্ক ও কোটামুক্ত বাজারে রপ্তানির সক্ষমতার পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার, নতুন নতুন বাজার খুঁজে বের করা এবং আঞ্চলিক সহযোগীতা সম্প্রসারণ। আমরা আমাদের ফলো-আপ অব্যাহত রাখবো, যাতে করে ঢাকা চেম্বারের প্রণীত নীতি সহায়তামূলক সুপারিশমালা সরকার যেন গুরুত্ব সহকারে বাস্তবায়ন করে।

আমার প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ

আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধির পিছনে রেমিট্যান্স অন্যতম সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। তবে বৈশ্বিক বাজারে তেলের মূল্য কমে যাওয়া, মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে জাতীয়করণ নীতিমালা গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন, মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার শক্তিশালী মূল্যমান এবং নন-ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে রেমিটেন্স আসার প্রবনতা আশংকাজনক হারে বেড়ে যাওয়ার কারণে গত ২ বছর ধরে বাংলাদেশে অর্থনীতিতে নেতিবাচক ধারা পরিলক্ষিত হচ্ছে। উল্লেখ্য, ২০১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশে আগত রেমিট্যান্সের পরিমান ছিল ১৪.৯৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যেটি ২০১৭ সালে কমে গিয়ে ১২.৭৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে এসে দাড়িঁয়েছে। সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত নানা ধরণের উদ্যোগ গ্রহণ সত্বেও বাংলাদেশ গত ৫ বছরে সর্বনিম্ন রেমিট্যান্স আহরণ করে। তথাপি, বাইরের বিভিন্ন দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি সত্বেও রেমিট্যান্স প্রবাহের এ নিম্নগতি উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এটা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় যে, রেমিটেন্স প্রবাহের এ নিম্নগতি স্থানীয় বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, ভোগ্যপণ্য ব্যবহার এবং ব্যাংকিং লেনদেন ও মানি এক্সচেঞ্জের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। সামনের দিনগুলোতে এ ধরনের অনাকাঙ্খিত সমস্যা মোকাবেলায় আমাদের অর্থনীতি ও ব্যবসায়ী মহল কে প্রস্তুত থাকতে হবে।

প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ

গত এক দশকে বৈশ্বিক অর্থনীতি দ্রুত অগ্রগতির সাথে সমন্বয় রেখে সরকার বেসরকারী খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছে যদিও বেসরকারী খাতের বিনিয়োগ তেমন একটা আশাব্যঞ্জক নয়। বেসরকারী খাতের বিনিয়োগ যথেষ্ট স্থবির অবস্থায় রয়েছে যা কিনা জিডিপি'র ২২-২৩%। সরকার ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাজেটে বেসরকারী বিনিয়োগ লক্ষমাত্রা বর্তমান ২৩.০১% থেকে ২৩.৩%-এ উন্নীত করার লক্ষ স্থির করেছে।

২০১৭ সালে ডিসিসিআই বেসরকারী বিনিয়োগে স্থবিরতার কারণ খুজে বের করার জন্য একটি জরিপ করেছিল। উক্ত জরিপে ৫৯% অংশগ্রহণকারী মনে করে নিয়ন্ত্রক ও অবকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা, প্রায় ৭২% ব্যবসায়ী বিশেষ করে এসএমই খাতের ব্যবসায়ীরা জরিপে মনে করে ব্যবসায় ব্যয় বৃদ্ধি ব্যবসা বাণিজ্যে স্থবিরতার অন্যতম কারণ। জরিপে ব্যবসায়ীরা বেসরকারী বিনিয়োগে স্থবিরতার অন্যান্য কারণ হিসেবে জটিল ট্যাক্স ও ভ্যাট ব্যবস্থা, জ্বালানীর অভাব, জ্বালানীরি ঘন ঘন মূল্য বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর অধিক নির্ভরতা, লাইসেন্স ও নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থার জটিলতা যা কিনা উদ্যোক্তাদের আস্থাকে ব্যহত করছে।

২০১৭ সালে ডিসিসিআই দেশে বাণিজ্য সম্প্রসারণে ব্যবসায়ের খাত ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে বেশকিছু কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেছে, যার মধ্যে ব্যবসা পরিচালনায় ব্যয় হ্রাস কল্পে যৌক্তিক ও বাস্তবমুখী উদ্যোগ গ্রহণ, নীতিমালা সমূহে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত ও দূরীকরণের উপায় নির্ধারণ, সাপ্লাই চেইন নেটওয়ার্কের উন্নয়ন, শিল্প-কারখানায় জ্বালানী সরবরাহের অপ্রতুলতা নিরসন, ব্যবসায় টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ, এসএমই খাতের সম্প্রসারণ/উন্নয়নে কার্যকর নীতিমালা প্রণয়ন এবং নতুন উদ্যোক্তা তৈরিতে ভূমিকা রাখা সহ আন্তর্জাতিক বাজারে এ খাতের উদ্যোক্তাদের প্রবেশাধিকারের সুযোগ তৈরি প্রভৃতি বিষয়সমূহ উল্লেখযোগ্য। ঢাকা চেম্বারের সদস্যবৃন্দের সার্বিক উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক পরিমণ্ডলে তাদের যোগাযোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এ ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। দেশে বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি, ব্যবসা-বাণিজ্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি এবং নীতি সহায়তা প্রদানের বিষয়ে এ উদ্যোগসমূহ কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

which restrict the growth potential of diverse businesses. In 2017, Dhaka Chamber of Commerce reinforced emphasis on physical infrastructure development, supply of uninterrupted energy to the industry as well as up-gradation of the capacity of Chittagong Port to pass through the hidden economic benefits to business.

In order to expand our export, Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) undertook various focused programmes for improving capacity of export-oriented SMEs, utilizing preferential market access effectively, implementing duty free quota free agreement effectively, identifying new potential markets and strengthen regional connectivity. We will also continue our follow-up with the concerned Government agencies so that the policy recommendations as well as way out designed by Dhaka Chamber of Commerce & Industry are implemented by the Government agencies to ease trade and business.

My Distinguished Colleagues and Members of DCCI

Inward remittance is key source of our development finance and building the foreign exchange reserve. Due to continuing impact of lower oil price and nationalization policies in GCC, strong value of Taka against US Dollar, use of informal channel, inward remittance in Bangladesh has experienced declining trend over the past two years. The remittance inflow declined to US$12.76 billion in FY 2017 from US$14.93 in FY 2016. Despite number of initiatives undertaken by the Government and Bangladesh Bank, Bangladesh earned lowest remittance in the last five years. However, the falling trend of remittance inflow emerged as the major concern despite an increase of overseas employment. It is apprehended that declining remittance may cast a negative shock on domestic consumption, rural investment, rural employment, current account balance as well as currency exchange rate. In the years to come, our business community and economy need to be well-prepared to cope with the frequent exogenous shocks.

My Distinguished Colleagues and Members of DCCI

Despite fastest expansion of economy over the past decade and highest priority of Government for boosting private investment, the pace of private investment is yet to be picked. Private investment remains stagnant and hovers around 22% to 23% of GDP. However, Government sets target to raise the private investment to 23.3% from current level of 23.01% in the National Budget for FY2017-18. In order to reach the targeted growth trajectory, the stagnation of private investment needs to be relaxed.

In 2017, Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) conducted a survey to identify the actual reason of anemic private investment and pressing business challenges faced by its members. In the survey, about 59% respondents replied that they face regulatory & infrastructure constrains in expanding business and making new investment. About 72% respondents, who were particularly SMEs, identified that high cost of doing business is the main bottleneck for local business. The survey also found that higher and complicated Tax & VAT, energy crisis, lack of predictability and consistency about energy price, excessive dependence on natural gas, licensing and regulatory procedure were major problems which hold back the growth of private investment, downgrading the confidence of entrepreneurs.

In 2017, DCCI has undertaken wide-ranging focused and target-oriented activities with the view to take our business to the next level by advocating and suggesting solid measures to rationalize increasing cost of doing business, eliminate complex policy measures, improve of supply chain networks, find solution to growing industrial energy crisis, promote sustainable practices in business, promote and mentor SMEs and new entrepreneurs aiding them to link with global business value chain. All of these activities were carried out to extend and broaden interaction with the members of DCCI, business community and policy makers with a view to creating competitive business environment and fueling private investment.

সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ ও ডিসিসিআই'র সদস্যবৃন্দ

আশানুরূপ বেসরকারী বিনিয়োগের অভাব, রপ্তানিতে নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি এবং রেমিট্যান্স প্রবাহের নিম্নগতির কারণে কাঙ্খিত মাত্রায় কর্মসংস্থানের সুযোগ ও অন্যান্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সমূহে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পাওয়া যায়নি। বিশ্বব্যাংক-এর তথ্য মতে, ২০০৩ হতে ২০১০ সাল পর্যন্ত প্রতিবছরে ৩.১% হারে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছিল, যেখানে ২০১১ সাল হতে ২০১৬ সাল পর্যন্ত এ হার মাত্র ১.৩৮%। দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ঢাকা চেম্বার পক্ষ হতে শিল্প ও শিক্ষা কার্যক্রমের মাঝে সমন্বয় বৃদ্ধির পাশাপাশি গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধি এবং নতুন নতুন পণ্য উদ্ভাবন প্রভৃতি বিষয় সমূহের উপর আরো বেশি মাত্রায় গুরুত্বারোপের আহবান করা হয়।

সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ ও ডিসিসিআই'র সদস্যবৃন্দ

এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বেসরকারী খাতের অংশগ্রহণ অত্যন্ত অপরিহার্য। এটা প্রতীয়মান হয় যে, দৃশ্যমান ব্যবসায়িক কার্যক্রম, যা এসডিজিকে সরাসরি প্রভাবিত এবং এর অনুপস্থিতিতে উদ্যোক্তা ও ভোক্তা মহলে অনাস্থার তৈরি হতে পারে। এ অবস্থার আলোকে, আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, ঢাকা চেম্বার এবং ইউএনডিপি-বাংলাদেশ এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে, যার আলোকে ডিসিসিআই এবং ইউএনডিপি যৌথভাবে এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বেসরকারি খাতের ভূমিকা নির্ধারণে রোডম্যাপ প্রণয়নের পাশাপাশি সহযোগিতামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে, যা টেকসই বাণিজ্য কর্মকাণ্ড পরিচালনায় কৌশল নির্ধারণে সহায়তা করবে। এছাড়াও ডিসিসিআই এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে বেসরকারী খাত যে ধরনের প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয় তা নিরসনে সরকার কে নীতি সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করে আসছে। বেসরকারীখাতের অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে ডিসিসিআই এসডিজি'র ১৭টি লক্ষ্যমাত্রার সাথে সঙ্গতি রেখে নানামুখী কার্যসূচি গ্রহণ করে আসছে।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

আপনারা অবগত আছেন যে, ডিসিসিআই এবছর বেশকিছু সময়োপযোগী এবং গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। ঢাকা চেম্বারের স্ট্যান্ডিং কমিটি সমূহের সুপারিশের আলোকে ২০১৭ সালে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল ভিত্তি সমূহের উপর গুরুত্বারোপ করে বেশকিছু সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও বাণিজ্য আলোচনা সভার আয়োজন করে। দেশের ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন, জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরন, স্থল, জল ও সমুদ্র বন্দরগুলোর উন্নয়ন ও সংস্কার সাধন, ঢাকার বিকেন্দ্রীকরণ, দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি, সমুদ্র অর্থনীতির উপর জোরারোপ প্রভৃতি বিষয়ের সাথে বেসরকারীখাতের সম্পৃক্তকরণ এবং এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কর্মপরিকল্পণা নির্ধারণে লক্ষ্যে বেশকিছু কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

২০১৭ সালে ঢাকা চেম্বার থেকে পুনঃমূল্যায়নে প্রতীয়মান হয় যে, ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ কে ৩০তম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশে পরিণত হতে হলে, সামনের দিনগুলোতে ৮% হতে ১০% হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হবে। ডিসিসিআই বিশ্বাস করে, প্রাক্কলিত জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হলে আমাদের কে অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ আরোও বাড়াতে হবে এবং এটাকে বর্তমানে বিদ্যমান ২.৮৭% হতে ৫%-এ উন্নীত করতে হবে। এমতাবস্থার আলোকে ঢাকা চেম্বার মনে করে, ২০৩০ সাল পর্যন্ত অবকাঠামো ও জ্বালানী খাতে ৩২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রয়োজন, প্রতিবছর এর পরিমান প্রায় ২২.৮৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার মাধ্যমে টেকসই শিল্পায়ন তরান্বিতকরণ, বেসরকারী বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ এবং কাঙ্খিত মাত্রায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। অবকাঠামোখাত বিশেষ করে, মহাসড়ক, এক্সপ্রেসওয়ে, রেলওয়ে নেটওয়ার্ক, নদীভিত্তিক ওয়াটারওয়ে নেটওয়ার্ক, ঢাকা-চট্টগ্রাম ইকোনোমিক করিডোর, মেট্রো সার্ভিস, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, এসইজেড, স্থল ও সমুদ্রবন্দর, গভীর সমুদ্রবন্দর, এলএনজি টার্মিনাল, গ্যাসকূপ অনুসন্ধান, কয়লা উত্তোলন এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়নের উপর অধিকমাত্রায় গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। এ লক্ষ্যে ঢাকা চেম্বারের পক্ষ হতে "ফিন্যান্সিং দি ফিউচার", "অর্থায়নের উপায়", "বাংলাদেশের যোগাযোগ অবকাঠামো" এবং "জ্বালানি নিরাপত্তা" বিষয়ক চারটি ব্রেইন স্টর্মিং সেশনের আয়োজন করে। উল্লেখিত ব্রেইন স্ট্রর্মিং সেশনসমূহে বাংলাদেশের স্বনামধন্য অর্থনীতিবদি, গবেষণা সংস্থা, অবকাঠামো ও জ্বালানি বিশেষজ্ঞ, সেরকারীখাতের উদ্যোক্তাবৃন্দ যোগদান করেন।

ব্রেইন স্ট্রর্মিং সেশনগুলোর সুপারিশের আলোকে "বাংলাদেশ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ২০৩০" এবং "জ্বালানি নিরাপত্তা ২০৩০" শীর্ষক দুটি গোল টেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়, যেখানে অবকাঠামো খাতের উন্নয়ন ও জ্বালানি নিরাপত্তা বিষয়ক সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়। আয়োজিত আলোচনা সভাসমূহ সরকারের নীতিনির্ধারণ, সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছে।

My Distinguished Colleagues and Members of DCCI

Stagnant private investment, weaker export growth and declining remittance hold back the avenues of quality job creation posing challenges to different economic fronts. World Bank data also showed that the pace of job creation has fallen-between Year 2003 and 2010 with 3.1% employment growth per annum whereas employment growth was only 1.38% per annum between year 2011 and 2016. In order to create skilled job opportunities, DCCI focused on creating skilled workforce through industry-academia collaboration, catering research and innovation along with addressing the core business and investment challenges.

My Distinguished Colleagues and Members of DCCI

We started navigating across the SDG era and private sector involvement is critical to achieve the SDG. It is found that lack of tangible business action focusing SDG caused deficit in trust among entrepreneurs and consumers. In persuasion of this, I am delighted to share that Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) formed partnership with United Nations Development Programme (UNDP) Bangladesh in 2017 to cooperate, facilitate and expand collaboration with private sector aiming to assessing and mapping the private sector impact towards implementation of SDG 2030 agenda. This will help private sector in doing ground work to integrate the widespread business action into their sustainable strategies. In addition, DCCI also persistently supports Government to address the private sector business and Industry challenges with SDG. DCCI also scaled up its endeavors to tag its activities and event with each of 17 goals in order to adopt SDG in the DCCI's operational procedure to be a role model in the private sector.

Distinguished Members,

You are aware that, throughout the year, DCCI has organized a number of important and timely events. In 2017, DCCI focused on core areas of growth pillars of the economy in organizing the events and activities based on the recommendation of the different standing committees. Core areas include physical infrastructure, energy security, port development, decentralization of Dhaka, skill development, life below water aligning private sector with SDG etc.

In 2017, DCCI re-investigated and reaffirmed that in order for Bangladesh to become the 30th largest economy by Year 2030, Bangladesh needs to grow at 8% to 10% annually onwards. DCCI identified that infrastructure investment-GDP ratio needs to be raised to 5% from the current level of 2.87% to meet the growth target. Based on this assumption, DCCI estimated that about US$320 billion investment with annual average of US$ 22.85 billion will be required by the Year 2030 for building resilient infrastructure and energy security which will promote sustainable industrialization encouraging private investment and creating employment at desired level. Infrastructure investment is much needed in roads, highways, expressways, rail network, waterways transport network, Dhaka Chittagong economic corridor, Metro Rail system, elevated expressway, SEZs, Ports, deep sea ports, LNG terminal, gas exploration, coal exploration energy and power transmission network. In this connection, DCCI organized four different brainstorming sessions titled financing the future, how to finance, communication infrastructure and energy security of Bangladesh. These sessions were attended by the best minds in Bangladesh encompassing economists, think tanks, infrastructure experts, energy experts and leading private sector entrepreneurs.

Based on the outcome of the brainstorming, DCCI organized two focus events on Bangladesh Infrastructure 2030 and Energy Security 2030 to chart and identify the futuristic needs of physical infrastructure and energy in line with the growing momentum of investment, industrialization and economic growth. This event successfully drew the attention of top-policy makers and government officials to chart the roadmap of futuristic infrastructure needs as well as enhance the implementation capacity of the government agencies.

ডিসিসিআই অয়োজিত "বাংলাদেশ ইনফ্রাকস্ট্রাকচার ২০৩০" শীর্ষক গোল টেবিল বৈঠকে উপস্থিত সদস্যেবৃন্দের মতামতের ভিত্তিতে দেশের অর্থনীতির বিকাশের ধারাকে বেগবান করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মাননীয় মূখ্যসচিবের নেতৃত্বে **"ন্যাশনাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট মনিটরিং অ্যান্ড এ্যাডভাইজরি অথিউরিটি (নিডমা)"** নামে একটি উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি প্রণয়নের সুপারিশ গৃহীত হয়, যেখানে সরকারী ও বেসরকারীখাতের সংশ্লিষ্ট সেক্টহোল্ডারবৃন্দ সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত থাকবে। এ কমিটির মাধ্যমে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিবি) এবং অবকাঠামো খাতের বৃহৎ প্রকল্পসমূহের কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হবে, যার মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এ ধরনের প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হলে, দেশের অর্থনীতি কে কাঙ্খিত গতিতে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে।

উপরন্তু, ঢাকা চেম্বারের পক্ষ হতে ২০১৮ সাল কে "অবকাঠামো বছর" হিসেবে ঘোষণা প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে, যার মাধ্যমে অবকাঠামো খাতের বিনিয়োগের বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরি করা সম্ভব হবে, যেটি আমাদের অর্থনীতিকে বেগবান করবে।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) মনে করে, সমুদ্র অর্থনীতির অপার সম্ভাবনা কে কাজে লাগানোর জন্য সমুদ্র ভিত্তিক ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের সুযোগ তৈরি করতে হবে। যার মাধ্যমে সমুদ্রতটের এলাকার বাতাস ও সমুদ্রের স্রোত ব্যবহার মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন, তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান, একুয়্যাকালচার, সামুদ্রিক মাছ ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য, ক্রুজ ট্যুরিজম, মেরিন বায়ুটেকনোলোজি এবং সমুদ্রবন্দর ও শিপিং খাতে ভবিষ্যতে উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। ডিসিসিআই সরকারের সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারকদের নিকট সুপারিশ প্রণয়ন করেছে যে, গভীর সমুদ্র এলাকায় গ্যাস কূপ অনুসন্ধান ও উত্তোলনের মাধ্যমে আমাদের বিদ্যমান জ্বালানি সংকট নিরসন করা সম্ভব।

এ বছর ডিসিসিআই'র পক্ষ হতে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার এ্যাডমিরাল এম খালেদ ইকবাল, বিএসপি, এনডিসি, পিএসসি এর উপস্থিতিতে "চট্টগ্রাম বন্দর ঃ বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা" শিরোনামে একটি গোলটেবিল আলোচনা সভার আয়োজন করে, যেখানে সংশ্লিষ্ট খাতের স্টেকহোল্ডারবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভায় চট্টগ্রাম বন্দরের বর্তমান কনটেইনার জট নিরসন, বন্দরের অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ও পণ্য পরিবহনে বন্দরের গ্রহণযোগ্যতা ও দক্ষতা উন্নয়নে বন্দর কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

ইউএনডিপি বাংলাদেশ এবং ঢাকা চেম্বার যৌথভাবে "ইমপ্যাক্ট বাংলাদেশ ফোরাম ২০১৭" শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন করে, যেখানে বেসরকারী খাতের দেশি-বিদেশি প্রায় ২০০ জন প্রতিনিধির পাশাপাশি সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, এসডিজি খাতের বিশেষজ্ঞবৃন্দ এবং গবেষণা সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অংশগ্রহণকারীরা এসডিজি'র লক্ষ্য বাস্তাবায়নে বিদ্যমান অবস্থার পর্যালোচনার আলোকে কর্মপরিকল্পণা প্রণয়নে সুপরিশ পেশ করেন। এ আয়োজনের মাধ্যমে এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দেশের বেসরকারীখাতের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও ভূমিকা কতটা জরুরী তা সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট তুলে ধরা হয়।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি) যৌথভাবে আয়োজিত "ঢাকা'র অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা" শীর্ষক আয়োজিত স্টেকহোল্ডার ডায়ালগে উল্লেখ করা হয়, মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যার প্রকোপ, প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে ঢাকামুখী হওয়ার প্রবণতা এবং অসহনীয় যানজটের কারণে ঢাকা শহর তার সম্ভাবনাময় অর্থনৈতিক গুরুত্বের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারছে না। সভায় বলা হয়, ঢাকায় যানজটের কারণে প্রতি মাসে যে কর্মঘন্টা নষ্ট হচ্ছে তার আর্থিক মূল্য প্রায় ৩.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে ২৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, অর্থনৈতিক ক্ষতি প্রায় ২.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যেটি জিডিপি'র প্রায় ১.৫% এবং এর ফলে প্রতিমাসে যানবাহনে অতিরিক্ত প্রায় ৬০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের জ্বালানি বেশি খরচ হচ্ছে। এ অসহনীয় যানজট আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। ঢাকা শহরের অর্থনৈতিক গুরুত্বকে কাজে লাগানোর জন্য ডিসিসিআই'র পক্ষ হতে ঢাকা শহরের বিকেন্দ্রীকরণ, ঢাকা-চট্টগ্রাম ইকোনোমিক করিডোরের উন্নয়ন, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক কে আট লেনে উন্নীতকরণ, ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেস কমিউনিকেশন প্রকল্প গ্রহণ এবং ঢাকা-ময়মনসিংহ ও ঢাকা-মাওয়া মহাসড়ক সম্প্রসারণের প্রস্তাব করা হয়।

ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগের প্রয়োজনে, ডিসিসিআই'র পক্ষ হতে কৃষি খাতে বিকল্প অর্থায়ন, পাট হতে পরিবেশবান্ধব পাল্প ও পেপার প্রস্তুতকরণ, নিরাপদ আম বাজারজাতকরণে সহায়ক নীতিমালা প্রণয়ন, নিরাপদ খাদ্য ও নীতিমালা, বাংলাদেশের এসএমই খাতের অর্থায়নে উদ্ভাবনী ফান্ড গঠন, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর দক্ষতা উন্নয়ন, বাংলাদেশের কর্পোরেট খাতে সিএসআর-এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং আয়কর ও ভ্যালু এ্যাডেড ট্যাক্স বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

DCCI, taking into account the importance of investment in Infrastructure and creation of a monitoring system at the highest level of Government, proposed and shared the concept of a high powered oversight committee titled '**National Infrastructure Development Monitoring and Advisory Authority' (NIDMAA)** a new and independent authority headed by the Hon'ble Prime Minister of GoB, with members from the private sector and public sector to monitor and expedite implementation of large and mega ADP, infrastructure and other development projects undertaken in the country for accelerated economic growth of Bangladesh. In addition, DCCI also proposed to Government of Bangladesh to declare **Year 2018 as Infrastructure Year** to pitch the NIDMAA and create Infrastructure investment awareness and inspiration across the economy.

Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) identified that sustainable exploration of blue economy associated with marine based resources will create business opportunities for tomorrow encompassing diverse avenues such as offshore wind, tidal & wave energy, oil & gas, aquaculture, metals & minerals, cruise tourism, genetic resources, marine biotechnology, seaports and shipping. In 2017, DCCI proposed to concerned policy makers that Bangladesh can get rid of the crippling energy crisis through exploring potential of getting gas in the deep sea blocs in line with harnessing the potential of blue economy.

In 2017, With the Chairmanship of Rear Admiral M Khaled Iqbal, BSP, NDC, PSC, Hon'ble Chairman to Chittagong Port Authority, Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) along with concerned stakeholders organized a Discussion titled "Chittagong Port – Current Status and Way Forward". The event successfully drew the attention of the port authority and concerned policy makers to undertake immediate steps to reduce the container congestion as well as to prioritize port infrastructure development agenda focusing on the potential of international trade and economic growth of the country.

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) partnering UNDP Bangladesh organized an international event in 2017. The IMPACT Bangladesh Forum 2017 was a congress of more than 200 local and foreign private sector leaders, that together with government counterparts and regional SDG champions demonstrated the SDG business case and shared commitments to action, report on progress, and together invest in growth and SDGs. This milestone event has marked and exposed the importance of Private sector in contextualizing the impact and roles as well as necessary futuristic actions of Private sector in promoting and executing SDG in Bangladesh.

At the Stakeholder Dialogue "Dhaka's Economic Future Opportunities and Challenges" DCCI highlighted that Dhaka has opened up substantial economic potentials though these are not being harnessed as expected since Dhaka is laden with multifaceted infrastructure and architecture led socioeconomic crises and challenges such as overwhelming population migration and terrific traffic congestion. The horrendous traffic cost US$3.2 million working hour per month, US$250 million environmental damage and US$2.5 billion with the economy equivalent to 1.5% of GDP per year and increase consumption of transport fuel worth of US$600 million. This lethargic traffic mobility severely hurts our trade and investment mobility. For reaping the economic potential of Dhaka, DCCI advocated for administrative Decentralization of Dhaka City, development of transport corridor of Dhaka and Chittagong upgrading current four-lane, Dhaka-Chittagong Highway into eight lane, Dhaka and Chittagong Expressway communication project, extension of Dhaka-Mymensingh Highway and Dhaka-Mawa Highway into six lane.

In line with the demands of business and industry, DCCI also organized seminars on such as Alternative financing in agriculture sector, Eco-Friendly Pulp and Paper Processing from Jute. As per the proposal of DCCI, the Ministry of Jute formed a working group on Eco-friendly Jute and DCCI is a member of this working group. Of other remarkable events, Enabling Policy Environment for Safe Mango Marketing, Fresh Food Safety and its Protocol, Innovative Fund for MSE Financing in Bangladesh, Local Managerial Capacity Building, Propagating CSR Programme by Corporate in Bangladesh and Income Tax and Value Added Tax (VAT), Challenges and opportunities for financial reporting act were held.

বাংলাদেশ কে দেশি বিদেশি বিনিয়োগের জন্য উপযুক্ত কেন্দ্রস্থল হিসেবে সারাবিশ্বের নিকট পরিচিত করার লক্ষ্যে ঢাকা চেম্বার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ করে চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দেশ হতে বিনিয়োগ আকর্ষণের পাশাপাশি যৌথ উদ্যোগে ব্যবসায়িক কার্যক্রম স্থাপন ও দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের লক্ষ্যে এ বছর বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

বাংলাদেশের বিনিয়োগ ও ব্যবসায়িক সম্ভাবনা যাচাইয়ের লক্ষ্যে এ বছর দক্ষিণ কোরিয়া, চীন, ভিয়েতনাম, সিঙ্গাপুর, সৌদিআরব এবং থাইল্যান্ড হতে বেশ কয়েকটি প্রতিনিধিদল ঢাকা চেম্বারের আয়োজিত বাণিজ্য আলোচনা সভায় যোগদান করেন। এছাড়াও দেশে বিনিয়োগ সহায়ক পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে চেম্বারের পক্ষ হতে অর্থ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর), বেজা ও বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সাথে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রক্ষা করা হয়েছে। উপরন্তু, বিদেশে বাংলাদেশী পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ এবং দেশের ব্রান্ডিং ইমেজ বাড়ানোর জন্য চেম্বার হতে বেশকিছু প্রতিনিধিদল বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করা হয়েছে।

দেশের অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পায়নের উন্নয়নের স্বার্থে ঢাকা চেম্বারের পক্ষ হতে প্রায়শই বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বিষয়ে গবেষণা, জরিপ পরিচালনা করা হয়, যার মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির বিকাশের স্বার্থে বেসরকারী খাতের ভূমিকা কি হবে তা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে। এ সংক্রান্ত সুপারিশমালা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।

কার্যকর ও যুগোপযোগী গবেষণা কর্মকাণ্ড পরিচালনার লক্ষ্যে ঢাকা চেম্বার হতে "আরঅ্যান্ডডি বাংলাদেশ ফোরাম" নামে একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হবে, যেখানে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ সহ বেসরকারীখাতের প্রতিনিধিবৃন্দের সমন্বয়ে একটি এ্যাডভাইজরি বোর্ড থাকবে এবং বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, গবেষক ও বিশেষজ্ঞগণ এ কমিটিতে থাকবেন।

টেকসই উন্নয়ন এবং শিল্প-কারখানায় কাজের সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য সিএসআর বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিল্প-কারখানায় সিএসআর কার্যক্রম বাড়ানোর উদ্দেশ্যে, এমভিও নেদারল্যান্ড প্রকল্পের সহায়তা বাংলাদেশস্থ দি নেদারল্যান্ডস দূতবাস এবং ঢাকা চেম্বার যৌথভাবে বাংলাদেশের পাট, মৎস ও জাহাজ নির্মান খাতে সিএসআর কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং তা উন্নয়নে কাজ করবে। ভবিষ্যতে এ প্রকল্পটি বাংলাদেশে কার্যকর সিএসআর নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়নে ও উক্ত তিনটি খাতে ডাচ বিনিয়োগ আকর্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ

বেসরকারী খাতের অবদানে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। চেম্বারের সদস্যবৃন্দের নিরবিচ্ছিন্ন সহযোগীতায় অর্থনীতির মৌলিক বিষয়বস্তুর উন্নয়ন, স্থানীয় বাজার সম্প্রসারণ, রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বন্দর উন্নয়ন, শিল্পে জ্বালানী নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে ডিসিসিআই সরকারকে সঠিক নীতি সহায়তা দিতে পেরেছে।

বেশ কিছু সংস্কার সাধনের উদ্যোগের পরও আমরা এখনও আমাদের প্রতিযোগী ও উন্নয়নশীল দেশ যেমনঃ ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া এবং ভারতের থেকে বেসরকারী খাতকে একটি ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ প্রদানে পিছিয়ে রয়েছি। সম্প্রতি বিশ্বব্যাংক-এর ডুইং বিজনেস রিপোর্ট ২০১৮ তে বাংলাদেশের দূর্বল অবস্থানের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। বাংলাদেশ ১৭৬তম অবস্থান থেকে এক ধাপ পিছিয়ে ১৭৭তম অবস্থানে নেমে গেছে, যেখানে ভূটান ৭৫তম, ভারত ১০০তম, শ্রীলংকা ১১১তম এবং পাকিস্তান ১৪৭তম অবস্থানে রয়েছে।

আমাদের অবস্থানের অবনতি সত্বেও সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের ফলে বিশেষ করে "ওয়ান স্টপ সেবা নীতি" গ্রহণের ফলে আগামী দিনগুলোতে বাংলাদেশের উন্নতির সম্ভাবনা প্রচুর। উন্নয়নের অগ্রধারা এবং বেসরকারী খাত ও বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ বজায় রাখতে বাংলাদেশ কে লক্ষ্য ভিত্তিক ও সময়োপযোগী এবং বাজার কেন্দ্রিক পরিকল্পনা ও নীতি সংস্কারের দিকে অগ্রসর হতে হবে।

DCCI relentlessly made effort to promote Bangladesh as competitive business hub with the view to attract investment from China, South Korea, Singapore, Thailand, Malaysia, UK in wide-ranging sectors encouraging relocation, joint venture and other bilateral agreements.

In pursuance of investment effort, DCCI received various Investments and trade delegations mostly from East Asian countries i.e. South Korea, China, Vietnam, Singapore, and Thailand along with KSA and other Asia pacific countries. In addition DCCI continuously pursued Ministry of Finance, Ministry of Commerce, Ministry of Industry, NBR, BIDA and BEZA through facts-based study and cross-country benchmarking study to improve the business and investment climate in Bangladesh. Moreover, as part of market exploration, country branding and investment promotion initiatives, DCCI represented Bangladesh in different global investment summits & conferences.

DCCI, as a commitment to the economy, trade and industrial development, often conducts several trades, industry and investment related policy research, impact studies for trade led economic growth tailoring the needs of private sector development taking into account the local and geo economic trends, affairs and disseminate outcome with concerned Government agencies.

To pursue better and more focused and effective economic fact based research, we have meanwhile formed an economic brainstorming platform named **RnD Bangladesh Forum (RnD-BD)** to analyse intense understanding of the economic changes, challenges and impacts on private sector to contribute business community of the economy and reshape the economy of Bangladesh. The advisory committee of **(RnD-BD)** Bangladesh will include eminent Sector experts and Economists of Bangladesh.

In order to promote sustainable and pro people working industrial environment, the CSR is critical. To embed the good practice of CSR across the Industry, DCCI has initiated a Project with Dutch embassy in Bangladesh in collaboration with MVO Netherland to explore the state of play, sustainable business practice and CSR opportunities in Bangladesh in the sectors of jute, fishery and ship building. And, this project is going to be a strong basis of promoting well functioning CSR culture in future and open up Dutch investment opportunities in these three sectors.

Distinguished Members,

With contribution of the private sector, Bangladesh has come a long way in terms of economic progression and social development. It gives me immense confidence that with the continued support and cooperation of our honorable members of DCCI, I am able to make bold and strong efforts with the view to improving economic fundamentals, expand local markets and export destinations, improving road connectivity, port capacity and energy security for industry.

Despite many reform initiatives and development, we are still behind our competitors and emerging countries such as Vietnam, Indonesia and India in terms of ensuring enabling and yielding business environment for private sector. The fragile position of Bangladesh is also reflected in the World Bank's 'Doing Business Report 2018' – wherein, Bangladesh is ranked at 177 downgrading from 176 registering decline in five areas, and only improved in two areas compared to previous year whereas Bhutan ranked 75, India 100, Sri Lanka 111 and Pakistan 147.

Despite this fall in our position, we are confident that the steps taken by the Government in different areas including the 'One Stop Service Policy' will greatly improve the performance of Bangladesh in the coming years. In order to continue improvements and creating a more conducive and competitive climate for the private sector and investment, Bangladesh needs to accelerate with target oriented, time-bound and market driven plans and policy reforms.

ভদ্র মহিলা ও মহোদয়বৃন্দ

পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন পেশ করার পূর্বে গত এক বছরে যাঁদের আমরা হারিয়েছি তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন সভাপতি জনাব এ রব চৌধুরী, প্রাক্তন সভাপতি জনাব এম এ মোমেন-এর শ্বাশুড়ি সৈয়দা শামুজাহান, প্রাক্তন সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম-এর বাবা আলহাজ্ব এ রশিদ, প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব আবসার করিম চৌধুরী'র ছোট ভাই রহমান আলী করিম চৌধুরী, প্রাক্তন সভাপতি জনাব বেনজীর আহমেদ-এর মেয়ে আফরিদা আহমেদ, প্রাক্তন সভাপতি জনাব মতিউর রহমান-এর মাতা আফিয়া খাতুন, প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুস সালাম-এর স্ত্রী মাহফুজা সালাম, প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব আশরাফ ইবনে নূর-এর মাতা, যুগ্ম-আহ্বায়ক জনাব মোঃ শহিদ হোসেন-এর ছেলে, প্রাক্তন পরিচালক জনাব মাহবুব আনাম-এর মাতা ফিরোজা বেগম, ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির-এর মাতা হোসনে আরা আতিক-এর মৃত্যুতে ঢাকা চেম্বার হতে শোক প্রকাশ করা হয়েছে।

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন-এর মেয়র মরহুম আনিসুল হক-এর মৃত্যুতেও চেম্বারের পক্ষ হতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়েছে।

পাশাপাশি ডিসিসিআই'র যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস) এম ফজলুল করিম-এর শ্বাশুড়ী, ডিসিসিআই'র কর্মচারী মোঃ হারুন-উর রশিদ এবং খন্দকার কামাল হোসেন এর মাতা এবং ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন কর্মচারী গোলাম সারোয়ার-এর মৃত্যুতে ঢাকা চেম্বার হতে শোক প্রকাশ করা হয়েছে।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

২০১৭ সালে ঢাকা চেম্বার তার কার্যক্রম ও সেবা প্রদানের মাধ্যমে দেশের বেসরকারি খাতের উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। এখন আমি, ঢাকা চেম্বারের কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরার পূর্বে ২০১৭ সালে ডিসিসিআই-এর কতিপয় অর্জন আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই) এবং নলেজ সেন্টার-এর কার্যক্রম

ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই)-এর ট্রেনিং ক্যালেন্ডার ২০১৭-১৮ প্রস্তুত ও মুদ্রণ করে ঢাকা চেম্বারের সদস্যবৃন্দের পাশাপাশি অন্যান্যদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। মডুলার লার্নিং সিস্টেম ইন সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট (এমএলএস-এসসিএম)(পি)-কোর্সের ২০তম ব্যাচ ২০১৭ সালের জানুয়ারী-জুন মাসে এবং ২১তম ব্যাচ ২০১৭ সালের জুলাই-ডিসেম্বর মাসে চালু করা হয়েছে, যেখানে যথাক্রমে ৪৪ ও ৪১ জন অংশগ্রহণ করেছেন।

এছাড়া এএমএলএস-এসসিএম(পি) এ্যাডভান্স কোর্সে যথাক্রমে ৩৯ ও ২৬ জন অংশগ্রহণ করেছেন। এমএলএস-এসসিএম(পি) ডিপ্লোমা কোর্সে ১৩ ও ২৬ জন অংশ নিয়েছেন। এ ট্রেনিং কোর্সের ক্লাস সমূহ শুক্রবার ও শনিবারে আয়োজন করা হয়, যার ফলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ অংশগ্রহণ করতে পারছেন।

মার্চ ও আগস্ট মাসে অনুষ্ঠিত মডুলার লার্নিং পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১০২ এবং ৯৩ জন। ডিবিআই আয়োজিত পরীক্ষাসমূহে আইটি, জেনেভা কর্তৃক প্রণীত নিয়ামবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়ে থাকে।

২০১৭ সালের জানুযারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১৯টি স্বলমেয়াদী ট্রেনিং কোর্স পরিচালনা করা হয়, যেখানে ২৬৫ জন অংশগ্রহণ করেছে এবং প্রতি কোর্সে গড়ে ১৩.৯৪ জন অংশগ্রহণ করেন। ডিসিসিআই নলেজ সেন্টার ২০১৭ সালের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১৩টি দিনব্যাপী ট্রেনিং কোর্স ও ওয়ার্কশপ পরিচালনা করা হয়, যেখানে ১৯৭ জন অংশগ্রহণ করেছে এবং প্রতি কোর্সে গড়ে ১৫.১৫ জন অংশগ্রহণ করেন।

ডিবিআই কলেজ-এর কার্যক্রম

বিবিএ কলেজ-এর প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে বিবিএ কলেজ তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য ডিবিআই গভার্নিং বডি, স্ট্যান্ডিং কমিটি, ওয়ার্কিং কমিটি এবং ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সাথে নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে বিবিএ কলেজে ৫টি ব্যাচ চালু রয়েছে এবং ষষ্ঠ ব্যাচের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করার প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। নিয়মিত ক্লাস পরিচালনা করার পাশাপাশি এখানে গ্রুপ আলোচনা, গ্রুপ প্রেজেনটেশন, কেইস স্টাডি এবং অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ছাত্র/ছাত্রীদের দক্ষতা ও উদ্ভাবনী শক্তি আরো বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত প্রচেষ্ঠা চালানো হচ্ছে। শিক্ষা কার্যক্রম, প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড, সুযোগ-সুবিধা, শিক্ষা-বহির্ভূত কার্যক্রম এবং শিক্ষার্থীদের দক্ষতা উন্নয়নে বিবিএ কলেজ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। ছাত্র/ছাত্রীদের প্রতিভা বিকাশে ক্লাস মনিটরিং কমিটি, পরীক্ষা কমিটি, বিতর্ক কমিটি, কাউন্সিলিং কমিটি এবং গণমাধ্যম ও যোগাযোগ বিষয়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে।

Ladies and Gentlemen,

Let me pay solemn condolence and homage, on behalf of DCCI family, to the departed souls who left us in year 2017 and sympathy to their all grieved and shocked family members.

DCCI expressed deep shock at the demise of Mr. A Rob Chowdhury, Former President of DCCI, Mrs. Syeda Shamujahan, Mother-in-law of Mr. M. A. Momen, Former President of DCCI, Alhaj A Rashid, father of Kh. Shahidul Islam, Former Vice President of DCCI, Mr. Rahman Al Karim Chowdhury, younger brother of Mr. Absar Karim Chowdhury, Former Vice President of DCCI, Ms. Afrida Ahmed, daughter of Mr. Benajir Ahmed, Former President, DCCI, Mrs. Afia Khatun mother of Mr. Matiur Rahman, former President, DCCI, Mrs. Mafuza Salam, wife of Alhaj Abdus Salam, Former SVP, DCCI, Mother of Mr. Ashraf Ibn Noor, Former SVP, DCCI, Son of Mr. Md. Shahid Hossain, Joint Convenor, DCCI, Mother of Mr. Mahbub Anam, Former Director, DCCI, Mrs. Hosne Ara Atique, Mother of Mr. AHM Rezaul Kabir, Secretary General of DCCI.

DCCI expressed deep condolence and profound sympathy at the sad demise of Mayor of Dhaka North City Corporation Mr. Annisul Huq.

DCCI also expressed condolence at the death of Mother in law of Mr. M Fazlul Karim, Joint Secretary, DCCI, Mrs. Feroza Begum, Mother of Khandaker Kamal Hossain, Staff, DCCI, DCCI's former Staff Mr. Ghulam Sarwar, and Mrs. Hirun Nessa, Mother of Mr. Harunur Rashid, Staff, DCCI.

Distinguished Members,

Before going to the details of our activities, I would like to share some of the activities and achievements of the Chamber in 2017.

Activities of DCCI Business Institute (DBI) and Knowledge Centre (KC)

As recommended by the Standing Committee, the DBI Training Calendar 2017-18 (April-March) was prepared, published and distributed among the target groups. Regarding Modular Learning System in Supply Chain Management MLS-SCM$^{(P)}$, 20th batch (January-June, 2017) and 21th batch (July-December, 2017) of Certificate Course were successfully started with forty four (44) and forty one (41) participants respectively.

In addition, 39 and 26 participants have registered for Advanced Certificate and 13 and 26 participants for Diploma courses respectively in 2017. Classes are held on Fridays and Saturdays so as to enable persons on–the-job to attend the training courses conveniently on weekend. The courses help them increase their knowledge, efficiency and advance better job opportunities.

Total number of examinees were 102 modules/participants in March, 93 modules/participants in August, 2017. The examinations were held strictly as per the standard guidelines of ITC, Geneva up to their full satisfaction.

As to short training courses from January to September, 2017, Nineteen (19) training courses were held. In these courses 265 (two hundred and sixty five) trainees participated with an average of 13.94 participants per course. During the same period thirteen (13) daylong workshops were held by the Knowledge Center and 197 (One hundred and ninety seven) trainees participated in the workshops with an average of 15.15 participants per workshop.

Activities of DBI College

With joint collaboration since its inception, DCCI Business Institute (DBI) College has been relentlessly pursuing its mission and goals as stipulated by Governing Body, Standing Committee, Working Committee and DCCI Board of Directors. At present, 5 batches are up and running simultaneously and DBI College is taking necessary steps to welcome its 7th Batch. It is worth mentioning that DBI College has achieved commendable success in the fields of academics, administration, facilities, extra-curricular activities and students' affair. Accordingly, Class Monitoring Committee, Exam Committee, Debate Committee, Counseling Committee; Media & Communication Committee etc have been developed.

কলেজের কাউন্সিলিং কমিটি প্রতিনিয়িত পাঠ্যক্রম বিষয়ক সমস্যা নিরসন ও নৈতিক শিক্ষা বিকাশে শিক্ষার্থীদের সাথে প্রতিনিয়ত ফোকাস গ্রুপ আলোচনার আয়োজন করে। এর ফলে কলেজের ছাত্র/ছাত্রীদের আত্মবিশ্বাস ও একাগ্রতার উল্লেখজনক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ২০১৫ সালের বিবিএ (প্রফেশনাল) প্রোগ্রামের ৬ষ্ঠ সেমিষ্টারের পরীক্ষায় এ কলেজের শিক্ষার্থী জনাব মোঃ মামুনুর রহমান জিপিএ ৩.৯৫ অর্জন করে এবং তিনি সমগ্র বাংলাদেশের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে। আমাদের শিক্ষার্থীর এ ধরনের অর্জন আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়। এছাড়াও ৮জন শিক্ষার্থী উক্ত পরীক্ষায় জিপিএ ৩.৫০ পেয়েছে। জনাব মোঃ মামুনুর রহমানের এ অর্জনের স্বীকৃতি স্বরূপ কলেজের গভার্নিং কমিটির চেয়ারম্যান মহোদয় ডিবিআই পরিচালিত দুদিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করেন। বিবিএ কলেজ-এর ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের আয়োজিত "এন্টারপ্রেনিউরশীপ ফেয়ার'-এর আয়োজন করে, যেখানে ডিসিসিআই'র মহাসচিব প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

এ কলেজের শিক্ষার্থীর সংখ্যা আরো বৃদ্ধির জন্য নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এর সাথে জড়িত সকল পেট্রন কলেজের সার্বিক উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এ কলেজ কর্তৃক বিবিএ কোর্স পরিচালনার বিষয়ে অত্যন্ত আশাবাদী।

ছাত্র/ছাত্রীদের মেধা বিকাশের জন্য কলেজের পক্ষ হতে ক্লাশ লেকচার, ব্যক্তিগত ও গ্রুপ প্রেজেনটেশন, ক্লাশ স্টাডি, এসাইনমেন্ট, গ্রুপ আলোচনা সভা প্রভৃতির আয়োজন করা হয়ে থাকে। ছাত্র/ছাত্রীদের সৃজনশীলতা ও শিক্ষার মান উন্নয়নে সামনের দিনগুলোতে এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

ডিবিআই লাইব্রেরী

ডিসিসিআই'র একটি পূর্ণাঙ্গ লাইব্রেরী রয়েছে। এটি ডিসিসিআই এবং ডিবিআই কলেজের গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ বছর ঢাকা চেম্বারের লাইব্রেরী থেকে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সদস্যবৃন্দ, গবেষক, শিক্ষার্থীবৃন্দ, ঢাকা চেম্বারে সদস্যবৃন্দ অর্থনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে প্রযোজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছেন। ডিসিসিআই লাইব্রেরীতে ৫৯৪২টি রেফারেন্স বই, ডিরেক্টরি এবং বিবিএ কোর্স সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় বইয়ের সংগ্রহ রয়েছে। এ বছর ৩৭৮টি টেক্সট বই, ৮৬২টি রেফারেন্স বই, ৫৪৭টি টেন্ডার ডকুমেন্ট, ২১টি ট্রেনিং ক্যালেন্ডার সংগ্রহ করা হয়। এছাড়াও লাইব্রেরীর আকাইভ শাখায় সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ব্যবসায়িক জার্নাল সংরক্ষিত রয়েছে। ডিসিসিআই সদস্যবৃন্দ আন্তর্জাতিক দরপত্র সংগ্রহ করে থাকে। প্রতিদিন প্রায় ৭০জন এ লাইব্রেরী ব্যবহার করে থাকেন।

বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড)-এর কার্যক্রম

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই) এবং চট্রগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর যৌথ উদ্যোগে "বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড)" গঠন করা হয়। বাংলাদেশের পাশাপাশি দক্ষিণ এশিয় অঞ্চলে বিল্ড বেসরকারী খাতের মতামত ও সুপারিশ উপস্থাপনের একটি অনন্য প্ল্যাটফর্ম, যার মাধ্যমে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের নীতিনির্ধারকদের নিকট ব্যবসা সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার মাধ্যমে সরকার ও বেসরকারীখাতের প্রতিনিধিত্বকারী প্ল্যাটফর্ম হিসেবে বাংলাদেশে ব্যবসায় ব্যয় হ্রাসের পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত নীতিমালা সংস্কার ও সহজীকরণের লক্ষ্যে বিল্ড পরিচালিত হচ্ছে।

সম্মানিত উপস্থিতি,

আপনারা অবগত আছেন যে, চেম্বারের এ সীমিত সম্পদের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বিশেষায়িত সকল সেবা প্রদান করা সম্ভব নয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ডিসিসিআই দাতা সংস্থাগুলোর সহায়তায় সম্মানিত সদস্যবৃন্দের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সেবা প্রদান করে থাকে। বিভিন্ন দাতা সংস্থার সহায়তায় প্রতিবছর ডিসিসিআই কিছু প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ হাতে নেয়। এ ধরনের প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে চেম্বার অত্যন্ত ভালো মানের বিশেষায়িত সেবা প্রদান করছে যা ডিসিসিআই এককভাবে প্রদান করতে সক্ষম নয়। নিচে এমন কিছু প্রকল্পের সংক্ষিপ্তসার উপস্থাপন করা হলো ঃ

১. ডিসিসিআই-আইটিসি প্রজেক্ট ফর এনহেনসিং এক্সপোর্ট ক্যাপাসিটিজ অফ এশিয়ান এলডিসি ফর ইন্ট্রা-রিজিওন্যাল ট্রেড (এশিয়ান এলডিসি ভুক্ত দেশগুলোর আঞ্চলিক বাণিজ্য বৃদ্ধিতে রপ্তানীর দক্ষতা বৃদ্ধি)

ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টার, চায়নার উদ্যোগে গৃহীত "ডিসিসিআই-আইটিসি প্রজেক্ট ফর এনহেনসিং এক্সপোর্ট ক্যাপাসিটিজ অফ এশিয়ান এলডিসি ফর ইন্ট্রা-রিজিওন্যাল ট্রেড" প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ সহ এশিয়ার এলডিসি ভুক্ত দেশগুলোর ক্ষুদ্র ও মাঝারী এন্টারপ্রাইজ সমূহে চীনের বাজারের পণ্য রপ্তানী বৃদ্ধিতে দক্ষতা বাড়ানোর কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এ লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় ৩টি স্ট্রাটেজি গ্রহণ করা হয়েছে, যেগুলো হলোঃ

Under the counseling Committee, students are counseled regularly to resolve their issues regarding academic and morality. As a result, their self motivation processes have been improved. It is really a matter of pride for us that one of our students Md. Mamonur Rashid has got a CGPA 3.95 out of 4 in 6th semester of BBA (Professional) Programme in 2015 which is the highest record marks for the semester in entire Bangladesh. Other 8 (eight) students also scored above 3.50 out of 4. Chairman of Governing Body has congratulated to the guardians of those students. Md. Mamonur Rashid was provided with the opportunity to participate in a two days Certificate Course at DBI for his remarkable achievement. An entrepreneurship fair was arranged at DBI college campus and Secretary General of DCCI inaugurated the fair.

Steps are being taken to attract and retain good students in large group. All patrons of DBI college have been proactive towards the attainment of desired goals for which National University has shown confidence on the ability of DBI College for running BBA Professional programme successfully.

Besides class lectures, individual and group presentation, class study, assignments, group discussion, exercise and other interactive methods of learning are being followed to explore and expose students potential. Much effort has been taken to gradually enhance students' standard of assimilation, analysis and creativity.

Activities of DCCI Library

DCCI has a well-equipped library with collection of 5942 books, journals, magazines and publications. It helps learning and development of DBI college students and DCCI members. DCCI members use it particularly for International Tenders and consulting International Directories. A good number of users often visit the library. During 2017, 378 Text Books, 862 Reference Books (Directories, Magazines, Journal), 547 Tender Documents, 21 Training materials were procured for the Library. It has also an enriched archive with rare collection including government & non-government publications, National & International business and commercial Publications with space for study. Almost 70 users visit and use the library every day.

Activities of Business Initiative Leading Development (BUILD)

Business Initiative Leading Development (BUILD) is a joint initiative of Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI), Metropolitan Chamber of Commerce and Industry and Chittagong Chamber of Commerce and Industry. BUILD is a unique example in the country and probably in the region for raising a coordinated voice of the private sector to the highest level of bureaucracy and providing policy inputs to the Government for a balanced policy prescription for the private sector and creating a level playing field for business. Bangladesh's private sector-led business reform champion-BUILD has been designed as a sustainable platform for action-oriented business reforms that simplify the process of doing business in Bangladesh, by working closely with the Government.

Distinguished Friends,

Perhaps you are aware that with the limited resources of the Chamber, it is not possible to conduct all necessary specialized services besides rendering its traditional services. In some cases DCCI solicits support from the donor organizations to render its services to the members. Every year DCCI conceptualizes some important projects with the help from donor organizations. All these projects helped the Chamber to initiate several high-profile technical activities which sometimes are beyond the capacity of DCCI on its own. Some of these important projects are very briefly mentioned below:

1. DCCI-ITC Project Enhancing Export Capacities of Asian LDCs for Intra-regional Trade

DCCI-ITC Project for Enhancing Export Capacities of Asian LDCs for Intraregional Trade is funded by ITC, aims at increasing exports of Small and Medium sized Enterprises (SMEs) from Bangladesh including Asian LDCs to China to take advantage of Asia's largest and most dynamic import market, as a stimulus to boost intraregional trade in target sectors.

১। চীনে রপ্তানীযোগ্য পণ্য ও সম্ভাবনাময় বাজার সম্পর্কে তথ্য প্রদান;

২। এসএমই খাতের উদ্যোক্তাদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি কিভাবে চীনে পণ্য রপ্তানি করা যায়, সে বিষয়ে সম্যক ধারণ প্রদান;

৩। চীনের সম্ভাবনাময় ক্রেতা ও ব্যবসায়ীদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন এবং প্রযুক্তিগত ও দক্ষতা বিনিময়;

দি চায়না কাউন্সিল ফর দি প্রোমশন অফ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড (সিসিপিআইটি), দি এক্সপোর্ট প্রমোশন এজেন্সী অফ আফগানিস্তান (ইপিএএ), ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), দি মিনিস্ট্রি অফ কমার্স অফ দি কিংডম অফ কম্বোডিয়া, দি ট্রেড অ্যান্ড প্রডাক্ট প্রমোশন ডেভেলপমেন্ট (টিপিপিডি) অফ দি মিনিস্ট্রি অফ ইন্ডাস্ট্রি অফ কমার্স অফ লাউস, দি ইউনিয়ন অফ মায়ানমার ফেডারেশন অফ চেম্বারস অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড দি ট্রেড অ্যান্ড এক্সপোর্ট প্রেমোশন সেন্টার (টিইপিসি) অফ নেপাল যৌথভাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে।

এ প্রকল্পের আওতায় আইটিসি'র সহযোগিতায় ঢাকা চেম্বার আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ও দক্ষ বিশেষজ্ঞের তত্বাবধানে নির্বাচিত বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তাদের চীনের বাজারে পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধির পাশাপাশি রপ্তানি বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং চীনের বাজার সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা প্রদান করা হয়। ২০১৭ সালে ঢাকা চেম্বার এবং আইটিসি যৌথভাবে প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করে, যার মাধ্যমে নির্বাচিত ১৮টি ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্যের একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হবে, যেখান থেকে অনলাইনের মাধ্যমে চীনের বাজারে পণ্য রপ্তানির বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের আতওায় এসএমই খাতের ৪৩টি প্রতিষ্ঠানকে চীনের পণ্য রপ্তানির বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উপরন্তু, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে দক্ষ ৩টি প্রতিষ্ঠান চীনের কুনমিং-এ অনুষ্ঠিত "ল্যানচেং-মেকং রিজওন্যাল কমুডিটি এক্সপোজিশন (এলএমসিই)"-এ অংশগ্রহণ করে এবং সেখানে নিজেদের উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শনের সুযোগ পায়।

২. ডিসিসিআই-ইউএনডিপি প্রাইভেট সেক্টর এসডিজি ডাটা হাব প্রোগ্রাম

দেশের বেসরকারী খাতের গৃহীত নতুন নতুন উদ্যোগ ও উদ্ভাবন কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার পাশাপাশি বিনিয়োগ বাড়ানোর লক্ষ্যে ইউএনডিপি'র গৃহীত প্রকল্পে সহায়তা বৃদ্ধিতে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং ইউনাইটেড ন্যাশনস্ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউএনডিপি'র) মধ্যকার সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান ০৮ আগস্ট ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সমঝোতা চুক্তির মাধ্যমে পরবর্তীতে গৃহীত প্রকল্পগুলো বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বেসরকারীখাতের প্রভাব ও এ বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে একটি প্লাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে। উল্লেখ্য, ইউএনডিপি এবং ইউনাইটেড নেশনস ভলানটিয়ার্স প্রোগ্রাম এ বছর ইনোভেশন হাব নামে একটি অংশীদারিত্বমূলক মডেল উদ্ভাবন করে যা ইউএনডিপি এবং বেসরকারীখাতের মধ্যে অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করবে।

বর্তমানে এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে বেসরকারী খাতের ভূমিকা নির্ধারণ ও মূল্যায়নের সুনির্দিষ্ট কোন ফ্রেমওয়ার্ক নেই। এ প্রকল্পটি এসডিজিতে বেসরকারীখাতের ভূমিকা চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে তথ্য-উপাত্ত সন্নিবেশিত করবে, যার মাধ্যমে এ বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন, লক্ষ্য অর্জনের জন্য নকশা প্রণয়ন এবং কো-ব্রান্ডিং কার্যক্রম পরিচলনার জন্য পার্টনার নির্বাচন করবে।

ইউএনডিপি-ডিসিসিআই পার্টনারশিপ ফ্রেমওয়ার্ক-এর আওতায় ২০১৭ সালের অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে ইউএনডিপি এবং ডিসিসিআই যৌথভাবে "প্রাইভেট সেক্টর পার্টনারশিপ ইমপ্যাক্ট" শীর্ষক ওয়ার্কিং সেশন আয়োজন করে, যেখানে ২১টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে, যার মধ্যে ১৯টি প্রতিষ্ঠান "প্রাইভেট সেক্টর ডাটা হাব প্রোগ্রাম" কর্মসূচীতে তথ্য প্রদানে সম্মতি দিয়েছে।

এ প্রকল্পের আতওায় ভবিষ্যতে এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানগুলোর সামাজিক দায়বদ্ধতা, পিপিপি'র আওতায় বিনিয়োগ এবং বিনিয়োগের প্রভাব বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করা হবে এবং সংগৃহীত তথ্যের আলোকে এসডিজিতে বেসরকারীখাতের ভূমিকা নির্ধারণ ও সক্রিয় অংশগ্রহণের বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে।

৩. রিসোর্স এফিসিয়েন্সি সাপ্লাই চেইন ফর মেটাল প্রডাক্টস ইন বিল্ডিং সেক্টর ইন সাউথ এশিয়া (মেটাবিল্ড)

বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল এবং শ্রীলংকার মেটাল সেক্টরের এসএমই উদ্যোক্তাদের প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, দূষণ কমানো, পরিবেশ সুরক্ষা, উৎপাদন ব্যায় কমানো এবং সম্পদের ব্যবহারের দক্ষতা উন্নয়নে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, টিইআরআই, ভারত যৌথভাবে ২০১৫ সালে "রিসোর্স এফিসিয়েন্সি সাপ্লাই চেইন ফর মেটাল প্রডাক্টস ইন বিল্ডিং সেক্টর ইন সাউথ এশিয়া (মেটাবিল্ড)" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করে। বাংলাদেশের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এ প্রকল্পে যোগদান করে, যেটি ২০২০ সাল পর্যন্ত চলবে। এ প্রকল্পের আওতায় ডিসিসিআইতে ১৫জন টেকনিক্যাল কনসালটেন্ট কাজ

For this purpose, the project adopts a three-pronged strategy:

- Production of comprehensive materials and tools to increase availability and accessibility to customized trade-related information on the Chinese market
- Capacity building to improve SMEs awareness and understanding on how to export to the Chinese market
- Application to the information, knowledge and skills transferred through direct contracts with potential Chinese buyers and business partners, identification of new business opportunities and partnerships

The Project is implemented in partnership with Trade Support Institutions (TSIs) in the 6 Asian LDCs and China: the China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT), the Export Promotion Agency of Afghanistan (EPAA), the Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI), the Ministry of Commerce of the Kingdom of Cambodia, the Trade and Product Promotion Development (TPPD) of the Ministry of Industry and Commerce (MOIC) of Lao PDR, the Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry and the Trade and Export Promotion Centre (TEPC) of Nepal.

Under the project framework DCCI in support with ITC mobilized international experts to coach and build up the market intelligence capacity of selected SMEs in Bangladesh to explore Chinese market. In 2017, DCCI and ITC jointly organized a boot-camp where total 18 SMEs participated to list their products on an e-commerce platform for conducting online business in the Chinese market. So far, 43 SMEs received training on capacity building to improve SMEs awareness and understanding on how to export to the Chinese market. In addition, three selected SMEs who received training under this project participated in the Lancang-Mekong Regional Commodity Exposition (LMCE) exposition held in Kunming, China.

2. UNDP-DCCI Private Sector SDG Data Hub Program

United Nations Development Programme (UNDP) Bangladesh and Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) singed a MoU to form partnership towards developing private sector SDG data hub. Under this partnership framework titled Private Sector Data Hub Initiative, UNDP and DCCI will explore industry-specific Research & Development (R&D) collaboration, identify private sector indicators linked to SDGs, cooperate, facilitate and expand collaboration with private sector aiming to assessing and mapping the private sector impact towards implementation of the SDG 2030.

Currently there is no mechanism to identify and quantify private sector's impact on SDG implementation. The program is aim to generate data based evidence of private sector's impact on SDG and then use that evidence for policy advocacy, pilot projects design and choosing partners for co-branding activities.

Under this UNDP-DCCI partnership framework, UNDP and DCCI have jointly organized working sessions on 'Private Sector Impact towards SDG' with 21 companies during October-November 2017. Of the total 21 companies, 19 companies agreed to share data with Private Sector Data Hub program.

In next stage, the program will survey the selected companies to quantify direct investment in development such as corporate Social Responsibility, Public Private Partnership investments and impact investment focusing on SDGs. Based on the findings, a customized online private sector dashboard linking with specific activities of SDGs will be developed.

3. Resource efficient supply Chain for metal products in Building Sector in South Asia (METABUILD)

In order to ensure improved production process in metal components for building sector in Bangladesh, India, Nepal, Sri Lanka, Improved working and living condition through emission reduction and resource efficiency throughout entire supply chain management process focusing metal components, European Commission and TERI, India entered into the consortium agreement of six countries (Austria, Germany, India, Nepal, Sri Lanka and Bangladesh) called Resource Efficient Supply Chain for metal products in Building Sector in South Asia (METABUILD) in 2015. DCCI inked the deal as the only partner of Bangladesh and project will continue till 2020. As of today, 11 technical consultants are working for DCCI

করছে। বাংলাদেশকে এখাতের কমপক্ষে ২৪০টি ক্ষুদ্র ও মাঝারী প্রতিষ্ঠানে আরইসিপি বাস্তবায়ন করতে হবে। এ প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ঢাকা ও চট্রগ্রামে ৬৫টি প্রতিষ্ঠানে জরিপ ও কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে এবং উক্ত বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। এ প্রকল্পটি বাংলাদেশের মেটাল খাতের সাথে সম্পৃক্ত উদ্যোক্তাদের পণ্য উৎপাদন, সাপ্লাইন চেইন ব্যবস্থার উন্নয়ন, পরিবেশ সুরক্ষায় ভবিষ্যতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

৪. ইউএসএআইডি'র এগ্রিকালচারাল ভ্যালু চেইনস্ (এভিসি) প্রজেক্ট

বাংলাদেশের কৃষি খাতের উন্নয়নের পাশাপাশি সরকারী ও বেসরকারীখাতে সম্পৃক্ততা বাড়ানোর লক্ষ্যে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং "ফিড দি ফিউচার বাংলাদেশ এগ্রিকালচার ভ্যালু চেইন এক্টিভিটি (এভিসি)"-এর সাথে স্বাক্ষরিত সমঝোতা চুক্তির মাধ্যমে "ইউএসএআইডি'র এগ্রিকালচাল ভ্যালু চেইনস্ (এভিসি)" প্রকল্পটি গ্রহণ করেছে। এ চুক্তির আওতায় দেশের কৃষি খাতের সার্বিক উন্নয়নের পাশাপাশি কৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণ ও কমার্শিয়ালাইজেশন, কৃষি খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, গ্লোবাল গ্যাপে সম্পৃক্তকরণ প্রভৃতি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের আওতায় ঢাকা ও ঢাকার বাইরে ১৩টি সেমিনার, ডায়ালগ এবং ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের প্রথম ধাপের কাজ এরই মধ্যে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

৫. ২০০০ নতুন উদ্যোক্তা তৈরি (ই টু কে)

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), বাংলাদেশ ব্যাংকের সহযোগিতায় সারা দেশে "২০০০ নতুন উদ্যোক্তা তৈরি (ই টু কে)" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সহায়তায় ২০১৩ সালের এপ্রিল মাস থেকে এ প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ইটুকে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য "ডিসিসিআই-ডাই প্রকল্প"-এর সাথে উক্ত প্রকল্পটি সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

৬. এনটিএফ-থ্রি বাংলাদেশ প্রকল্প

এনটিএফ-থ্রি বাংলাদেশ প্রকল্পটি নেদারল্যান্ডস্ ট্রাষ্ট ফান্ডের আওতায় পরিচালিত তৃতীয় পর্বের একটি কার্যক্রম, যা এনটিএফ-টু প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের উপর ভিত্তি করে নতুন ভাবে কাজ শুরু করেছে। উল্লেখ্য, এনটিএফ-টু প্রকল্পটি ২০১০ সালের অক্টোবরে শুরু হয়ে ২০১৩ সাল পর্যন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং এনটিএফ-থ্রি প্রকল্পটি ২০১৭ সালের জুন পর্যন্ত পরিচালিত হয়। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল আইটি এবং আইটিইএস খাতের ব্যবসায়ীদের প্রাতিষ্ঠানিক বাজারজাতকরণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি, বিটুবি বিষয়ক দক্ষতার উন্নয়ন এবং বিদেশী ব্যবসায়ীদের সাথে অনলাইন ও অফলাইনে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রক্ষায় কৌশল প্রণয়ন ও সর্বোপরি তথ্য-প্রযুক্তি খাতে অধিক সক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা।

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ

আপনি অবগত আছেন যে, সেমিনার, আলোচনা সভা, কর্মশালা এবং ব্রেইন স্টর্মিং সেশন আয়োজন করা ঢাকা চেম্বারের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ সব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ডিসিসিআই বেসরকারি খাতের বিকাশের জন্য একটি সহায়ক পরিবেশ তৈরি ও বিদ্যমান পরিস্থিতি উন্নয়নে সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করে থাকে। ডিসিসিআই কর্তৃক বছরব্যাপী আয়োজিত এ সব অনুষ্ঠানে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সকল মন্ত্রীবর্গ অংশগ্রহণ করেছেন। ২০১৭ সালে অনুষ্ঠিত এ ধরনের কতিপয় উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের বিবরনী নীচে উপস্থাপন করা হলোঃ

১। এগ্রি বিজনেস বুস্টার বাংলাদেশ-এর সহায়তায় ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং ইউএসএআইডি এগ্রিকালচারাল ভ্যালু চেইন্স প্রোগ্রাম (ডাই) যৌথভাবে আয়োজিত "কৃষি খাতের ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে ঋণ সহায়তা প্রদানে প্রতিবন্ধকতা ও সমাধান" শীর্ষক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত।

২। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এর অর্থায়ান পরিচালিত মেটাবিল্ড প্রজেক্ট যৌথভাবে আয়োজিত "ইস্পাত খাতে দক্ষ জ্বালানী ব্যবহারের মাধ্যমে দূষণমুক্ত উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ" বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত।

৩। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং ইকোনোমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) যৌথভাবে আয়োজিত "রোড টু ২০৩০ ঃ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কৌশল নির্ধারণ" বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত।

৪। "বাংলাদেশ অবকাঠামো ২০৩০" শীর্ষক অনুষ্ঠানের "ফাইন্যান্সিং দি ফিউচার অ্যান্ড হাউ টু ফিন্যান্স" বিষয়ক ব্রেইন স্টর্মিং সেশন অনুষ্ঠিত।

in this project. Bangladesh is required to conduct the RECP operation in maximum 240 SMEs. As of today, Project technical team has reached out and conducted RECP assessment in 77 companies in both Dhaka and Chittagong with significant achievement of Project objectives. The project is expected to ensure energy and resource efficiency in Metal industry of Bangladesh facilitating resource efficient industrial growth escalation in Bangladesh in the years to come.

4. USAID's Agricultural Value Chains (AVC) Project

DCCI has entered into an Adaptive Market Actor Agreement with Feed the Future Bangladesh Agriculture Value Chain Activity (AVC) under which DCCI received a Fixed Award Grant to implement activities that will help to engage public and private partners in key agricultural sectors such as agricultural marketing and commercialization, investment in agriculture, and assessing the impact of Global G.A.P. and other compliance certifications as promotional tools and tactics. As part of these activities, DCCI, supported by AVC, has organized 13 different seminars, dialogues, workshops both in Dhaka and outside of Dhaka. DCCI has successfully completed the Phase-1 of DCCI-DAI Project.

5. Creating 2000 new Entrepreneurs (E2K)

Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) in cooperation with Bangladesh Bank has taken up an ambitious and a Mega Project namely "Creation of 2000 New Entrepreneurs (E2K)" across the country. The activity of the project has started since 2013 and the project is being operated by DCCI under the guidance of Bangladesh Bank. To operationalise the E2K objectives and its network, the activities of E2K is being linked with USAID funded DCCI-DAI Project.

6. NTF III Bangladesh project:

The NTF III Bangladesh project is part of the Netherlands Trust Fund phase III program and builds on the achievements of the project deployed in Bangladesh under the previous Netherlands Trust Fund phase II (NTFII) program (NTF II Bangladesh project), which took place between October 2010 and June 2013. The NTF III Project continued till June 2017 to strengthen a number of IT and ITES businesses for institutional marketing capacities, including the B2B capacity both on and offline and working with foreign trade representatives for promotion of ICT strength and enhancing the competitiveness of the sector, ultimately contributing to employment generation and sustainable economic development.

Distinguished Members,

You are aware that organizing seminars, discussion meetings, workshops, brain-storming sessions are some of the most important events of the Chamber. With this operation, DCCI proposed several pro-private sector development measures, reform propositions to create business and investment friendly environment. Hon'ble Ministers of the Government, Members of Parliament and representatives from concerned Government agencies, ministries participated in those Seminars, Workshops, and Programs organized by DCCI. I would like to focus some of excerpts of those events held:

DCCI Events during 2017:

1. Workshop on Opportunities and Challenges of Equity Investment in Agro SME for Private Sector Growth in Bangladesh jointly organized by DCCI & Agribusiness Booster (AbB) Lead Bangladesh at DCCI
2. Seminar on "Resource Efficient Cleaner Production (RECP) & its benefits for Metal Industries" Organized by METABUILD Project at DCCI
3. Round Table Discussion Road to 2030 : Strategic Priorities jointly organized by DCCI & ERF Brainstorming at DCCI
4. Brainstorming discussion on 'Financing the Future & How to Finance' under the theme of 'Bangladesh Infrastructure 2030'

৫। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত "আয়কর এবং ভ্যালু এ্যাডেড ট্যাক্স (ভ্যাট) বিষয়ক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত।

৬। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত "ব্লু ইকোনোমি ঃ নতুন দিগন্ত, নতুন সম্ভাবনা" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত।

৭। জাতীয় বাজেট ২০১৭-১৮ বিষয়ে ডিসিসিআই'র সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত।

৮। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং ইউএসএআইডি ভ্যালু চেইনস প্রজেক্ট (এভিসি) যৌথভাবে আয়োজিত "কৃষি খাতে বিকল্প অর্থায়নের সুযোগ" বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত।

৯। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং ইউকে এইড-এর বিজনেস ফাইন্যান্স ফর দি পুওর ইন বাংলাদেশ (বিএফপি-বি) যৌথভাবে আয়োজিত "বাংলাদেশ এসএমই খাতের অর্থায়নে উদ্ভাবনী ফান্ড" বিষয়ক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত।

১০। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং ইউএসএআইডি যৌথভাবে আয়োজিত "পাট হতে পরিবেশবান্ধব পাল্প ও কাগজ প্রস্তুত" বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত।

১১। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত "বাংলাদেশের অবকাঠামো" বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত।

১২। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং ইউএসএআইডি'র এগ্রিকালচার ভ্যালু চেইনস (এভিসি) প্রজেক্ট যৌথভাবে আয়োজিত "আমের বাজারজাতকরণে নীতি সহায়ক পরিবেশ" বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত।

১৩। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং ডিসিসিআই-ডাই প্রজেক্ট যৌথভাবে আয়োজিত "ইন্ট্রোডাকশন অব বাংলাদেশ গ্লোবাল এগ্রিকালচার প্র্যাকটিস (গ্যাপ)" বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত।

১৪। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত "জ্বালানি নিরাপত্তা ২০৩০ ঃ চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত।

১৫। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত "চট্টগ্রাম বন্দরের বর্তমান অবস্থা ও উত্তরণের উপায়" শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত।

১৬। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং ইউএসএআইডি'র এগ্রিকালচারাল ভ্যালু চেইনস (এভিসি) প্রজেক্ট যৌথভাবে আয়োজিত "নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ ও নীতিমালা কার্যকর" বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত।

১৭। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং ইউএসএআইডি'র এগ্রিকালচারাল ভ্যালু চেইনস (এভিসি) প্রজেক্ট যৌথভাবে আয়োজিত টমোটো সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত।

১৮। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত "ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে দেশীয় ব্যবস্থাপকদের দক্ষতা বৃদ্ধি" বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত।

১৯। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং ইউএনডিপি-বাংলাদেশ যৌথভাবে আয়োজিত "ইমপ্যাক্ট বাংলাদেশ ফোরাম ২০১৭" অনুষ্ঠিত।

মাননীয় মন্ত্রীবর্গ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ

১। মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত, এম.পি-এর সাথে সচিবালয়ে তাঁর কার্যালয়ে ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন অর্থনৈতিক বিভিন্ন ব্যাপারে আলোচনা করেন।

২। মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এম.পি-এর সাথে শিল্পভবনে তাঁর কার্যালয়ে ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন।

৩। মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ, এম.পি-এর সাথে সচিবালয়ে তাঁর কার্যালয়ে ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন।

৪। মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী জনাব আ হ ম মোস্তাফা কামাল, এমপি-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত।

৫। বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথিউরিটি (বিডা)'র নির্বাহী চেয়ারম্যান কাজী এম আমিনুল ইসলাম-এর সাথে ডিসিসিআই'র সভাপতি, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এবং সহ-সভাপতি মহোদয়ের সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত।

৬। বাংলাদেশ ব্যাংক-এর মাননীয় গভর্ণর জনাব ফজলে কবির-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত।

৭। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নজিবুর রহমান-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত।

৮। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নজিবুর রহমানের সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করে জাতীয় বাজেট ২০১৭-১৮ বিষয়ে ঢাকা চেম্বারের প্রস্তাবনা তুলে ধরা হয়।

5. Workshop on Income Tax and Value Added Tax (VAT) at DCCI
6. Seminar on Blue Economy: New Frontier New Possibility organized at DCCI
7. Press Conference on upcoming national Budget 2017-18 at DCCI
8. Seminar on "Alternative Financing Options in Agriculture Sector" at DCCI
9. Workshop on "Innovative Fund for MSE Financing in Bangladesh" jointly organized by DCCI and Nathan Associates at DCCI
10. Seminar on Eco-Friendly Pulp and paper processing from Jute organized by DCCI at DCCI
11. Round Table Discussion on Bangladesh Infrastructure organized by DCCI at Ball Room, Pan Pacific Sonargaon
12. Dialogue titled "Mango Dialogue Series" jointly organized by DCCI & USAID Project at DCCI
13. Seminar on "Introduction to Bangladesh GAP" jointly organized by DCCI & USAID Project at DCCI
14. Seminar on "Energy Security 2030: Challenges & Opportunities' at La vita Hall, Lakeshore Hotel
15. Discussion Meeting on "Chittagong Port: Current Status and Way Forward", La vita Hall, Lakeshore Hotel
16. "Consumer Awareness Dialogue on Fresh Food Safety and Its Protocol" jointly organized by DCCI DAI Project at DCCI
17. "Pre-season dialogue program on Tomato" jointly organized by DCCI DAI Project at DCCI
18. Seminar on Local Managerial Capacity Building" at DCCI
19. 'Impact Bangladesh Forum 2017' organized by DCCI & UNDP at Radisson Blu Dhaka Water Garden

DCCI Board of Directors/President called on:

1. Members of the Board of Directors, DCCI called on Mr. Abul Maal Abdul Muhith, MP, Hon'ble Finance Minister
2. Members of the Board of Directors, DCCI called on Mr. Amir Hossain Amu, MP, Hon'ble Industries Minister, Ministry of Industries
3. Members of the Board of Directors, DCCI called on Mr. Tofail Ahmed, MP, Hon'ble Commerce Minister, Ministry of Commerce
4. Members of the Board of Directors, DCCI called on Mr. AHM Mustafa Kamal, MP, Hon'ble Planning Minister
5. Members of the Board of Directors, DCCI called on Mr. Kazi M. Aminul Islam, Executive Chairman, BIDA
6. Members of the Board of Directors, DCCI called on Mr. Fazle Kabir, Hon'ble Governor of Bangladesh Bank
7. Members of the Board of Directors, DCCI called on Mr. Md. Nojibur Rahman, Chairman, NBR
8. Members of the Board of Directors, DCCI had a pre-budget discussion meeting with Mr. Md. Nojibur Rahman, Chairman, NBR to place DCCI's budget recommendations.

টিভি টক শো/সাক্ষাৎকার অংশগ্রহণ

১। ডিসিসিআই সভাপতি'র সময় টেলিভিশনে সাক্ষাৎকার প্রদান।

২। ডিসিসিআই সভাপতি এনটিভি এবং এফবিসিসিআই যৌথভাবে আয়োজিত "কেমন বাজেট চাই?" শীর্ষক সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানে যোগদান।

৩। ডিসিসিআই সভাপতির দৈনিক প্রথম আলো'তে সাক্ষাৎকার প্রদান।

৪। ডিসিসিআই সহ-সভাপতির দৈনিক সমকাল-এ সাক্ষাৎকার প্রদান।

৫। বিশ্ব এ্যাক্রিডেটিশন দিবস ২০১৭ উপলক্ষে ডিসিসিআই সভাপতি'র বিটিভিতে সাক্ষাৎকার প্রদান।

৬। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতির চ্যানেল ২৪-এ সাক্ষাৎকার প্রদান।

২০১৭ সালে অনুষ্ঠিত সভা

১। দক্ষিণ কোরিয়ায় নবনিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের সাথে ডিসিসিআই পর্ষদের সভা অনুষ্ঠিত।

২। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)'র মহাপরিচালক (অডিট) জনাব মাসুদুর রহমানের সাথে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান'র বৈঠক অনুষ্ঠিত।

৩। ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদ এবং ইন্ডিয়ান মুসলিম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর প্রতিনিধিদলের মধ্যকার সভা অনুষ্ঠিত।

৪। ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদ এবং ওয়েলস-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর প্রতিনিধিদলের মধ্যকার সভা অনুষ্ঠিত।

৫। ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদ এবং কুনমিং লিজিয়াং বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিদলের মধ্যকার সভা অনুষ্ঠিত।

৬। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ প্রস্তাবিত প্রকল্প এসইডিআইই এর সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য কোইকার প্রাথমিক ফিজিবিলিটি টিমের সাথে আলোচনা সভা।

৭। ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদ এবং কুচিং চাইনীজ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর প্রতিনিধিদলের মধ্যকার সভা অনুষ্ঠিত।

৮। ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদ এবং চীনের ইউনান প্রদেশের প্রতিনিধিদলের মধ্যকার সভা অনুষ্ঠিত।

৯। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের সাথে বাংলাদেশস্থ তুরস্কের রাষ্ট্রদূত মান্যবর দেভরিম ওজতুর্ক-এর মধ্যকার সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত।

ডিসিসিআই সভাপতি হিসেবে বিভিন্ন সেমিনার, আলোচনা সভা ও ওয়ার্কশপে যোগদান

১। ডিসিসিআই সভাপতি'র বিডা আয়োজিত "জাপান-বাংলাদেশ কাউন্টারপার্ট ডায়ালগ"-এ যোগদান করেন।

২। ডিসিসিআই সভাপতির সাথে বাংলাদেশস্থ শ্রীলংকার হাইকমিশনার-এর সাক্ষাৎ।

৩। বাংলাদেশ সফররত বৃটিশ বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সম্মানে বাংলাদেশস্থ বৃটিশ দূতবাস আয়োজিত নৈশভোজে ডিসিসিআই সভাপতি'র যোগদান।

৪। "এশিয়া-প্যাসিফিক বিজনেস ফোরাম ২০১৭" উপলক্ষে আইসিসি-বাংলাদেশ আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ডিসিসিআই সভাপতির যোগদান।

৫। বিডা আয়োজিত "বাংলাদেশে বেসরকারীখাতের বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিবেশ উন্নয়নে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ" বিষয়ক ওয়ার্কশপে ঢাকা চেম্বারের সভাপতির যোগদান।

৬। ইপিবি'র ১৩৬তম পরিচালনা পর্ষদের সভায় ডিসিসিআই সভাপতির যোগদান।

৭। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কর্তৃক "উপ-কর কমিশনার"-এর সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে ডিসিসিআই সভাপতির যোগদান।

৮। ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়ে "এ জার্নি টুওয়ার্ডস এন্টারপ্রেনিউরশীপ" গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতির যোগদান।

Interviews and Talk shows

1. DCCI President Mr. Abul Kasem Khan gave an interview to Somoy TV
2. DCCI President Mr. Abul Kasem Khan attended live Budget program titled "Kemon Budget Chai" jointly organized by FBCCI and NTV at the Ball Room, Pan Pacific Sonargaon Hotel
3. DCCI President Mr. Abul Kasem Khan gave an interview to The Daily Prothom Alo
4. DCCI President Mr. Abul Kasem Khan gave an interview to The Daily Samakal
5. DCCI President Mr. Abul Kasem Khan gave an interview to BTV on the occasion of World Accreditation Day 2017
6. DCCI Senior Vice President Mr. Kamrul Islam, FCA gave an interview to Channel 24

During the Year 2017 the following meetings were held

1. Members of the Board of Directors attended the meeting with the newly appointed Ambassador of South Korea to Bangladesh at DCCI Gulshan Centre
2. DCCI President Mr. Abul Kasem Khan had a meeting with Mr. Masudur Rahman, DG, Audit, NBR at DCCI
3. Members of the Board of Directors attended a meeting with the delegation from Indian Muslim Chamber of Commerce & Industry, India
4. Members of the Board of Directors attended a meeting with Wales Bangladesh Chamber of Commerce at DCCI
5. Board of Directors attended a meeting with the delegation from Kunming Lijiang Port Office, Yunnan Province, China
6. KOICA's Preliminary Feasibility Study Mission visit DCCI to study Economic Relations Division's proposed project "Socio-economic development through innovation and Entrepreneurship (SEDIE) in Bangladesh"
7. Members of the Board of Directors attended B2B meeting with Kuching Chinese General Chamber of Malaysia
8. Members of the Board of Board of Directors attended meeting with the delegation from China Yunnan Province
9. Members of the Board of Director and Members of the delegation attended a meeting with H.E. Mr. Devrim Öztürk, Ambassador, Turkish Embassy in Bangladesh

Meetings attended by the President, DCCI

1. Attended preparatory meeting on the Japan-Bangladesh counterpart dialogue organized by BIDA at the Board Room of BIDA
2. Called on the High Commissioner of Sri Lanka to Bangladesh at Sri Lankan High Commission
3. Attended the reception programme to welcome the visiting UK delegation from Wales Bangladesh Chamber of Commerce hosted by British High Commission
4. Attended the press briefing on Asia-Pacific Business Forum 2017 organized by ICC Bangladesh at the Conference Room, MCCI
5. Attended the workshop on "Improving Business Climate for Increased Private Investment in Bangladesh-Key Issues, Priorities and Strategies" organized by BIDA
6. Attended the 136th Board meeting of Bangladesh Export Promotion Bureau (EPB)
7. Attended the conference of Deputy Commissioner of Taxes (DCT) as Speaker organized by NBR
8. Attended the unveiling ceremony of a book "A Journey Towards Entrepreneurship" as Guest of Honor at Daffodil International University.

৯। মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রীর সম্মানে বাংলাদেশস্থ থাইল্যান্ডের দূতাবাস আয়োজিত নৈশভোজে ঢাকা চেম্বারের সভাপতির যোগদান।

১০। ডিসিসিআই সভাপতির বৃটিশ হাইকমিশনার আয়োজিত প্রাতঃরাশে যোগদান।

১১। ডিসিসিআই সভাপতির এন্টারপ্রেনার্স অর্গানাইজেশন (ইও)-বাংলাদেশ চ্যাপ্টার আয়োজিত জুরি বোর্ড সভায় যোগদান।

১২। পিপিপি কার্যালয় আয়োজিত "বাংলাদেশের অবকাঠামো খাতের উন্নয়নে কৌশল নির্ধারণঃ প্রেক্ষিত পিপিপি" বিষয়ক সেমিনারে ঢাকা চেম্বারের সভাপতির যোগদান।

১৩। ডিসিসিআই সভাপতির ১০ম ন্যাশনাল পার্লামেন্টারি কমিটির অধীভুক্ত ফিন্যান্স কমিটির ১৯তম সভায় যোগদান।

১৪। ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ'র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম বিভাগের ১০ম পুনঃমিলনী সভায় যোগদান।

১৫। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থনীতি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. মশিউর রহমানের সাথে ডিসিসিআই সভাপতির সাক্ষাৎ।

১৬। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হিসেবে ডিসিসিআইর সভাপতির ভারত সফর।

১৭। ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার "ওভারসীজ চাইনীজ এসোসিয়েশন ইন বাংলাদেশ"-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান।

১৮। এফবিসিসিআই আয়োজিত "সার্ক চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি"-এর গোলটেবিল আলোচনা সভায় ডিসিসিআই সভাপতির যোগদান।

১৯। অর্থমন্ত্রণালয় আয়োজিত "নতুন শুল্ক আইন এবং সম্পূরক আইন ২০১২ বাস্তবায়ন" বিষয়ক মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই সভাপতির যোগদান করেন।

২০। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত "ইজ অব ডুয়িং বিজনেস অ্যান্ড ট্রেড ফেসিলিটেশন" বিষয়ক মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই সভাপতির যোগদান।

২১। ফরেন চেম্বার আয়োজিত নৈশভোজে ডিসিসিআই সভাপতির যোগদান।

২২। ডিসিসিআই সভাপতির টেলিনর-এর ২০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশস্থ নরওয়ের রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে গ্রামীণফোন আয়োজিত নৈশভোজে যোগদান।

২৩। বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রাজিলের বিদায়ী রাষ্ট্রদূতের সম্মানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত নৈশভোজে ডিসিসিআই সভাপতির যোগদান।

২৪। বাংলাদেশের ব্যবসায়ী সমাজের সম্মানে বাংলাদেশস্থ সুইজারল্যান্ড দূতাবাস আয়োজিত ব্যবসায়ীদের নৈশভোজে ডিসিসিআই সভাপতির যোগদান।

২৫। এনবিআর এবং এফবিসিসিআই যৌথভাবে আয়োজিত ৩৮তম পরামর্শক কমিটির সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতির যোগদান।

২৬। ঢাকা চেম্বারের সভাপতির এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) আয়োজিত মতবিনিময় সভায় যোগদান।

২৭। ইষ্টল্যান্ড ইন্স্যুরেন্সের ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতির যোগদান।

২৮। ডিসিসিআই সভাপতি আইসিসি-বাংলাদেশ-এর ৬৮তম নির্বাহী কমিটির সভায় যোগদান।

২৯। ডিসিসিআই সভাপতি "বাংলাদেশ-চায়না দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ঃ ওয়ান বেল্ট, ওয়ান রোড" বিষয়ক সেমিনারে যোগদান।

৩০। ডিসিসিআই সভাপতি অনলাইন ভ্যাট প্রজেক্ট আয়োজিত "নতুন ভ্যাট আইন" বিষয়ক মতবিনিময় সভায় যোগদান।

৩১। ডিসিসিআই সভাপতি'র সাথে গ্লোবাল গ্যাপ-এর প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ।

৩২। ডিসিসিআই সভাপতির সাথে ইউএনডিপি-বাংলাদেশ'র প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ।

৩৩। এফবিসিসিআই আয়োজিত "প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেট ২০১৭-১৮" বিষয়ক মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই সভাপতির যোগদান।

৩৪। বাংলাদেশে নিযুক্ত মায়ানমারের বিদায়ী রাষ্ট্রদূতের সম্মানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত নৈশভোজে ডিসিসিআই সভাপতির যোগদান।

৩৫। বিল্ড'র ফিন্যান্সিং ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ডিসিসিআই সভাপতির যোগদান।

9. Attended a dinner in Honour of Mr. Tofail Ahmed, MP, Hon'ble Commerce Minister, Government of Bangladesh hosted by The Royal Thai Embassy
10. Attended a breakfast meeting at the British High Commission
11. Attended as a Jury Member for EO's GSEA Bangladesh Grand Finale
12. Attended as a Discussant at the Round Table Discussion on "PPP in the Context of Bangladesh Infrastructure Development Strategy" organized by PPP Authority at The Daily Kaler Kantha
13. Attended the 19th meeting on Finance Committee of 10th National Parliamentary Committee at National Parliament Bhaban
14. Mr. Kamrul Islam, FCA, as Acting President, DCCI attended 10th Reunion Programme of the Accounting Alumni, Department of Accounting & Information Systems, University of Dhaka
15. Attended a meeting with Dr. Mashiur Rahman, Hon'ble Adviser to the Prime Minister on Economic Affairs at PMO
16. Attended an international conference in Delhi, India as an entourage of Honorable Prime Minister of Bangladesh
17. Mr. Hossain A. Sikder, as Acting President, DCCI attended the inauguration of Overseas Chinese Association in Bangladesh
18. Attended a Roundtable Discussion on SAARC Chamber of Commerce and Industry organized by FBCCI
19. Attended a meeting on the issue of "Implementation of the New Value Added Tax and Supplementary Duty Act, 2012 at Bangladesh Secretariat
20. Attended a meeting on the issue of "Ease of Doing Business and Trade Facilitation
21. Attended a Networking Cocktail & Dinner of FICCI
22. Attended the 20th Anniversary of Telenor and Grammenphone Ltd.
23. Attended a farewell reception in honor of H.E. Mrs. Wanja Campos Nobrega, Ambassador of Brazil
24. Attended a dinner reception in honor of the Business Community of Bangladesh organized by Switzerland Embassy
25. Attended the 38th Consultative Committee meeting of NBR on National Budget 2017-18 jointly organized by FBCCI & NBR
26. Attended a meeting with Asian Development Bank
27. Attended the 30th Anniversary celebrating of Eastland Insurance Company Ltd.
28. Attended the 68th Executive Meeting of International Chamber of Commerce, Bangladesh
29. Attended the Trade & Investment Cooperation Conference on "Bangladesh-China Relations: 'One Belt, One Road' Initiative" as a Panel Speaker
30. Attended a seminar on new VAT Law organized by VAT Online Project Office, NBR
31. Attended a meeting with Global GAP delegation from Germany
32. Attended a meeting with UNDP officials
33. Attended a meeting on the issue of National Budget 2017-18 at FBCCI
34. Attended a farewell reception to H.E. Myo Myint Than, Ambassador of Myanmar to Bangladesh
35. Attended BUILD's Finance Working Committee meeting at Bangladesh Bank

৩৬। জাতীয় বাজেট ২০১৭-১৮ পর্যালোচনা ও মতামত প্রদানের লক্ষ্যে এফবিসিসিআই আয়োজিত সভায় ডিসিসিআই সভাপতির যোগদান।

৩৭। বিয়াক'র ২৭তম পর্ষদ সভায় ডিসিসিআই সভাপতির যোগদান।

৩৮। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আয়োজিত ইফতার ও দোয়া মাহফিলে ডিসিসিআই সভাপতি'র যোগদান।

৩৯। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক প্রধান সমন্বয়কারী জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদের সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতির বৈঠক অনুষ্ঠিত।

৪০। বাংলাদেশস্থ ভারতীয় দূতাবাস আয়োজিত ইফতার মাহফিলে ঢাকা চেম্বারের সভাপতির যোগদান।

৪১। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জাপান সফর বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই'র সভাপতির যোগদান।

৪২। অর্থমন্ত্রণালয় আয়োজিত বাজেটোত্তর সংবাদ সম্মেলনে ডিসিসিআই সভাপতির যোগদান।

৪৩। এফবিসিসিআই আয়োজিত জাতীয় বাজেট ২০১৭-১৮ বিষয়ে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে যোগদান।

৪৪। ঢাকা চেম্বারের সভাপতি "বাংলাদেশ এবং শ্রীলংকার মধ্যকার বিনিয়োগ ও বাণিজ্য সম্ভাবনা" শীর্ষক ডায়ালগে যোগদান করেন।

৪৫। বাংলাদেশস্থ মার্কিন দূতাবাসের বিদায়ী ইকোনোমিক ও কমার্শিয়াল কাউন্সিলরের সম্মানে আয়োজিত নৈশভোজ সভায় ডিসিসিআই সভাপতির যোগদান।

৪৬। বাংলাদেশস্থ বিশ্বব্যাংক কার্যালয় আয়োজিত "টুওয়ার্ডস ঢাকা ২০৩৫ ঃ উন্নয়নের সম্ভাবনা" বিষয়ক ডায়ালগে ডিসিসিআই'র সভাপতির যোগদান।

৪৭। ডিসিসিআই সভাপতি "বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডের মধ্যকার জয়েন্ট ট্রেড কমিটি"-এর ৪র্থ সভায় যোগদান করেন।

৪৮। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত বাংলাদেশ ও শ্রীলংকার মধ্যকার মুক্তবাণিজ্য চুক্তি বিষয়ে মতবিনিময় সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতির যোগদান।

৪৯। বাংলাদেশস্থ ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিদায়ী রাষ্ট্রদূত পিয়ারে মায়াদুন-এর সম্মানে আইসিসি-বাংলাদেশ আয়োজিত নৈশভোজ সভায় ডিসিসিআই সভাপতির যোগদান।

৫০। ডিসিসিআই সভাপতির প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় আয়োজিত অর্থনৈতিক অঞ্চল সমূহে গ্যাস, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য সেবা সংযোগ প্রদানে পরিকল্পনা ও কৌশল নির্ধারন সভায় যোগদান।

৫১। ডিসিসিআই সভাপতি বাংলাদেশস্থ থাইল্যান্ডের দূতাবাস আয়োজিত মধ্যাহ্নভোজে যোগদান করেন।

৫২। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় আয়োজিত "প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট পলিসি কো-অর্ডিনেশন কমিটি"-এর ৯ম সভায় ডিসিসিআই সভাপতির যোগদান।

৫৩। ডিসিসিআই সভাপতি বিমসটেক'র সেক্রেটারি জেনারেলের বিদায়ে আয়োজিত নৈশভোজে যোগদান।

৫৪। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় আয়োজিত "ইনফ্রাস্ট্রাকচার কনফারেন্স ২০১৭" বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই সভাপতির যোগদান।

৫৫। ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার এনবিআর এবং ইউএসএআইডি যৌথভাবে আয়োজিত বাংলাদেশ কাস্টমস-এর নতুন ওয়েবসাইট উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগদান।

৫৬। ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার মাল্টার ৫৩তম জাতীয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান।

৫৭। ঢাকা চেম্বারের সভাপতি "বাংলাদেশ-জাপান বিজনেস ডায়লগ"-এর প্রস্তুতিমূলক সভায় যোগদান।

৫৮। ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ চীনের ৬৮তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান।

৫৯। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় আয়োজিত "বাংলাদেশ-জাপান ডায়ালগ"-এর ৩য় প্রস্তুতিমূলক সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতির যোগদান।

৬০। পিআরআই আয়োজিত "রেগুলেটরি আনপ্রেডিক্টিবিলিটি ইন বাংলাদেশ" বিষয়ক মতবিনিময় সভায় যোগদান।

৬১। স্ট্যান্ডার্ড চাটার্ড ব্যাংক-বাংলাদেশ-এর বিদায়ী সিইও জনাব আবরার আনোয়ারের সম্মানে আইসিসি-বাংলাদেশ আয়োজিত নৈশভোজে ডিসিসিআই সভাপতির যোগদান।

36. Attended a meeting on the issue of National Budget review & analysis at FBCCI
37. Attended the 27th Board Meeting of BIAC
38. Attended the "Iftar Mahfil" organized by Hon'ble Prime Minister of Bangladesh.
39. Attended a meeting with Mr. Md. Abul Kalam Azad, Chief Coordinator, SDG Affairs, Prime Minister's Office
40. Attended a Dinner organized by the Indian High Commission in BD
41. Attended a meeting regarding Hon'ble Prime Minister's Japan visit
42. Attended a post-Budget dinner organized by Ministry of Finance at BICC
43. Attended a Joint Press Conference on National Budget organized by FBCCI
44. Attended a Seminar on "Investment and Business Dialogue, Bangladesh and Sri Lanka: Moving Towards Greater Economic Partnership" at Radisson Hotel
45. Attended the farewell Reception in honor of Political and Economic Counsellor of US Embassy in Dhaka
46. Attended International Conference on "Development Options for Dhaka Towards 2035"
47. Attended the 4th meeting of the Joint Trade Committee between Bangladesh and Thailand
48. Attended a meeting on FTA between Bangladesh and Sri Lanka at Ministry of Commerce
49. Attended farewell reception to H.E. Mr. Pierre Mayaudon, Ambassador of the European Union to Bangladesh organized by ICC Bangladesh
50. Attended a meeting on "efficient use and planning for economic zones related to gas and electricity" at PMO
51. Attended a luncheon meeting at The Royal Thai Embassy
52. Attended the 9th meeting of Private Sector Development Policy Coordination Committee at PMO
53. Attended the farewell reception in honor of Mr. Sumith Nakandala, Secretary General, BIMSTEC Secretariat
54. Attended a preparatory meeting on "Infrastructure Conference 2017: The Path to the Belt and Road Conference in Hong Kong" at PMO
55. DCCI Acting President Mr. Hossain A Sikder attended the Launching Ceremony of the Bangladesh Customs Website organized by NBR & USAID Pan Pacific Sonargaon Hotel
56. Mr. Hossain A Sikder, as Acting President, DCCI attended the 53rd National Day of Republic of Malta
57. Attended the preparatory meeting on "Follow-up-meeting of Bangladesh-Japan Business Conference held in Singapore from 3-4 August, 2017" at PMO
58. Mr. Kamrul Islam, FCA, as Acting President, DCCI attended the 68th founding anniversary of the people's Republic of China
59. Attended the 3rd preparatory meeting of Bangladesh Japan Dialogue at PMO
60. Attended a seminar on "Regulatory Unpredictability in Bangladesh" organized by PRI
61. Attended a dinner reception to congratulate Mr. Abrar A. Anwar on his appointment as CEO, Standard Chartered Bank in Malaysia organized by ICCB

৬২। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী সুষমা সরাজ-এর সম্মানে আয়োজিত নৈশভোজে ডিসিসিআই সভাপতির যোগদান।

৬৩। ঢাকা চেম্বারের সভাপতির "গ্লোবাল পার্টনারশীপ ফর ইফেকটিভ ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন" বিষয়ক স্টিয়ারিং কমিটির ১৪তম সভায় যোগদান।

৬৪। ডিসিসিআই সভাপতির এইচকেটিডিসি আয়োজিত বিজনেস ম্যাচ-মেকিং সেশনে যোগদান।

৬৫। ডিসিসিআই সভাপতির জাতিসংঘের ৭২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ইউএনডিপি-বাংলাদেশ আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান।

৬৬। ডিসিসিআই সভাপতির বিসিসিসিআই'র নতুন পরিচালনা পর্ষদের পরিচিতিমূলক সভায় যোগদান।

৬৭। ডিসিসিআই সভাপতি "আয়কর মেলা ২০১৭"তে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান।

৬৮। ঢাকা চেম্বারের ফাউন্ডেশন এবং আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ-এর চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন-এর সাথে ডিসিসিআই'র সভাপতির সাক্ষাৎ।

৬৯। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) আয়োজিত "নতুন ট্যাক্স আইন ২০১৭" বিষয়ক সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে ডিসিসিআই'র সভাপতির যোগদান।

৭০। ডিসিসিআই'র প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব আশরাফ ইবনে নূরের মায়ের কূলখানি ও দোয়া মাহফিলে ঢাকা চেম্বারের সভাপতির যোগদান।

৭১। ঢাকা চেম্বারের সভাপতির শিল্পমন্ত্রণালয় আয়োজিত জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদের নির্বাহী কমিটি-এর সভায় যোগদান।

৭২। বিএফটিআই'র পর্ষদের ৪৬তম সভায় ডিসিসিআই'র সভাপতির যোগদান।

৭৩। বিএফটিআই'র ৬ষ্ঠ সাধারণ সভায় ডিসিসিআই'র সভাপতির যোগদান।

৭৪। ঢাকা চেম্বারের সভাপতি "সেরা করদাতা পদক প্রদান" অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

৭৫। বাংলাদেশস্থ তুরস্কের মান্যবর রাষ্ট্রদূত দেভরিম ওজতুর্ক-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতির সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত।

৭৬। সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত "এসডিজি'র লক্ষ্য বাস্তবায়নে জাতীয় অগ্রগতি ও আঞ্চলিক সহযোগিতা" শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্যানেল আলোচক হিসেবে ঢাকা চেম্বারের সভাপতির যোগদান।

৭৭। ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ "এমভিও নেদারল্যান্ডস্ সিভিআর" শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা সভায় যোগদান।

৭৮। ডিসিসিআই সভাপতির "এমভিও নেদারল্যান্ডস্ সিভিআর" শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা সভায় যোগদান।

৭৯। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রয়াত মেয়র মরহুম আনিসুল হক-এর জানাজায় ডিসিসিআই'র সভাপতির যোগদান।

৮০। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফর সঙ্গী হিসেবে ডিসিসিআই সভাপতির কম্বোডিয়া গমন।

৮১। বিআইডিএস আয়োজিত "২০১৭ সালে বিআইডিএস পরিচালিত গবেষণা কার্যক্রম" শীর্ষক সভায় ডিসিসিআই সভাপতির যোগদান।

৮২। ডিসিসিআই সভাপতি আর্জেন্টিনায় অনুষ্ঠিত ১১তম ডব্লিউটিও মিনিস্টিরিয়াল কনফারেন্সে যোগদান।

ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ কর্তৃক বিভিন্ন সেমিনার, আলোচনা সভা ও ওয়ার্কশপে যোগদান

১। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার এফবিসিসিআই'র মেম্বারশীপ অ্যান্ড লিগ্যাল অ্যাফেয়ার্স বিশেষ কমিটির ৫ম সভায় যোগদান করেন ।

২। ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের সাথে মিউচুয়্যাল ট্রাষ্ট ব্যাংক লিমিটেড-এর ব্যবস্থপনা পরিচালকের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত।

৩। বাংলাদেশেস্থ শ্রীলংকার হাইকমিশনারের সাথে ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত।

৪। যুক্তরাজ্যের বেন্ট অঙ্গরাজ্যের কাউন্সিলর জনাব পারভেজ আহমেদ এবং ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের মধ্যকার সভা অনুষ্ঠিত।

৫। বাংলাদেশ ব্যাংক আয়োজিত মুদ্রানীতি বিষয়ক পরামর্শ সভায় ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি কামরুল ইসলাম, এফসিএ যোগদান করেন।

62. Attended a dinner reception in honour of H.E. Ms. Sushma Swaraj, Minister for External Affairs, India organized by Ministry of Foreign Affairs, Bangladesh
63. Attended a dinner in honor of the Participants of 14th Steering Committee Meeting of Global Partnership for Effective Development Cooperation (GPEDC)
64. Attended MOFCOM-HKTDC Business Matching & Networking
65. Attended the 72nd anniversary of the United Nations organized by the UN Country Team in Bangladesh
66. Attended the Annual General Meeting and Installation Ceremony of New Executive Committee of BCCCI
67. Attended the Income Tax Fair- 2017 as a special guest organized by NBR
68. Met Chairman of DCCI Foundation and Anwar Group of Industries Alhaj Anwar Hossain at his residence
69. Attended a seminar on new Income Tax Law- 2017 as a special guest organized by NBR
70. Attended the Kulkhani and Dua Mahfil for Late Mrs. Nurun Nahar, Mother of Mr. Ashraf Ibn Noor, Former Senior Vice President, DCCI at his residence
71. Attended the 8th meeting of ECNCID at Conference Room, Ministry of Industries
72. Attended the 46th Board meeting of BFTI at Conference Room, BFTI
73. Attended the 6th Annual General Meeting (AGM) of BFTI at Conference Room, BFTI
74. Attended the CIP Card Giving Ceremony organize by Ministry of Commerce
75. Met H.E. Mr. Devrim Öztürk, Ambassador, Turkish Embassy in BD at DCCI Board Room
76. Attended a Panel Session on "National Progress and Regional Coordination to Accelerate the SDGs" on the occasion of 6th Annual Responsible Business Forum in Singapore
77. Mr. Kamrul Islam, FCA as Acting President, DCCI attended MVO Netherland's CVR Round Table Discussion meeting
78. Attended MVO Netherland's CVR Round Table Discussion meeting on Jute
79. Attended the Namaj-e-Janaja of Late Mr. Annisul Huq, Hon'ble mayor of Dhaka North City Corporation at the Army Stadium to pay the last tribute to his departed soul.
80. Visited Cambodia as an entourage of Hon'ble Prime Minister of Bangladesh
81. Attended "BIDS Research Almanac, 2017" as Panelists of the closing session organized by BIDS
82. Attended the 11th WTO Ministerial Conference as an entourage of Hon'ble Commerce Minister of Bangladesh in Buenos Aires, Argentina

Meetings attended by the Members of the Board of Directors

1. Mr. Hossain A Sikder, Vice President, DCCI attended the 5th meeting of FBCCI Special Committee on Membership and Legal Affairs.
2. Members of the Board of Directors attended the meeting with the Managing Director of Mutual Trust Bank Mr. Anis A. Khan
3. Members of the Board of Directors called on the High Commissioner of Sri Lanka to Bangladesh in Sri Lankan High Commission
4. Members of the Board of Directors had a meeting with Mr. Parvez Ahmed, Councilor of Brent, UK
5. Mr. Kamrul Islam, FCA, Senior Vice President, DCCI attended Bangladesh Bank's Monetary Policy Consultation Meeting

৬। ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদ এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত জাইকার আবাসিক প্রতিনিধি'র মধ্যকার সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত।

৭। ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদ এবং বাংলাদেশস্থ মার্কিন দূতাবাসের নবনিযুক্ত ইকোনোমিক ও কমার্শিয়াল কর্মকর্তা এ্যাডওয়ার্ডো গার্সিয়া'র মধ্যকার সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত।

৮। ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদ এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত জেট্রোর আবাসিক প্রতিনিধি জনাব কেই কাওয়ানো'র মধ্যকার সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত।

৯। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ পিপিআরপি-২ প্রকল্পের "পাবলিক-প্রাইভেট স্টেকহোল্ডার" কমিটির ১১তম সভায় যোগদান করেন।

১০। শ্রীলংকার কৃষি ও শিল্প মন্ত্রী জনাব রাশিদ বাথিউদ্দিন এবং ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের মাধ্যকার বাণিজ্য আলোচনা সভা অনষ্ঠিত।

১১। বাণিজ্য সংগঠন বিষয়ক সভায় পর্ষদের সদস্যবৃন্দের যোগদান।

১২। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হোসেন আখতার এবং প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব আবসার করিম চৌধুরী ইপিবি আয়োজিত ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় সেরা স্টল নির্বাচন কমিটির সভায় যোগদান করেন।

১৩। এফবিসিসিআই আয়োজিত "কাউন্সিল অফ চেম্বার প্রেসিডেন্ট'স" এর সভায় ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ যোগদান করেন।

১৪। ডিসিসিআই পরিচালক ও প্রাক্তন সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ এফএম বোর্জ ব্রেন্ডি শীর্ষক ডায়ালগে যোগদান করেন।

১৫। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ ডেইলি স্টার পত্রিকার ২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

১৬। ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ "ঢাকা'র অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা" শীর্ষক স্টেকহোল্ডার ডায়ালগে যোগদান করেন।

১৭। ডিসিসিআই পরিচালক ও প্রাক্তন সভাপতি হোসেন খালেদ "কানাডা-বাংলাদেশ কুটনৈতিক সম্পর্কের ৪৫ বছর পূর্তি" উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

১৮। ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদ এবং ইকোনোমিক রিপোর্টার্স ফোরাম-এর প্রতিনিধবৃন্দের মধ্যকার সভা অনুষ্ঠিত।

১৯। ডাই প্রকল্পের কান্ট্রি ডিরেক্টর মাইকেল ফিল্ড ও ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের মধ্যকার মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত।

২০। মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সম্মানে বিএমবিএ আয়োজিত নৈশভোজ সভায় ডিসিসিআই'র সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার যোগদান করেন।

২১। এফবিসিসিআই আয়োজিত "ইজ অফ ডুইং বিজনেস" বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই'র সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার যোগদান করেন।

২২। ডিসিসিআই পরিচালক খন্দ. রাশেদুল আহসান বেজা আয়োজিত বিনিয়োগ বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।

২৩। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি কামরুল ইসলাম, এফসিএ ন্যাশনাল পার্লামেন্টারি কমিটির আওতায় ১৯তম অর্থনৈতিক কমিটির সভায় যোগদান করেন।

২৪। ডিসিসিআই পরিচালক খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ আইসিএবি আয়োজিত "ব্যবসা সহজীকরণ পরিবেশ তৈরি" বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।

২৫। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আয়োজিত "নতুন ভ্যাট আইন ও সম্পূরক শুল্ক আইন" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২৬। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম বিভাগের ১০ম পুনঃমিলনী সভায় যোগদান করেন।

২৭। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার বিএপিআই অয়োজিত "বাংলাদেশের ঔষধ শিল্পের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ" বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।

২৮। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ ১৩৬তম ইন্টার-পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন উপলক্ষে সুইজারল্যান্ডের প্রতিনিধিদলের সম্মানের আয়োজিত নৈশভোজ সভায় যোগদান করেন।

২৯। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার "ওভারশীজ চাইনীজ এসোসিয়েশন ইন বাংলাদেশ" বিষয়ক প্রতিষ্ঠানে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

6. Members of the Board of Directors had a meeting with the Country Head of JICA
7. Members of the Board of Directors had a meeting with Mr. Eduardo Garcia, new Economic & Commercial Officer of US Embassy
8. Members of the Board of Directors had a meeting with Mr. Kei Kawano, Country Representative, JETRO
9. Mr. Kamrul Islam, FCA, Senior Vice President, DCCI attended the 11th meeting of the Public-Private Stakeholders' Committee under PPRP-II
10. Members of the Board of Directors had a meeting with H.E. Mr. Rishad Bathiudeen Minister for Industry and Commerce, Sri Lanka
11. Members of the Board of Directors attended a meeting on Trade Organization Ordinance
12. Mr. Hossain Akhter, Director and Mr. Absar Karim Chowdhury, former Vice President, DCCI attended the meeting on DITF-Best Pavilion Stall Selection Committee at EPB
13. Mr. Kamrul Islam, FCA, Senior Vice President, DCCI attended a meeting of Council of Chamber President's at FBCCI
14. Mr. Hossain Khaled, Director & former President, DCCI attended at the meeting of FM Borge Brende
15. Mr. Kamrul Islam, FCA, Senior Vice President, DCCI attended the 26th Anniversary of The Daily Star
16. Members of the Board of Directors attended Stakeholders' dialogue on "Dhaka's Economic Future Opportunities and Challenges"
17. Mr. Hossain Khaled, Director and former President, DCCI attended the conference on Canada-Bangladesh Diplomatic Relations: 45 Years of Progress
18. Members of the Board of Directors attended a meeting of Economic Reporters Forum
19. Members of the Board of Directors had a meeting with Mr. Michael Field, Country Director, DAI
20. Mr. Hossain A Sikder, Vice President, DCCI attended the grand reception in honor of Mr. Abul Maal Abdul Muhith, MP Hon'ble Finance Minister organized by BMBA
21. Mr. Hossain A Sikder, Vice President, DCCI attended the meeting on Ease of Doing Business Issues and Problems
22. Kh. Rashedul Ahsan, Director, DCCI attended the Seminar on Investment Promotion organized by BEZA
23. Mr. Kamrul Islam, FCA, Senior Vice President, DCCI attended the 19th meeting on Finance Committee of 10th National Parliamentary Committee at National Parliament
24. Mr. Atique-E-Rabbani, FCA, Director, DCCI attended a discussion meeting on "Path to an Easier business Environment" organized by ICAB
25. Mr. Hossain A. Sikder, Vice President, DCCI attended the seminar on "Implementation of new Value Added Tax & Supplementary Duty Act" at NBR
26. Mr. Kamrul Islam, FCA, Senior Vice President, DCCI attended the 10th Reunion Program of the Accounting Alumni, Department of Accounting & Information Systems, University of Dhaka
27. Mr. Hossain A Sikder, Vice President, DCCI attended the Seminar on "Bangladesh Pharma Industry: Past, Present & Future" organized by BAPI
28. Mr. Kamrul Islam, FCA, Senior Vice President, DCCI attended the 136th Assembly of the Inter-Parliamentary Union (IPU)
29. Mr. Hossain A Sikder, Vice President, DCCI attended the inauguration ceremony of Overseas Chinese Association in Bangladesh

৩০। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হোসেন খালেদ বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুৎ বোর্ড-এর চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মইন উদ্দিন-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

৩১। ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এবং কুচিং চাইনীজ জেনারেল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর মধ্যকার মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত।

৩২। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার সুইস এজেন্সী ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কো-অপারেশন আয়োজিত "লোকাল ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ" বিষয়ক ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।

৩৩। ডিসিসিআই পরিচালক মোঃ আলাউদ্দিন মালিক বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত প্রস্তাবিত বাজেট বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

৩৪। ডিসিসিআই পরিচালক ও প্রাক্তন সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ বিএসসিসিএল'র ৩০তম অডিট কমিটির সভায় যোগদান করেন।

৩৫। ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ ভ্যাট অনলাইন প্রজেক্ট আয়োজিত নতুন ভ্যাট আইন বিষয়ক মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।

৩৬। ডিসিসিআই পরিচালক ও প্রাক্তন সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ বাংলাদেশস্থ কানাডা'র রাষ্ট্রদূত আয়োজিত প্রাতঃরাশ সভায় যোগদান করেন।

৩৭। ডিসিসিআই পরিচালক ও প্রাক্তন সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ বাংলাদেশস্থ ফ্রান্স দূতাবাস আয়োজিত প্রাতঃরাশ সভায় যোগদান করেন।

৩৮। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ, পরিচালক ও প্রাক্তন সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ বাংলাদেশস্থ সুইজারল্যান্ড দূতাবাস আয়োজিত প্রাতঃরাশ সভায় যোগদান করেন।

৩৯। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ, সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)'র মধ্যকার মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।

৪০। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত "জাতীয় রপ্তানী ট্রফি ২১৪-১৫" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

৪১। ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদ এবং গ্লোবাল গ্যাপ'র প্রতিনিধিদলের মধ্যকার মতিবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত।

৪২। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার ভারতের নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত "কনফরমিটি এসেসমেন্ট স্ট্যান্ডার্ডস" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় যোগদান করেন।

৪৩। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ প্রথম আলো আয়োজিত গোলটেবিল আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

৪৪। ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ অর্থমন্ত্রণালয় আয়োজিত বাজেটোত্তর সংবাদ সম্মেলনে যোগদান করেন।

৪৫। ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ এফবিসিসিআই আয়োজিত জাতীয় বাজেট ২০১৭-১৮ বিষয়ে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে যোগদান করেন।

৪৬। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ চ্যানেল ২৪ এ সাক্ষাৎকার প্রদান করেন।

৪৭। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মামুন আকবর বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত ভিশন ২০২১ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

৪৮। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ "বাংলাদেশ ও শ্রীলংকার মধ্যকার ব্যবসা ও বিনিয়োগ ডায়ালগ"-এ যোগদান করেন।

৪৯। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার, আহবায়ক মিসেস শামসুন নাহার কেরানীগঞ্জে বিসিক শিল্পনগরীর ১৯তম সভায় যোগদান করেন।

৫০। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি কামরুল ইসলাম, এফসিএ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় আয়োজিত "বাংলাদেশ-জাপান বিজনেস ডালয়াগ"-এর ২য় প্রস্তুতিমূলক সভায় যোগদান করেন।

৫১। ডিসিসিআই পরিচালক ও প্রাক্তন সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ বিএসসিসিএল'র ৩২তম অডিট কমিটির সভায় যোগদান করেন।

৫২। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব আসিফ এ চৌধুরী গুচি ফাউন্ডেশন-এর চেয়ারম্যানের সম্মানে আয়োজিত নৈশভোজ সভায় যোগদান করেন।

৫৩। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ ডেইলি সান আয়োজিত "জ্বালানি নিরাপত্তা এবং ভিশন ২০৪১" বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

৫৪। ডিসিসিআই পরিচালক খন্দ. রাশেদুল আহসান ডেইলি স্টার আয়োজিত সিএসআর নীতিমালা বিষয়ক ডায়ালগে যোগদান করেন।

30. Mr. Hossain Khaled, Director and former President, DCCI attended the meeting with Major General Moin Uddin, Chairman, Bangladesh Rural Electrification Board
31. Members of the Board of Directors had a meeting with the trade delegation from Kuching Chinese General Chamber of Commerce & Industry
32. Mr. Hossain A Sikder, Vice President, DCCI attended a Workshop on "Local Economic Development in Bangladesh (LED)" organized by Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)
33. Mr. Md. Alauddin Malik, Director, DCCI attended a budget discussion meeting between BBGMEA & BCI
34. Mr. Hossain Khaled, Director and former President, DCCI attended a meeting on New VAT Law and 30th Audit Committee meeting of BSCCL
35. Mr. Kamrul Islam, FCA, as Acting President, DCCI, attended the discussion meeting on new VAT Law organized by NBR
36. Mr. Hossain Khaled, Director and former President, DCCI attended the breakfast meeting at the Canadian High Commission
37. Mr. Hossain Khaled, Director & former President, DCCI attended a cocktail reception in honor of the Head of the Economic Department of the Embassy of France in Bangladesh
38. Mr. Kamrul Islam, FCA, Senior Vice President, Mr. Hossain Khaled and Mr. Asif Ibrahim Former Presidents, DCCI attended the dinner reception organized by the Swiss Embassy
39. Mr. Kamrul Islam, FCA, Senior Vice President, Mr. Hossain A Sikder, Vice President, DCCI attended the meeting with ADB
40. Mr. Hossain A Sikder, Vice President, DCCI, attended the meeting on "National Export Trophy 2014-15"
41. Members of the Board of Directors had a meeting with the Global GAP delegation from Germany
42. Mr. Hossain A Sikder, Vice President, DCCI attended the training workshop on Conformity Assessment Standards in New Delhi, India
43. Mr. Kamrul Islam, FCA, Senior Vice President, DCCI attended the Round Table Discussion organized by The Daily Prothom Alo
44. Mr. Kamrul Islam, FCA, Acting President, DCCI attended the Post-Budget Dinner organized by Ministry of Finance
45. Mr. Kamrul Islam, FCA, Acting President, DCCI attended a Joint Press Conference on National Budget organized by FBCCI
46. Mr. Kamrul Islam, FCA, Senior Vice President, DCCI attended an Interview at Channel 24
47. Mr. Mamun Akber, Director, DCCI attended the meeting on the issues of Vision 2021 at Conference Room, Ministry of Commerce
48. Mr. Kamrul Islam, FCA, Senior Vice President, DCCI attended a seminar on "Investment and Business Dialogue, Bangladesh and Sri Lanka: Moving towards greater economic partnership"
49. Mr. Hossain A Sikder, Vice President and Mrs. Shamsun Nahar, Convenor, DCCI attended the 19th meeting of BISIC, Keranigonj industrial Estate
50. Mr. Kamrul Islam, FCA, Senior Vice President, DCCI attended the 2nd Preparatory meeting on Bangladesh - Japan B2B meeting in Singapore
51. Mr. Hossain Khaled, Director & former President, DCCI attended the 32nd Audit Committee Meeting of BSCCL
52. Mr. Asif A Chowdhury, Director, DCCI attended the dinner reception in honour of visiting Mr. Milo Sotejo Gusi, Chairman of Gusi Foundation
53. Mr. Kamrul Islam, FCA, Senior Vice President, DCCI attended a roundtable discussion on 'Energy Security and Vision 2041' organized by the Daily Star
54. Kh. Rashedul Ahsan, Director, DCCI attended a dialogue on CSR Guidelines

৫৫। ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত আয়োজিত নৈশভোজ সভায় যোগদান করেন।

৫৬। ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ এবং সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার বিডা'র নির্বাহী চেয়ারম্যান কাজী এম আমিনুল ইসলাম-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

৫৭। ভারতের মুম্বাইয়ে নিযুক্ত বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনার জনাব মোঃ লুৎফর রহমান এবং ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের মধ্যকার সভা অনুষ্ঠিত।

৫৮। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা সভায় যোগদান করেন।

৫৯। ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ বিএসটিআই'র ৩১তম কাউন্সিল সভায় যোগদান করেন।

৬০। ডিসিসিআই পরিচালক খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আইপিআর বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

৬১। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হুমায়ুন রশিদ পেট্রোবাংলা আয়োজিত "এলএনজি গ্যাস আমদানির পর শিল্পখাতে বিতরণের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

৬২। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার এফবিসিসিআই আয়োজিত "ইমপোর্ট পলিসি অর্ডার ২০১৮-২১" বিষয়ক মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।

৬৩। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার বাংলাদেশস্থ ভারতীয় দূতাবাস এবং পলিসি রিসার্চ ইন্সটিটিউট অব বাংলাদেশ যৌথভাবে আয়োজিত "মাইক্রোইকোনোমিক ইনিশিয়েটি অফ ইন্ডিয়ান গভর্ণমেন্ট" বিষয়ক ডায়ালগে যোগদান করেন।

৬৪। চীনের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সাথে এফবিসিসিআই'র বাণিজ্য আলোচনা সভায় ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদারের যোগদান।

৬৫। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার বাংলাদেশে এরিকসন'র ২০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত নৈশভোজ সভায় যোগদান করেন।

৬৬। ডিসিসিআই প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব আবসার করিম চৌধুরী "নতুন বাণিজ্য সংগঠন আইন" বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত সভায় যোগদান করেন।

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর (এম ও ইউ)

১। ঢাকা চেম্বার এবং বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড -এর মধ্যকার সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর।

২। ডিসিসিআই এবং ইউএনডিপি-বাংলাদেশ-এর মধ্যকার সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর।

ডিসিসিআই বাণিজ্য প্রতিনিধি দলের বিদেশ গমন

১। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হিসেবে ইন্দোনেশিয়ায় অনুষ্ঠিত "ইন্ডিয়ান ওশান রিম এসোসিয়েশন (আইওআরএ)"-তে ডিসিসিআই সভাপতির যোগদান।

২। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হিসেবে ডিসিসিআই সভাপতির ভারত গমন।

৩। ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি চীনের সিসিপিআইটি আয়োজিত "চাইনীজ এন্টারপ্রাইজস ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিন্যান্সিংঃ বৈশ্বিক প্রেক্ষিত" বিষয়ক ফোরামে যোগদান করেন।

৪। ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি'র জাপানের টোকিওতে অনুষ্ঠিত "জাপান-বাংলাদেশ পাবলিক-প্রাইভেট ডায়ালগ"-এ যোগদান করেন।

৫। তুরস্কের ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত "টারকিস এক্সপোর্ট উইক অ্যান্ড বায়ারর্স মিশন"-এ ডিসিসিআই'র প্রতিনিধিদলের অংশগ্রহণ করেন।

৬। সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত "এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা তরান্বিতকরণে টেকসই উন্নয়ন"-এর ৬ষ্ঠ বার্ষিক বাণিজ্যিক ফোরামে ডিসিসিআই সভাপতি যোগদান করেন।

৭। ডিসিসিআই সভাপতি আর্জেন্টিনায় অনুষ্ঠিত "১১তম ডব্লিটিও মিনিস্টিরিয়াল কনফারেন্স"-এ যোগদান করেন।

৮। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হিসেবে ডিসিসিআই'র সভাপতির কম্বোডিয়া গমন।

৯। ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ চীনে অনুষ্ঠিত "৪র্থ বেইজিং ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অফ ফ্রেন্ডলি চেম্বারর্স অফ কমার্স"-এ যোগদান।

১০। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বিডা এবং জাইকা যৌথভাবে সিঙ্গাপুরে আয়োজিত "বাংলাদেশ-জাপান সিইও বিটুবি কনফারেন্স"-এ ডিসিসিআই'র সভাপতির যোগদান।

55. Mr. Kamrul Islam, FCA, Senior Vice President, DCCI attended a reception in honor of the Ambassador of Japan H.E. Mr. Masato Watanabe
56. Mr. Kamrul Islam, FCA Senior Vice President, DCCI had a meeting with Kazi M. Aminul Islam, Executive Chairman, BIDA
57. Members of the Board of Directors, DCCI had a meeting with the newly appointed Deputy High Commissioner in BD to Mumbai Mr. Md. Lutfor Rahman
58. Mr. Md. Alauddin Malik, Director, DCCI attended the meeting on the issue of Law & order at Conference Room, DC Office, Dhaka
59. Mr. Kamrul Islam, FCA, Senior Vice President, DCCI attended the 31st Council meeting of Bangladesh Standards and Testing Institution
60. K. Atique-e-Rabbani, Director, DCCI attended the meeting on the issues of IPR at the PMO
61. Mr. Humayun Rashid, Director, DCCI attended the meeting on the issues of Action Plan for supply of Gas to the Industries/Commercial after LNG Import
62. Mr. Hossain A Sikder, Vice President, DCCI attended the meeting on the issues of FBCCI's proposals on Import Policy Order 2018-21
63. Mr. Hossain A. Sikder, Vice President, DCCI attended a meeting on Macroeconomic Initiative of the Government of India organized by The High Commission of India and Policy Research Institute of Bangladesh
64. Mr. Hossain A. Sikder, Vice President, DCCI attended the meeting with the Chinese delegation organized by FBCCI
65. Mr. Hossain A Sikder, Vice President, DCCI attended the 20th Anniversary Gala reception of L M Ericsson Bangladesh Limited
66. Mr. Kamrul Islam, FCA, Senior Vice President and Mr. Hossain A Sikder, Vice President of DCCI attended the meeting on the issues of New trade organization Act at Ministry of Commerce

MOU Signing

1. MoU Signed between DCCI and Bangladesh Tourism Board
2. MoU Signed between DCCI and UNDP

DCCI Trade Delegation Abroad

1. President, DCCI went Indonesia to join Indian Ocean Rim Association (IORA) Leaders Summit as an entourage of the Hon'ble Prime Minister of Bangladesh
2. President, DCCI went India as an entourage of the Hon'ble Prime Minister of Bangladesh
3. Senior Vice President, DCCI attended Chinese Enterprises Investment and Financing from a Global Perspective Forum organized by CCPIT at Xiamen, China
4. Senior Vice President, DCCI attended Japan-Bangladesh Public Private Dialogue in Tokyo, Japan
5. DCCI trade delegation attended the Turkey's Export Week and Buyers' Mission 2017 in Istanbul, Turkey
6. President, DCCI attended the 6th Annual Responsible Business Forum on Sustainable Development Accelerating SDG Action: Measurement, Performance and Impact in Singapore
7. President, DCCI attended 11th WTO Ministerial Conference at Buenos Aires, Argentina as an entourage of Hon'ble Prime Minister
8. President, DCCI went to Cambodia as an entourage of Hon'ble Prime Minister of Bangladesh
9. Mr. Kamrul Islam, FCA, Acting President and Mr. Hossain A Sikder, Vice President, DCCI had a meeting with Mr. Han Erxin (Hnery), Deputy Director, Division of Foreign Investment Promotion and Liasion, Department of Commercial of Liaoning Province, Shenyang, China
10. President, DCCI attended Bangladesh-Japan CEOs B2B Conference in Singapore jointly organized by PMO, BIDA & JETRO in Singapore

জাতীয় নীতিমালা ও বিভিন্ন জাতীয় ইস্যুতে ডিসিসিআই'র সুপারিশমালা

১। ডি ৮ প্রিফারেনশিয়াল ট্রেড এগ্রিমেন্ট-এর উপর সুপারিশ প্রেরণ।
২। ব্রেক্সিট বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় প্রেরিত পত্রের উপর সুপারিশ প্রেরণ।
৩। যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পণ্যের সুরক্ষায় পদক্ষেপ গ্রহণ বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় প্রেরিত পত্রের উপর সুপারিশ প্রেরণ।
৪। রপ্তানি নীতি ২০১৫-১৮-উপর সুপারিশ প্রেরণ।
৫। কাতারের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সফর উপলক্ষে আন্তমন্ত্রণালয় কমিটির সভায় সুপারিশ প্রেরণ।
৬। ইউরোপীয় ইউনিয়নে বাংলাদেশী পণ্যের জিএসপি প্লাস সুবিধা পাওয়ার বিষয়ে সুপরিশ প্রেরণ।
৭। বাংলাদেশ ও মেক্সিকো'র সাথে প্রথম দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য আলোচনা সভার সুপারিশ প্রেরণ।
৮। জাতীয় রপ্তানি উন্নয়ন বিষয়ে সুপারিশ প্রেরণ।
৯। বাংলাদেশ ও চিলি'র সাথে প্রথম দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য আলোচনা সভার সুপারিশ প্রেরণ।
১০। বাংলাদেশ ও দক্ষিণ আফ্রিকার সাথে ৪র্থ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য আলোচনা সভার সুপারিশ প্রেরণ।
১১। ইউনিডো কান্ট্রি প্রোগ্রাম স্ট্র্যাটেজি ২০১৭-২১-এর উপর সুপারিশ প্রেরণ।
১২। রপ্তানি কমে যাওয়া এবং তা উত্তরণের বিষয়ে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)'তে সুপারিশ প্রেরণ।
১৩। আমদানি নীতি আদেশ ২০১৮-২১ তে অন্তর্ভুক্তির জন্য সুপারিশমালা প্রেরণ।
১৪। বাংলাদেশ ও দক্ষিণ আমেরিকার ৭টি দেশের মধ্যকার বাণিজ্য সম্ভাবনা বিষয়ে মতামত প্রেরণ।
১৫। বাংলাদেশ আমেরিকা পার্টনারশিপ ডায়ালগে সুপারিশ প্রেরণ।

২০১৭ সালে প্রকাশনাসমূহ

ডিসিসিআই'র গবেষণা শাখার সহযোগিতায় জনসংযোগ শাখা এ বছর বেশ কিছু প্রকাশনা বের করেছে। এগুলো হলোঃ

1. Introducing DCCI-2017
2. Tax Guide 2017-18
3. DCCI Monthly Review
4. Brochures for DCCI Trade Delegation to abroad
5. Annual Report-2017

স্ট্যান্ডিং কমিটির কার্যক্রম

ডিসিসিআই এর ১৯টি স্ট্যান্ডিং কমিটির প্রতিটিতে একজন করে পরিচালকের নেতৃত্বে সারা বছর কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। ২০১৭ সালে স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলো প্রায় ৬৭টি বৈঠক করে এবং এ সকল বৈঠকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও পরামর্শ গৃহীত হয়। স্ট্যান্ডিং কমিটির নতুন আহবায়ক ও সহ-আহবায়কদের অংশগ্রহণে একটি সমন্বয় সভা ডিসিসিআইতে অনুষ্ঠিত হয়। স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলোর বিশদ কার্যাবলী এ রিপোর্ট-এর আলাদা এক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। কমিটিগুলোর সমন্বয়কারী পরিচালক, আহবায়ক এবং সহ-আহ্বায়কগণকে বছরব্যাপি তাদের অকৃত্রিম সহযোগিতা প্রদানের জন্য আমি তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ডিসিসিআইতে এ বছর এগারো (১১)টি বোর্ড সভা ও একটি (১)টি জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে যাতে ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক বিষয় ছাড়াও ডিসিসিআইকে আরো কার্যকরভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে গৃহীত নীতি বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাগুলো ডিসিসিআই এর প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও সুশৃংখল কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করেছে।

সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম

২০১৭ সালে ডিসিসিআই ফাইন্ডেশনের সামাজিক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিডেজএম) কে ১০ লক্ষ টাকা, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক বন্যা দূর্গতদের সহায়তা প্রদানের জন্য ৬ লক্ষ টাকা এবং পবিত্র রমজান মাসে দুঃস্থদের সহায়তার লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরী সমিতিকে ২ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

DCCI's Comment Recommendation on Several National Policy:

1. Opinions of DCCI on D8 Preferential Trade Agreement
2. Responded to the Letter of Ministry of Commerce on Brexit
3. Responded to the letter of Ministry of Commerce on US Protection Measure
4. DCCI's comments and recommendation on the Export Policy (2015-2018)
5. Inputs for the Inter Ministerial meeting on proposed visit of Hon'ble Foreign Minister to the state of Qatar
6. Recommendation of DCCI in order to be eligible for EU GSP plus Facility
7. Inputs for the First Bilateral Consultation meeting with Mexico
8. DCCI's proposition and recommendations on National Export development
9. Inputs for First Bilateral consultation meeting between Bangladesh and Chile from Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI)
10. Inputs for the 4th Bilateral Discussion Meeting between Bangladesh and South Africa For Ministry of Commerce
11. Comments on the UNIDO Country Program Strategy: 2017-2021
12. Investigation of causes of reduction in Export and Recommendations for way out for Export Promotion Bureau
13. DCCI Recommendation on Import Policy Order 2018-2021
14. Identifying possible trade avenues in 7 South American Countries: Between Bangladesh and Belize
15. DCCI's Input on Bangladesh America Partnership Dialogue

Publications in the year 2017

Research and Development Department of DCCI in cooperation with Public Relation Department of DCCI has prepared the following Publications in 2017.

1. Introducing DCCI-2017
2. Tax Guide 2017-18
3. DCCI Monthly Review
4. Brochures for DCCI Trade Delegation to abroad
5. Annual Report-2017

Standing Committee activities and Board Meetings

A total of nineteen (19) Standing Committees and each committee is headed by a Director who acted and worked as 'Coordinating Director' of the committee throughout the year. In 2017, about 67 meetings of these Standing Committees were recorded, where lot of important suggestions and recommendations were made. A meeting with the newly assigned conveners and joint conveners of all the Standing Committees of DCCI was also held. The details of the activities of the Standing Committees have been included in a separate chapter of this annual report. I would like to take the privilege to thank all Coordinating Directors, Conveners, Joint Conveners of all the Standing Committees for their whole–hearted cooperation and efforts throughout the year.

Eleven (11) Board meetings and One (01) emergency meeting of the Board of Directors, DCCI were held to discuss managerial & financial issues along with suggesting policy issues to run the Chamber efficiently. It also helped to take administrative decisions to streamline disciplinary activities of the Chamber.

Social Welfare Activities

During 2017, DCCI foundation has donated BDT. 10 lakh to Centre for Zakat Management (CZM) Fund, BDT. 6 lakh to flood affected people of Bangladesh and BDT. 2 Lakh to Dhaka Mohanagar Samity for aiding distressed people during Ramadan as CSR activities to the community.

ডিসিসিআই'র সদস্যপদ

ডিসিসিআই'র সম্মানিত সদস্যবৃন্দ আমাদানী, রপ্তানি, ম্যানুফেকচারিং, ব্যাংকিং, ইন্সুরেন্স, জাহাজ নির্মাণ, রিয়েল এস্টেট এবং এসএমই খাতের সাথে সম্পৃক্ত। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনায় নানাবিধ সীমাবদ্ধতা এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সত্ত্বেও ২০১৭ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত ৫৫৪ জন নতুন সদস্য নিবন্ধিত হয়েছেন, ১৩৬ জন সদস্য তাদের সদস্যপদ পূনরুদ্ধার করেছেন এবং ২৮৮৯ জন সদস্য তাদের সদস্যপদ নবায়ন করেছেন; যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এবছর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

ডিসিসিআই এর আর্থিক অবস্থার হিসাব

আমার বক্তৃতা শেষ করার আগে আমি ডিসিসিআই এর আর্থিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য দিকগুলো তুলে ধরতে চাই। এ বার্ষিক রিপোর্টে অন্তর্ভূক্ত অডিটরস রিপোর্ট হতে দেখা যায়, এ বছর চেম্বারের আয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৮,০১,৭৭,৮১০ টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ১৫,২০,৩৮,১৩৮ টাকা, অর্থাৎ ২০১৭ সালে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ২,৮১,৩৯,৬৭২ টাকা বা ১৮.৫১%। এ আয় মূলতঃ সদস্যদের চাঁদা, ভবন ভাড়া, সুদ এবং অন্যান্য উৎস থেকে অর্জিত হয়েছে। পক্ষান্তরে, ২০১৭ সালে মোট খরচ হয়েছে ৮,৬৭,৫৫,৫৭৩ টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ৭,১৮,৮০,৪৪৯ টাকা, অর্থাৎ তুলনামূলকভাবে খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে ১,৪৮,৭৫,১২৪ টাকা বা ২০.৬৯%। ফলতঃ ২০১৭ সালে ব্যয়াতিরিক্ত আয় হয়েছে ৯,৩৪,২২,২৩৭ টাকা, যা পূববর্তী বছরে ছিল ৮,০১,৫৭,৬৮৯ টাকা অর্থাৎ ব্যয়াতিরিক্ত আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ১,৩২,৬৪,৫৪৮ টাকা বা ১৬.৫৫%।

চেম্বারের মোট তহবিল বা সঞ্চয় পূর্ববর্তী বছরের ৫৬,১৪,৬২,০৯৯ টাকা থেকে ১,৯২,৩৬,৮২৩ টাকা অর্থাৎ ৩.৪৩% বৃদ্ধি পেয়ে এ বছরে ৫৮,০৬,৯৮,৯২২ টাকায় দাঁড়িয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ২০১৭ সালে চেম্বারের আর্থিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছে।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

দেশের একমাত্র আইএসও সনদপ্রাপ্ত চেম্বার হিসেবে দেশে ও বিদেশে ঢাকা চেম্বার তার সম্মানিত সদস্যবৃন্দ ও সর্বোপরি দেশের ব্যবসায়ী সমাজের জন্য উন্নত সেবার মান অক্ষুন্ন রেখে চলেছে। এখন, দেশে ও বিদেশে ঢাকা চেম্বার বাংলাদেশের সবচেয়ে গতিশীল ও স্বনামধন্য চেম্বার হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। আমি আশা করি চেম্বার ভবিষ্যতেও তার এ সুনাম ধরে রাখতে সক্ষম হবে এবং এ লক্ষ্যে আপনাদের সকলের সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

আমি আপনাদের নিশ্চিত করতে চাই যে, ডিসিসিআই এর কার্যক্রমের সাথে আমার সম্পৃক্ততা ও সহযোগিতা সব সময় অব্যাহত থাকবে এবং বেসরকারী খাত বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারী খাতের উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে আমি সবসময় সচেষ্ট থাকব। আমার মেয়াদে আমরা ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নয়নে যতটুকু অবদান রাখতে পেরেছি, সে কৃতিত্ব আপনাদের সকলের।

আমি ডিসিসিআই সচিবালয়ের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই। কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নিজ নিজ স্থানে দায়িত্বশীলতা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে ডিসিসিআই এর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করছেন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতে সাহায্য করছেন।

আমার বক্তব্য শেষ করার পূর্বে আমার উপর বিশ্বাস ও আস্থা রাখার জন্য পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ সহ ঢাকা চেম্বারের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাই। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নে সামনের দিনগুলোতে নিরলস ভাবে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করছি।

আমি আপনাদের সকলকে ধৈর্য্যের সাথে আমার বক্তৃতা শোনার জন্য আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

আল্লাহ হাফেজ।

আবুল কাসেম খান
সভাপতি, ডিসিসিআই

ডিসেম্বর ২৩, ২০১৭

Membership Enrollment

DCCI has been supported by a large number of members engaged in business in the area of export, import, manufacturing, banking, insurance, shipping, services, real estate and SMEs. During 2017, 554 new members were enrolled, 136 companies revived their membership and 2889 members have renewed their membership which shows a significant increase in membership of the Chamber.

DCCI Accounts

Before concluding my speech, I would like to highlight some salient features of the financial position of the Chamber. It appears from the Auditors' Report of the Chamber as incorporated in this Annual Report that the income of the Chamber of this year (2017) is Tk. 18,01,77,810 as against Tk. 15,20,38,138 in the previous year (2016) leading to an increase of Tk. 2,81,39,672 i.e., 18.51%. The income has accrued from membership subscription, building rent, interest and other sources. On the other hand, total expenditure during the year 2017 stands at Tk. 8,67,55,573 as against Tk. 7,18,80,449 in the previous year (2016) resulting in a increased of Tk. 1,48,75,124 i.e., 20.69 %. Thus, excess of income over expenditure during the year 2017 is Tk. 9,34,22,237 which was Tk. 8,01,57,689 in the previous year leading to an increase of Tk. 1,32,64,548 i.e., 16.55 %.

The overall savings of the Chamber during the year in the form of cash at Bank, cash in hand and fixed deposits increased to Tk. 58,06,98,922 from Tk. 56,14,62,099 in the previous year reflecting an increase of Tk. 1,92,36,823 or 3.43 %. It is evident from the above statistics that the financial condition of the Chamber has been improved substantially in 2017.

Respected Members,

As a first ISO Certified Chamber of the country, DCCI maintains its high quality of services to its esteemed members as well as business community both at home and abroad. Today, the Chamber has been recognized as one of the most active and reputed trade organizations both in national and international arena. The Chamber would like to maintain the same standard in future also which will not be possible without your whole-hearted support and cooperation.

Distinguished Members,

I would like to pledge that i will always remain attached with the Chamber and engage my untiring efforts for the continuous development of the business & investment ecosystem and strengthening the role of DCCI for the development of private sector particularly for SMEs.

I also acknowledge with thank the relentless effort, sincerity, credential of all officials of the Secretariat in performing their duties to uphold the image of the Chamber in home and abroad.

Before concluding my speech, I would also like to thank and all concerned and respected members of Board and DCCI family members for keeping trust on us and giving me great honour and privilege. I assure the fullest support and cooperation from my side for the greater development of trade, commerce and business in future.

I thank you all once again for your presence to grace this occasion.

Allah Hafez

Abul Kasem Khan
President, DCCI

December 23, 2017

WE MOURN

(1945-2017)

Mr. A. Rob Chowdhury, Former President of Dhaka Chamber of Commerce & Industry breathed his last on Thursday, October 19, 2017. (*Inna lillahe wa inna ilaihe rajiun*).

His death is a great loss to his family and associates. We in Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) are deeply shocked and grieved at his sad demise and express our heartfelt condolence and sympathy to the members of his bereaved family.

We pray to Almighty Allah to grant the departed soul eternal peace. Ameen.

On behalf of the
President, Board of Directors
and all Members of
DHAKA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর ৫৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর ৫৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা গত ২২ ডিসেম্বর, ২০১৬ ইং, রোজ বৃহস্পতিবার, বিকাল ০৩ঃ০০ ঘটিকায়, ডিসিসিআই অডিটোরিয়াম (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা চেম্বার ভবন, ৬৫-৬৬ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০-তে অনুষ্ঠিত হয়।

৫৫তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	প্রতিনিধির নাম		প্রতিষ্ঠানের নাম
১।	জনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান	-	মেসার্স খায়ের এন্টারপ্রাইজেস
২।	জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ	-	মেসার্স আহমেদ খান অ্যান্ড কোং
৩।	জনাব মোহাম্মদ নিজামউদ্দিন তালুকদার	-	মেসার্স লিংকন ইম্পেক্স ওভারসীজ
৪।	জনাব আবুল কাসেম খান	-	মেসার্স এ. কে. খান টেলিকম লিমিটেড
৫।	জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ	-	মেসার্স মাসনুনস লিঃ
৬।	জনাব এম এস সেকিল চৌধুরী	-	মেসার্স টিসিবিএল গ্রুপ
৭।	জনাব আহমেদ হোসেন মজুমদার	-	মেসার্স পারভীন ট্রেডিং কর্পোরেশন
৮।	ক্যাপ্টেন মোঃ খান এ মান্নান	-	মেসার্স ক্রিস্টাল টেকনোলজি
৯।	মিসেস লিলি হক	-	মেসার্স চয়ন প্রকাশন
১০।	জনাব সুমন তালুকদার	-	মেসার্স এস এস বিজনেস কর্পোরেশন লিঃ
১১।	জনাব এম আবু হোরায়রাহ	-	মেসার্স সালমান রেফ্রিজারেশন
১২।	জনাব মোঃ আহমেদ উল্লাহ	-	মেসার্স ফারুক গার্মেন্টস
১৩।	জনাব এ কে মোঃ শামসুদ্দিন	-	মেসার্স ওয়ারেস কর্পোরেশন লিমিটেড
১৪।	সৈয়দ হাবিবুর রহমান	-	মেসার্স ফয়সাল কন্ট্রাকটিং কর্পোরেশন
১৫।	জনাব মামুন আকবর	-	মেসার্স এএমএ মেডিক্যাল লিমিটেড
১৬।	খন্দ. রাশেদুল আহসান	-	মেসার্স পিসেস কর্পোরেশন লিঃ
১৭।	জনাব ইমরান আহমেদ	-	মেসার্স নবাব অ্যান্ড সন্স
১৮।	জনাব মোঃ আরিফ হোসেন	-	মেসার্স নভো কার্গো সার্ভিসেস লিঃ
১৯।	জনাব সালাহ্উদ্দিন আব্দুল্লাহ্	-	মেসার্স রেমফ্রি অ্যান্ড সন লিমিটেড
২০।	জনাব এ. কে. এম. রফিক	-	মেসার্স বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ
২১।	জনাব মোঃ শামীম ভূঁইয়া	-	মেসার্স হার্ট ইন্টারন্যাশনাল
২২।	জনাব আরাফাত আনসারী	-	মেসার্স ইউরো ভিজিল (প্রাঃ) লিমিটেড
২৩।	জনাব ওসমান গনি	-	মেসার্স আগামী প্রকাশনী
২৪।	জনাব এম এস সিদ্দিকী	-	মেসার্স বাংলা কেমিক্যাল
২৫।	জনাব এম বশির উল্লাহ ভূঁইয়া	-	মেসার্স শ্যাডো ইন্টারন্যাশনাল
২৬।	জনাব আব্দুল হাকিম	-	মেসার্স এক্সিলেন্ট সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
২৭।	জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা	-	মেসার্স ইউনিসন্স গোল্ড লিমিটেড
২৮।	জনাব হোসেন এ সিকদার	-	মেসার্স হোমটেক ডেভেলপমেন্টস্ এন্ড হোল্ডিংস লিঃ
২৯।	আলহাজ্ব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক	-	মেসার্স এভিন্স গার্মেন্টস
৩০।	জনাব কে এম এন মঞ্জুরুল হক	-	মেসার্স ওয়াইড লিংক ইন্টারন্যাশনাল

ক্রমিক নং	প্রতিনিধির নাম		প্রতিষ্ঠানের নাম
৩১।	জনাব আসিফ ইব্রাহীম	-	মেসার্স নিউএইজ এ্যাপারেল্‌স লিমিটেড
৩২।	জনাব মোঃ ইকরাম ঢালি	-	মেসার্স সীমা প্যাকেজিং অ্যান্ড এক্সেসরিজ
৩৩।	ইঞ্জিঃ এম এ হক	-	মেসার্স ট্রান্সমিড লিঃ
৩৪।	জনাব মোঃ হারুন অর রশিদ	-	মেসার্স যমুনা ব্যাংক লিঃ
৩৫।	জনাব আফতাব-উল-ইসলাম	-	মেসার্স আইওই (বাংলাদেশ) লিমিটেড
৩৬।	জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী	-	মেসার্স ইউনি-গ্লোব ট্রাভেলস
৩৭।	জনাব হোসেন খালেদ	-	মেসার্স এ জি অটোমোবাইলস লিমিটেড
৩৮।	খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ	-	মেসার্স দি কম্পিউটারস লিমিটেড
৩৯।	জনাব মাহবুবুর রহমান	-	মেসার্স ইটিবিএল হোল্ডিংস লিমিটেড
৪০।	জনাব মোঃ সবুর খান	-	মেসার্স ডেফোডিল কম্পিউটারস্‌ লিঃ
৪১।	জনাব মোহাম্মদ সরফুদ্দিন	-	মেসার্স আদর এন্টারপ্রাইজ
৪২।	জনাব হুমায়ুন রশিদ	-	মেসার্স এনার্জিপ্যাক পাওয়ার জেনারেশন লিমিটেড
৪৩।	ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম	-	মেসার্স ইঞ্জিনিয়ারিং রিসোর্সেস ইন্টারন্যাশনাল লিঃ
৪৪।	জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী	-	মেসার্স জুট অ্যান্ড ব্যাগস এক্সপোর্ট কর্পোরেশন
৪৫।	জনাব মোঃ আতিকুল হাসান	-	মেসার্স ফুড ইম্পোরিয়াম
৪৬।	জনাব মোঃ হাবিব উল্লাহ তুহিন	-	মেসার্স নাইস পাওয়ার এন্ড আইটি সলিউশন লিঃ
৪৭।	জনাব মোঃ নাজিম উদ্দিন	-	মেসার্স রফিক ট্রেডিং কর্পোরেশন
৪৮।	জনাব সাইদুল হাসান	-	মেসার্স আলেয়া কর্পোরেশন
৪৯।	জনাব মামুন উর রশিদ	-	মেসার্স বনানী মেডিক্যাল স্টোর
৫০।	জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান	-	মেসার্স জাওয়াদ ড্রাগ
৫১।	জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী	-	মেসার্স এস এস ভিশন লিমিটেড
৫২।	জনাব হোসেন আকতার	-	মেসার্স আনোয়ার এক্সপোর্ট এন্ড ইমপোর্ট কোং
৫৩।	জনাব নাসিরুদ্দিন এ ফেরদৌস	-	মেসার্স ধানমন্ডি ডেল অ্যান্ড কোম্পানী
৫৪।	ইঞ্জি. মোঃ আল আমিন	-	মেসার্স প্যারাডাইজ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কনস্ট্রাকশনস লিঃ
৫৫।	জনাব মোঃ রায়হান আলী খান	-	মেসার্স ক্রিয়েটিভ মার্কেটিং কোম্পানী
৫৬।	জনাব মোঃ খন্দঃ কামাল	-	মেসার্স কালস গোল্ডেন পিরামিড (প্রাঃ) লিঃ
৫৭।	জনাব মোহাম্মদ দাউদ রাইয়াজ	-	মেসার্স মা নিটিং এন্ড ডাইং ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ
৫৮।	জনাব মাহাবুব আনাম	-	মেসার্স মাহাবুব অ্যান্ড এসোসিয়েটস
৫৯।	জনাব এনামুল হক	-	মেসার্স গেটস্কীল
৬০।	জনাব এম আনওয়ারুল হক	-	মেসার্স টিপারা আয়রন অ্যান্ড টিন ফ্যাক্টরী লিঃ
৬১।	জনাব এম এ হামিদ	-	মেসার্স দিগন্ত এডভারটাইজিং
৬২।	জনাব এএইচএম জাকারিয়া	-	মেসার্স আজিজ পাইপস লিঃ
৬৩।	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	-	মেসার্স হোসেন ডাইং প্রিন্টিং মিলস্‌ লিঃ
৬৪।	জনাব সজিব কুমার	-	মেসার্স আনোয়ার সিমেন্ট লিঃ
৬৫।	জনাব আবু বকর্‌ মোঃ সিদ্দিক	-	মেসার্স অল-টেক মেশিনারি
৬৬।	জনাব মোঃ নুরুজ্জামান দিপু	-	মেসার্স দি বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৬৭।	জনাব রফিকুল ইসলাম চৌধুরী	-	মেসার্স বাঙ্ক ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল
৬৮।	জনাব মোঃ মজিব উল্যা ভূঁইয়া	-	মেসার্স মর্ডান ডায়াগনোস্টিক সেন্টার লিঃ

ক্রমিক নং	প্রতিনিধির নাম		প্রতিষ্ঠানের নাম
৬৯।	জনাব খায়ের উদ্দিন	-	মেসার্স আনোয়ার সিল্ক মিলস লিঃ
৭০।	জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা	-	মেসার্স বিএনএফ ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ
৭১।	ইঞ্জিঃ এম আনিসুজ্জামান ভূঁইয়া রানা	-	মেসার্স জামান কনস্ট্রাকশন
৭২।	জনাব মোঃ আবুল কাসেম	-	মেসার্স কাবা ট্রেডিং কোং
৭৩।	জনাব মোঃ মানিক হোসেন	-	মেসার্স আনোয়ার সিমেন্ট সীট লিঃ
৭৪।	জনাব মোঃ নুরুজ্জামান	-	মেসার্স আনোয়ার পাল্প লিমিটেড
৭৫।	জনাব মোঃ জুবায়ের রশিদ	-	মেসার্স এ্যাথিনা'স ফার্নিচার অ্যান্ড হোম ডেকর
৭৬।	ক্যাপ্ট. মোঃ নুরুল হক (অবঃ)	-	মেসার্স শেল্টার কনস্ট্রাকশনস লিঃ
৭৭।	জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল ভূঁইয়া	-	মেসার্স এ্যাডভান্স ট্রেডিং কর্পোরেশন
৭৮।	জনাব মোঃ শাহীন হোসেন	-	মেসার্স ট্রাম্প ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড
৭৯।	জনাব এম ফয়েজ	-	মেসার্স আনোয়ার ইন্টিগ্রেটেড স্টীল প্ল্যান্ট লিঃ
৮০।	জনাব মোঃ মাহমুদ হোসেন	-	মেসার্স এ-ওয়ান পলিমার লিমিটেড
৮১।	জনাব মোঃ শফি আলম	-	মেসার্স আনোয়ার গ্যালভানাইজিং লিঃ
৮২।	জনাব মোঃ আজিজুর রহমান	-	মেসার্স ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং কর্পোরেশন
৮৩।	জনাব মোঃ সামিউদ্দিন	-	মেসার্স এ ওয়ান ট্রেডিং কোং
৮৪।	জনাব নাদিম আহমেদ	-	মেসার্স আনোয়ার ইস্পাত লিঃ
৮৫।	জনাব একিউএম শহিদুজ্জামান	-	মেসার্স আনোয়ার ল্যান্ডমার্ক লিঃ
৮৬।	জনাব মামুন উর রশিদ	-	মেসার্স এ কাসেম এন্ড কোং
৮৭।	জনাব নূর হোসেন	-	মেসার্স এঞ্জেল করপোরেশন
৮৮।	জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা	-	মেসার্স এস এস ট্রেড লিংক ইন্টারন্যাশনাল (প্রাঃ) লিঃ
৮৯।	ইঞ্জি. শামসুজ্জোহা চৌধুরী	-	মেসার্স ইউনিক লিভিং লিঃ
৯০।	জনাব আবসার করিম চৌধুরী	-	মেসার্স ফজল ওয়্যার এন্ড মেটাল ইন্ডাষ্ট্রিজ
৯১।	জনাব দাতা মাগফুর	-	মেসার্স দাতা এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড
৯২।	জনাব নেসার মাকসুদ খান	-	মেসার্স ম্যাক্স রিনিউয়্যাবল এ্যানার্জী কোং লিঃ
৯৩।	জনাব কে. এম. মনজুর হোসেন	-	মেসার্স ইউনিট্রেড এন্টারপ্রাইজ লিঃ
৯৪।	খন্দকার শহীদুল ইসলাম	-	মেসার্স মাহবুবা খন্দকার
৯৫।	জনাব প্রমোদ সাহা	-	মেসার্স হাসান ট্রেড ইম্পেক্স
৯৬।	জনাব রশিদ	-	মেসার্স তাসনুভা এন্টারপ্রাইজ
৯৭।	জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী	-	মেসার্স র‍্যানকম ট্রেডিং (প্রাঃ) লিঃ
৯৮।	জনাব ইমতিয়াজ আহমেদ	-	মেসার্স ফাতেমা নাজির কনস্ট্রাকশন এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং
৯৯।	জনাব মোঃ বেলাল হোসেন	-	মেসার্স আজকের কাগজ লিঃ
১০০।	জনাব এম নিজামুল হাসান	-	মেসার্স খবরের কাগজ লিঃ
১০১।	জনাব সামির সাত্তার	-	মেসার্স সাত্তার অ্যান্ড কোং
১০২।	জনাব নাজির হোসেন	-	মেসার্স এন এইচ ইন্টারন্যাশনাল
১০৩।	সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন	-	মেসার্স এসএমএইচ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড ট্রেডিং কোং
১০৪।	জনাব মোঃ ফজলুল মোমিন	-	মেসার্স মোমিন এন্টারপ্রাইজ

ক্রমিক নং	প্রতিনিধির নাম		প্রতিষ্ঠানের নাম
১০৫।	জনাব রাশেদ আলী	-	মেসার্স দয়াল এন্টারপ্রাইজ
১০৬।	জনাব মোঃ কামালউদ্দিন মালিক	-	মেসার্স ইম্পেরিয়াল প্লাষ্টিক ইন্ডাষ্ট্রিজ
১০৭।	মিসেস সুরাইয়া আলম	-	মেসার্স সুরাইয়া ফ্যাশন
১০৮।	জনাব মোঃ শামসুদ্দিন ঢালি	-	মেসার্স মারস্ ইন্টারন্যাশনাল
১০৯।	জনাব রমিজউদ্দিন ফকির	-	মেসার্স লাকী ট্রেডিং এজেন্সী
১১০।	জনাব টি. আই. এম নূরুল কবির	-	মেসার্স স্পিনোভেশন লিঃ
১১১।	জনাব এম এ রশিদ শাহ সম্রাট	-	মেসার্স মক্কা ট্যুরস্ অ্যান্ড ট্রাভেলস্
১১২।	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	-	মেসার্স রিলায়েন্স ওভারসীজ (প্রাঃ) লিঃ
১১৩।	জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন	-	মেসার্স চাঁদ অ্যান্ড সন্স
১১৪।	জনাব এ কে এম দেলোয়ার হোসেন	-	মেসার্স ক্রাউন মেলামাইন ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ
১১৫।	মিস্ শামসুন নাহার	-	মেসার্স আব্দুর রহমান
১১৬।	জনাব মাসহুক হোসেন	-	মেসার্স মাসহুক হোসেন
১১৭।	জনাব আব্দুল মালেক	-	মেসার্স আব্দুল মালেক
১১৮।	জনাব মনোয়ার হোসেন	-	মেসার্স মনোয়ার ট্রেডিং
১১৯।	জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ	-	মেসাস সেনটিরা এন্টারপ্রাইজ লিঃ
১২০।	জনাব মোঃ আব্দুল হান্নান	-	মেসার্স সিমুরা ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড
১২১।	জনাব মোতাহার হোসেন	-	মেসার্স প্যাপিরাস
১২২।	জনাব এম এইচ দারিয়া মনজু	-	মেসার্স পাওয়ার অটোমোশন লিঃ
১২৩।	জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন	-	মেসার্স বায়োফার্মা লিঃ
১২৪।	জনাব শেখ মোঃ ওয়ালিউল ইসলাম	-	মেসার্স রুটস সোর্সিং ইন্টারন্যাশনাল লিঃ
১২৫।	জনাব নান্না মিয়া	-	মেসার্স নিপা ইন্টারন্যাশনাল
১২৬।	মিসেস কাজী মুন্নী	-	মেসার্স রিফাত এন্টারপ্রাইজ

সভার শুরুতে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসসিআই)-এর মহাসচিব, জনাব এএইচএম রেজাউল কবির বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণকে স্বাগত জানান এবং চেম্বারের সভাপতি, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি ও পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যগণকে মঞ্চে আসন গ্রহণের জন্য সবিনয়ে অনুরোধ জানান। সবার আসন গ্রহণের পর সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে চেম্বারের ইমাম হাফেজ ক্বারী মোঃ আব্দুস সাত্তার পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন। অতঃপর ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ-এর সভাপতিত্বে ৫৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যক্রম শুরু হয়।

এ পর্যায়ে মহাসচিব মহোদয় সভাপতির অনুমতিক্রমে ৫৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ পাঠ এবং যথারীতি সভার কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করেন। গত এক বছরে দেশে-বিদেশে বিভিন্ন বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ যাঁরা ইন্তেকাল করেছেন তাদের মধ্যে ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন সভাপতি জনাব আফতাব-উল ইসলাম ও পরিচালক জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ-এর ভাই ও প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর প্রাক্তন মহাব্যবস্থাপক জনাব আনোয়ারুল ইসলাম; ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুস সালাম-এর স্ত্রী মাফুজা সালাম; ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন সভাপতি জনাব নূরুউদ্দিন আহমেদ-এর ছেলে জনাব আশফাক আহমেদ; প্রাক্তন পরিচালক ও চাঁদ গ্রুপের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব সালেহ আহমেদ; প্রাক্তন পরিচালক জনাব মোহাম্মদ নূরুল আলম; প্রাক্তন পরিচালক জনাব মোঃ ইফতেখারউদ্দিন (নওশাদ)-এর শ্বশুর জনাব জামাল আহমেদ নোমানী; ঢাকা চেম্বারের পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরীর ছোট ভাই জনাব মোশাররফ হোসেন চৌধুরী; নবনির্বাচিত পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার আকবর হাকিম-এর মাতা আনোয়ারি বেগম; ঢাকা চেম্বারের নবনির্বাচিত পরিচালক খন্দ. রাশেদুল আহসান-এর মাতা কামরুন নাহার; ঢাকা চেম্বারের রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ড-এর চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমান শেলী-এর স্ত্রী সুফিয়া রহমান; ঢাকা চেম্বারের হিসাব শাখার সিনিয়র

অফিসার জনাব মোহাম্মদ মজিবুর রহমান; ঢাকা চেম্বারের সভাপতি মহোদয়ের একান্ত সচিব জনাব রিয়াজ উদ্দিন খান-এর বাবা জনাব মাফসুর উদ্দিন খান; ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন কর্মচারী জনাব মোঃ মমতাজ আলী; ঢাকা চেম্বারের কর্মচারী জনাব মোঃ হারুন-উর রশিদ-এর বাবা জনাব গোলাম মোস্তফা; ঢাকা চেম্বারের উচ্চমান সহকারী জনাব মোজাহিদুল ইসলাম-এর মাতা ও বোন; ডাচ-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর সভাপতি জনাব হাসান খালেদ; গুলশানের হলি আর্টিজন রেস্টুরেন্টে জঙ্গি হামলার ঘটনায় নিহত ২০জন বিদেশী সহ পুলিশ কর্মকর্তা ও বাংলাদেশী নাগরিক; শোলাকিয়ায় ঈদ-উল ফিতরের নামাজে জঙ্গি হামলায় নিহতগণ; ফ্রান্স, জার্মানী'র মিউনিখ এবং তুরস্কের কামাল আতাতুর্ক বিমানবন্দরে জঙ্গি হামলায় নিহতগণ; কিংবদন্তী মুষ্টিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী; থ্যাইল্যান্ডের রাজা ভূমিবল এবং কিউবার অবিসংবাদিত নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রোসহ সকলের নাম উল্লেখ করেন। অতপর চেম্বারের ইমাম হাফেজ ক্বারী মোঃ আব্দুস সাত্তার মরহুম সকলের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন। এ পর্যায়ে সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে চেম্বারের মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

আলোচ্যসূচি-১ ঃ গত ১০ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর ৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ;

ঢাকা চেম্বারের মহাসচিব গত ৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সভায় উপস্থাপন করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে ৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী সভায় পঠিত বলে গণ্য করা হয়। জনাব এম এস সেকিল চৌধুরী, স্বত্বাধিকারী, মেসার্স টিসিবিএল গ্রুপ উক্ত কার্যবিবরণী অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করেন এবং তা সমর্থন করেন জনাব মোঃ রমজান আলী, স্বত্বাধিকারী, মেসার্স হক প্লাস্টিক সেন্টার। অতঃপর সর্বসম্মতিক্রমে ৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হয়।

আলোচ্যসূচি-২ ঃ ২০১৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন;

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ ২০১৬ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপনপূর্বক সকলকে অবহিত করেন যে, বিগত বছরগুলোর মত এবছরও বার্ষিক প্রতিবেদনে ২০১৬ সালের পরিচালকমণ্ডলীর কার্যক্রম উল্লেখ করা হয়েছে। বক্তব্যের শুরুতে তিনি ঢাকা চেম্বারের স্বনামধন্য ব্যবসায়ী ব্যক্তিত্ব এবং দেশ-বিদেশের বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ যারা বিগত বছর ইন্তেকাল করেছেন তাঁদের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং ডিসিসিআই'র প্রতিষ্ঠাকালীন ১২ জন সদস্যের মঙ্গল কামনা করেন। তিনি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে মুরুব্বীদের স্মরণ করেন এবং মুরুব্বীদের মাঝে যারা অসুস্থ আছেন তাঁদের সুস্থতা কামনা করেন। এ সময় তিনি বলেন যে, ডিসিসিআই-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, বিশিষ্ট শিল্পপতি এবং অন্যতম ব্যবসায়ী নেতা ও ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন ও আনোয়ার গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন অদ্যকার সভায় উপস্থিত থাকার যথেষ্ট ইচ্ছা থাকা সত্বেও অসুস্থতা ও শারীরিকভাবে দূর্বল থাকায় তিনি আসতে পারেননি। তারপরও ছেলে হিসেবে তাঁর কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করাতে পেরেছেন, এ কারণে তিনি গর্বিত।

এ পর্যায়ে তিনি জানান, ডিসিসিআই-এর ২৩টি স্ট্যান্ডিং কমিটির প্রতিটি একজন করে পরিচালকের নেতৃত্বে সারা বছর কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। ২০১৬ সালে স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলো প্রায় ৬৭ টি বৈঠক করে এবং এসকল বৈঠকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও পরামর্শ গৃহীত হয়। স্ট্যান্ডিং কমিটির নতুন আহবায়ক ও সহ-আহবায়কদের অংশগ্রহণে একটি সমন্বয় সভা ডিসিসিআইতে অনুষ্ঠিত হয়। স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলোর বিশদ কার্যাবলী এ প্রতিবেদনের আলাদা এক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। কমিটিগুলোর সমন্বয়কারী পরিচালক, আহবায়ক এবং সহ-আহবায়কগণকে বছরব্যাপি তাঁদের অকৃত্রিম সহযোগিতা প্রদানের জন্য তিনি আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। ডিসিসিআইতে এ বছর ৮ (আট)টি পর্ষদ সভা ও ১ (এক)টি জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে যাতে ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক বিষয় ছাড়াও ডিসিসিআইকে আরো কার্যকরভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে গৃহীত নীতি বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাগুলো ডিসিসিআই-এর প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও সুশৃংখল কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করেছে।

তিনি আরও জানান, জাতীয় নীতি ও গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ইস্যুতে বেসরকারি খাতের প্রতিনিধি হিসেবে সরকারের নিকট গঠনমূলক মতামত/সুপারিশমালা প্রেরণ ডিসিসিআই-এর কার্যক্রমের অন্যতম একটি অংশ। ডিসিসিআই জাতীয় বাজেট ২০১৬-২০১৭ তে অন্তর্ভূক্তির জন্য বেশ কিছু সুপারিশমালা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিকট প্রেরণ করে। এছাড়া রপ্তানি নীতি ২০১৭-১৮, আমদানি নীতি ২০১৫-১৬, জাতীয় সিএসআর নীতিমালা, শিল্প নীতি ২০১০-এর খসড়া নীতি, খসড়া টেক্সটাইল আইন-২০১৬ সহ ইত্যাদি বিষয়ে

সুপারিশমালা বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগে প্রেরণ করেছে। তিনি সভাকে আরও অবহিত করেন যে, ডিসিসিআই'র গবেষণা শাখার সহযোগিতায় জনসংযোগ শাখা এ বছর বেশ কিছু প্রকাশনা বের করেছে। এছাড়াও ২০১৬ সালে ডিসিসিআই নানাবিধ সামাজিক কল্যাণমূলক কাজের সাথে জড়িত ছিল।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ বলেন, ২০১৫-২০১৬ সালে গত বছরের তুলনায় চেম্বারের কার্যক্রম কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, চেম্বারের আর্থিক খাত বিগত বছরের তুলনায় যথেষ্ট ভাল অবস্থানে রয়েছে। ২০১৬ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভূক্ত অডিট রিপোর্ট হতে দেখা যায়, এ বছর চেম্বারের আয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৫,২০,৩৮,১৩৮ টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ১২,৫১,৫০,২৪০ টাকা, অর্থ্যাৎ ২০১৬ সালে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ২,৬৮,৮৭,৮৯৮ টাকা বা ২১.৪৮%। এ আয় মূলতঃ সদস্যদের চাঁদা, ভবন ভাড়া, আমানতের উপর সুদ এবং অন্যান্য উৎস থেকে অর্জিত হয়েছে। পক্ষান্তরে, ২০১৬ সালে মোট খরচ হয়েছে ৭,১৮,৮০,৪৪৯ টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ৬,১৯,৩২,১৯৮ টাকা, অর্থাৎ তুলনামূলক ভাবে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৯৯,৪৮,২৫১ টাকা বা ১৬.০৬%। তবে ২০১৬ সালে ব্যয়াতিরিক্ত আয় হয়েছে ৮,০১,৫৭,৬৮৯ টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ৬,৩২,১৮,০৪২ টাকা অর্থাৎ ব্যয়াতিরিক্ত আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ১,৬৯,৩৯,৬৪৭ টাকা বা ২৬.৮০%। চেম্বারের মোট তহবিল বা সঞ্চয় পূর্ববর্তী বছরের ৪৯,৪১,৫৮,৬০৬ টাকা থেকে ৬,৭৩,০৩,৪৯৩ টাকা অর্থাৎ ১৩.৬২% বৃদ্ধি পেয়ে এ বছরে ৫৬,১৪,৬২,০৯৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ২০১৬ সালে চেম্বারের আর্থিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছে।

এছাড়া "New Economic Thinking: Bangladesh 2030 and Beyond" শীর্ষক আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে স্পন্সরশীপ থেকে প্রাপ্ত অর্থ থেকে ব্যয়াতিরিক্ত আয় থাকবে ৪২,৫১,১৮০/- টাকা যার প্রতিফলন চেম্বারে আগামী অর্থবছরে প্রতীয়মান হবে। কনফারেন্সটির সাকুল্যে ব্যয় হিসেবে ২ কোটি টাকা প্রাক্কলন করা হয়েছিল। আর স্পন্সরসহ এ পর্যন্ত ২ কোটি ৩৫ লাখ টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়েছে। পাশাপাশি সুভেনিরে বিজ্ঞাপন বাবদ আরও প্রায় ২০ লক্ষ টাকা প্রাপ্তির আশা করা যাচ্ছে। এ ছাড়া গুলশানে ডিসিসিআই'র শাখা অফিস প্রতিষ্ঠার জন্য স্পেস ক্রয়বাবদ ৮ কোটি টাকা ব্যয় না হলে, এ বছর অর্থনৈতিক সঞ্চয়ের পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পেত।

এ পর্যায়ে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, ডিসিসিআই'র স্ট্যান্ডিং কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত আহ্বায়ক, সহ-আহ্বায়কসহ সদস্যগণ কমিটির সভাগুলোতে আরও নিয়মিত উপস্থিত থেকে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য তথা সামগ্রিক অর্থনীতির স্বার্থে মতামত প্রদানে আরও উদ্যোগী হবেন। স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলো ডিসিসিআই'র অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট সুপারিশ সংগ্রহের অন্যতম বৃহৎ উৎস। তাই স্ট্যান্ডিং কমিটি থেকে যত সুনির্দিষ্ট সুপারিশ আসবে তত বেশি সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের নিকট ব্যবসায়ীদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা সম্ভব হবে। একজন সভাপতির কর্মক্ষমতা নির্ভর করে সদস্যদের সমর্থন ও পরামর্শের উপর। অবশেষে তিনি ডিসিসিআই সচিবালয়ের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকে ধন্যবাদ জানান, বিশেষত জনসংযোগ এবং গবেষণা শাখাকে। কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নিজ নিজ স্থানে দায়িত্বশীলতা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে ডিসিসিআই-এর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করছেন বলেই ডিসিসিআই এত বড় একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন করতে সমর্থ হয়েছে যেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনায় নানাবিধ সীমাবদ্ধতা এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা থাকা সত্ত্বেও ২০১৬ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত ৫২৮ জন নতুন সদস্য নিবন্ধিত হয়েছেন, ১৩৫ জন সদস্য তাদের সদস্যপদ পুনরুদ্ধার করেছেন এবং ২৮৮৫ জন সদস্য তাদের সদস্যপদ নবায়ন করেছেন। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এবছর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

আলোচ্যসূচি-৩ ঃ ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের হিসাব এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন (Audit Report) অনুমোদন;

সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে চেম্বারের মহাসচিব ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষা প্রতিবেদন বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার পর মিসেস কাজী মুন্নি, মেসার্স রিফাত এন্টারপ্রাইজ-এর প্রস্তাবে এবং মিসেস সামছুন নাহার, মেসার্স আব্দুর রহমান-এর সমর্থনে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের নিরীক্ষা প্রতিবেদন বার্ষিক সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচি-৪ ঃ ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সালের পরিচালক এবং ২০১৭ সালের জন্য সভাপতি, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ও সহ-সভাপতি পদে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা;

সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে মহাসচিব মহোদয় নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব সালাহ্উদ্দিন আব্দুল্লাহকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ জানান। এ পর্যায়ে ডিসিসিআই-এর যে সকল সম্মানিত পরিচালকবৃন্দ তাঁদের মেয়াদ শেষ করেন, মহাসচিব তাঁদের নাম ঘোষণা করেন যথাক্রমে জেনারেল শ্রেণি থেকে জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান, জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী, জনাব এস রুমি সাইফুল্লাহ, জনাব সামির সাত্তার এবং এসোসিয়েট শ্রেণি থেকে জনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান ও জনাব কে জি করিম।

অতঃপর নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয় ২০১৭, ২০১৮ এবং ২০১৯ সালের জন্য যে প্রার্থীগণ ডিসিসিআই-এর পরিচালক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন তাদের নাম ঘোষণা করেন। তারা হলেন– জেনারেল শ্রেণি থেকে জনাব আবুল কাসেম খান, জনাব কে এম এন মন্জুরুল হক, খন্দ. রাশেদুল আহসান ও ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম পাশাপাশি এসোসিয়েট শ্রেণি থেকে নির্বাচিত জনাব হোসেন এ সিকদার ও জনাব ইমরান আহমেদ। অতঃপর তিনি ২০১৭ সালের জন্য সভাপতি পদে জনাব আবুল কাসেম খান, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি পদে জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ এবং সহ-সভাপতি পদে জনাব হোসেন এ সিকদার নির্বাচিত হয়েছেন বলে ঘোষণা করেন। অতপর উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণ করতালির মাধ্যমে নবনির্বাচিত পর্ষদ সদস্যবৃন্দ এবং সভাপতি, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ও সহ-সভাপতিকে অভিনন্দন জানান।

নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব সালাহ্উদ্দিন আব্দুল্লাহ্ নির্বাচন বিধিমালা ও নির্বাচন তফসিল অনুযায়ী স্বচ্ছ নির্বাচন প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় আন্তরিক সহযোগিতার জন্য নির্বাচন বোর্ড ও নির্বাচন আপীল বোর্ডের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এবং চেম্বারের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের একনিষ্ঠ দায়িত্ব পালনের জন্য সকলের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বিধি মোতাবেক নির্বাচন বোর্ড ও নির্বাচন আপীল বোর্ডের বিলুপ্তি ঘোষণা করেন। সভাপতি মহোদয় নির্বাচন বোর্ড এবং নির্বাচন আপীল বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং সদস্যগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ফুলেল শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। এ পর্যায়ে মহাসচিব মহোদয় নব-নির্বাচিত সভাপতি, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং পরিচালকবৃন্দকে মঞ্চে আসন গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান।

আলোচ্যসূচি-৫ ঃ ২০১৫ - ২০১৬ অর্থবছরের জন্য নিরীক্ষক (Auditor) নিয়োগ ও পারিশ্রমিক নির্ধারণ;

মহাসচিব মহোদয় ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের জন্য নিরীক্ষক নিয়োগ বিষয়ে মেসার্স এ. কাসেম এন্ড কোং, মেসার্স রহমান আনিস অ্যান্ড কোং ও মেসার্স আখতার আমির অ্যান্ড কোং থেকে তিনটি আবেদন পত্র প্রাপ্তির বিষয়টি উল্লেখ করেন। উল্লেখ্য, ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জন্য নিরীক্ষক ছিলেন মেসার্স এ. কাসেম অ্যান্ড কোং এবং পারিশ্রমিক ছিল ৬৫,০০০/- টাকা + ১৫% ভ্যাট ৯৭৫০/- টাকা = মোট ৭৪,৭৫০/- টাকা। তিনি আরো উল্লেখ করেন, মেসার্স এ কাসেম এন্ড কোং বিগত দশ বছর যাবৎ ঢাকা চেম্বারের নিরীক্ষক হিসেবে সন্তোষজনকভাবে কাজ করে আসছে। বিস্তারিত আলোচনার পর মেসার্স এ কাসেম অ্যান্ড কোং-কে নিরীক্ষা ফি ৬৫,০০০/- টাকা এবং ১৫% ভ্যাট ৯,৭৫০/- টাকাসহ মোট ৭৪,৭৫০/- টাকা পারিশ্রমিক ধার্য করে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের নিরীক্ষক হিসেবে নিয়োগের জন্য প্রস্তাব করেন জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ ও জনাব এম আবু হোরায়রাহ। অতঃপর সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এ পর্যায়ে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর নবনির্বাচিত সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান সদস্যদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, সভাপতি হিসেবে তিনি তাঁর উপর অর্পিত সকল দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবেন এবং চেম্বারের সদস্যদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সর্বোচ্চ আন্তরিকভাবে কাজ করবেন। তিনি আরও বলেন, ঢাকা চেম্বার আজকের এ অবস্থানে এসেছে এর সাবেক সভাপতিবৃন্দ ও পরিচালকবৃন্দের দক্ষ নেতৃত্বেও কারণেই। সভাপতি হিসেবে তিনি সকল পরিচালক ও সদস্যদের সব ধরনের সহায়তা প্রদানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ঢাকা চেম্বারের সকল সদস্য তথা ব্যবসায়ী সমাজের স্বার্থে সঠিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ পলিসি গাইডলাইন দেয়ার পরিকল্পনার কথা জানান নবনির্বাচিত সভাপতি। তিনি বলেন, প্রত্যেকটা ভিশনই নির্ভর করে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উপর। আর এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ছাড়া এবং ব্যবসায়ীদের সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়নে অন্তর্ভূক্ত করা ছাড়া কোনমতেই ব্যবসা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।

তিনি বলেন, মধ্যম আয়ের দেশ হতে হলে, অবশ্যই কর্মদক্ষতা বা এফিশিয়েনন্সি নিশ্চিত করতে হবে। তবেই প্রকৃতপক্ষে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ-এর সুফল ভোগ করতে পারবো। এক্ষেত্রে আগামীতে তিনটি বিষয়ের যেমনঃ অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আত্মনির্ভরশীল জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করা, দুর্নীতিমুক্ত অর্থব্যবস্থা গড়ে তোলা ও দক্ষ জনবলের মাধ্যমে এফিশিয়েন্সির উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন। তিনি স্ট্যান্ডিং কমিটি সংক্রান্ত কয়েকটি পরিকল্পনার কথা জানান যেমনঃ

১. কোন কোন সদস্য নিয়মিত উপস্থিত থাকছেন বা থাকছেন না তাদের র‍্যাংকিং করা
২. শ্রেষ্ঠ কনভেনর (আহবায়ক) পুরস্কার প্রদান
৩. শ্রেষ্ঠ পরিচালক পুরস্কার প্রদান
৪. শ্রেষ্ঠ স্ট্যান্ডিং কমিটি পুরস্কার প্রদান
৫. নির্বাচিত দক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের প্রেসিডেন্ট'স পুরস্কার প্রদান

পলিসি বা পরিকল্পনা সংক্রান্ত তিনি কয়েকটি বিষয়ে প্রাধান্য দিবেন বলে জানান। যেমন ঢাকা-চট্টগ্রাম যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন, ঢাকার বাইরের বিনিয়োগকে করমুক্ত করা বা বিশেষ প্রণোদনা প্রদান, ব্যবসায়ীদের উপর অতিরিক্ত করের বোঝা না চাপিয়ে সারা দেশে করের আওতা বৃদ্ধির উদ্যোগ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত বিশেষত কীভাবে সরকারের ভিশন ২০৪১ কে বাস্তবায়ন করা যায় ইত্যাদির উপর সরকারের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করা। এছাড়া ঢাকা-চট্টগ্রাম অর্থনৈতিক করিডোরের উপর সেমিনার সংক্রান্ত প্রস্তাব, ইটুকে মেলা আয়োজন, স্ট্যান্ডার্ড অপারেশনাল মেনুয়াল, এইচ আর পলিসি প্রণয়ন, সার্পোটিং স্টাফ নিয়োগ, আইটি সাপোর্ট স্টাফ ও আধুনিকায়ন, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিতকরণ, রাজউকের সাথে ভূমি বরাদ্দ চুক্তি, এনবিআর থেকে ডিসিসিআই প্রভিডেন্ট ফান্ড রেজিস্ট্রেশন করা, অলাভজনক বাণিজ্য সংগঠন হিসেবে সরকার থেকে আয়কর রেয়াত সুবিধা গ্রহণ, ডিসিসিআই ভবনের খালি স্পেসসমূহ ভাড়ার ব্যবস্থা ও বাজেট সুপারিশ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণের বিষয়ে জোর প্রদান ইত্যাদি।

তিনি ডিসিসিআই'র সভাপতি হিসেবে ২০১৭ সালের জন্য তাকে নির্বাচিত করায় সবাইকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান এবং তিনি ডিসিসিআই এবং বেসরকারী খাতের উন্নয়নের জন্য সকল প্রয়োজনীয় কার্যক্রম দায়িত্ব ও নিষ্ঠার সাথে পরিচালনা করবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এ ব্যাপারে পূর্বের ন্যায় সকল সম্মানিত পরিচালক ও সদস্যবৃন্দের নিকট সহযোগিতা ও দোয়া কামনা করেন তিনি। সকলকে ধৈর্য সহকারে বক্তৃতা শোনার জন্য আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

পরিশেষে সদ্য বিদায়ী সভাপতি চেম্বারের সার্বিক উন্নতি কামনা করে ও ইংরেজী নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে সকলকে আপ্যায়নে আমন্ত্রণ জানান এবং ৫৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(এএইচএম রেজাউল কবির)
মহাসচিব

(হোসেন খালেদ)
সভাপতি

ঢাকা চেম্বারের সেবা প্রদানের অগ্রদূত হিসেবে স্মরণীয় ও বরণীয় ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত জীবনী

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র পরিচালনা পর্ষদ-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৫৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার বার্ষিক প্রতিবেদনে ঢাকা চেম্বারের সেবা প্রদানের অগ্রদূত হিসেবে যাদের নাম স্মরণীয় এবং বরণীয় তাদের সম্মানার্থে সংক্ষিপ্ত জীবনী উপস্থাপন করা হলো। এতে যদি কোনো তথ্য বা উপাত্ত বাদ পড়ে থাকে তা আগামী বার্ষিক প্রতিবেদনে সংশোধিত আকারে প্রকাশ করা হবে।

মরহুম আলহাজ্ব হাফেজ মনির হোসেন

আলহাজ্ব হাফেজ মনির হোসেন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তিনি চেম্বারের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে তাঁর ইন্তেকাল পর্যন্ত চেম্বারের নানাবিধ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থেকে দেশের শিল্প, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি ছিলেন ধর্মপরায়ণ, দেশদরদী, সমাজসেবক ও গরীবের বন্ধু। তিনি বিভিন্ন সময়ে চেম্বারের পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত থেকে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পের উন্নয়নে আজীবন কাজ করেছেন। তিনি বাংলাদেশের প্রথম উদ্যোক্তা, যিনি চীনের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে শিল্প স্থাপন করেন। ১৩ এপ্রিল, ১৯৯১ সালে ৭৮ বৎসর বয়সে বার্ধক্যজনিত কারণে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

মরহুম আলহাজ্ব নাজির হোসেন

আলহাজ্ব নাজির হোসেন পুরাতন ঢাকার লালবাগে ১৯৩০ সালে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজে ওতোপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। লালবাগ বস্ত্র বিতান, লালবাগ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ইত্যাদি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি ১৯৭৩ সাল থেকে ঢাকা চেম্বারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জড়িত থেকে দেশের শিল্প-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। তিনি ১৯৯১-৯২ এবং ১৯৯৬ সালে ঢাকা চেম্বারের পরিচালক ছিলেন। জনাব নাজির হোসেন ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ সমাজ সেবক। তিনি আজাদ মুসলিম ওয়েলফেয়ার কমপ্লেক্স-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট-এর আজীবন সদস্য, ফিরোজা বারী পঙ্গু ও শিশু হাসপাতালের চেয়ারম্যানসহ বাংলাদেশ শিশু ওয়েলফেয়ার পরিষদ, সরকারি শিশু সনদ ইত্যাদি সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানে একনিষ্ঠভাবে নিবেদিত প্রাণ হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি শুধু সমাজ সেবকই নন, একজন সু-সাহিত্যিক হিসেবেও সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর বইগুলোর মধ্যে কিংবদন্তির ঢাকা, দেশ দেশান্তর, সমবায় সংগ্রাম সাধনা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

মরহুম ফজলুল করিম চৌধুরী

জনাব ফজলুল করিম চৌধুরী ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তিনি পুরোনো ঢাকার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি। বিভিন্ন সময় তিনি ডিসিসিআই'র পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। মরহুম ফজলুল করিম চৌধুরী দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে ও শিল্পোন্নয়নে বিশেষ অবদান রেখেছেন। ঢাকা চেম্বারের অগ্রযাত্রায় এবং সার্বিক কর্মকাণ্ডে মরহুমের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও কর্ম প্রচেষ্টা ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিবৃন্দ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। জনাব ফজলুল করিম চৌধুরী ২১ মে, ১৯৯৮ তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বৎসর।

মরহুম নুরউদ্দিন আহমেদ

জনাব নুরউদ্দিন আহমেদ ডিসিসিআই, দি ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই) এবং ঢাকা ক্লাবের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। দেশের শীর্ষস্থানীয় বেসরকারি সংগঠনসমূহের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নয়নে অনবদ্য অবদান রেখেছেন। তিনি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণসহ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে অবদান রেখে গেছেন। মরহুম নুরউদ্দিন আহমেদ ছিলেন একাধারে একজন সাংবাদিক, চিন্তাবিদ, ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক। ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি তিনি সামাজিক, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, শিক্ষা বিস্তারে অবদানসহ দুঃস্থ মানবতার সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। ঢাকা চেম্বারের ব্যাপ্তি, বহুমুখী কার্যক্রম, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে সেবা প্রদানের নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচন এবং সর্বোপরি চেম্বারের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি ও সংরক্ষণে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। বর্তমান সময়ের বিশ্বায়নের নিত্য নব-প্রযুক্তি উদ্ভাবনের নতুন প্রজন্মের মেধা, ধীশক্তি ও প্রজ্ঞার প্রয়োজন তিনি অনুধাবন করেছিলেন এবং ঢাকা চেম্বারের নেতৃত্বে বিভিন্ন স্রোতধারা থেকে প্রতিশ্রুতিশীল এবং সম্ভাবনাময় নতুন নেতৃত্ব শ্রেণি তৈরি করে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। মরহুম নুরউদ্দিন আহমেদ ঢাকা চেম্বারের মাসিক প্রকাশনা ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরী বোর্ডের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। মরহুমের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও কর্মপ্রচেষ্টা সকলেই শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। নুরউদ্দিন আহমেদ ২৩ মে, ২০০০ সালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।

মরহুম আবু নাসের আহম্মদ

জনাব আবু নাসের আহম্মদ ঢাকা চেম্বারের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যগণের মধ্যে অন্যতম। তিনি ঢাকা শহরের এক আদি ও মুসলিম (সরদার) পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ও পরবর্তীকালে শিল্প-বাণিজ্যে বিশেষভাবে জড়িত হয়ে পড়েন। তিনি ১৯৬০-৬১ কার্যকালে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ঢাকা চেম্বারের নেতৃবৃন্দের অনুরোধে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশেষ অবদান রাখার জন্য আশির দশকে আবারো ঢাকা চেম্বারের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মেসার্স ক্রীন ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটর লিঃ-এর চেয়ারম্যান ছিলেন এবং চলচ্চিত্র প্রযোজনা পরিবেশনা ও প্রদর্শক হিসেবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। মরহুম আবু নাসের আহম্মদ ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি বহুবিধ জনহিতকর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি চেম্বারের নানাবিধ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত থেকে দেশের শিল্প ও বাণিজ্যিক উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। জনাব আবু নাসের আহম্মদ ১৫ জুন, ১৯৮৬ সালে ঢাকার সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বৎসর।

মরহুম এম ইউনুস, এফসিএ

জনাব এম ইউনুস, এফসিএ ১৯৩৮ সালের ১৪ মে, কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর থানার পাহাড়পুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮৪ ও ১৯৯৩ সালে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি এফবিসিসিআই-এর পরিচালকের দায়িত্ব পালনসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি দেশের একজন বিশিষ্ট চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস এবং ইউনুস অ্যান্ড কোম্পানীর ফাউন্ডার পার্টনার ছিলেন। তিনি দি ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট অব বাংলাদেশ (আই সি এ বি) এবং দি সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন অব একউন্ট্যান্টস (সাফা)-এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিভিন্ন সংগঠনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নয়নে অনবদ্য অবদান রাখেন। মরহুম এম ইউনুস, এফসিএ ছিলেন একজন চিন্তাবিদ, ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক। ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ও শিক্ষা বিস্তারে বিভিন্ন অবদানসহ দুঃস্থ মানবতার সেবায় তিনি সর্বদা নিয়োজিত ছিলেন। ঢাকা চেম্বারের বর্তমান ব্যাপ্তি, বহুমুখী কার্যক্রম ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে সেবা প্রদানের নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচন এবং সর্বোপরি চেম্বারের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি ও রক্ষায় মরহুম এম ইউনুস, এফসিএ আন্তরিকভাবে সচেষ্ট ছিলেন। সর্বজন শ্রদ্ধেয় এম ইউনুস, এফসিএ ৩০ ডিসেম্বর, ২০০৮ সালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

মরহুম ইয়াহিয়া আহমেদ বাওয়ানী

জনাব ইয়াহিয়া আহমেদ বাওয়ানী ১৯২৫ সালের ১৬ জুলাই বর্তমান মিয়ানমারের (পূর্বনাম বার্মা) রেঙ্গুনে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মরহুম ইয়াহিয়া আহমেদ বাওয়ানী ১৯৬১-৬২ সাল মেয়াদে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিভিন্ন সংগঠনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নয়নে অনবদ্য অবদান রেখেছেন। একজন সফল ব্যবসায়ী হওয়া সত্ত্বেও তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি সামাজিক ও শিক্ষা বিস্তারে অবদান রেখেছেন। তিনি আল বাওয়ানী ফাউন্ডেশন, ঢাকা রিফিউজি রিহ্যাবিলিটেশন অ্যান্ড ফিন্যান্স করপোরেশন এবং লালবাগ মাদ্রাসা-এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। মরহুম ওয়াই এ বাওয়ানী লতিফ বাওয়ানী জুট মিল, আহমেদ বাওয়ানী টেক্সটাইল মিলসহ অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের প্রতিষ্ঠাতা সংগঠক। আহমেদ বাওয়ানী একাডেমী এবং ঢাকায় বাওয়ানী উচ্চ বিদ্যালয় তিনি স্থাপন করেন। মরহুমের এই অবদান ঢাকা চেম্বারের সকল সদস্যবৃন্দ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। মরহুম ইয়াহিয়া আহমেদ বাওয়ানী ১২ জানুয়ারি, ২০০৯ সালে পাকিস্তানের করাচিতে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

মরহুম আলহাজ্ব মুখলেছুর রহমান

জনাব মুখলেছুর রহমান ১৯২৮ সালে ১৮ এপ্রিল নরসিংদীর এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মৌলভী আশরাফ আলী ১৯১৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রিধারী এবং পরবর্তীতে তৎকালীন সরকারের শিক্ষা বিভাগের উচ্চ পদে আসীন ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে ১৯৫২ সালে তিনি ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। বাগেরহাট কলেজে অধ্যাপনা দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। অতঃপর দীর্ঘদিন চট্টগ্রাম চেম্বারে সেক্রেটারি হিসেবে কর্মরত থেকে চেম্বারের প্রভূত উন্নয়ন সাধনে ভূমিকা রাখেন। ১৯৬৭-৬৮ সালে ব্যবসার জগতে প্রবেশ করেন। তিনি দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য খাতের উন্নয়নের জন্য ব্যাপক ভূমিকা রাখতে শুরু করেন।

জনাব মুখলেছুর রহমান ১৯৭০ হতে ১৯৭৪ পর্যন্ত ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি এবং ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ঢাকা চেম্বারের অন্যতম কনসালটেন্ট বা পরামর্শক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। চেম্বারের দিক-নির্দেশনামূলক কর্মকাণ্ডে ও যোগ্য নেতৃত্ব তৈরিতে বলিষ্ঠ ভূমিকার জন্য তিনি Leader হিসেবে বিবেচিত হতেন। ঢাকা চেম্বারের প্রথম প্রকল্প "সার্ভিস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম" তিনিই চালু করেন, যা গবেষণা ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা দিয়েছে। জনাব মুখলেছুর রহমান ছিলেন একজন সৎ, নির্ভীক ও বিশিষ্ট সংগঠক। পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন সু-সাহিত্যিক, সমাজসেবী ও জ্ঞানপিপাসু দার্শনিক। তিনি একাধিক সামাজিক ও মানবকল্যাণমূলক সংগঠনের সফল প্রতিষ্ঠাতা। শ্রদ্ধেয় জনাব মুখলেছুর রহমান ১৬ এপ্রিল, ২০১০ সালে ৮৬ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

মরহুম আবুল কাশেম, এফসিএ

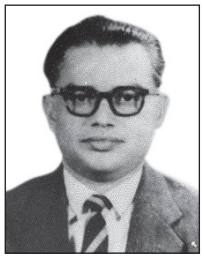

মরহুম আবুল কাশেম এ দেশের দ্বিতীয় মুসলিম চার্টার্ড একাউন্টেন্ট ছিলেন। ১৯৫৩ সালে তিনি তাঁর ফার্ম এ কাশেম এ্যান্ড কোং প্রতিষ্ঠা করেন, যা বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরাতন এবং স্বনামধন্য চার্টার্ড একাউন্টেটস্ ফার্ম। তিনি তাঁর দীর্ঘ ও অসাধারণ কৃতিত্বপূর্ণ কর্মময় জীবনে দি ইন্সটিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্টেন্টস্ অব বাংলাদেশ (আইসিএবি)-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র প্রাক্তন সভাপতি ছিলেন। তিনি বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা কার্যক্রম, সমাজ কল্যাণমূলক এবং মানব সেবার ন্যায় মহৎ কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। তিনি বাংলাদেশের লায়ন আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট এবং সিনেটের ফাইন্যান্স কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি ভিকারুননেসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের গভর্নিং বডি-এর সদস্য ছিলেন।

মরহুম মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিন

জনাব মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ডিসিসিআই প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তিনি ১৯২৩ সালের ২১ জুলাই ঢাকার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি মধুমিতা ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও নির্বাহী পরিচালক ছিলেন। ১৯৫০ সালে তিনি প্রথম সিরকো সোপ অ্যান্ড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি প্রতিষ্ঠা করেন, যেটি তৎকালীন সময়ের প্রথম সাবান ফ্যাক্টরি। এটি ব্রিটিশ কোম্পানী জেমস ফিনলে অ্যান্ড কোম্পানীর ডিস্ট্রিবিউটর হিসেবে কাজ করতো। ১৯৬৬ সালে তিনি কোহিনূর জুট মিলস্ স্থাপন করেন এবং স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটির নির্বাহী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক অব পাকিস্তান এবং স্ট্যান্ডার্ড ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড-এর পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর ৫৩ বছর কর্মজীবনে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গিয়েছেন। ১৯৭৬ সালের ৮ জানুয়ারি তিনি মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

মরহুম এ রব চৌধুরী

জনাব এ রব চৌধুরী বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র প্রাক্তন সভাপতি। তিনি আরকো কোল্ড স্টোরেজ লিমিটেড'র চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ এসোসিয়েশন'র চেয়ারম্যান এবং এফবিসিসিআই'র নির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ব্যবসায়িক কার্যক্রমের পাশাপাশি তিনি নানাবিধ সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি ধানমন্ডি ও উত্তরা রোটারি ক্লাব'র প্রাক্তন সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৯৪ সালে ঢাকা চেম্বারের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৭ সালের ১৯ অক্টোবর তারিখে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

মরহুম মোহাম্মদ সাখী মিঞা

জনাব মোহাম্মদ সাখী মিঞা পুরাতন ঢাকার প্রবীণ ব্যক্তিত্ব, সাহিত্যিক, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক। জনাব মোহাম্মদ সাখী মিঞা ১৯২১ সালে ঢাকার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইস্ট বেঙ্গল ইনস্টিটিউশন থেকে কৃতিত্বের সাথে এনট্রান্স এবং ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন ও পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তিনি পাকিস্তান আমলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চাকুরীর মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। অতঃপর চাকুরী ছেড়ে তিনি লুব্রিকেন্ট-এর ব্যবসায় নিয়োজিত হন। তিনি লুব্রিকেন্ট ব্যবসায় বাঙ্গালীদের মধ্যে অগ্রগণ্য এবং তাঁর প্রতিষ্ঠান নিশাত ট্রেডিং এ ব্যবসায় এখনও নিয়োজিত। তিনি ছিলেন বিনয়ী, দানশীল, ধর্মপ্রাণ ও মানবদরদী। তিনি ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কমিটির (বর্তমান ঢাকা সিটি কর্পোরেশন) কমিশনার এবং পরবর্তীতে চেয়ারম্যানের দায়িত্বও পালন করেন। তিনি ডিসিসিআই'র প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এর সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ পাবলিকেশনস লিমিটেডের অন্যতম পরিচালক ছিলেন। তিনি ঢাকার ইতিহাস ও ইসলামী মূল্যবোধের উপর বেশ কয়েকটি অনুবাদও প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় ঐতিহাসিক ও সমসাময়িক বিষয়ে লেখালেখি করতেন। তিনি তৎকালীন সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। তিনি বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং ধারার প্রবর্তনের প্রথম সারির একজন দিকনির্দেশক। তিনি বর্তমান ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে জড়িত ছিলেন। সর্বজন শ্রদ্ধেয় এই ব্যক্তিত্ব ৮৭ বছর বয়সে ২০০৮ সালের ১লা জুলাই ঢাকার বারডেম হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন

আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন ১৯৭৬-৭৮ মেয়াদকালে প্রথমবারের মত ঢাকা চেম্বারের পরিচালক হিসেবে নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে তিনি ১৯৮২-৮৩, ১৯৮৫ এবং ১৯৮৯-৯০ মেয়াদকালে ঢাকা চেম্বারের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বর্তমানে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন এবং আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ-এর চেয়ারম্যান। তিনি আনোয়ার গ্রুপের বিভিন্ন কোম্পানীর চেয়ারম্যান ছাড়াও নির্বাহী পরিচালক, দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড-এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজের পরিচালক এবং প্রাক্তন ডিআইটির ট্রাস্টি ছিলেন।

একজন সফল উদ্যোক্তা আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন তাঁর প্রচন্ড ধী-শক্তি, মেধা, সুদূর প্রসারী ভবিষ্যৎ দৃষ্টির ক্ষমতাবলে বাংলাদেশের শিল্পায়নে খাতওয়ারী অসামঞ্জস্যতা দূর করার জন্য এবং দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য নিজে উদ্যোগী হয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্র যেমনঃ গৃহায়ন, শিক্ষা, বয়ন, নির্মাণ এবং প্রযুক্তি (আইটি) খাতে বিনিয়োগ করেছেন এবং আগামী প্রজন্মের জন্য দিক দিশারীর ভূমিকা পালন করছেন।

তিনি বহু সমাজকল্যাণ কাজের অগ্রদূত এবং প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিবেচিত। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- উদয়ন বিদ্যালয়, জমিলা খাতুন বালিকা বিদ্যালয়, রহিম বক্স মেমোরিয়াল আই ক্লিনিকস, জমিলা খাতুন রেড ক্রিসেন্ট প্রসূতি এবং শিশু সেবা কেন্দ্র, আনোয়ার হোসেন ফ্রি মেডিকেল সেন্টার, আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন শহিদ নগর ফ্রি প্রাইমারী বিদ্যালয় প্রভৃতি তাঁরই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত।

তিনি ঢাকা চেম্বারের বহুমুখী কার্যক্রমের অন্যতম উপদেষ্টা এবং ব্যবসা, বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় আন্দোলনের অন্যতম অগ্রদূত। তিনি সামাজিক ও রাজনীতির ক্ষেত্রে সমভাবে অগ্রগণ্য। সময়ের প্রয়োজনে এবং এলাকার উন্নয়নকল্পে তিনি নব্বই-এর দশকে জাতীয় সংসদের সদস্য হিসেবে অমূল্য অবদান রাখেন এবং ঢাকাবাসীর প্রভূত উন্নয়ন সাধন করেন। এছাড়াও আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন লালবাগ ক্রিকেট ক্লাব, আজাদ মুসলিম ওয়েলফেয়ার কমপ্লেক্স-এর আজীবন সদস্য।

জনাব এম এ সাত্তার

জনাব এম এ সাত্তার ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৩৯ সালে জামালপুর জেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মরহুম ইঞ্জিনিয়ার এম এ জব্বার তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের প্রধান প্রকৌশলী ছিলেন। জনাব সাত্তার সেন্ট ফ্রান্সিস মিশনারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, লন্ডন, ইউ কে থেকে ১৯৫৬ সালে সিনিয়র ক্যামব্রিজ কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। ১৯৫৮ সালে তিনি ঢাকা নটরডেম কলেজ হতে আই. এ পাশ করেন। ১৯৬৪ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬৫ সালে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সর্বকনিষ্ঠ (এম.পি.এ) হিসেবে নির্বাচিত হয়ে পার্লামেন্টে তিনি শিল্পায়ন, বেকারত্ব দূরীকরণে ও সকল মৌলিক অধিকার আদায়ে সুবক্তা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

পরবর্তীতে তিনি নিজস্ব ব্যবসাসহ পৈতৃক ব্যবসাতে আত্তনিয়োগ করেন। ১৯৮০ সালে ঐতিহাসকি ঢাকা ক্লাবের সভাপতি নির্বাচিত হয়ে দক্ষতার পরিচয় দেন। ১৯৮২ সালে ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর এবং নরসিংদী সমন্বয়ে বৃহত্তর ঢাকা, ফরিদপুর ও টাঙ্গাইল জেলায় অবস্থিত ঢাকা চেম্বারের সদস্যদের ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বীতামূলক নির্বাচনে জয় লাভ করে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি নির্বাচিত হন। চেম্বারের সভাপতি থাকাকালীন সময় তিনি বেসরকারিখাতে ব্যাংক-বীমা এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের বি-রাষ্ট্রীকরণে সরকারকে নীতিমালা গ্রহণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

ব্যবসায়ী মহলের যে কোনো জটিল মুহূর্তে অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নিতে তাঁর জুড়ি নেই। আর এ কারণেই ব্যবসায়ী মহলে যে কোন কঠিন বাস্তবতায় সঠিক পথ-প্রদর্শক হিসেবে আজও দিক-নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন।

তিনি ১৯৮৬-৯০ সালে বাংলাদেশ সরকারের বিমান ও পর্যটন এবং বাণিজ্য মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনে তিনি আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে দক্ষতার পরিচয় রাখেন।

জনাব মাহবুবুর রহমান

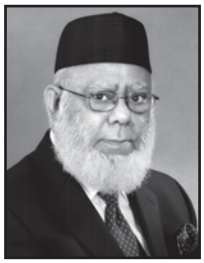

জনাব মাহবুবুর রহমান ১০ জুলাই, ১৯৪২ সালে কুমিল্লার প্রসিদ্ধ চৌদ্দগ্রাম থানার অন্তর্গত জগন্নাথদীঘি ইউনিয়নে জন্মগ্রহণ করেন। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা শেষ করে ৬০-এর দশকে একজন সফল ব্যাংকার হিসেবে তিনি তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। অতঃপর ১৯৭৪-৭৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হিসেবে শ্রীলংকার কান্ট্রি প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। একজন সফল ব্যবসায়ী হিসেবে তিনি মেসার্স ইস্টার্ন ট্রেডিং (বাংলাদেশ) লিমিটেড সহ বহু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।

তিনি বর্তমানে ইটিবিএল হোল্ডিং-এর চেয়ারম্যান, যার অনেকগুলো অঙ্গ প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ১৯৮০ সালে জুনিয়র চেম্বার ইন্টারন্যাশাল-এর ন্যাশনাল সভাপতি অব বাংলাদেশ নির্বাচিত হন। ১৯৮৫-৮৬ সালে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি, ১৯৯২-৯৪ সালে এফবিসিসিআই-এর প্রেসিডেন্ট এবং ১৯৯৪ সাল থেকে বর্তমান সময় অবধি আইসিসি-বাংলাদেশের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। ১৯৯৩-৯৫ সালে ইসলামিক চেম্বার অব কমার্স-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট, ১৯৮৭-১৯৮৮ সালে লায়ন্স ক্লাব অব ঢাকা-এর সভাপতি এবং এ ছাড়া তিনি বিভিন্ন ব্যাংক, আর্থিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচালক/চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন।

জনাব মাহবুবুর রহমান আঞ্চলিক, আন্তর্জাতিক এবং বিশ্বায়ন সম্পর্কিত বহু প্রতিষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে সুনাম ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে ব্যবসায়ীদের বর্তমান প্রয়োজন, ব্যবসা-বাণিজ্যের বাধা-বিপত্তি এবং সর্বোপরি অন্তরায় দূর করার জন্য একনিষ্ঠভাবে সরকারি ও ব্যবসায়ী মহলে এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দিক-নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন। সময়োপযোগী একটি ট্রেড অর্গানাইজেশন রুলস্ প্রণয়নে তিনি সরকারকে সক্রিয় সাহায্য করে ব্যবসায়ী ও সরকারি মহলে অভিনন্দিত হয়েছেন।

ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) দেশের শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যে ও উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নে বেসরকারি খাতের অন্যতম সংগঠন হিসেবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। সরকারি প্রচেষ্টার পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নকে আরো গতিশীল করতে ডিসিসিআই কর্তৃপক্ষ গড়ে তুলেন ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন। ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ এন্ড ফার্মস-এ ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০০৯ তারিখে The Societies Registration Act XXI of ১৮৬০-এর অধীনে নিবন্ধিত হয়, যা ৪টি গ্রুপের সমন্বয়ে গঠিত ৯ সদস্যের একটি Executive Committee দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর সভাপতি ফাউন্ডেশনের জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন-এর উদ্দেশ্যঃ

১. ডিসিসিআইএর সেবামূলক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ততা এবং এর ঐতিহ্য ও উন্নয়নের ধারা বজায় রাখা;

২. স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রশিক্ষণ/শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলা;

৩. গরীব ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষের জন্য অলাভজনক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা;

৪. সাহিত্য, চারুকলা, বিজ্ঞান ও শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদানের জন্য উৎসাহমূলক পুরস্কার ও মেধাবীদেরকে বৃত্তি প্রদান করা;

৫. প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য সাহায্য সংগ্রহ ও বন্টন এবং পুনর্বাসনের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করা;

৬. ডিসিসিআই-এর সদস্য এবং অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ব্যবসায়িক শিষ্ঠাচার বা নীতি সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা;

৭. পাবলিক-প্রাইভেট ও সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে সংযোগ স্থাপন ও যোগাযোগের ভারসাম্য রক্ষা করা।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত নিম্নোক্ত ব্যক্তি মহোদয়গণের স্বাক্ষরক্রমে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন নিবন্ধিত হয় ঃ

১) আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন, চেয়ারম্যান, ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন এবং আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ
২) জনাব এম এ সাত্তার, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
৩) জনাব মাহবুবুর রহমান, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
৪) জনাব এ টি এম ওয়াজিউল্লাহ, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
৫) জনাব এ রব চৌধুরী (মরহুম), প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
৬) জনাব রাশেদ মাকসুদ খান, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
৭) জনাব এ এস এম কাশেম, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
৮) জনাব এম এইচ রহমান, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
৯) জনাব আফতাব-উল ইসলাম, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
১০) জনাব বেনজির আহমেদ, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
১১) জনাব মতিউর রহমান, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
১২) জনাব ফজলে আর এম হাসান এফসিএ, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
১৩) জনাব সাইফুল ইসলাম, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
১৪) জনাব এম এ মোমেন, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
১৫) জনাব জাফর ওসমান, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
১৬) জনাব হোসেন খালেদ, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই এবং সদস্য সচিব, ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন

ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান, ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন-এর মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড সমূহ ঃ

১) সামাজিক সেবামূলক কার্যকলাপের অংশ হিসেবে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ শিশুকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত ফিরোজাবাড়ি পঙ্গু ও শিশু হাসপাতালে ঢাকা চেম্বারের ওয়ার্ড উন্নয়ন ও রোগীদের চিকিৎসার জন্য নিয়মিতভাবে দীর্ঘদিন ধরে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

২) ডিসিসিআই কর্তৃক আয়োজিত DCCI Young Visionaries প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারী দুইজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায় অনুষ্ঠিত (১৮-২০ এপ্রিল, ২০১২) The Global Social Venture Competition (GSVC)-তে অংশগ্রহণ করে প্রথম স্থান অধিকার করে বাংলাদেশের সুনাম অর্জন করেন। ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন তাঁদের যুক্তরাষ্ট্রে আসা-যাওয়ার ব্যয় ভার বহন করে।

৩) সামাজিক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে কিডনী ফাউন্ডেশনকে ডায়ালাইসিস মেশিন ক্রয় বাবদ ২০,০০,০০০/- টাকা CSR কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে অনুদানপ্রদানকরে।

৪) ২০১৫ ও ২০১৬ সালে পবিত্র রমজান মাসে ঢাকার দুঃস্থ ও দরিদ্র স্থানীয়দের মধ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী বিতরণের জন্য ঢাকা মহানগরী সমিতি (ঢাকা সমিতি) কে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ২,০০,০০০/- টাকা করে মোট ৪,০০,০০০/- টাকা অনুদান দেওয়া হয়।

৫) ২০১২ সালে পবিত্র রমজান মাসে ঢাকার দুঃস্থ ও দরিদ্র স্থানীয়দের মধ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী বিতরণের জন্য ঢাকা মহানগরী সমিতি (ঢাকা সমিতি) কে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ১,৫০,০০০/- টাকা অনুদান দেওয়া হয়।

৬) পুরাতন ঢাকায় আজাদ মুসলিম ক্লাবের সাথে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন এবং বাংলাদেশ ডায়াবেটিস এসোসিয়েশন-এর যৌথ উদ্যোগে একটি ডায়াবেটিস সেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

৭) ২০১৫ সালে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্থ নেপাল কে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন থেকে তাৎক্ষণিকভাবে ৫,০০,০০০/-টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান।

৮) ২০১৫ সালে পবিত্র রমজান মাসে ঢাকার দুঃস্থ ও দারিদ্র স্থানীয়দের মাঝে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী বিতরণের জন্য ঢাকা মহানগরী সমিতিকে ২,০০,০০০/- টাকার অনুদান প্রদান করা হয়।

৯) সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম) কে আর্থিক অনুদান হিসেবে ২০১৫ সালে ২০,০০,০০০/-টাকা প্রদান করা হয়।

১০) ২০১৫ ও ২০১৬ সালে সামাজিক সেবামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন থেকে মোট ৪,০০,০০০/- টাকা বাংলাদেশ শিশু কল্যাণ পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত ফিরোজাবাড়ি পঙ্গু হাসপাতাল কে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

১১) ২০১৭ সালে পবিত্র রমজান উপলক্ষে ঢাকা মহানগরী সমিতিকে ২,০০,০০০/- টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

১২) ২০১৭ সালে সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম) কে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন থেকে ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়।

১৩) ২০১৭ সালে বন্যা দূর্গতদের সাহায্যার্থে ৬ (ছয়) লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি উল্লেখযোগ্য ঘটনাপুঞ্জী ২০১৬-১৭

২২ ডিসেম্বর ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই'র ৫৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত।
২৬ ডিসেম্বর ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান-এর সভাপতিত্বে পরিচালনা পর্ষদের বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ, সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার এবং ঢাকা চেম্বারের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের মধ্যকার সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত।
২৭ ডিসেম্বর ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার এফবিসিসিআই'র মেম্বারশীপ অ্যান্ড লিগ্যাল অ্যাফেয়ার্স বিষয়ক বিশেষ কমিটির সভায় যোগদান করেন।
২৮ ডিসেম্বর ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই'র মেটাবিল্ড প্রকল্পের সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত।
২৯ ডিসেম্বর ২০১৬	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) আয়োজিত জাপান-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক আলোচনা সভায় যোগদান করেন।
৩ জানুয়ারি ২০১৭	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান-এর সাথে মিউচুয়্যাল ট্রাষ্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব আনিস এ খান সাক্ষাৎ করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান "ডিসিসিআই এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ, কন্সটিটিউশন, মেম্বারশীপ অ্যান্ড এইচআর" বিষয়ক বিশেষ কমিটির ১ম সভায় যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ, সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার, মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এবং মিউচুয়্যাল ট্রাষ্ট ব্যাংক-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব আনিস এ খানের মধ্যকার সভা অনুষ্ঠিত।
৪ জানুয়ারি ২০১৭	ঃ	বাংলাদেশে নিযুক্ত শ্রীলংকার হাইকমিশনার মান্যবর ইয়াসোজা গুনাসেকারা-এর সাথে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান সাক্ষাৎ করেন।
৭ জানুয়ারি ২০১৭	ঃ	ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ১ম সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান। পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
	ঃ	ডিসিসিআই পরিচালক, আহবায়ক ও যুগ্ম-আহবায়কবৃন্দের সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত।
৮ জানুয়ারি ২০১৭	ঃ	ডিসিসিআই'র মেটাবিল্ড প্রকল্পের ভারতীয় কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে ঢাকা চেম্বারের গবেষণা শাখার কর্মকর্তাবৃন্দের সভা অনুষ্ঠিত।
৯ জানুয়ারি ২০১৭	ঃ	ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত সভায় যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (গবেষণা) ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার নির্ধারণ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
১১ জানুয়ারি ২০১৭	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান-এর সাথে যুক্তরাজ্যের বেন্ট অঞ্চলের কাউন্সিলর জনাব পারভেজ আহমেদ সাক্ষাৎ করেন।
	ঃ	ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড-এর মধ্যকার সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান-এর সাথে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)'র ডিজি (অডিট) মাসুদুর রহমান সাক্ষাৎ করেন।

১২ জানুয়ারি ২০১৭ ঃ এগ্রি বিজনেস বুস্টার বাংলাদেশ-এর সহায়তায় ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং ইউএসএআইডি এগ্রিকালচারাল ভ্যালু চেইন্স প্রোগ্রাম (ডাই) যৌথভাবে আয়োজিত "কৃষি খাতের ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে ঋণ সহায়তা প্রদানে প্রতিবন্ধকতা ও সমাধান" শীর্ষক ওয়ার্কশপ ডিসিসিআই অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার ওয়ার্কশপে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

১৩ জানুয়ারি ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার ডিবিআই আয়োজিত "সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট" ট্রেনিং কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

১৪ জানুয়ারি ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০১৭-এর নির্বাচন কমিটির ২২তম সভায় যোগদান করেন।

১৫ জানুয়ারি ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ বাংলাদেশ ব্যাংক আয়োজিত মুদ্রানীতি পর্যালোচনা বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান দৈনিক সমকাল পত্রিকায় সাক্ষাৎকার প্রদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব রিয়াদ হোসেন বিডা'য় আয়োজিত "জাপান আইটি সপ্তাহ ২০১৭"-তে যোগদান বিষয়ে প্রস্তুতিমূলক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ট্রেড ডেলিগেশন, ট্যুরিজম সার্ভিস সেক্টর ডেভেলপমেন্ট, ট্রেড ফেয়ার স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

১৬ জানুয়ারি ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান এবং পরিচালনা পর্ষদের সাথে ইন্ডিয়া মুসলিম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর প্রতিনিধিদলের মধ্যকার বাণিজ্য আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত।

১৭ জানুয়ারি ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের নেতৃত্বে পরিচালনা পর্ষদ মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ, এমপি-এর সাথে সচিবালয়ে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

ঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) আয়োজিত "ভ্যালু এ্যাডেড ট্যাক্স" বিষয়ক ওয়ার্কশপে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

১৮ জানুয়ারি ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের নেতৃত্বে পরিচলনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এমপি'র সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের সাথে গ্রামীণ ফোন লিমিটেড'র কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স বিভাগের প্রধান জনাব আজিজুল আবেদীন সাক্ষাৎ করেন।

ঃ এইচআর ওয়ার্কিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

১৯ জানুয়ারি ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান "কান্ট্রি কমপিটিটিভনেস (নিউ ইকোনোমি-এফডিআই, ব্রান্ডিং, বিগ-বি, ব্লু ইকোনোমি)" বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের সাথে নাইজেরিয়ার নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জনাব কাজী শরীফ কায়কোবাদ সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের সাথে বেলজিয়ামের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দক্ষিণ এশিয়া বিভাগের প্রধান পিটার ক্লেস সাক্ষাৎ করেন।

২১ জানুয়ারি ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই'র সমন্বয়কারী পরিচালক, আহবায়ক ও যুগ্ম-আহবায়কবৃন্দের সমন্বয় সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান সভাপতিত্ব করেন।

২২ জানুয়ারি ২০১৭ ঃ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং ইউএসএআইডি এগ্রিকালচারাল ভ্যালু চেইন্স প্রজেক্ট (ডিএআই) যৌথভাবে আয়োজিত "রাসায়নিকমুক্ত আমের উৎপাদন ও বাজার সম্প্রসারণ" শীর্ষক আলোচনা সভায় ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

২৩ জানুয়ারি ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান জাইকা'র চীফ রিপ্রেজেনটেটিভ তাকাতোসি নিসিকাতা-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ, সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার এবং পরিচালক জনাব সেলিম আকতার খান এসময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান "ঢাকার বিকেন্দ্রীকরণ এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম ইকোনোমিক করিডোর ডেভেলপমেন্ট" বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই আহবায়ক জনাব নূহের লতিফ খান বাংলাদেশস্থ জাইকার আবাসিক প্রতিনিধি'র সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

২৪ জানুয়ারি ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান ওয়েলস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র প্রতিনিধিদলের সৌজন্যে বাংলাদেশস্থ যুক্তরাজ্য দূতাবাস আয়োজিত নৈশভোজে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী ইউএসএআইডি আয়োজিত "এশিয়া এগ্রিকালচার ইনোভেশন সামিট ২০১৭"তে নির্ধারিত আলোচক হিসেবে যোগদান করেন।

২৫ জানুয়ারি ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান "কাস্টমস, ভ্যাট, ট্যাক্সেশন, এনবিআর রিলেটেড ইস্যুস্" বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই এবং বাংলাদেশ সফররত ওয়েলস-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধিদলের মধ্যকার বাণিজ্য আলোচনা সভা ডিসিসিআই অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত।

ঃ "ডিসিসিআই ফিন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস" স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান যোগদান করেন।

ঃ "ডিসিসিআই এমপ্লয়ীজ প্রভিডেন্ট ফান্ড" কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

২৬ জানুয়ারি ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান "এশিয়া-প্যাসিফিক বিজনেস ফোরাম ২০১৭" বিষয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব আবসার করিম চৌধুরী ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০১৭-এর ফাইন্যান্স উপ-কমিটির সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী ইউএসএআইডি আয়োজিত "শাক-সবজি'র মানসম্মত প্যাকেজিং" বিষয়ক মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস-২০১৭ উপলক্ষে এনবিআর আয়োজিত সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির ভারতের ৬৮তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশস্থ ভারতীয় দূতাবাস আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

২৭ জানুয়ারি ২০১৭ ঃ বিডা আয়োজিত বাংলাদেশে বেসরকারীখাতের বিনিয়োগ পরিস্থিতি উন্নয়ন বিষয়ক ওয়ার্কশপে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান যোগদান করেন।

২৮ জানুয়ারি ২০১৭ ঃ "এগ্রো বেইজড ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্শিয়াল এগ্রিকালচার" স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ "ল অ্যান্ড অর্ডার অ্যান্ড এন্টি-স্মাগলিং ইনিশিয়েটিভ" স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ "টেলিকম, আইসিটি অ্যান্ড আইপি" বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ড-এর ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

২৯ জানুয়ারি ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার ইপিবিতে অনুষ্ঠিত ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০১৭ তে সেরা স্টল নির্বাচন বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

৩০ জানুয়ারি ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান ইপিবি'র ১৩৬তম পরিচালনা পর্ষদ সভায় যোগদান করেন।

৩১ জানুয়ারি ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের সাথে বাংলাদেশস্থ মার্কিন দূতাবাসের কমার্শিয়াল কাউন্সিলর এ্যাডওয়ার্ডো গার্সিয়া সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ এবং সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান "ডিসিসিআই কন্সটিটিউশন, মেম্বারশীপ, এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড এইচআর" বিশেষ কমিটির ২য় সভায় সভাপতিত্ব করেন।

ঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)'র চেয়ারম্যান-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সাক্ষাৎকার পূর্ববর্তী প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই আহবায়ক ও প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব এম আবু হোরায়রাহ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত জিএসপি বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ "২০১৭ সালে ঢাকা চেম্বারের কর্মপরিকল্পনা" নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির শ্রীলংকার ৬৯তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশস্থ শ্রীলংকা দূতাবাস আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ "এক্সপোর্ট ইমপোর্ট পলিসি ট্রেড" বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি ২০১৭-এর ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের সাথে জেট্রো বাংলাদেশ-এর আবাসিক প্রতিনিধি জনাব কেই কাওয়ানো সাক্ষাৎ করেন।

৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের নেতৃত্বে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নজিবুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান-এর সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের "ইনোভেশন অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ল্যাব"-এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক জনাব মোঃ রাশেদ উর রহমান সাক্ষাৎ করেন।

৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম "ইউরোপে বাংলাদেশী পণ্যের জিএসপি সুবিধা প্রদান" বিষয়ক ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।

৮-৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান "ইউএনএসকাপ এশিয়া প্যাসিফিক বিজনেস ফোরাম ২০১৭" যোগদান করেন।

৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান এনবিআর আয়োজিত উপ কর কমিশনারদের সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

ঃ শ্রীলংকা'র শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব রিশাদ বাথিউদ্দিন এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের নেতৃত্বে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের মধ্যকার মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত। বাংলাদেশস্থ শ্রীলংকার হাইকমিশনার মান্যবর ইয়াসোজা গুনাসেকারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ পাবলিক-প্রাইভেট স্টেকহোল্ডার কমিটির ১১তম সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হুমায়ুন রশিদ "ইস্পাত খাতে দক্ষ জ্বালানী ব্যবহারের মাধ্যমে দূষণমুক্ত উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ" বিষয়ক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ঃ "কাস্টমস, ভ্যাট, ট্যাক্সেশন, এনবিআর রিলেটেড ইস্যুস্" স্ট্যান্ডিং কমিটি ২০১৭-এর ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক ও প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ চট্টগ্রামের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে অনুষ্ঠিত "ইস্পাত খাতে দক্ষ জ্বালানী ব্যবহারের মাধ্যমে দূষণমুক্ত উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ" বিষয়ক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট'র কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির বিল্ড'র ট্রাষ্ট্রি বোর্ড-এর ১২তম সভায় যোগদান করেন।

১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার, পরিচালক জনাব হোসন আখতার এবং প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব আবসার করিম চৌধুরী বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত "বাণিজ্য সংগঠন অর্ডিন্যান্স ২০১৭" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ "কাস্টমস, ভ্যাট, ট্যাক্সেশন, এনবিআর রিলেটেড ইস্যুস্" স্ট্যান্ডিং কমিটি ২০১৭-এর ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই আহবায়ক জনাব মমিন-উদ-দৌলা পাট বহুমুখী কেন্দ্র'র স্টিয়ারিং কমিটির সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত বাংলাদেশের এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন বিষয়ক মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের সাথে চীনের লিজিয়াং বন্দর কর্তৃপক্ষ হতে আগত প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব এম আবু হোরায়রাহ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত বাংলাদেশ ও ব্রাজিলের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বিষয়ক কমিটির সভায় যোগদান করেন।

১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত "উদ্যোক্তা উন্নয়ন কার্যক্রম" গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে গেষ্ট অব অনার হিসেবে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ এফবিসিসিআই আয়োজিত কাউন্সিল অফ চেম্বার প্রেসিডেন্টস-এর সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই ক্রয় কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির ট্রেড অর্গানাইজেশন অর্ডিন্যান্স ২০১৭ বিষয়ে বিসিআই এবং এমসিসিআই'র প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠক করেন।

১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ঃ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের নেতৃত্বে ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এম.পি-এর সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। পরিকল্পনা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ জিয়াউল ইসলামসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)'র নির্বাহী চেয়ারম্যান কাজী এম আমিনুল ইসলামের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার আন্তর্জাতিক মার্তৃভাষা দিবস উপলক্ষে জাতীয় শহীদ মিনারে ঢাকা চেম্বারের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পন করেন।

২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মূখ্যসচিব জনাব কামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী'র সাথে সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ, সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির দি ডেইলি স্টারের ২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির, যুগ্ম-সচিব (মেম্বারশীপ ও প্রশাঃ) জনাব মোঃ গোলাম হোসেন, সহকারী সচিব (বোর্ড এ্যাফেয়ার্স) জনাব রাসেল আহমেদ ট্রেড অর্গানাইজেশন অর্ডিন্যান্স ২০১৭ বিষয়ে এমসিসিআই আয়োজিত সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির "পারমানবিক জ্বালানিতে বাংলাদেশের প্রবেশাধিকার ও জ্বালানি নিরাপত্তা" বিষয়ক মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।

২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ঃ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি) যৌথভাবে আয়োজিত "ঢাকা'র অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা" শীর্ষক স্টেকহোল্ডার ডায়ালগে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান যোগদান করেন। পিপিআরসি'র নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. হোসেন জিল্লুর রহমান ডায়লগটি সঞ্চালনা করেন এবং বিশ্বব্যাংকের দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের প্রধান অর্থনীতিবীদ মার্টিন রামা ডায়ালগে ঢাকা'র অর্থনৈতিক সম্ভাবনার উপর মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

ঃ ডিসিসিআই আহবায়ক জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না বাণিজ্য মন্ত্রণালয় অয়োজিতি আইপিইউ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুস সালাম বিএসটিআই আয়োজিত "পেইন্টস অ্যান্ড এলাইড পণ্য" সংক্রান্ত কমিটির সভায় যোগদান করেন।

২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ঃ মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ, এমপি-এর সম্মানে বাংলাদেশস্থ থাই দূতাবাস আয়োজিত নৈশভোজে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান যোগদান করেন।

২৫ ফেব্রুয়ার ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান "বাংলাদেশ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ২০৩০" এর উপর ব্রেইন স্ট্রর্মিং সেশনে সভাপতিত্ব করেন।

ঃ "ডিসিসিআই ফিন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস" স্ট্যান্ডিং কমিটি ২০১৭-এর ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ, সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার-এর সাথে ইকোনোমিক রিপোটার্স ফোরাম (ইআরএফ)-এর প্রতিনিধিবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান-এর সাথে গ্রামীণ ফোন লিমিটেড'র কর্পোরেট বিভাগের নবনিযুক্ত পরিচালক জনাব রায়হান রশিদ সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ এবং সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান "স্কিল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড আরএনডি বাংলাদেশ (প্রজেক্টস, বিবিএ কলেজ, ডিবিআই, এডুকেশন, লাইব্রেরী অ্যান্ড নলেজ সেন্টার, ইটুকে)" বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির ইউএনডিপি'র প্রতিনিধিদলের সাথে বৈঠক করেন।

ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির "বাংলাদেশের গ্রীণ ক্লাইমেট ফান্ড" বিষয়ক এ্যাডভাইজরি কমিটির সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম ই-জিপি বিষয়ক ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক বিএসটিআই আয়োজিত প্লাস্টিক ও রাবার সংক্রান্ত কমিটির সভায় যোগদান করেন।

২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান ডিবিআই কলেজ এর সভায় যোগদান করেন।

ঃ "ফিন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশন" স্ট্যান্ডিং কমিটি ২০১৭-এর ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির বাংলাদেশের জ্বালানি নিরাপত্তা বিষয়ক ব্রেইন স্টর্মিং সেশনে যোগদান করেন।

১ মার্চ ২০১৭ ঃ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত "এসডিজি থেকে বেসরকারীখাতের ব্যবসায়িক সম্ভাবনার কৌশল নির্ধারণ" বিষয়ক সেমিনারে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান অংশগ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক প্রধান সমন্বয়কারী জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার পিপিআরসি'র নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. হোসেন জিল্লুর রহমান এবং পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ড. শামসুল আলম বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

২ মার্চ ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের সাথে ডাই প্রকল্পের কান্ট্রি ডিরেক্টর জনাব মাইকেল ফিল্ড সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান "ডিসিসিআই ন্যাশনাল এনার্জি সিকিউরিটি" বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম ডাই প্রজেক্ট'র সভায় যোগদান করেন।

৩ মার্চ ২০১৭

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান বাংলাদেশস্থ বৃটেনের রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে অনুষ্ঠিত প্রাতঃরাশে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান ইও বাংলাদেশ চ্যাপ্টার'র জুরি বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

৪ মার্চ ২০১৭

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান পিপিপি কার্যালয় আয়োজিত "পিপিপি প্রেক্ষিত বাংলাদেশের অবকাঠামো খাতের উন্নয়ন প্রেক্ষিত" বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

৫-৮ মার্চ ২০১৭

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় অনুষ্ঠিত "ওশান রিম এসোসিয়েশন" শীর্ষক সামিটে যোগদান করেন।

৬ মার্চ ২০১৭

ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ এ্যামচেম আয়োজিত মধ্যাহ্নভোজে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সৌজন্যে বিএমবিএ আয়োজিত নৈশভোজে যোগদান করেন।

ঃ "এগ্রো বেইজড ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্শিয়ালাইজেশন অফ এগ্রিকালচার" বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

৮ মার্চ ২০১৭

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব এম ফজলুল করিম আইএফবিআই আয়োজিত "বিডা প্রস্তাবিত ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্রদান" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১১ মার্চ ২০১৭

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান "বাংলাদেশ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ২০৩০ ঃ প্রেক্ষিত অর্থায়ন" বিষয়ক ব্রেইন স্টর্মিং সেশনে যোগদান করেন ।

ঃ ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ড-এর ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ "এসএমই ডেভেলপমেন্ট" বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই'র আইট ওয়ার্কিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

১২ মার্চ ২০১৭

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান ডিবিআই গভর্নিং বডি'র ৮ম সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান প্রাক-বাজেট আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন।

১৩ মার্চ ২০১৭

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নজিবুর রহমান-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং জাতীয় বাজেট ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জন্য ঢাকা চেম্বারের প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন। ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ "ন্যাশনাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার" বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির বিশ্বব্যাংক আয়োজিত "বাংলাদেশের অবকাঠামো খাতের প্রকল্পসমূহে আইডিএ কর্তৃক অর্থায়ন" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম এফবিসিসিআই আয়োজিত "ইজ অফ ডুইং বিজনেস" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১৪ মার্চ ২০১৭ ঃ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের নেতৃত্বে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর জনাব ফজলে কবির-এর সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। বাংলাদেশে ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর জনাব এস কে সুর চৌধুরী, নির্বাহী পরিচালক সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান নতুন ভ্যাট আইন বিষয়ক ঢাকা চেম্বারের আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত "শিল্প-কারখানা স্থাপনে এ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১৫ মার্চ ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ জাতীয় ফ্যাইন্যান্স কমিটি'র ১৯তম সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান "বাংলাদেশ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ২০৩০ ঃ প্রেক্ষিত যোগাযোগ অবকাঠামো ও জ্বালানি নিরাপত্তা" বিষয়ক ব্রেইন স্টর্মিং সেশনে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার এসএমই ফাউন্ডেশন আয়োজিত "৫ম এসএমই ফেয়ার"-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক খন্দ. রাশেদুল আহসান বেজা আয়োজিত বিনিয়োগ বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির "ইউএনডিপি ইনোভেশন হাব" আয়োজিত "কানেক্টিং বিজনেস ইনিশিয়েটিভ" শীর্ষক সেমিনারে যোগদান করেন।

১৬ মার্চ ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির "স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা হতে বাংলাদেশের উত্তরণের পথে প্রতিবন্ধকতা" শীর্ষক মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।

১৮ মার্চ ২০১৭ ঃ "ল অ্যান্ড অর্ডার অ্যান্ড এন্টি স্মাগলিং ইনিশিয়েটিভ" স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ "ফিন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশন" স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ "ঢাকা ডিসেন্ট্রালাইজেশন অ্যান্ড ঢাকা-চট্টগ্রাম ইকোনোমিক করিডোর ডেভেলপমেন্ট" বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

১৯ মার্চ ২০১৭ ঃ ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার ডিসিসিআই-ডাই প্রকল্পের সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ আইসিএবি আয়োজিত ব্যবসার ব্যয় হ্রাস বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী, মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির, যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম এবং সহকারী সচিব (বোর্ড এ্যাফেয়ার্স) জনাব রাসেল আহমেদ "ডিসিসিআই-ডাই প্রকল্প"-এর সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির বাংলাদেশস্থ জাইকার কান্ট্রি ডিরেক্টরের সাথে বৈঠক করেন।

ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রোজউল কবির আইসিএবি আয়োজিত বাংলাদেশের ব্যবসার পরিবেশ উন্নয়নে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২০ মার্চ ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ-এর সাথে দক্ষিণ কোরিয়ার বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন।

ঃ "ডিসিসিআই এস্টেট, কন্সট্রাকশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স" স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম "নন-ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস টু এসএমই'স ফর সাসটেইনেবল এসএমআর ব্যাংকিং" বিয়ষক সভায় যোগদান করেন।

২১ মার্চ ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই'র আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয় বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ "ডিসিসিআই ফিন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস" স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই প্রাক্তন সহ-সভাপতি ও আহবায়ক জনাব এম আবু হোরায়রাহ এফবিসিসিআই আয়োজিত "জয়েন্ট ক্রেডিট ম্যাকানিজম" ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।

২২ মার্চ ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ এফবিসিসিআই আয়োজিত "ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক আইন" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী, মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির, যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম এবং সহকারী সচিব (বোর্ড এ্যাফেয়ার্স) জনাব রাসেল আহমেদ "ডিসিসিআই-ডাই প্রকল্প"-এর সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির "টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কার্যকর জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন" বিয়ষক সভায় যোগদান করেন।

২৩ মার্চ ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার এনবিআর আয়োজিত "নতুন ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক আইন" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এনবিআর আয়োজিত "ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক আইন" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত জয়েন্ট ট্রেড কাউন্সিল-এর সভায় যোগদান করেন।

২৫ মার্চ ২০১৭ ঃ "কাস্টমস, ভ্যাট, ট্যাক্সেশন, এনবিআর" বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত।

২৭ মার্চ ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর বিষয়ে প্রস্তুতিমূলক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার "বাংলাদেশ ঔষধ শিল্পের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ" বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।

২৮ মার্চ ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার বিএসটিআই আয়োজিত "লেদার, ফুটওয়্যার অ্যান্ড লেদার প্রডাক্টস" বিষয়ক কমিটির সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই আহবায়ক জনাব এম এ রশিদ শাহ সম্রাট ইপিবিতে অনুষ্ঠিত মালয়শিয়ায় অনুষ্ঠিতব্য বাণিজ্য মেলায় যোগদান বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২৮-২৯ মার্চ ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সদস্য জনাব এম এস সিদ্দিকী বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদান বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২৯ মার্চ ২০১৭ ঃ প্রধানমন্ত্রীর অর্থ উপদেষ্টা ড. মশিউর রহমানের সাথে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান সাক্ষাৎ করেন।

১ এপ্রিল ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের সাথে বাংলাদেশস্থ ইউনিডো'র কান্ট্রি ডিরেক্টর জনাব জাকি-উজ-জামান সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত।

২ এপ্রিল ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সচিব জনাব মোঃ জহিরুল হক বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরের প্রস্তুতিমূলক সভায় যোগদান করেন।

৩ এপ্রিল ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ "১৩৬তম এসেম্বলি অফ ইন্ট্রা পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন" উপলক্ষে আয়োজিত নৈশভোজে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সচিব জনাব মোঃ জহিরুল হক এবং যুগ্ম সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম বিডা আয়োজিত "রেগুলেটরি সার্ভিস ডেলিভারি" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

৪ এপ্রিল ২০১৭ ঃ ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান ডিসিসিআই নির্বাহী কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান "ডিসিসিআই স্ট্র্যাটিজিক এ্যাকশন কমিটি'-এর সভায় সভাপতিত্ব করেন।

ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ এবং সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার "ডিসিসিআই নির্বাহী কমিটি"-এর সভায় যোগদান করেন।

৫ এপ্রিল ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ-এর সাথে জেট্রো'র বাংলাদেশস্থ আবাসিক প্রতিনিধি কেই কাওয়ানো সাক্ষাৎ করেন।

৬ এপ্রিল ২০১৬ ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ এফবিসিসিআই আয়োজিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর বিষয়ক প্রস্তুতিমূলক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-আহবায়ক জনাব মোঃ হাবিব উল্ল্যাহ তুহিন ইপিবি আয়োজিত রাশিয়া, ইউক্রেন, বেলারুস এবং লাটভিয়া-তে প্রতিনিধিদল প্রেরণ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

৭-১০ এপ্রিল ২০১৭ ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হিসেবে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ ভারত সফর করেন।

৮ এপ্রিল ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার "ওভারসীজ চাইনীজ এসোসিয়েশন ইন বাংলাদেশ"-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঃ "ট্রেড ডেলিগেশন, ট্যুরিজম সার্ভিস সেক্টর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ট্রেড ফেয়ার" স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ "ঢাকা ডিসেন্ট্রালাইজেশন অ্যান্ড ঢাকা চট্টগ্রাম করিডোর ডেভেলপমেন্ট" এবং "কান্ট্রি কমপিটিটিভনেস (নিউ ইকোনোমি-এফডিআই, ব্রান্ডিং, বিগ-বি, ব্লু ইকোনোমি)" স্ট্রান্ডিং কমিটির যৌথ সভা অনুষ্ঠিত।

৯ এপ্রিল ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক ও প্রাক্তন সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মঈন উদ্দিন-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১০ এপ্রিল ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক ও প্রাক্তন সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানী লিমিটেড'র ১৩৬তম পরিচালনা পর্ষদ সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-আহবায়ক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কামরুল ইসলাম (অবঃ) এবং জনাব মোঃ হাবিব উল্ল্যাহ তুহিন বাংলাদেশ সফররত কুচিং চাইনীজ চেম্বার অব কমার্স'র প্রতিনিধিবৃন্দ আয়োজিত বাণিজ্য আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই উপ-প্রধান হিসাবরক্ষক জনাব অনিমেষ চন্দ্র সাহা (প্বার্থ) এবং সহকারী সচিব (বোর্ড অ্যাফেয়ার্স) জনাব রাসেল আহমেদ আরজেএসসি আয়োজিত "অনলাইন সাবমিশন অ্যান্ড রিটার্নস ফাইলিং" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১১ এপ্রিল ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতির নেতৃত্বে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এবং মালয়েশিয়ার কুচিং চাইনীজ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র প্রতিনিধিদলের মধ্যকার বাণিজ্য আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ মালয়েশিয়ার কুচিং চাইনীজ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র প্রতিনিধিদল অয়োজিত নৈশভোজে ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।

১১-১৩ এপ্রিল ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক ও প্রাক্তন সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ "বাংলাদেশ ডুইং বিজনেস" শীর্ষক কর্মশালায় যোগদান করেন।

১৩ এপ্রিল ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত বাজেট বিষয়ক মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-আহবায়ক জনাব মোঃ হাবিব উল্ল্যাহ তুহিন ইপিবিতে অনুষ্ঠিত কুনমিং মেলা বিষয়ক আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

১৫ এপ্রিল ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার টঙ্গী বিসিক মালিক সমিতি আয়োজিত আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ডের ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ "এক্সপোর্ট ইমপোর্ট পলিসি অ্যান্ড ট্রেড" বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ "কনজুমার রাইটস্, এসেনশিয়াল কমুডিটিস অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং" স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

১৬ এপ্রিল ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান সার্ক চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত গোলটেবিল আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান নতুন ভ্যাট আইন নিয়ে বিল্ড-এর সাথে মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ এবং সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার নতুন ভ্যাট আইন নিয়ে ঢাকা চেম্বার আয়োজিত মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই আহবায়ক জনাব এম এস সিদ্দিকী বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত ডি-৮ অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই উপ-সচিব (গবেষণা) জনাব এএইচএম মনিরুজ্জামান শিল্পমন্ত্রণালয় আয়োজিত ট্রিপস অ্যান্ড বিটিসি বিষয়ক ওয়ার্কিং কমিটির সভায় যোগদান করেন।

১৭ এপ্রিল ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান অর্থমন্ত্রণালয় আয়োজিত ভ্যাট বিষয়ক মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক ও প্রাক্তন সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ-এর সাথে ইউএনডিপি'র সহকারী আবাসিক প্রতিনিধি মিসেস শায়লা খান সাক্ষাৎ করেন।

১৮ এপ্রিল ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সদস্য জনাব এম এস সিদ্দিকী বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত "বাংলাদেশ-মেক্সিকো মুক্ত বাণিজ্য সুবিধা প্রদান" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১৯ এপ্রিল ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত "ইজ অব ডুইয়ং বিজনেস অ্যান্ড ট্রেড ফেসিলিটেশন" বিষয়ক আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব ওসমান গনি রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)'তে অনুষ্ঠিত ২০১৭-১৮ অর্থবছরের মেলা ক্যালেন্ডার প্রণয়ন বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই আহবায়ক জনাব রশিদ শাহ সম্রাট ইপিবি আয়োজিত ২০১৭-১৮ অর্থবছরের মেলা ক্যালেন্ডার প্রণয়ন বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২০ এপ্রিল ২০১৭ ঃ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং ইকোনোমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) যৌথভাবে আয়োজিত "রোড টু ২০৩০ ঃ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কৌশল নির্ধারণ" বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান, এমপি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান ফরেন ইনভেস্টরস্ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ফিকি) আয়োজিত নৈশভোজে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান টেলিনর এবং গ্রামীণ ফোনের ২০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশস্থ নরওয়ের রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে আয়োজিত নৈশভোজে যোগদান করেন।

২২ এপ্রিল ২০১৭ ঃ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়েজিত "আয়কর এবং ভ্যালু এ্যাডেড ট্যাক্স (ভ্যাট)" বিষয়ক ওয়ার্কশপ ঢাকা চেম্বার অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নজিবুর রহমান ওয়ার্কশপে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এর সদস্য জনাব পারভেজ ইকবাল আয়কর এবং ব্যারিষ্টার জাহাঙ্গীর হোসেন ভ্যাট বিষয়ক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান "ডিসিসিআই এসডিজি গোলস্ অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজি ২০৩০" বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভায় যোগদান করেন।

২৩ এপ্রিল ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ-এর সাথে চীনের সিসিপিআইটি হতে আগত প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই ক্রয় কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ "ডিসিসিআই ফিন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস্" স্ট্যান্ডিং কমিটির ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত।

২৪ এপ্রিল ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক ও প্রাক্তন সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানী লিমিটেড'র অডিট কমিটির ৩০তম সভায় যোগদান করেন।

২৫ এপ্রিল ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি কামরুল ইসলাম, এফসিএ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)'র অনলাইন প্রজেক্ট আয়োজিত নতুন ভ্যাট আইন বিষয়ক আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান বাংলাদেশস্থ ব্রাজিলের রাষ্ট্রদূত মিসেস ওয়ানজা ক্যামপস নবরেগা-এর বিদায় অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান বাংলাদেশস্থ সুইজারল্যান্ড দূতাবাস আয়োজিত নৈশভোজে যোগদান করেন।

২৬ এপ্রিল ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক ও প্রাক্তন সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ বাংলাদেশস্থ কানাডার রাষ্ট্রদূতের সাথে প্রাতঃরাশ সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই প্রাক্তন সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম বাংলাদেশস্থ সুইজারল্যান্ড দূতাবাস আয়োজিত বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের সম্মানে আয়োজিত নৈশভোজে যোগদান করেন।

ঃ "টেলিকম, আইসিটি অ্যান্ড আইপি" উপ-কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

২৭ এপ্রিল ২০১৭ ঃ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত "ব্লু ইকোনোমি ঃ নতুন দিগন্ত, নতুন সম্ভাবনা" শীর্ষক সেমিনারে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান সভাপতিত্ব করেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পানিসম্পদ মন্ত্রী জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, এমপি সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ নিযুক্ত থাইল্যান্ডের রাষ্টদূত পানপিমুন সোয়ানাপুনসে, মালয়েশিয়ার হাইকমিশনার নূর আসহিকিন বিনতে মোহা তাইয়িব এবং ব্রনাই দারুসসালাম-এর হাইকমিশনার সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক ও প্রাক্তন সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানী লিমিটেড'র ১৪৭তম পর্ষদ সভায় যোগদান করেন।

২৯ এপ্রিল ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ জাতীয় বাজেট ২০১৭-১৮এর উপর ঢাকা চেম্বার আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান "ডিসিসিআই কন্সটিটিউশন, মেম্বারশীপ, এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড এইচআর" বিষয়ক বিশেষ কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করেন।

ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ এবং সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার এমসিসিআই আয়োজিত "জাতীয় বাজেট ২০১৭-১৮ঃ আমাদের প্রত্যাশা" বিষয়ক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

৩০ এপ্রিল ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এবং এফবিসিসিআই যৌথভাবে আয়োজিত "৩৮তম পরামর্শক কমিটি"র সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ক্লাইমেট ফান্ড-এর টেকনিক্যাল এ্যাডভাইজরি কমিটি'র ১ম সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ এবং সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)'র প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে বৈঠকে মিলিত হন।

ঃ ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ ডিসিসিআই-ডাই প্রজেক্ট আয়োজিত "ইন্ট্রোডাকশন টু বাংলাদেশ গ্যাপ" বিষয়ক আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই আহবায়ক ক্যাপ্টেন মোঃ নূরুল হক (অবঃ) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার মনিটরিং সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) আয়োজিত মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।

ঃ "স্কিলস ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড আরএনডি বাংলাদেশ (প্রজেক্টস, বিবিএ কলেজ, ডিবিআই, এডুকেশন, রিসার্চ, লাইব্রেরী অ্যান্ড নলেজ সেন্টার, ইটুকে)" বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

২ মে ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান এনটিভি এবং এফবিসিসিআই যৌথভাবে আয়োজিত "কেমন বাজেট চাই ?" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত "ন্যাশনাল এক্সপোর্ট ট্রফি ২০১৪-১৫" শীর্ষক সভায় যোগদান করেন।

৩ মে ২০১৭ ঃ "টেলিকম, আইসিটি অ্যান্ড আইপি" বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

৬ মে ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৫ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান ইষ্টল্যান্ড ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড'র ৩০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঃ "ডিসিসিআই ফিন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস" স্ট্যান্ডিং কমিটির ৫ম সভা অনুষ্ঠিত।

৭ মে ২০১৭ ঃ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং ইউএসএআইডি-এর এগ্রিকালচারাল ভ্যালু চেইন্স প্রজেক্ট (এভিসি) যৌথভাবে আয়োজিত "কৃষি খাতে বিকল্প অর্থায়নের সুযোগ" বিষয়ক কর্মশালা ঢাকা চেম্বার অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত। ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মশালায় প্রকল্পের প্রধান জনাব মাইকেল ফিল্ড এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর এসএমই বিভাগের মহাব্যবস্থাপক জনাব স্বপন কুমার রায় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান আইসিসি-বাংলাদেশ-এর ৬৮তম নির্বাহী কমিটির সভায় যোগদান করেন।

৮ মে ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান "বাংলাদেশ-চায়না সম্পর্ক ঃ ওয়ান বেল্ট, ওয়ান রোড" বিষয়ক আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান ভ্যাট অনলাইন প্রজেক্ট আয়োজিত "নতুন ভ্যাট আইন" বিষয়ক আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

৯ মে ২০১৭ ঃ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং ইউকে এইড-এর বিজনেস ফাইন্যান্স ফর দি পুওর ইন বাংলাদেশ (বিএফপি-বি) যৌথভাবে আয়োজিত "বাংলাদেশে এসএমই খাতের অর্থায়নে উদ্ভাবনী ফান্ড" বিষয়ক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ উক্ত ওয়ার্কশপে সভাপতিত্ব করেন।

১৩ মে ২০১৭ ঃ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং ইউএসএআইডি যৌথভাবে আয়োজিত "পাট হতে পরিবেশবান্ধব পাল্প ও কাগজ প্রস্তুত" বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী মির্জা আজম সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ ফজলে ওয়াহিদ খন্দকার বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান "ডিসিসিআই স্যাটকম"-এর ৩য় সভায় সভাপতিত্ব করেন।

১৫ মে ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান "ডিসিসিআই স্যাটকম"-এর ৪র্থ সভায় সভাপতিত্ব করেন।

১৬ মে ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান-এর সাথে জার্মানী হতে আগত গ্লোবাল গ্যাপ-এর প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান বাংলাদেশস্থ মায়ানমারের বিদায়ী রাষ্ট্রদূতের সম্মানে আয়োজিত নৈশভোজে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের সাথে ইউএনডিপি'র প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান "ডিসিসিআই স্যাটকম"-এর ৫ম সভায় সভাপতিত্ব করেন।

১৭ মে ২০১৭ ঃ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত "বাংলাদেশের অবকাঠামো ২০৩০" শীর্ষক সেমিনারে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান যোগদান করেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথিউরিটি (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান কাজী এম আমিনুল ইসলাম সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স কর্পোরেশন (আইএফসি)-এর কান্ট্রি ম্যানেজার ওয়েন্ডি জো ওয়ার্নার সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

১৮ মে ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান ঢাকা চেম্বার এবং ডাই প্রকল্প যৌথভাবে আয়োজিত "ইনট্রোডাকশন টু বাংলাদেশ গ্যাপ" বিষয়ক ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।

২০ মে ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির, সচিব জনাব মোঃ জহিরুল হক ইউএসএআইডি'র প্রতিনিধিদলের সাথে বৈঠকে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম, সহকারী সচিব (আইটি) জনাব দিলীপ কুমার রয় সাইবার ঝুঁকি বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২১ মে ২০১৭ ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত, এম.পি-এর সাথে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান-এর নেতৃত্বে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ সচিবালয়ে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ, সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার, পরিচালক সর্বজনাব ইমরান আহমেদ, খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ, কে এম এন মঞ্জুরুল হক, খন্দ. রাশেদুল আহসান এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম "গ্যাপ টিম ওয়ার্ক" বিষয়ক ট্রেনিং ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।

২৪ মে ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ এ্যামচেম'র মধ্যাহ্নভোজে যোগদান করেন।

ঃ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং ইউএসএআইডি'র এগ্রিকালচারাল ভ্যালু চেইন্স (এভিসি) প্রজেক্ট যৌথভাবে আয়োজিত "আমের বাজারজাতকরণে নীতি সহায়ক পরিবেশ" বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মুন্সী শফিউল হক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ঃ "ন্যাশনাল এনার্জি সিকিউরিটি" স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই উপ-সচিব (ডিবিআই) মিসেস তামান্না সুলতানা এনবিআর আয়োজিত ভ্যাট অনলাইন বিষয়ক ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।

২৪-২৫ মে ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার ভারতের নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত "কনফরমিটি এসেসম্যান্ট স্ট্যান্ডার্ডস" বিষয়ক ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-আহবায়ক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কামরুল ইসলাম (অবঃ) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত দুবাইতে অনুষ্ঠিতব্য বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২৫ মে ২০১৭ ঃ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম) যৌথভাবে আয়োজিত "টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বেসরকারীখাতের ভূমিকা" শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত। তত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা প্রফেসর এ বি মির্জা মোঃ আজিজুল ইসলাম আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। পিপিআরসি'র নির্বাহী চেয়ারম্যান এবং তত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান আলোচনা সভাটি সঞ্চালনা করেন। উক্ত আলোচনা সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)'র সাবেক চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ।

২৭ মে ২০১৭ ঃ "ঢাকা ডিসেন্ট্রালাইজেশন অ্যান্ড ঢাকা-চট্টগ্রাম ইকোনোমিক করিডোর ডেভেলপমেন্ট" বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ "প্রিন্টিং, পাবলিশিং অ্যান্ড লাইব্রেরী ডেভেলপমেন্ট" স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

২৮ মে ২০১৭ ঃ ইউএনডিপি'র আবাসিক প্রতিনিধি রবার্ট ডি ওয়াটকিন্স'র সাথে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ এবং সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

২৯ মে ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান "জাতীয় বাজেট ২০১৭-১৮" বিষয়ে এফবিসিসিআই আয়োজিত মধ্যাহ্নভোজে যোগদান করেন।

৩১ মে ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার এমসিসিআই'র ইফতার মাহফিলে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সদস্য জনাব এম এস সিদ্দিকী বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্যের আইপি বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১ জুন ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ, সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার, পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ, আহবায়ক ও প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমেদ খান, এফসিএ এবং আহবায়ক ও প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব এম আবু হোরায়রাহ ঢাকা চেম্বার আয়োজিত জাতীয় বাজেট ২০১৭-১৮ পর্যালোচনা বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

৩ জুন ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান "জাতীয় বাজেট ২০১৭-১৮" বিষয়ে এফবিসিসিআই আয়োজিত মধ্যাহ্নভোজ সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান এফবিসিসিআই'র বাজেটত্তোর সংবাদ সম্মেলনে যোগদান করেন।

৪ জুন ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান বিল্ড আয়োজিত ফিন্যান্সিয়াল ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কিং কমিটির ৬ষ্ঠ সভায় যোগদান করেন।

	ঃ	ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান এবং প্রাক্তন পরিচালক জনাব রিজওয়ান-উর রহমান "ল্যান্ড রিক্লামেশন" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত।
৫ জুন ২০১৭	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান "বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবস ২০১৭" উপলক্ষে বিটিভিতে সাক্ষাৎকার প্রদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ, সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার ঢাকা জেলা কমিশনারের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত রমজান মাসে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
৬ জুন ২০১৭	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান এফবিসিসিআই আয়োজিত জাতীয় বাজেট ২০১৭-১৮ পর্যালোচনা বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
৮ জুন ২০১৭	ঃ	বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবস-২০১৭ উপলক্ষে বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) যৌথভাবে "এ্যাক্রেডিটেশনঃ নির্মাণ এবং নির্মান পরিবেশের আস্থা বৃদ্ধি" বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান বিয়াক'র ২৭তম পর্ষদ সভায় যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই-এর বাৎসরিক ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত।
	ঃ	ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ দৈনিক প্রথম আলো আয়োজিত গোলটেবিল আলোচনা সভায় যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই সদস্য জনাব এম এস সিদ্দিকী বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত পিসিটি বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
১০ জুন ২০১৭	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান এফবিসিসিআই আয়োজিত প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেট ২০১৭-১৮ বিষয়ক সংবাদ সম্মেলনে যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৬ষ্ঠ সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলে যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই উপ-প্রধান হিসাবরক্ষক জনাব আব্দুল মালেক সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম) আয়োজিত "বিজনেস যাকাত ক্যালকুলেশন" বিষয়ক ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।
১১ জুন ২০১৭	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান দৈনিক প্রথম আলো আয়োজিত "ওয়ান বেল্ট, ওয়ান রোড" শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা সভায় যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক-এর সভাপতিত্বে "ল অ্যান্ড অর্ডার অ্যান্ড এন্টি স্মাগলিং ইনিশিয়েটিভ" স্ট্যান্ডিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	ডিসিসিআই সহকারী সচিব (গবেষণা) জনাব হারুন উর রশিদ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত "ডব্লিউটিও ট্রেড রিলেটেড টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেন্স" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
১১-১৪ জুন ২০১৭	ঃ	ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার চীনের কুনমিং-এ অনুষ্ঠিত "১২তম চায়না সাউথ এশিয়া বিজেনস ফোরাম"-এ যোগদান করেন।

১৩ জুন ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মূখ্য সমন্বয়কারী জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

১৪ জুন ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের সাথে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টার (আইটিসি)'র প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের সাথে দি বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর সচিব উৎপল রয় সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ, মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এবং যুগ্ম-সচিব (গবেষণা) জনাব এ কে এম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ এবং পরিচালক জনাব রিয়াদ হোসেন ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টার (আইটিসি)'র প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে বৈঠকে মিলিত হন।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (গবেষণা) জনাব এ কে এম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারী এনটিএফ-থ্রি প্রকল্পের সভায় যোগদান করেন।

১৫ জুন ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান বাংলাদেশস্থ ভারতীয় দূতাবাস আয়োজিত নৈশভোজে যোগদান করেন।

১৭ জুন ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান "ডিসিসিআই নির্বাহী কমিটি"-এর ৩য় সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান ঢাকা চেম্বারের জুট টাস্ক ফোর্স-এর সভায় সভাপতিত্ব করেন।

১৮ জুন ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির "ডেভেলপমেন্ট অলটারনেটিভ ইন্টারন্যাশনাল (ডাই)" আয়োজিত ইফতার ও দোয়া মাহফিলে যোগদান করেন।

১৯ জুন ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের সাথে বিএফপি-বি'এর চ্যালেঞ্জ ফান্ড ম্যানেজার জনাব মোঃ আরাফাত হোসেন সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির সিরডাপ আয়োজিত "ট্রান্সবর্ডার রিভারস্ ফর আওয়ার সাসটেইনেবল এ্যাডভান্স প্রজেক্ট"-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (গবেষণা) জনাব এ কে এম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারী জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) আয়োজিত নতুন ভ্যাট আইন বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২১ জুন ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত প্রধানমন্ত্রীর জাপান সফর-এর উপর বিশেষ সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত প্রধানমন্ত্রীর চীন সফর এর উপর বিশেষ সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার ডাচ-বাংলা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত ইফতার ও দোয়া মাহফিলে যোগদান করেন।

ঃ "ডিসিসিআই ফিন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস্" স্ট্যান্ডিং কমিটির ৬ষ্ঠ সভা অনুষ্ঠিত।

২৯ জুন ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ অর্থমন্ত্রণালয় আয়োজিত বাজেটত্তোর নৈশভোজে যোগদান করেন।

১ জুলাই ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ এফবিসিসিআই আয়োজিত বাজেটত্তোর যৌথ সংবাদ সম্মেলনে যোগদান করেন।

৫ জুলাই ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই'র বিভিন্ন শাখার প্রধানদের "প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার" বিষয়ে প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত।

৬ জুলাই ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী ডিসিসিআই-ডাই প্রকল্পের সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহকারী সচিব (মেম্বারশীপ) জনাব রাসেল আহমেদ "ডিসিসিআই-ডাই প্রকল্প"-এর সভায় যোগদান করেন।

৮ জুলাই ২০১৭ ঃ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং সুইজারল্যান্ড ভিত্তিক ট্রেসেল গ্রুপ ফাউন্ডেশন যৌথভাবে আয়োজিত বাংলাদেশের নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে দু'দিন ব্যাপী ট্রেনিং ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান ওয়ার্কশপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ড-এর ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত।

৯ জুলাই ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই আহবায়ক ক্যাপ্টেন মোঃ নূরুল হক (অবঃ) ঢাকা জেলা ম্যাজিস্টেট কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১০ জুলাই ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান "ডিসিসিআই কন্সটিটিউশন অ্যান্ড মেম্বারশীপ অ্যান্ড এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড এইচআর" বিষয়ক বিশেষ কমিটির ৪র্থ সভায় যোগদান করেন।

১১ জুলাই ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ চ্যানেল ২৪-এ সাক্ষাৎকার প্রদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় যোগদান করেন।

১২ জুলাই ২০১৭ ঃ ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের সাথে বিশ্বব্যাংক-এর ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর ডেভেলপমেন্ট মিশন'র প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির-এর সাথে ইউএনডিপি'র প্রতিনিধি মিসেস লিন্ডা সাক্ষাৎ করেন।

ঃ "টেলিকম, আইসিটি অ্যান্ড আইপি রাইটস্" বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই উপ-সচিব (গবেষণা) জনাব এএইচএম মনিরুজামান বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত বাংলাদেশ-থাইল্যান্ড কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১৩ জুলাই ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান বাংলাদেশ সফররত শ্রীলংকার রাষ্ট্রপতির সম্মানে আয়োজিত নৈশভোজে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মামুন আকবর বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত "ভিশন ২০২১" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১৪ জুলাই ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার ডিবিআই আয়োজিত "ইন্টারন্যাশনাল সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট" কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

১৫ জুলাই ২০১৭ ঃ ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান এমসিসিআই এবং বিডা যৌথভাবে আয়োজিত "ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড বিজনেস ডায়ালগঃ বাংলাদেশ অ্যান্ড শ্রীলংকা" বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ "বিনিয়োগ ও ব্যবসায়িক সম্ভাবনা ঃ বাংলাদেশ ও শ্রীলংকা প্রেক্ষিত" বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৭ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ "কান্ট্রি কমপিটিটিভনেস (নিউ ইকোনোমি-এফডিআই, ব্রান্ডিং, বিগ-বি, ব্লু ইকোনোমি)" স্ট্যান্ডিং কমিটি ২০১৭-এর ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম ইন্সটিটিউশন্যাল ম্যানেজমেন্ট কমিটি'র সভায় যোগদান করেন।

১৬ জুলাই ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান ডিবিআই গভর্নিং বডি'র সভায় সভাপতিত্ব করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান বাংলাদেশস্থ মার্কিন দূতাবাসের বিদায়ী কমার্শিয়াল কাউন্সিলরের সম্মানে আয়োজিত নৈশভোজে যোগদান করেন।

ঃ "কাস্টমস, ভ্যাট, ট্যাক্সেশন অ্যান্ড এনবিআর রিলেটেড ইস্যুস্" স্ট্যান্ডিং কমিটির ৬ষ্ঠ সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এবং বাংলাদেশস্থ ভারতীয় দূতাবাসের প্রতিনিধিদলের মধ্যকার বৈঠক অনুষ্ঠিত।

১৭-১৮ জুলাই ২০১৭ ঃ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টার (আইটিসি) যৌথভাবে আয়োজিত "ই-কমার্সের মাধ্যমে চীনে রপ্তানি বৃদ্ধি" বিষয়ক দুদিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান প্রশিক্ষণ কর্মশালাটির উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশ নিযুক্ত চীনা দূতাবাসের ইকোনোমিক ও কমার্শিয়াল কাউন্সিল লি গুয়াংজুন প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ, সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ, পরিচালক জনাব ইমরান আহমেদ "ডিসিসিআই-ডাই প্রকল্প" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার ইপিবিতে অনুষ্ঠিত ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার ফিন্যান্স সাব-কমিটি'র সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এবং যুগ্ম-সচিব (গবেষণা) জনাব একেএম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারী এমসিসিআই আয়োজিত "ইউরোপীয় ইউনিয়ন ২০২০ঃ বাংলাদেশের সম্ভাবনা" শীর্ষক সেমিনারে যোগদান করেন।

১৯ জুলাই ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান বিশ্বব্যাংক আয়োজিত "২০৩৫ সালের মধ্যে ঢাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা" শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে নির্ধারিত আলোচক হিসেবে যোগদান করেন।

ঃ "ঢাকা ডিসেন্ট্রালাইজেশন অ্যান্ড ঢাকা-চট্টগ্রাম ইকোনোমিক করিডোর ডেভেলপমেন্ট" স্ট্যান্ডিং কমিটি ২০১৭-এর ৫ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার এবং যুগ্ম-আহবায়ক মিসেস শামসুন্নাহার কেরানীগঞ্জ বিসিক শিল্পনগরী কমিটির ১৯তম সভায় যোগদান করেন।

২০ জুলাই ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি আবুল কাসেম খানের সাথে রুয়ান্ডার হাইকমিশনার মান্যবর আরনেস্ট রুয়ামুচু সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান "জ্বালানী নিরাপত্তা" বিষয়ক সেমিনারের প্রস্তুতিমূলক সভায় সভাপতিত্ব করেন।

ঃ ডিসিসিআই প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী "ডিসিসিআই-ডাই প্রকল্পের" কার্যক্রম বিষয়ে কৃষি বিশেষজ্ঞদের সাথে বৈঠকে যোগদান করেন।

২২ জুলাই ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান "ডিসিসিআই এক্সিকিউটিভ কমিটি"-এর ৩য় সভায় সভাপতিত্ব করেন।

ঃ ডিসিসিআই প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী, যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম, সহকারী সচিব (বোর্ড এ্যাফেয়ার্স) জনাব রাসেল আহমেদ বরিশালে অনুষ্ঠিত ডিসিসিআই-ডাই প্রকল্পের "ইনট্রোডাকশন টু বাংলাদেশ গ্যাপ" শীর্ষক মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।

২৩ জুলাই ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিতব্য "বাংলাদেশ-জাপান বিজনেস মিটিং"-এর প্রস্তুতিমূলক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ প্রধামন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত "সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিতব্য বাংলাদেশ-জাপান বিটুবি মিটিং"-এর প্রস্তুতি সভায় যোগদান করেন।

ঃ "ডিসিসিআই ফিন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস" স্ট্যান্ডিং কমিটির ৭ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-আহবায়ক জনাব মোঃ হাবিব উল্ল্যাহ তুহিন ইপিবি আয়োজিত চীনে অনুষ্ঠিত বাণিজ্য মেলা বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী, যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম, সহকারী সচিব (বোর্ড এ্যাফেয়ার্স) জনাব রাসেল আহমেদ যশোরে অনুষ্ঠিত ডিসিসিআই-ডাই প্রকল্পের "ইনট্রোডাকশন টু বাংলাদেশ গ্যাপ" শীর্ষক মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।

২৪ জুলাই ২০১৭ ঃ স্কিলস ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড আরএন্ডডি বাংলাদেশ (প্রজেক্টস, বিবিএ কলেজ, ডিবিআই, এডুকেশন, রিসার্চ, লাইব্রেরী অ্যান্ড নলেজ সেন্টার, ইটুকে) স্ট্যান্ডিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই ক্রয় কমিটি-এর ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

২৫ জুলাই ২০১৭ ঃ ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান "ডিসিসিআই অটোমেশন" বিষয়ক উপ-কমিটির ১ম সভায় সভাপতিত্ব করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান "ডিসিসিআই এক্সিকিউটিভ কমিটি"-এর ৪র্থ সভায় সভাপতিত্ব করেন।

ঃ ডিসিসিআই অটোমেশন ওয়ার্কিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই এইচআর ওয়ার্কিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

২৬ জুলাই ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান "ডিসিসিআই স্ট্র্যাটেজিক এ্যাকশন প্ল্যান" কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করেন।

ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির "লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন" শীর্ষক ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।

২৭ জুলাই ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিতব্য "বাংলাদেশ-জাপান বিজনেস মিটিং"-এর ২য় প্রস্তুতিমূলক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান "ডিসিসিআই স্ট্র্যাটেজিক এ্যাকশন প্ল্যান" কমিটির ৬ষ্ঠ সভায় সভাপতিত্ব করেন।

ঃ ডিসিসিআই সদস্য জনাব এম এস সিদ্দিকী বিএসটিআই আয়োজিত "ফাইন কেমিক্যাল" বিষয়ক কমিটির ২য় সভায় যোগদান করেন।

২৯ জুলাই ২০১৭ ঃ রাজধানীর লেকশো'র হোটেলে অনুষ্ঠিত ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত "জ্বালানি নিরাপত্তা ২০৩০ঃ চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা" শীর্ষক সেমিনারে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান যোগদান করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি এবং খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। জাতীয় সংসদের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ঃ রাজধানীর লেকশো'র হোটেলে অনুষ্ঠিত ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত "চট্টগ্রাম বন্দরের বর্তমান অবস্থা ও উত্তরণের উপায়" শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান যোগদান করেন। চট্টগ্রাম বন্দরের মাননীয় চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল এম খালেদ ইকবাল আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

৩০ জুলাই ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-আহবায়ক মিসেস শামসুন নাহার ধামরাই'তে অনুষ্ঠিত বিসিক'র ২০তম সভা যোগদান করেন।

৩১ জুলাই ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের সাথে এ্যালুমেনিয়াম এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ এবং সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার সাপ্লাই চেইন এ্যালামনাই এসোসিয়েশন-এর প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে বৈঠকে মিলিত হন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক ও প্রাক্তন সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ বিএসসিসিএল'র অডিট কমিটির ৩২তম সভায় যোগদান করেন।

ঃ গুসি ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মিলো সোটিজো গুসি'র সম্মানে ডিসিসিআই পরিচালক জনাব আসিফ এ চৌধুরী কর্তৃক আয়োজিত নৈশভোজে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান যোগদান করেন।

২ আগস্ট ২০১৭ ঃ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং এস আর এশিয়া বাংলাদেশ যৌথভাবে আয়োজিত "বাংলাদেশে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানসমূহে সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রম জোরদার" বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান, এমপি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান "ডিসিসিআই কন্সটিটিউশন অ্যান্ড মেম্বারশীপ, এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড এইচআর বিশেষ কমিটি"-এর ৫ম সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার বিসিক কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় যোগদান করেন।

৩-৪ আগস্ট ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত "বাংলাদেশ-জাপান সিইও'স বিটুবি ফোরাম"-এ যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ এ্যামচেম'র মধ্যাহ্নভোজে যোগদান করেন।

৫ আগস্ট ২০১৭ ঃ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং ইউএসএআইডি'র এগ্রিকালচারাল ভ্যালু চেইনস (এভিসি) প্রজেক্ট যৌথভাবে আয়োজিত "নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ ও নীতিমালা কার্যকর" বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই পরিচালক সর্বজনাব ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম, ইমরান আহমেদ উক্ত সভায় যোগদান করেন।

৭ আগস্ট ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের সাথে বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ-এর পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৮ম সভা অনুষ্ঠিত।

৮ আগস্ট ২০১৭ ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী মির্জা আজম-এর সাথে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান সাক্ষাৎ করেন।

ঃ দেশের বেসরকারী খাতের গৃহীত নতুন নতুন উদ্যোগ ও উদ্ভাবন কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার পাশাপাশি বিনিয়োগ বাড়ানোর লক্ষ্যে ইউএনডিপি'র গৃহীত প্রকল্পে সহায়তা বৃদ্ধিতে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং ইউনাইটেড ন্যাশনস্ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউএনডিপি)-এর মধ্যকার সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর। ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান এবং ইউএনডিপি'র কান্ট্রি ডিরেক্টর জনাব সুদীপ্ত মুখার্জী নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ডিসিসিআই, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ, সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার, পরিচালক সর্বজনাব সেলিম আকতার খান, ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম, খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ, আসিফ এ চৌধুরী, মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির, ইউএনডিপি'র সহকারী কান্ট্রি ডিরেক্টর মিসেস শায়লা খান প্রমুখ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং ইউএসএআইডি'র এগ্রিকালচারাল ভ্যালু চেইনস (এভিসি) প্রজেক্ট যৌথভাবে আয়োজিত "টমোটো সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ" বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার, পরিচালক জনাব ইমরান আহমেদ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরিচালক জনাব চৈতন্য কুমার দাস এবং সংশ্লিষ্ট খাতের ব্যবসায়ীবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব রাশেদুল করিম মুন্না, মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির পাট মন্ত্রণালয় আয়োজিত "পরিবেশবান্ধব পাট ও কাগজ প্রক্রিয়াকরণ" সভায় যোগদান করেন।

৯ আগস্ট ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন-এর ৭ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসালাম, এফসিএ, সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার, পরিচালক জনাব হোসেন আকতার ঢাকা চেম্বার ভবনের ৬ষ্ঠ তলা সংস্কার বিষয়ক সভায় যোগদান করেন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে উপস্থাপিত তথ্য-চিত্র পর্যবেক্ষণ করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক ও প্রাক্তন সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ বিএসসিসিএল'র ১৫০ পর্ষদ সভায় যোগদান করেন।

১০ আগস্ট ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান-এর সাথে বাংলাদেশ ইনডেনন্টিং এজেন্টস এসোসিয়েশন-এর প্রতিনিধিবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ড-এর মধ্যকার বাণিজ্য বিষয়ক কমিটির ৪র্থ সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক খন্দ. রাশেদুল আহসান সিএসআর নীতিমালা প্রণয়ন বিষয়ক আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির "ইমপ্রুভিং ফিসক্যাল একাউন্টিবিলিটি" বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।

১২ আগস্ট ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ বাংলাদেশস্থ জাপানের রাষ্ট্রদূত আয়োজিত নৈশভোজে যোগদান করেন।

১৩ আগস্ট ২০১৭ ঃ বাংলাদেশ বিনিয়োগ বোর্ড (বিডা)'র নির্বাহী চেয়ারম্যান কাজী আমিনুল ইসলাম-এর সাথে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান স্বাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ বাংলাদেশ বিনিয়োগ বোর্ড'র নির্বাহী চেয়ারম্যান কাজী এম আমিনুল ইসলাম এবং ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির-এর মধ্যকার সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ জয়নুল আব্দীন, যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম এবং সহকারী সচিব (বোর্ড এ্যাফেয়ার্স) জনাব রাসেল আহমেদ-এর ডিসিসিআই-ডাই প্রকল্প বিষয়ে ইউএসএআইডি'র প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে বৈঠকে যোগদান করেন।

১৬ আগস্ট ২০১৭ ঃ "এগ্রো বেইজড ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্শিয়ালাইজেশন অফ এগ্রিকালচার" স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ "কাস্টমস, ভ্যাট, ট্যাক্সেশন অ্যান্ড এনবিআর" বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি'র অন্তর্ভূক্ত উপ-কমিটির সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই আহবায়ক জনাব রাশেদুল করিম মুন্না পাটবহুমুখীকরণ কেন্দ্র আয়োজিত সভায় যোগদান করেন।

১৭ আগস্ট ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত "বাংলাদেশ-শ্রীলংকা মুক্ত বাণিজ্য" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ জয়নুল আব্দীন, যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম, সহকারী সচিব (বোর্ড এ্যাফেয়ার্স) জনাব রাসেল আহমেদ-এর ডাই প্রকল্প বিষয়ে ইউএসএআইডি'র প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে বৈঠকে যোগদান করেন।

ঃ "পাবলিশিং, প্রিন্টিং অ্যান্ড লাইব্রেরী ডেভেলপমেন্ট" স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

১৯ আগস্ট ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান "স্কিলস ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড আরএনডি বাংলাদেশ (প্রজেক্টস, বিবিএ কলেজ, ডিবিআই, এডুকেশন, রিসার্চ, লাইব্রেরী অ্যান্ড নলেজ সেন্টার, ইটুকে)" স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিবিআই কলেজ ওয়ার্কিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিবিআই অডিট কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

২১ আগস্ট ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান বাংলাদেশস্থ চীনা দূতাবাসের কমার্শিয়াল কাউন্সিলর জনাব লি গুয়াংজুন-এর আমন্ত্রণে নৈশভোজে যোগদান করেন। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার, পরিচালক ও প্রাক্তন সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ, পরিচালক সর্বজনাব খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ, ওসমান গনি, মোঃ আলাউদ্দিন মালিক, ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম, খন্দ. রাশেদুল আহসান, ইমরান আহমেদ, মামুন আকবর, সেলিম আকতার খান এবং রিয়াদ হোসেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

২২ আগস্ট ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিদায়ী রাষ্ট্রদূত পিয়েরে মুদুরো-এর সম্মানে আইসিসি-বাংলাদেশ আয়োজিত নৈশভোজে যোগদান করেন।

ঃ ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ জয়নুল আব্দীন, সহকারী সচিব (বোর্ড এ্যাফেয়ার্স) জনাব রাসেল আহমেদ ডাই প্রকল্পের উদ্যোগে বরিশালে অনুষ্ঠিত "কৃষি খাতের উদ্যোক্তাদের আর্থিক চ্যানেলের মাধ্যমে ঋণ সহায়তা প্রদান" বিষয়ক ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহকারী সচিব (গবেষণা) জনাব হারুন উর রশিদ শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত এনপিও বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২৩ আগস্ট ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের সাথে ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনার জনাব মোঃ লুৎফর রহমান সাক্ষাৎ করেন।

ঃ "ডিসিসিআই ফিন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস" স্ট্যান্ডিং কমিটির ৮ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই এমপ্লীয়ইজ প্রভিডেন্ট ফান্ড ট্রাষ্টি বোর্ড-এর ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ জয়নুল আব্দীন, যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম ডাই প্রকল্পের উদ্যোগে ভোলায় অনুষ্ঠিত "কৃষি খাতের উদ্যোক্তাদের আর্থিক চ্যানেলের মাধ্যমে ঋণ সহায়তা প্রদান" বিষয়ক ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।

২৪ আগস্ট ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত "অর্থনৈতিক অঞ্চল সমূহে প্রয়োজনীয় গ্যাস ও জ্বালানী সরবরাহের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান বাংলাদেশস্থ থাইল্যান্ড দূতাবাস আয়োজিত নৈশভোজে যোগদান করেন।

২৬ আগস্ট ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান "ডিসিসিআই স্যাটকম" কমিটির ৭ম সভায় সভাপতিত্ব করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন-এর মেয়র জনাব আনিসুল হকের রোগমুক্তি কামনায় আয়োজিত দোয়া মাহফিলে যোগদান করেন।

ঃ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এর অর্থায়নে পরিচালিত মেটাবিল্ড প্রজেক্ট যৌথভাবে আয়োজিত "ইস্পাত খাতে দক্ষ জ্বালানী ব্যবহারের মাধ্যমে দূষণমুক্ত উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ" বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই পরিচালক ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

ঃ ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ড-এর ৬ষ্ঠ সভা অনুষ্ঠিত।

২৭ আগস্ট ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র পার্টনারশিপ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন আয়োজিত দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২৮ আগস্ট ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট পলিসি কো-অর্ডিনেশন কমিটির ৯ম সভায় যোগদান করেন।

৩১ আগস্ট ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান-এর সাথে জেট্রো'র বাংলাদেশের নতুন আবাসিক প্রতিনিধি দাইসুক আরাই সাক্ষাৎ করেন।

৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ, পরিচালক ও প্রাক্তন সভাপতি জনাব হোসেন এ খালেদ এর সাথে মধুমতি ব্যাংক'র ব্যবস্থাপনা পরিচালকের মধ্যকার সভা অনুষ্ঠিত।

৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত ইউএনডিপি'র জাতিসংঘের শিল্প উন্নয়ন সংস্থার ডিরেক্টর জেনারেল জনাব লি ইউয়ং-এর সম্মানে আয়োজিত ভোজ সভায় যোগদান করেন।

১০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান-এর সাথে বিশ্বব্যাংক গ্রুপ-এর বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন।

১১ সেপ্টেম্বর ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান "ইনফ্রাস্ট্রাকচার কনফারেন্স ২০১৭" আয়োজনের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতিমূলক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত "বাংলাদেশ-জাপান বিজনেস কনফারেন্স" পরবর্তী মূল্যায়ন সভায় যোগদান করেন।

১২ সেপ্টেম্বর ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান "কন্সটিটিউশন, মেম্বারশীপ অ্যান্ড এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড এইচআর" বিষয়ক বিশেষ কমিটির ৬ষ্ঠ সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান "ডাই প্রকল্প"-এর সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৯ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক ঢাকা জেলা ম্যাজিস্টেট-এর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ বিএসটিআই'র ৩১তম কাউন্সিল সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির "বাংলাদেশ ইকোনোমিক করিডোর উন্নয়ন" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের সাথে ডাই প্রকল্পের চিফ অফ পার্টি জনাব মাইকেল ফিল্ড সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ গ্লোবাল গ্যাপ-এর সার্টিফিকেট প্রদান অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-আহবায়ক জনাব হাবিব উল্ল্যাহ তুহিন ইপিবিতে অনুষ্ঠিত মেলা বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার ডাই প্রকল্পের "ম্যাংগো রাইপেনিং চেম্বার কমপিটিশন"-এর জুরি বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ-এর সাথে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ডিরেক্টর জেনারেল (আমেরিকা) মিসেস আবিদা ইসলাম সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ-এর সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ার নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূত সাক্ষাৎ করেন।

১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আইপিআর বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই-ডাই প্রজেক্ট ও ফরিদপুর চেম্বারের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত "বাংলাদেশের কৃষি খাতে কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার" শীর্ষক সেমিনার ফরিদপুরে অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির বাংলাদেশ এনডিএ-এর এ্যাডভাইজরি কমিটির ২য় সভায় যোগদান করেন।

১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হুমায়ুন রশিদ পেট্রোবাংলা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত "এলএনজি আমদানির পর শিল্প-কারখানা ও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সরবরাহের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১৮-২২ সেপ্টেম্বর ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ চীনের জিয়ামিনে অনুষ্ঠিত "চাইনীজ এন্টারপ্রাইজেস ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিন্যান্সিং ফোরাম"-এ যোগদান করেন।

১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই-ডাই প্রজেক্ট আয়োজিত "বাংলাদেশের কৃষিতে কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার" শীর্ষক সেমিনার যশোরে অনুষ্ঠিত।

২০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার এনবিআর ও ইউএসএআইডি যৌথভাবে আয়োজিত বাংলাদেশ কাস্টমস আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঃ কাস্টমস্, ভ্যাট, ট্যাক্সেশন, এনবিআর বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির উপ-কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

২১ সেপ্টেম্বর ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার "৫ম মালয়েশিয়া শোকেস-২০১৭"-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার মাল্টা'র ৫৩তম জাতীয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব ইমরান আহমেদ ডিসিসিআই-ডাই প্রজেক্ট আয়োজিত "ফ্লাওয়ার, সিড কাল্টিভেশন অ্যান্ড মার্কেটিং" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সদস্য জনাব এম এস সিদ্দিকী ইপিবি আয়োজিত "এন্টি-ডাম্পিং ডিউটি" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ এবং সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার সিবিআই'র প্রোগ্রাম ম্যানেজার হুগো ভারহোভেন-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই'র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ চীনের ৬৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

২৫-২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-আহবায়ক জনাব ফারাজ রহিম পিডিবি আয়োজিত বিদ্যুতের দাম নির্ধারণ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭ ঃ এসএমই ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭ ঃ এফবিসিসিআই আয়োজিত "আমদানি নীতি আদেশ ২০১৮-২১" বিষয়ক অলোচনা সভায় ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার যোগদান করেন।

ঃ কাস্টমস্, ভ্যাট, ট্যাক্সেশন, এনবিআর বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির উপ-কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ এবং পরিচালনা পর্ষদের সাথে বাংলাদেশস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের কমার্শিয়াল কাউন্সিলর জনাব মোহাম্মদ সুলাইমান খান সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ এবং সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদারের সাথে চীনের লিয়াওনিং প্রদেশের ফরেন ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন বিভাগের জনাব হেনরি এরিক্স সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ এবং সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদারের সাথে বাংলাদেশ ই-কমার্স এসোসিয়েশন'র সভাপতি জনাব রাজীব আহমেদ সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার বিসিক আয়োজিত সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব আবসার করিম চৌধুরী, যুগ্ম-আহবায়ক জনাব মোঃ শাহিদ হোসেন "বাংলাদেশের এসএমই খাতের বহুমুখীকরণ" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (গবেষণা) জনাব এএসএম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারী বাংলাদেশস্থ ইউরোপীয় ইউনিয়ন-এর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই উপ-সচিব (গবেষণা) জনাব এএইচএম মানিরুজ্জামান প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বিনিয়োগ ও শিল্পখাতের সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

০২ অক্টোবর ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম সিরডাপ আয়োজিত এনপিও বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

০৩ অক্টোবর ২০১৭ ঃ এফবিসিসিআই আয়োজিত "বাংলাদেশ-ভারত বিজনেস ডায়ালগ"-এ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদারের যোগদান।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম "ক্রস বর্ডার পেপারলেস ট্রেড" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

০৪ অক্টোবর ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার, প্রাক্তন পরিচালক জনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান বাংলাদেশস্থ ভারতীয় দূতাবাস ও পিপিআরসি যৌথভাবে আয়োজিত "মাইক্রোইকোনোমিক ইনিশিয়েটিভ অফ ইন্ডিয়ান গভারনমেন্ট" বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই প্রাক্তন সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম বিজেএমইএ আয়োজিত "বাংলাদেশের তৈরি পোষাক খাতের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা" শীর্ষক মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।

০৫ অক্টোবর ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক খন্দ. রাশেদুল আহসান প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মহেশখালীকে মেগাসিটিতে রপান্তর বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

০৭ অক্টোবর ২০১৭ ঃ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত "ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন ২০১৫ এবং এর অর্থনৈতিক প্রভাব" বিষয়ক সেমিনারে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান উপস্থিত ছিলেন। ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল'র চেয়ারম্যান জনাব সি কিউ কে মোশতাক আহমেদ উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও সেমিনারে বাংলাদেশ ব্যাংক-এর পরিচালক ও ডিসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতি জনাব আফতাব উল ইসলাম, এফসিএ, আইএবি'র সভাপতি জনাব আদিব হোসেন খান, এফসিএ এবং আইসিএমএবি'র সভাপতি জনাব জামাল আহমদে চৌধুরী, এফসিএমএ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান এবং সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার বিয়াক'র ৬ষ্ঠ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত "ডুইং বিজনেস ইনেডেক্স ঃ এডিআর" বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন ।

০৮ অক্টোবর ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান নেপালের পররাষ্ট্র সচিব জনাব শংকর দাস বাইরাজি'র সম্মানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত নৈশভোজে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই এস্টেট বিশেষ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম বিজেএমসি আয়োজিত "ইকো ফ্রেন্ডলি পাল্প অ্যান্ড পেপার প্রসেসিং" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই উপ-সচিব (গবেষণা) জনাব এএইচএম মানিরুজ্জামান বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত "ইজ অফ ডুইং বিজনেস" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১০ অক্টোবর ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ এবং ইউএনডিপি-বাংলাদেশ'র সহকারী আবাসিক প্রতিনিধি মিসেস শায়লা খান-এর মধ্যকার সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ কাস্টমস্, ভ্যাট, ট্যাক্সেশন, এনবিআর বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির উপ-কমিটির ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত।

১১ অক্টোবর ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-জাপান ডায়ালগ বিষয়ক ৩য় প্রস্তুতিমূলক সভায় যোগদান করেন।

১২ অক্টোবর ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান-এর সাথে ডাই প্রকল্পের প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান "ডিসিসিআই কন্সটিটিউশন, মেম্বারশীপ অ্যান্ড এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড এইচআর" বিশেষ কমিটির ৭ম সভায় সভাপতিত্ব করেন।

ঃ ডিসিসিআই এ্যাডমিনিস্ট্রেশন, মেম্বারশীপ অ্যান্ড এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড এইচআর বিশেষ কমিটির ৭ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সদস্য জনাব এম এস সিদ্দিকী বিএসটিআই আয়োজিত ফাইন কেমিক্যাল বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১৪ অক্টোবর ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের সভাপতিত্বে পর্ষদের ১০ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ মেটাবিল্ড প্রকল্পের আওতায় ইস্পাত খাতের বিভিন্ন শিল্প-কারখানা পরিদর্শন।

১৫ অক্টোবর ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই এসডিজি গোলস্ অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজি ২০৩০ বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

১৬ অক্টোবর ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান পিআরআই আয়োজিত "বাংলাদেশে নীতিমালার প্রতিবন্ধকতা" বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।

১৭ অক্টোবর ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই এবং ইউএনডিপি-বাংলাদেশ এর মধ্যকার সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আবুল কাসেম খান যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই আহবায়ক ক্যাপ্টেন মোঃ নূরুল হক (অবঃ) ডিএমপি কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত "ঢাকা মেট্রো আরটিসি" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১৮ অক্টোবর ২০১৭ ঃ স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক বাংলাদেশের বিদায়ী সিইও জনাব আবরার আনোয়ার-এর সম্মানে আইসিসি-বাংলাদেশ আয়োজিত নৈশভোজে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম আহবায়ক জনাব মোঃ হবিব উল্ল্যাহ তুহিন ইপিবিতে অনুষ্ঠিত দুবাই ট্রেড ফেয়ার বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১৯ অক্টোবর ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান ও পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের সাথে ইনস্টিটিউট অফ ইন্টার্নাল অডিটরস্, বাংলাদেশ-এর প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই এসডিজি গোলস্ অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজি ২০৩০ স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম আহবায়ক জনাব মোঃ হাবিব উল্ল্যাহ তুহিন ইপিবি আয়োজিত ব্রাজিলে অনুষ্ঠিতব্য "ফেন ফ্যাশন ফেয়ার" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২২ অক্টোবর ২০১৭ ঃ ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুষমা সরাজ-এর সম্মানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত নৈশভোজে ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান যোগদান করেন।

২২ অক্টোবর ২০১৭ ঃ প্রটেকশন অফ কনজুমার রাইটস, এসেনশিয়াল কমুডিটিস অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান "নতুন ভ্যাট আইন"-এর উপর ব্রেইন স্টর্মিং সেশনে যোগদান করেন।

ঃ জুনিয়র চেম্বার ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক প্রদত্ত ১০ জন সম্ভাবনাময় তরুণ উদ্যোক্তাকে নির্বাচন বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান যোগদান করেন।

২৪ অক্টোবর ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান "গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফর ইফেকটিভ ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন"-এর ১৪তম স্টিয়ারিং কমিটির সভায় যোগদান করেন।

ঃ ঢাকা চেম্বার ভবনের ৬ষ্ঠ তলা সংস্কার বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত।

২৫ অক্টোবর ২০১৭ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান এইচকেটিডিসি ম্যাচ-মেকিং এবং নেটওয়ার্কিং সেশনে যোগদান করেন।

ঃ ফরেন চেম্বার আয়োজিত নৈশভোজে ঢাকা চেম্বারের সভাপতির যোগদান।

২৬ অক্টোবর ২০১৭ ঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নজিবুর রহমান "ডিসিসিআই ট্যাক্স গাইড ২০১৭-১৮" গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ, সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান জাতিসংঘের ৭২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঃ এফবিসিসিসিআই আয়োজিত নতুন ভ্যাট আইন বিষয়ক মতিবিনিময় সভায় ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ "বাংলাদেশে ডিজিটাল ফিন্যান্সিং ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা" বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।

২৯ অক্টোবর ২০১৭ ঃ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং ইউএনডিপি-বাংলাদেশ যৌথভাবে আয়োজিত "ইমপ্যাক্ট বাংলাদেশ ফোরাম ২০১৭" এর উদ্বোধনী সেশনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান, এমপি প্রধান অতিথি এবং এফবিসিসিআই'র সভাপতি জনাব মোঃ শফিউল ইসলাম (মহিউদ্দিন) বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং ইউএনডিপি-বাংলাদেশ যৌথভাবে আয়োজিত"ইমপ্যাক্ট বাংলাদেশ ফোরাম ২০১৭" এর সমাপনী সেশনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত, এমপি প্রধান অতিথি এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইসিটি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনায়েদ আহমেদ পলক, এমপি বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ঃ তুরস্কের স্বাধীনতা ঘোষণার ৯৪তম বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই'র সভাপতি যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ জাপানের টোকিওতে অনুষ্ঠিত "জাপান-বাংলাদেশ পাবলিক-প্রাইভেট ডায়ালগ"-এর ৩য় সভায় যোগদান করেন।

৩০ অক্টোবর ২০১৭	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ, সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার সংসদ সদস্য ব্যারিষ্টার শেখ ফজলে নূর তাপস-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান-এর সাথে এডুকেশন পার্লামেন্ট'র সভাপতি রিয়াজুল করিম সাক্ষাৎ করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান এ্যামচেম'র মধ্যাহ্নভোজে যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই এস্টেট অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স স্ট্যান্ডিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	ডিসিসিআই কান্ট্রি কমপিটিটিভনেস স্ট্যান্ডিং কমিটির ৫ম সভা অনুষ্ঠিত।
৩১ অক্টোবর ২০১৭	ঃ	ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদারের নেতৃত্বে ১৬ সদস্যের একটি বাণিজ্য প্রতিনিধিদল তুরস্কের ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত "টারকিস এক্সপোর্ট উইক অ্যান্ড বায়ারস মিশন"-এ অংশগ্রহণ করেন।
১ নভেম্বর ২০১৭	ঃ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) আয়োজিত "আয়কর মেলা ২০১৭" অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের যোগদান।
৪ নভেম্বর ২০১৭	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) আয়োজিত "নতুন আয়কর আইন" বিষয়ক আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ড-এর ৮ম সভা অনুষ্ঠিত।
৫ নভেম্বর ২০১৭	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান ৬৩তম কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি কনফারেন্স-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার এফবিসিসিআই আয়োজিত চীনের প্রতিনিধিদলের সাথে বাণিজ্য আলোচনা সভায় যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই'র ন্যাশনাল এনার্জি সিকিউরিটি স্ট্যান্ডিং কমিটি ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।
৬ নভেম্বর ২০১৭	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ, সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার ঢাকা চেম্বারে অনুষ্ঠিত "প্রস্তাবিত বাণিজ্য সংগঠন আইন সংশোধন বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
৭ নভেম্বর ২০১৭	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান আয়কর মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।
৮ নভেম্বর ২০১৭	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান এনবিআর কর্তৃক সেরা করদাতা সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের নেতৃত্বে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন ও আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ'র চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন-এর সাথে তাঁর বাসভবনে সাক্ষাৎ করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব আশরাফ ইবনে নূরের মায়ের মৃত্যুতে আয়োজিত মিলাদ মাহফিলে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের নেতৃত্বে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।
৯ নভেম্বর ২০১৭	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত সভায় যোগদান করেন।
১১ নভেম্বর ২০১৭	ঃ	ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন আয়োজিত ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় যোগদান করেন।

১২ নভেম্বর ২০১৭	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান বিএফটিআই'র পরিচালনা পর্ষদের ৪৬তম সভায় যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান বিএফটিআই'র ৬ষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান করেন।
	ঃ	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত সিআইপি কার্ড প্রদান বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই এইচআর ওয়ার্কিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।
১৬ নভেম্বর ২০১৭	ঃ	বাংলাদেশে এরিকসন-এর কার্যক্রমের ২০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার যোগদান করেন।
১৮ নভেম্বর ২০১৭	ঃ	ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ড-এর ৯ম সভা অনুষ্ঠিত।
১৯ নভেম্বর ২০১৭	ঃ	ডিসিসিআই-ডাই প্রকল্পের সভা অনুষ্ঠিত।
২০ নভেম্বর ২০১৭	ঃ	ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের সাথে বাংলাদেশস্থ তুরস্কের রাষ্ট্রদূত মান্যবর দেভরিম ওজতুর্ক-এর মধ্যকার আলোচনা অনুষ্ঠিত।
২১ নভেম্বর ২০১৭	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান বাংলাদেশস্থ বৃটিশ হাইকমিশনার আয়োজিত নৈশভোজে যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই যুগ্ম-আহবায়ক জনাব মোঃ হাবিব উল্ল্যাহ তুহিন ইপিবি আয়োজিত ভারতে অনুষ্ঠিতব্য ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফেয়ার বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
২২ নভেম্বর ২০১৭	ঃ	ডিসিসিআই পরিচালক ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম, আহবায়ক জনাব শামস মোহাম্মদ, মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির "২য় আন্তর্জাতিক ব্লু ইকোনোমি ডায়ালগ"-এ যোগদান করেন।
২৩ নভেম্বর ২০১৭	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত "এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জাতীয় অগ্রগতি ও আঞ্চলিক যোগাযোগ" শীর্ষক প্লেনারি সেশনে সভায় নির্ধারিত আলোচক হিসেবে যোগদান করেন।
২৮ নভেম্বর ২০১৭	ঃ	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত বিভিন্ন দেশে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত "এনভয় কনফারেন্স"-এ ডিসিসিআই সভাপতির যোগদান।
৩০ নভেম্বর ২০১৭	ঃ	ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ১১তম সভা অনুষ্ঠিত।
২ ডিসেম্বর ২০১৭	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মরহুম আনিসুল হকের জানাযায় অংশগ্রহণ করেন।
৩-৫ ডিসেম্বর ২০১৭	ঃ	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হিসেবে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান কম্বোডিয়া সফর করেন।
৭-১২ ডিসেম্বর ২০১৭	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান আর্জেন্টিনার বুয়েন্স আয়ার্সে অনুষ্ঠিত ডব্লিটিও ১১তম মিনিস্টিরিয়াল কনফারেন্সে যোগদান করেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সাথে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত, এম.পি (ডানে)। ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (ডান থেকে দ্বিতীয়), উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (ডান থেকে তৃতীয়), সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (বামে), পরিচালক সর্বজনাব হুমায়ুন রশিদ (বাম থেকে দ্বিতীয়), খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (বাম থেকে পঞ্চম), কে এম এন মঞ্জুরুল হক (বাম থেকে তৃতীয়), খন্দ. রাশেদুল আহসান (ডান থেকে সপ্তম), মোঃ আলাউদ্দিন মালিক (ডান থেকে চতুর্থ), রিয়াদ হোসেন (ডান থেকে পঞ্চম), সেলিম আকতার খান (বাম থেকে চতুর্থ) এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডান থেকে অষ্টম) এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এম.পি (বাম থেকে অষ্টম) কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (ডান থেকে পঞ্চম)। ১৮ জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখের সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূইয়া, এনডিসি ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (ডান থেকে ষষ্ঠ), উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (বাম থেকে পঞ্চম), পরিচালক সর্বজনাব ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম (বাম থেকে দ্বিতীয়), ইমরান আহমেদ (বাম থেকে সপ্তম), খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (ডান থেকে দ্বিতীয়), খন্দ. রাশেদুল আহসান (বামে), মামুন আকবর (ডান থেকে তৃতীয়), মোঃ আলাউদ্দিন মালিক (ডান থেকে চতুর্থ), ওসমান গনি (বাম থেকে চতুর্থ), রিয়াদ হোসেন (বাম থেকে তৃতীয়) এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডানে) উপস্থিত ছিলেন।

মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ, এম.পি (ডান থেকে সপ্তম) কে ক্রেস্ট উপহার দিচ্ছেন ডিসিসিআই-এর সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (ডান থেকে পঞ্চম)। ১৭ জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখের সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন, এনডিসি (বাম থেকে পঞ্চম), ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (ডান থেকে চতুর্থ), সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (বাম থেকে ষষ্ঠ), পরিচালক সর্বজনাব ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম (বাম থেকে চতুর্থ), ইমরান আহমেদ (ডানে), খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (ডান থেকে দ্বিতীয়), মামুন আকবর (বাম থেকে দ্বিতীয়), মোঃ আলাউদ্দিন মালিক (বাম থেকে তৃতীয়) এবং ওসমান গনি (বামে) উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এম.পি (বাম থেকে তৃতীয়) কে শুভেচ্ছা ক্রেস্ট উপহার দিচ্ছেন ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বাম থেকে পঞ্চম)। ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তারিখের সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে পরিকল্পনা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ জিয়াউল ইসলাম (বামে), ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (ডান থেকে সপ্তম), সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (বাম থেকে দ্বিতীয়), পরিচালক সর্বজনাব ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম (ডান থেকে ষষ্ঠ), হুমায়ুন রশিদ (ডান থেকে দ্বিতীয়), ইমরান আহমেদ (ডান থেকে পঞ্চম), খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (ডান থেকে চতুর্থ), কে এম এন মঞ্জুরুল হক (বাম থেকে চতুর্থ), মোঃ আলাউদ্দিন মালিক (ডান থেকে অষ্টম), রিয়াদ হোসেন (ডান থেকে তৃতীয়) এবং মহাসচিব এএইচএম জনাব রেজাউল কবির (ডানে) উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের মাননীয় গভর্ণর জনাব ফজলে কবির (ডান থেকে সপ্তম) কে শুভেচ্ছা ক্রেস্ট উপহার দিচ্ছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বাম থেকে নবম)। ১৪ মার্চ, ২০১৭ তারিখের সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (ডান থেকে ষষ্ঠ), সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (বাম থেকে অষ্টম), পরিচালক সর্বজনাব ইমরান আহমেদ (বাম থেকে চতুর্থ), খন্দকার আব্দুল মোক্তাদির (বাম থেকে দ্বিতীয়), খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (বাম থেকে তৃতীয়), কে এম এন মঞ্জুরুল হক (ডান থেকে দ্বিতীয়), খন্দ. রাশেদুল আহসান (বাম থেকে পঞ্চম), মোঃ আলাউদ্দিন মালিক (বাম থেকে সপ্তম), রিয়াদ হোসেন (বাম থেকে ষষ্ঠ), মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (বামে), বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ডেপুটি গভর্ণর জনাব এস কে সুর চৌধুরী (ডান থেকে তৃতীয়) সহ বাংলাদেশ ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নজিবুর রহমান (ডানে) এর সাথে সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই-এর সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (ডান থেকে দ্বিতীয়)। ০৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তারিখের অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (ডান থেকে তৃতীয়), সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (ডান থেকে চতুর্থ), পরিচালক সর্বজনাব আসিফ এ চৌধুরী (ডান থেকে পঞ্চম), হোসেন আখতার (ডান থেকে অষ্টম), ইমরান আহমেদ (ডান থেকে নবম), খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (ডান থেকে ত্রয়োদশ), খন্দ. রাশেদুল আহসান (ডান কে ষষ্ঠ), মামুন আকবর (ডান থেকে দশম), মোঃ আলাউদ্দিন মালিক (ডান থেকে সপ্তম), রিয়াদ হোসেন (ডান থেকে দ্বাদশ) এবং প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ও আহ্বায়ক জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ (ডান থেকে এগারতম) এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথিউরিটি (বিডা)'র নির্বাহী চেয়ারম্যান কাজী এম আমিনুল ইসলাম (বাম থেকে চতুর্থ) কে "ঢাকার বাণিজ্যিক ইতিহাস" গ্রন্থ উপহার দিচ্ছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বাম থেকে তৃতীয়)। ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তারিখে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (বাম থেকে দ্বিতীয়), সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (ডান থেকে চতুর্থ), মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডান থেকে তৃতীয়) সহ বিডা'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেটে অন্তর্ভূক্তির জন্য ঢাকা চেম্বারের প্রস্তাবনাসমূহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নজিবুর রহমান (ডানে) এর নিকট পেশ করছেন ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (ডান থেকে দ্বিতীয়)। ১৩ মার্চ, ২০১৭ তারিখে ডিসিসিআই'র উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (ডান থেকে তৃতীয়), সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (ডান থেকে চতুর্থ), পরিচালক সর্বজনাব আসিফ এ চৌধুরী (ডান থেকে ষষ্ঠ), ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম (ডান থেকে নবম), ইমরান আহমেদ (ডান থেকে অষ্টম), কে এম এন মঞ্জুরুল হক (ডান থেকে দশম), মোঃ আলাউদ্দিন মালিক (ডান থেকে পঞ্চম) এবং প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ও আহ্বায়ক জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ (ডান থেকে সপ্তম) এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন এবং আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ-এর চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন (বামে) কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (ডান থেকে দ্বিতীয়)। ২২ জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখে ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (ডানে) এবং সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (বাম থেকে দ্বিতীয়) এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

মাননীয় সংসদ সদস্য ও মধুমতি ব্যাংক লিমিটেড-এর ইসি চেয়ারম্যান ব্যারিষ্টার শেখ ফজলে নূর তাপস (মাঝে) কে "ঢাকার বাণিজ্যিক ইতিহাস" গ্রন্থ উপহার দিচ্ছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বামে)। ৩০ অক্টোবর, ২০১৭ তারিখে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (ডানে) এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন এবং আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ'র চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন (বাম থেকে তৃতীয়) কে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন ডিসিসিআই'র সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (ডান থেকে চতুর্থ)। ৩০ অক্টোবর, ২০১৭ তারিখের অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই পরিচালক জনাব ওসমান গনি (ডান থেকে তৃতীয়), প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ (ডান থেকে দ্বিতীয়), আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ'র গ্রুপ ম্যানেজিং ডিরেক্টর জনাব মনোয়ার হোসেন (বামে) এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং ইউএনডিপি-বাংলাদেশ যৌথভাবে আয়োজিত "ইমপ্যাক্ট বাংলাদেশ ফোরাম ২০১৭"-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান, এমপি (বামে)। ২৯ অক্টোবর, ২০১৭ তারিখের অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বাম থেকে দ্বিতীয়), এফবিসিসিআই'র সভাপতি জনাব মোঃ শফিউল ইসলাম (মহিউদ্দিন) (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং ইউএনডিপি-বাংলাদেশ'র ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর মিসেস কিওকো ইউকোসুকা (ডানে) এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং ইউএসএআইডি যৌথভাবে আয়োজিত "পাট হতে পরিবেশবান্ধব পাল্প ও কাগজ প্রস্তুত" বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী মির্জা আজম (ডান থেকে তৃতীয়)। ১৩ মে, ২০১৭ তারিখের অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বাম থেকে পঞ্চম), উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (বাম থেকে তৃতীয়), সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (বাম থেকে দ্বিতীয়), পরিচালক জনাব ইমরান আহমেদ (বামে), বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ ফজলে ওয়াহিদ খন্দকার (বাম থেকে চতুর্থ), বাংলাদেশ পাট গবেষণা কেন্দ্রের মহাপরিচালক ড. মানজুরুল আলম (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং বিজেএমসি'র প্রাক্তন পরিচালক জনাব বাবুল চন্দ্র রায় (ডানে) এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত "ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে দেশীয় ব্যবস্থাপকদের দক্ষতা বৃদ্ধি" শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন প্রবাসী কল্যাণ এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব নূরুল ইসলাম বিএসসি (ডান থেকে তৃতীয়)। ০৭ অক্টোবর, ২০১৭ তারিখের অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বাম থেকে চতুর্থ), সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (বাম থেকে তৃতীয়), পরিচালক সর্বজনাব খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (বাম থেকে দ্বিতীয়), মোঃ আলাউদ্দিন মালিক (বামে), ন্যাশনাল স্কিলস ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল (এনএসডিসি)'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব এ বি এম খোরশেদ আলম (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (টেকনিক্যাল অ্যান্ড মাদরাসা ডিভিশন) জনাব অশোক কুমার বিশ্বাস (ডানে) এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং ইকোনোমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) যৌথভাবে আয়োজিত "রোড টু ২০৩০ ঃ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কৌশল নির্ধারণ" বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান, এমপি (ডান থেকে চতুর্থ)। ২০ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখের অনুষ্ঠানে বেজা'র নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব পবন চৌধুরী (বাম থেকে চতুর্থ), দি ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস'র সম্পাদক জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন (ডানে), ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বাম থেকে পঞ্চম), উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (বাম থেকে তৃতীয়), সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (বাম থেকে দ্বিতীয়), পরিচালক জনাব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক (বামে), প্রাক্তন সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং ইআরএফ'র সভাপতি জনাব সাইফ ইসলাম দিলাল (ডান থেকে তৃতীয়) এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত "চট্টগ্রাম বন্দরের বর্তমান অবস্থা ও উত্তরণের উপায়" শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন চট্টগ্রাম বন্দরের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল এম খালেদ ইকবাল (ডান থেকে দ্বিতীয়)। ২৯ জুলাই, ২০১৭ তারিখের অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বাম থেকে তৃতীয়), উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (ডানে), সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (বামে) এবং পরিচালক জনাব আসিফ এ চৌধুরী (বাম থেকে দ্বিতীয়) এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা চেম্বার আয়োজিত "জ্বালানি নিরাপত্তা ২০৩০ ঃ চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা" শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন জাতীয় সংসদের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত "ব্লু ইকোনোমি ঃ নতুন দিগন্ত, নতুন সম্ভাবনা" শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (ডান থেকে পঞ্চম)। ২৭ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখের অনুষ্ঠানে মাননীয় পানিসম্পদ মন্ত্রী জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, এম.পি (ডান থেকে চতুর্থ), বাংলাদেশ নিযুক্ত থাইল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত পানপিমুন সোয়ানাপুনসে (ডান থেকে তৃতীয়), মালয়েশিয়ার রাষ্ট্রদূত নূর আসহিকিন বিনতে তাইয়িব (ডান থেকে দ্বিতীয়), ব্রুনাই দারুসসালাম-এর রাষ্ট্রদূত মাসুরাই মাসরি (ডানে), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মেরিটাইম ইউনিট-এর সচিব রিয়ার এ্যাডমিরাল মোঃ খুরশেদ আলম (বাম থেকে তৃতীয়), উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (বাম থেকে দ্বিতীয়), পরিচালক ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম (বামে) এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

"ডিসিসিআই ট্যাক্স গাইড ২০১৭-১৮"-এর মোড়ক উন্মোচন করছেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নজিবুর রহমান (ডান থেকে চতুর্থ) ২০ অক্টোবর ২০১৭ তারিখের অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (ডান থেকে তৃতীয়), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (বাম থেকে দ্বিতীয়), সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (বামে), এনবিআরের সদস্য (আয়কর নীতি) জনাব পারভেজ ইকবাল (বাম থেকে তৃতীয়), সদস্য (কর প্রশাসন) জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডানে) উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা চেম্বার আয়োজিত "ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন ২০১৫ এবং এর অর্থনৈতিক প্রভাব" বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল'র চেয়ারম্যান জনাব সি কিউ কে মোশতাক আহমেদ (ডান থেকে তৃতীয়)। ২৩ অক্টোবর, ২০১৭ তারিখের অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বাম থেকে পঞ্চম), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (বাম থেকে তৃতীয়), পরিচালক সর্বজনাব মামুন আকবর (বাম থেকে দ্বিতীয়), মোঃ আলাউদ্দিন মালিক (বামে), বাংলাদেশ ব্যাংক-এর পরিচালক ও ডিসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতি জনাব আফতাব উল ইসলাম, এফসিএ (বাম থেকে চতুর্থ), আইএবি'র সভাপতি জনাব আদিব হোসেন খান, এফসিএ (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং আইসিএমএবি'র সভাপতি জনাব জামাল আহমদে চৌধুরী, এফসিএমএ (ডানে) এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি) যৌথভাবে আয়োজিত "ঢাকা'র অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা" শীর্ষক স্টেকহোল্ডার ডায়ালগে বক্তব্য রাখছেন পিপিআরসি'র নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. হোসেন জিল্লুর রহমান (ডান থেকে তৃতীয়)। ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তারিখের অনুষ্ঠানে বিশ্বব্যাংকের দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের প্রধান অর্থনীতিবীদ মার্টিন রামা (ডান থেকে দ্বিতীয়), ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বাম থেকে চতুর্থ), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (বাম থেকে তৃতীয়), সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং পাবলিক হেলথ এ্যাকটিভিস্ট এবং সার্জিক্যাল স্পেশালিষ্ট ড. জাফরউল্ল্যাহ (বামে) এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবস-২০১৭ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) এবং ঢাকা চেম্বার যৌথভাবে আয়োজিত "এ্যাক্রেডিটেশন ঃ নির্মাণ এবং নির্মান পরিবেশের আস্থা বৃদ্ধি" বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান (বামে)। ৮ জুন, ২০১৭ তারিখের অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বাম থেকে তৃতীয়), শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, এনডিসি (ডান থেকে দ্বিতীয়), বিএবি'র মহাপরিচালক জনাব মোঃ আবু আব্দুল্লাহ (ডানে) এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মোঃ শফিউল বারী (বাম থেকে দ্বিতীয়) এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত "এসডিজি থেকে বেসরকারীখাতের ব্যবসায়িক সম্ভাবনার কৌশল নির্ধারণ" বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক প্রধান সমন্বয়কারী জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ (ডান থেকে তৃতীয়)। ১ মার্চ, ২০১৭ তারিখের অনুষ্ঠানে পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার পিপিআরসি'র নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. হোসেন জিল্লুর রহমান (বাম থেকে তৃতীয়), পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ড. শামসুল আলম (ডান থেকে দ্বিতীয়), ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বাম থেকে চতুর্থ), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (বাম থেকে দ্বিতীয়), সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (বামে) এবং প্রাক্তন সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (ডানে) উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়েজিত "আয়কর এবং ভ্যালু এ্যাডেড ট্যাক্স (ভ্যাট)" বিষয়ক ওয়ার্কশপে বক্তব্য রাখছেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নজিবুর রহমান (বামে)। ২২ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখের অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই জনাব সভাপতি আবুল কাসেম খান (বাম থেকে চতুর্থ), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (বাম থেকে তৃতীয়), সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (বাম থেকে দ্বিতীয়), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এর সদস্য (ভ্যাট) ব্যারিষ্টার জাহাঙ্গীর হোসেন (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং সদস্য (ট্যাক্স) জনাব পারভেজ ইকবাল (ডানে) উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বাম থেকে চতুর্থ), বাংলাদেশে নিযুক্ত তুরস্কের রাষ্ট্রদূত মান্যবর দেভরিম ওজতুর্ক (বাম থেকে ষষ্ঠ) কে ক্রেষ্ট উপহার দিচ্ছেন। ২০ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখের সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে বাংলাদেশস্থ তুরস্ক দূতাবাসের কমার্শিয়াল কাউন্সিলর জনাব মুরাত ইয়ারাত (ডান থেকে দশম), ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (বাম থেকে অষ্টম), সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (বাম থেকে তৃতীয়), পরিচালক সর্বজনাব ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম (ডান থেকে সপ্তম), ইমরান আহমেদ (ডানে), কে এম এন মঞ্জুরুল হক (বাম থেকে সপ্তম), মামুন আকবর (ডান থেকে ষষ্ঠ), মোঃ আলাউদ্দিন মালিক (ডান থেকে নবম), রিয়াদ হোসেন (বামে), প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুস সালাম (ডান থেকে অষ্টম), প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব আবসার করিম চৌধুরী (বাম থেকে পঞ্চম), জনাব এম আবু হোরায়রাহ (ডান থেকে চতুর্থ), প্রাক্তন পরিচালক জনাব এম এ বাতেন (ডান থেকে দ্বিতীয়), জনাব এম বশির উল্ল্যাহ ভূঁইয়া (ডান থেকে পঞ্চম) এবং প্রাক্তন পরিচালক জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (বাম থেকে দ্বিতীয়) উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (ডান থেকে তৃতীয়), বাংলাদেশস্থ জাইকা'র আবাসিক প্রতিনিধি টাকাটোসি নিশিকাতা (বামে) কে "ঢাকার বাণিজ্যিক ইতিহাস" গ্রন্থ উপহার দিচ্ছেন। ২৩ জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখের সাক্ষাৎকারে ডিসিসিআই পরিচালক সর্বজনাব ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম (ডান থেকে চতুর্থ), সেলিম আকতার খান (বাম থেকে দ্বিতীয়), আহ্বায়ক জনাব নূহের লতিফ খান (বাম থেকে তৃতীয়) এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডানে) এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (ডান থেকে চতুর্থ), বাংলাদেশস্থ জাইকা'র আবাসিক প্রতিনিধি জনাব কেই কাওয়ানো (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে ক্রেস্ট উপহার দিচ্ছেন। ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (ডান থেকে তৃতীয়), পরিচালক সর্বজনাব মামুন আকবর (বাম থেকে চতুর্থ), খন্দ. রাশেদুল আহসান (বাম থেকে তৃতীয়), ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম (বাম থেকে দ্বিতীয়) এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ঢাকা চেম্বার এবং এস আর এশিয়া বাংলাদেশ যৌথভাবে আয়োজিত "বাংলাদেশে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানসমূহে সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রম জোরদার" বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান, এমপি (ডান থেকে তৃতীয়)। ০২ আগস্ট, ২০১৭ তারিখের অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বাম থেকে তৃতীয়), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (বাম থেকে দ্বিতীয়), পরিচালক জনাব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক (বামে), এস আর এশিয়া বাংলাদেশ-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর মিসেস সুমাইয়া রশিদ (ডানে) এবং এমসিসিআই'র সহ-সভাপতি জনাব গোলাম মহিউদ্দিন (ডান থেকে দ্বিতীয়) এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (ডান থেকে দশম), শ্রীলংকা'র শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব রিশাদ বাথিউদ্দিন (বাম থেকে অষ্টম) কে ক্রেস্ট উপহার দিচ্ছেন। ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তারিখের সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত শ্রীলংকার রাষ্ট্রদূত মিসেস ইয়াসোজা গুনাসেকেরা (বাম থেকে ষষ্ঠ), ডিসিসিআই'র সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (বাম থেকে দশম), পরিচালক সর্বজনাব ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম (ডান থেকে অষ্টম), হোসেন আখতার (ডান থেকে পঞ্চম), হুমায়ুন রশিদ (ডান থেকে দ্বিতীয়), ইমরান আহমেদ (ডান থেকে চতুর্থ), খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (ডান থেকে তৃতীয়), কে এম এন মঞ্জুরুল হক (ডান থেকে ষষ্ঠ), মামুন আকবর (ডান থেকে নবম), প্রাক্তন পরিচালক জনাব রিজওয়ান উর রহমান (ডানে) এবং শ্রীলংকা-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর সভাপতি জনাব নাজিথ মুয়ানাগে (ডান থেকে সপ্তম) এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশস্থ শ্রীলংকার রাষ্ট্রদূত মিসেস ইয়াসোজা গুনাসেকারা (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে "ঢাকার বাণিজ্যিক ইতিহাস" গ্রন্থ উপহার দিচ্ছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (ডান থেকে দ্বিতীয়)। ৪ জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখের সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই প্রাক্তন পরিচালক জনাব রিজওয়ান উর রহমান (ডানে) এবং শ্রীলংকা বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর সভাপতি জনাব নাজিথ মুয়ানাগে (বামে) উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

ওয়েলস-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের চেয়ারম্যান জনাব দিলাবর এ হোসেন (ডান থেকে ষষ্ঠ) কে ক্রেস্ট উপহার দিচ্ছেন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (ডান থেকে অষ্টম)। ২৫ জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (বাম থেকে অষ্টম), সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (ডান থেকে সপ্তম), পরিচালক সর্বজনাব ইমরান আহমেদ (বাম থেকে চতুর্থ), খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (বাম থেকে পঞ্চম), খন্দ. রাশেদুল আহসান, (বাম থেকে তৃতীয়), মামুন আকবর (বাম থেকে সপ্তম), মোঃ আলাউদ্দিন মালিক (বাম থেকে ষষ্ঠ), মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং ওয়েলস চেম্বারের প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং মালয়েশিয়ার কুচিং চাইনীজ জেনারেল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র প্রতিনিধিদলের মধ্যকার বাণিজ্য আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (ডান থেকে তৃতীয়)। ১১ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখের অনুষ্ঠানে মালয়েশিয়া সরকারের কৃষি আধুনিকায়ন বিষয়ক সহকারী মন্ত্রী জনাব ওয়াই বি এনসিক ম্যালকম মুসেন (ডান থেকে দ্বিতীয়), প্রতিনিধিদলের নেতা ড. ক্রিস্টোফার গুই সু লিং (ডানে), ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম (বাম থেকে চতুর্থ), সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (বাম থেকে তৃতীয়), পরিচালক সর্বজনাব ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং ইমরান আহমেদ (বামে) এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (ডান থেকে নবম), বাংলাদেশ সফররত ইন্ডিয়ান মুসলিম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর চেয়ারম্যান জনাব দাউদ খান (ডান থেকে অষ্টম) কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। ১৬ জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখের মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (বাম থেকে অষ্টম), সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (বাম থেকে সপ্তম), পরিচালক সর্বজনাব ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম (বাম থেকে ষষ্ঠ), ইমরান আহমেদ (বাম থেকে পঞ্চম), খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (বাম থেকে তৃতীয়), খন্দ. রাশেদুল আহসান (বাম থেকে চতুর্থ), মোঃ আলাউদ্দিন মালিক (বাম থেকে নবম), মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং ইন্ডিয়ান মুসলিম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

নাইজেরিয়ায় নবনিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত কাজী শরিফ (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে ক্রেস্ট উপহার দিচ্ছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বাম থেকে দ্বিতীয়)। ১৯ জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখে ডিসিসিআই পরিচালক ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম (ডানে) এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (বামে) এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ভারতে নিযুক্ত রুয়ান্ডার রাষ্ট্রদূত আর্নেস্ট রাওয়ামুচু (ডান থেকে চতুর্থ) কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (ডান থেকে পঞ্চম)। ২০ জুলাই, ২০১৭ তারিখের সাক্ষাৎকারে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (ডান থেকে তৃতীয়), পরিচালক সর্বজনাব আসিফ এ চৌধুরী (বাম থেকে চতুর্থ), হুমায়ুন রশিদ (বাম থেকে দ্বিতীয়), খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (বাম থেকে তৃতীয়), মামুন আকবর (ডান থেকে দ্বিতীয়) সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (ডান থেকে তৃতীয়), দক্ষিণ কোরিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মিসেস আবিদা ইসলাম (ডান থেকে চতুর্থ) কে ক্রেষ্ট উপহার দিচ্ছেন। ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখের সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (বাম থেকে চতুর্থ), পরিচালক সর্বজনাব হুমায়ুন রশিদ (বাম থেকে দ্বিতীয়), খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (বামে), ওসমান গনি (বাম থেকে তৃতীয়), খন্দ. রাশেদুল আহসান (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডানে) এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

বাংলাদেশস্থ চীনা দূতাবাসের কমার্শিয়াল কাউন্সিলর জনাব লি গুয়াংজুন (বাম থেকে ষষ্ঠ) কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বাম থেকে পঞ্চম)। ২১ আগস্ট, ২০১৭ তারিখের সৌজন্য সাক্ষাতে ডিসিসিআই পরিচালক ও প্রাক্তন সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (ডান থেকে পঞ্চম), পরিচালক সর্বজনাব ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম (বাম থেকে তৃতীয়), ইমরান আহমেদ (বামে), খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (বাম থেকে দ্বিতীয়), মামুন আকবর (বাম থেকে চতুর্থ), মোঃ আলাউদ্দিন মালিক (ডান থেকে দ্বিতীয়), সেলিম আকতার খান (ডান থেকে তৃতীয়), খন্দ. রাশেদুল আহসান (ডান থেকে চতুর্থ) এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডানে) এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশস্থ মার্কিন দূতাবাসের ইকোনোমিক ও কমার্শিয়াল কর্মকর্তা এ্যাডুয়ার্ডু গার্সিয়া (ডানে) কে "ঢাকার বাণিজ্যিক ইতিহাস" গ্রন্থ উপহার দিচ্ছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বামে)।

বাংলাদেশস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের কমার্শিয়াল সেক্রেটারি জনাব মোহাম্মদ সুলেমান খান (ডান থেকে তৃতীয়), ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (বাম থেকে দ্বিতীয়), সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (ডান থেকে দ্বিতীয়), পরিচালক জনাব মামুন আকবর (বামে) এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডানে) কে ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সাক্ষাৎকার পরবর্তী ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (ডান থেকে চতুর্থ), যুক্তরাজ্যের বোস্টন-এর মেয়র জনাব পারভেজ আহমেদ (বাম থেকে চতুর্থ) কে "ঢাকার বাণিজ্যিক ইতিহাস" গ্রন্থ উপহার দিচ্ছেন। ১১ জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখের সাক্ষাতে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি সর্বজনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (ডান থেকে তৃতীয়), সহ-সভাপতি হোসেন এ সিকদার (বাম থেকে দ্বিতীয়), পরিচালক মামুন আকবর (বামে), ওসমান গনি (ডান থেকে দ্বিতীয়), প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এম এস সেকিল চৌধুরী (বাম থেকে তৃতীয়) এবং মহাসচিব এএইচএম রেজাউল কবির (ডানে) এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (ডান থেকে দ্বিতীয়), চীনের লিওনিং প্রদেশের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বৈদেশিক বিনিয়োগ বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর জনাব হেনরি (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে "কমার্শিয়াল হিস্ট্রি অব ঢাকা" গ্রন্থ উপহার দিচ্ছেন। ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখের সাক্ষাতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (ডানে) এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (বামে) এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড (বিটিবি) এর মধ্যকার সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের পর তা হস্তান্তর করছেন ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (বাম থেকে চতুর্থ) এবং বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব আখতারুজ জামান কবির (ডান থেকে চতুর্থ)। ১১ জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখের সমঝোতা স্বারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বাম থেকে ষষ্ঠ), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (বাম থেকে পঞ্চম), সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (ডান থেকে পঞ্চম), পরিচালক সর্বজনাব ইমরান আহমেদ (বাম থেকে দ্বিতীয়), খন্দ. রাশেদুল আহসান (বাম থেকে তৃতীয়), মামুন আকবর (ডান থেকে তৃতীয়), ওসমান গনি (বামে), প্রাক্তন পরিচালক জনাব মোত্তার হোসেন চৌধুরী (ডান থেকে দ্বিতীয়), প্রাক্তন আহ্বায়ক জনাব সুমন তালুকদার (ডানে) এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

১৭ জুলাই, ২০১৭ তারিখে ডিসিসিআই এবং ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টার (আইটিসি) যৌথভাবে আয়োজিত "ই-কমার্সের মাধ্যমে চীনে রপ্তানি বৃদ্ধি" বিষয়ক দু'দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালার প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দের সাথে বাংলাদেশ নিযুক্ত চীন দূতাবাসের ইকোনোমিক ও কমার্শিয়াল কাউন্সিল লি গুয়াংজুন (বসা, বাম থেকে চতুর্থ), ডিসিসিআই সভাপতি আবুল কাসেম খান (বসা, ডান থেকে তৃতীয়), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি কামরুল ইসলাম, এফসিএ (বসা, ডান থেকে দ্বিতীয়), সহ-সভাপতি হোসেন এ সিকদার (বসা ডানে), মহাসচিব এএইচএম রেজাউল কবির (বসা বামে), ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টার (আইটিসি)'র প্রশিক্ষক মোহাম্মদ ইস ফিহ (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং প্রাক্তন পরিচালক জনাব একেডি খায়ের মোহাম্মদ খান এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ইউনিডো'র প্রতিনিধি রেনি ভ্যান বারকেল (ডান থেকে তৃতীয়) এর সাথে মতবিনিময় করছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বাম থেকে চতুর্থ)। ১ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি হোসেন এ সিকদার (ডান থেকে দ্বিতীয়), পরিচালক মামুন আকবর (ডানে) এবং মহাসচিব এএইচএম রেজাউল কবির (বামে) উপস্থিত ছিলেন।

দি ইন্সটিটিউট অফ ইন্টারনাল অডিটরস্ বাংলাদেশ-এর নবনির্বাচিত সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (বাম থেকে অষ্টম) কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (ডান থেকে সপ্তম)। ১৯ অক্টোবর, ২০১৭ তারিখে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (ডান থেকে পঞ্চম), পরিচালক সর্বজনাব আসিফ এ চৌধুরী (ডান থেকে অষ্টম), ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম (বাম থেকে তৃতীয়), ইমরান আহমেদ (বামে), খন্দ. রাশেদুল আহসান (ডান থেকে তৃতীয়), মামুন আকবর (ডান থেকে চতুর্থ), মোঃ আলাউদ্দিন মালিক (বাম থেকে দ্বিতীয়), সেলিম আকতার খান (বাম থেকে সপ্তম), প্রাক্তন সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে ষষ্ঠ) সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

চীনের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের দলনেতা কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (বাম থেকে ষষ্ঠ)। ২৩ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত বৈঠকে ডিসিসিআই'র প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ (বাম থেকে পঞ্চম), প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব এম আবু হোরায়রাহ (বাম থেকে চতুর্থ), মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডান থেকে অষ্টম) এবং প্রতিনিধিদলের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বাম থেকে চতুর্থ), বেলজিয়াম পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক প্রতিনিধি পিটার ক্লেইস (ডান থেকে চতুর্থ), বাংলাদেশস্থ বেলজিয়াম দূতাবাসের কনস্যুলার গুইলুমে চুকুট (ডান থেকে তৃতীয়), ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (বাম থেকে তৃতীয়), সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (বাম থেকে দ্বিতীয়), পরিচালক সর্বজনাব ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম (ডান থেকে দ্বিতীয়), খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (বামে) এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডানে) ১৯ জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান পরবর্তী ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (ডান থেকে পঞ্চম), সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (বাম থেকে পঞ্চম), পরিচালক জনাব আসিফ এ চৌধুরী (ডান থেকে চতুর্থ) এবং কোরিয়ার বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ কে ২০ মার্চ, ২০১৭ তারিখে সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান পরবর্তী ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বাম থেকে পঞ্চম), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (বাম থেকে তৃতীয়), সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (ডান থেকে চতুর্থ), মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (বাম থেকে দ্বিতীয়), বিশ্বব্যাংক গ্রুপের ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর স্পেশালিষ্ট পিয়েরে লরেন্ট চাটিয়ান (বাম থেকে চতুর্থ), ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর এনালিষ্ট ক্যারুল কারপিনসিক (ডানে) সহ অন্যান্যদের ১২ জুলাই, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত মতিবিনিময় সভা পরবর্তী ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং ইউনাইটেড ন্যাশনস্ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউএনডিপি'র) মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের পর তা হস্তান্তর করছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (ডান থেকে সপ্তম) এবং ইউএনডিপি'র কান্ট্রি ডিরেক্টর জনাব সুদীপ্ত মুখার্জী (বাম থেকে পঞ্চম)। ০৮ আগস্ট ২০১৭ তারিখের অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (ডান থেকে পঞ্চম), পরিচালক সর্বজনাব আসিফ এ চৌধুরী (ডান থেকে অষ্টম), ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম (ডান থেকে ষষ্ঠ), খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (ডান থেকে তৃতীয়), কে এম এন মঞ্জুরুল হক (ডান থেকে দ্বিতীয়), সেলিম আকতার খান (ডান থেকে চতুর্থ), মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডানে) এবং ইউএনডিপি'র ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (ডান থেকে দ্বিতীয়), সহ-সভাপতি জনাব হোসেন সিকদার (ডানে), মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (বামে), নেদারল্যান্ডস-এর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সেন্টার ফর দি প্রমোশন অফ ইমপোর্টস ফ্রম ডেভেলপিং কান্ট্রিজ (সিবিআই)'র প্রোগ্রাম ম্যানেজার জনাব হুগো ভারহোভেন (মাঝে) কে ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তারিখে ঢাকা চেম্বার এবং চীনের লিজেং পোর্ট অফিস-এর মধ্যকার বাণিজ্য আলোচনায় ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (বামে), সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (বাম থেকে দ্বিতীয়), চীনের লিজেং পোর্ট অফিস-এর পরিচালক সাই লিনসাই (ডান থেকে দ্বিতীয়), ডিসিসিআই পরিচালক সর্বজনাব খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (বাম থেকে তৃতীয়), কে এম এন মঞ্জুরুল হক (বাম থেকে ষষ্ঠ), মামুন আকবর (বাম থেকে চতুর্থ), মোঃ আলাউদ্দিন মালিক (বাম থেকে পঞ্চম), মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (বাম থেকে সপ্তম) এবং চীনের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

আইসিসি বাংলাদেশ আয়োজিত "এশিয়া প্যাসিফিক বিজনেস ফোরাম"-এর "ইকোনোমিক আউটলুক অ্যান্ড কী পলিসি চ্যালেঞ্জেস ইন ইমার্জিং এশিয়া" শীর্ষক সেশনে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (ডান থেকে দ্বিতীয়)। ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তারিখের অনুষ্ঠানে অর্গানাইজেশন ফর ইকোনোমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (ওইসিডি) ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের এশিয়া বিভাগের প্রধান কেনসুকি টানাকা (ডান থেকে তৃতীয়), সিপিডি'র অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম (ডানে), ইউএনএসকাপ-এর অর্থনীতি বিষয়ক কর্মকর্তা মাসাতু এ্যাবে (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং এডিবি ইন্সটিটিউট-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড. নাওইয়াকী ইয়াসহিনো (বাম থেকে তৃতীয়) এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

হংকং-এর বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স'র সহ-সভাপতি জনাব মোঃ ইসহাক আলী সরকার (বাম থেকে চতুর্থ) কে "ঢাকার বাণিজ্যিক ইতিহাস" গ্রন্থ উপহার দিচ্ছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (ডান থেকে পঞ্চম)। ৭ আগস্ট, ২০১৭ তারিখের বৈঠকে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (ডান থেকে চতুর্থ), পরিচালক সর্বজনাব খন্দ. রাশেদুল আহসান (ডান থেকে তৃতীয়), মামুন আকবর (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডানে) সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ঢাকা চেম্বারের ২০১৭ সালের সমন্বয়কারী পরিচালক, আহ্বায়ক এবং যুগ্ম-আহ্বায়কদের সমন্বয় বিষয়ক সভায় বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতি জনাব মাহবুবুর রহমান (ডান থেকে সপ্তম)। ৭ জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখের অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বাম থেকে চতুর্থ), উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (ডান থেকে পঞ্চম), সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (ডান থেকে চতুর্থ), প্রাক্তন সভাপতি সর্বজনাব এ এস এম কাসেম (বাম থেকে তৃতীয়), এম এইচ রহমান (বাম থেকে দ্বিতীয়), আফতাব-উল ইসলাম, এফসিএ (ডান থেকে ষষ্ঠ), বেনজির আহমেদ (বামে), পরিচালক সর্বজনাব ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম (ডান থেকে তৃতীয়), হোসেন আখতার (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং হুমায়ুন রশিদ (ডানে) এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই প্রাক্তন সভাপতি সর্বজনাব এম এ সাত্তার (বাম থেকে তৃতীয়), মাহবুবুর রহমান (বাম থেকে দ্বিতীয়), এ এস এম কাসেম (ডান থেকে দ্বিতীয়), সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (ডান থেকে তৃতীয়), পরিচালক ও প্রাক্তন সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (ডানে), সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ বাংলাদেশ-এর চেয়ারম্যান ডঃ মিজানুর রহমান শেলী (বামে) ৮ আগস্ট, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত "ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন"-এর সভায় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বাম থেকে ষষ্ঠ) "ব্রেইন স্টর্মিং সেশন"-এ বক্তব্য রাখছেন। ২১ জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখের আয়োজিত সভায় ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (ডান থেকে ষষ্ঠ), পরিচালক সর্বজনাব ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম (বাম থেকে দ্বিতীয়), ইমরান আহমেদ (বাম থেকে পঞ্চম), খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (বামে), কে এম এন মঞ্জুরুল হক (বাম থেকে তৃতীয়), খন্দ. রাশেদুল আহসান (ডান থেকে তৃতীয়), মামুন আকবর (ডান থেকে পঞ্চম), ওসমান গনি (বাম থেকে চতুর্থ) অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

"২০১৭ সালে ঢাকা চেম্বারের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা" নিয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (ডান থেকে চতুর্থ)। ২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তারিখের সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (ডান থেকে তৃতীয়), সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (বাম থেকে তৃতীয়), পরিচালক সর্বজনাব ইমরান আহমেদ (ডানে), আসিফ এ চৌধুরী (ডান থেকে দ্বিতীয়), মামুন আকবর (বামে) এবং খন্দ. রাশেদুল আহসান (বাম থেকে দ্বিতীয়) অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা চেম্বার আয়োজিত "জাতীয় বাজেট ২০১৭-১৮" -এর উপর সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (ডান থেকে চতুর্থ। ২৯ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (ডান থেকে তৃতীয়), পরিচালক সর্বজনাব আসিফ এ চৌধুরী (ডানে), ইমরান আহমেদ (বামে), মোঃ আলাউদ্দিন মালিক (বাম থেকে তৃতীয়), ওসমান গনি (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং রিয়াদ হোসেন (ডান থেকে দ্বিতীয়) উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (মাঝে), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (বাম থেকে চতুর্থ), সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (ডান থেকে পঞ্চম), পরিচালক সর্বজনাব হুমায়ন রশিদ (বামে), খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (বাম থেকে দ্বিতীয়), মোঃ আলাউদ্দিন মালিক (বাম থেকে তৃতীয়), মামুন আকবর (ডানে), প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ (ডান থেকে চতুর্থ), প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব এম আবু হোরায়রাহ (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে ০১ জুন, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত "জাতীয় বাজেট ২০১৭-১৮" পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন সভাপতি মোঃ সবুর খান (বামে)-এর লেখা "এ জার্নি টুয়ার্ডস এন্টারপ্রেনারশীপ" গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (ডানে)। ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তারিখের অনুষ্ঠানে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলিকুজ্জামান (বাম থেকে দ্বিতীয়) চেয়ারপার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

১৯ জুলাই, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত "২০৩৫ সাল নাগাদ ঢাকা শহরের উন্নয়ন সম্ভাবনা" শীর্ষক কনফারেন্সে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বাম থেকে তৃতীয়)। রাজউক এর চেয়ারম্যান জনাব আব্দুর রহমান (বামে), হাতিরঝিল প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মেজর জেনারেল আবু সাঈদ মোঃ মাসুদ (বাম থেকে দ্বিতীয়) এ সময় অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বামে) ভারতের নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত "বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্য" বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য দিচ্ছেন। ৮ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখের অনুষ্ঠানে এমসিসিআই সভাপতি মিসেস নিহাদ কবির (বাম থেকে তৃতীয়) সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টার (বিয়াক) কর্তৃক ০৭ অক্টোবর, ২০১৭ তারিখে আয়োজিত "ডুইং বিজনেস ইনডেক্স ঃ এডিআর ইন ইফেক্টিভ এনফোর্সমেন্ট অফ কনট্রাক্টস" বিষয়ক সেমিনারে মাননীয় আইনমন্ত্রী জনাব আনিসুল হক (বাম থেকে চতুর্থ), বিয়াক'র চেয়ারম্যান জনাব মাহবুবুর রহমান (ডান থেকে চতুর্থ), বাংলাদেশ ব্যাংক'র গভর্নর জনাব ফজলে কবির (বাম থেকে তৃতীয়), বিডা'র নির্বাহী চেয়ারম্যান কাজী এম. আমিনুল ইসলাম (ডান থেকে তৃতীয়), ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বামে), এমসিসিআই সভাপতি মিসেস নিহাদ কবির (ডান থেকে দ্বিতীয়), আইসিসি-বাংলাদেশ'র সহ-সভাপতি জনাব লতিফুর রহমান (বাম থেকে দ্বিতীয়), বিয়াক'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ এ (রুমি) আলী (ডানে) এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) আয়োজিত "মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২" শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান। ১৭ জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখের অনুষ্ঠানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নজিবুর রহমান (ডান থেকে তৃতীয়), এফবিসিসিআই সভাপতি জনাব আব্দুল মাতলুব আহমাদ (ডান থেকে চতুর্থ) অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) আয়োজিত "ডেপুটি কমিশনার অফ ট্যাক্স (ডিসিটি) কনফারেন্স"-এ বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (ডানে)। ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তারিখের অনুষ্ঠানে এনবিআর চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নজিবুর রহমান (বাম থেকে চতুর্থ) এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (বাম থেকে তৃতীয়), পরিচালক জনাব রিয়াদ হোসেন (বাম থেকে দ্বিতীয়), মহাসচিব এএইচএম জনাব রেজাউল কবির (বামে), ই-কমার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ-এর সভাপতি জনাব রাজিব আহমেদ (ডান থেকে তৃতীয়) ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান পরবর্তী ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং ইউকে এইড-এর বিজনেস ফাইন্যান্স ফর দি পুওর ইন বাংলাদেশ (বিএফপি-বি) যৌথভাবে আয়োজিত "বাংলাদেশ এসএমই খাতের অর্থায়নে উদ্ভাবনী ফান্ড" বিষয়ক ওয়ার্কশপে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (বাম থেকে চতুর্থ)। ০৯ মে, ২০১৭ তারিখের কর্মশালায় ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (বাম থেকে তৃতীয়), পরিচালক জনাব ইমরান আহমেদ (বাম থেকে দ্বিতীয়), বিএফপি-বি'র টিম লিডার ক্রিস্টোফার অগাস্ট (ডান থেকে তৃতীয়), বিএফপি-বি'র ফান্ড ম্যানেজার জনাব মোঃ আরাফাত হোসেন (ডান থেকে দ্বিতীয়) সহ অন্যান্যরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বাম থেকে চতুর্থ), সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (ডান থেকে পঞ্চম), পরিচালক ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম (বাম থেকে দ্বিতীয়), বিশ্বব্যাংক গ্রুপের সিনিয়র ইকোনোমিষ্ট ড. এম মাশরুর রিয়াজ (ডান থেকে তৃতীয়), পিপিপি কার্যালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সৈয়দ আফসর এইচ উদ্দিন (ডান থেকে ষষ্ঠ), ঢাকা চেম্বারের মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (বামে) কে ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ব্রেইন স্টর্মিং সেশন পরবর্তী ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (ডানে), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (বামে) ৮ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে ভারতের নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত "ভারত বাংলাদেশ বিজনেস ফোরামে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

গত ২৮ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত বিনিয়োগ বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান।

৬ মার্চ, ২০১৭ তারিখে ইন্দোনেশিয়ার রাজধানীর জাকার্তায় অনুষ্ঠিত "দ্বিতীয় আইওআরএ বিজনেস সামিট"-এর ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (ডানে), এফবিসিসিআই সভাপতি জনাব আব্দুল মাতলুব আহমাদ (দ্বিতীয় সারিতে, ডান থেকে চতুর্থ), এমসিসিআই সভাপতি মিসেস নিহাদ কবির (দ্বিতীয় সারিতে ডান থেকে দ্বিতীয়) সহ অন্যান্য ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

এন্টারপ্রেনার্স অরগানাইজেশন (ইও) বাংলাদেশ চ্যাপ্টার আয়োজিত "ইও গ্লোবাল স্টুডেন্ট এন্টারপ্রেনিউরশিপ এ্যাওয়ার্ড" প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (ডান থেকে দ্বিতীয়)। ৩ মার্চ, ২০১৭ তারিখের অনুষ্ঠানে ফিকি'র সভাপতি মিসেস রূপালী চৌধুরী (বামে), বেসিস'র প্রাক্তন সভাপতি জনাব শামীম আহসান (বাম থেকে দ্বিতীয়) এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

মিউচুয়্যাল ট্রাষ্ট ব্যাংক-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব আনিস এ খান (বাম থেকে চতুর্থ), কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বাম থেকে তৃতীয়)। ৩ জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখের সাক্ষাৎকারে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (ডান থেকে চতুর্থ), মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (বাম থেকে দ্বিতীয়), অতিরিক্ত নির্বাহী পরিচালক, ডিবিআই কাজী মোঃ শকিকুর রহমান (ডান থেকে তৃতীয়) অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা চেম্বারের পক্ষ হতে ২১ ফেব্রুয়ারী ২০১৭ তারিখে আন্তর্জাতিক মার্তৃভাষা দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পন করছেন ডিসিসিআই'র সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং সুইজারল্যান্ড ভিত্তিক ট্রেসেল গ্রুপ ফাউন্ডেশন যৌথভাবে আয়োজিত বাংলাদেশের নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে দুদিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বাম থেকে দ্বিতীয়)। ৯ জুলাই, ২০১৭ তারিখের অনুষ্ঠানে দোহাটেক-এর চেয়ারম্যান মিসেস লুনা শামসুজ্জোহা (ডান থেকে দ্বিতীয়), এনভয় ওয়ার্ল্ড-এর সিইও রাল্ফ শোনেনবাখ (মাঝে), ট্রেসল গ্রুপ-এর প্রতিনিধি জিনেটি উইডম্যান (ডানে) এবং ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইএম রেজাউল কবির (বামে) উপস্থিত রয়েছেন।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম) যৌথভাবে আয়োজিত "টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বেসরকারী খাতের ভূমিকা" শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন তত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা প্রফেসর এ বি মির্জা মোঃ আজিজুল ইসলাম (বাম থেকে তৃতীয়)। ২৫ মে, ২০১৭ তারিখের অনুষ্ঠানে পিপিআরসি'র নির্বাহী চেয়ারম্যান এবং তত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান (ডান থেকে তৃতীয়), ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (ডান থেকে চতুর্থ), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)'র সাবেক চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ (বাম থেকে দ্বিতীয়), সিজেডএম'র চেয়ারম্যান জনাব নিয়াজ রহিম (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং সিইও ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া (ডানে) উপস্থিত রয়েছেন।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং ইউএসএআইডি এগ্রিকালচারাল ভ্যালু চেইন্স প্রজেক্ট (ডিএআই) যৌথভাবে আয়োজিত "রাসায়নিকমুক্ত আমের উৎপাদন ও বাজার সম্প্রসারণ" শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বাম থেকে চতুর্থ)। ২২ জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখের ছবিতে ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (বাম থেকে তৃতীয়), সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (বাম থেকে দ্বিতীয়), পরিচালক জনাব ইমরান আহমেদ (বামে), প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (ডান থেকে দ্বিতীয়), এগ্রোবেইজড স্ট্যান্ডিং কমিটির আহ্বায়ক জনাব মমিন উদ দৌলা (ডানে) এবং ডাই প্রকল্পের চীফ অফ পার্টি জনাব মাইকেল ফিল্ড (ডান থেকে তৃতীয়) এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং ইউএসএআইডি ভ্যালু চেইনস প্রজেক্ট (এভিসি) যৌথভাবে আয়োজিত "কৃষি খাতে বিকল্প অর্থায়নের সুযোগ" বিষয়ক কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বাম থেকে তৃতীয়)। ০৭ মে, ২০১৭ তারিখের অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংক-এর এসএমই বিভাগের মহাব্যবস্থাপক জনাব সপন কুমার রায় (বাম থেকে দ্বিতীয়), ইউএসএআইডি'র ভ্যালু চেইন প্রকল্পের প্রধান জনাব মাইকেল ফিল্ড (ডান থেকে তৃতীয়), ডিসিসিআই পরিচালক জনাব ইমরান আহমেদ (বামে), ডিসিসিআই প্রাক্তন সহ-সভাপতি ও টিম লিডার, ডিসিসিআই- এভিসি প্রজেক্ট জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং বিডি ভেঞ্চার লিমিটেড-এর ম্যানেজার (ইনভেস্টমেন্ট) জনাব মোঃ মাহাদি হোসেন (ডানে) উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং ডিসিসিআই-ডাই প্রজেক্ট যৌথভাবে আয়োজিত "ইন্ট্রোডাকশন অব বাংলাদেশ গ্লোবাল এগ্রিকালচার প্র্যাকটিস (গ্যাপ)" বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন ইউএসএআইডি'র ভ্যালু চেইন প্রকল্পের প্রধান জনাব মাইকেল ফিল্ড (ডান থেকে তৃতীয়)। ৩০ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখের অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই'র ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (বাম থেকে তৃতীয়), সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (বাম থেকে দ্বিতীয়), পরিচালক জনাব ইমরান আহমেদ (বামে), প্রাক্তন সহ-সভাপতি ও টিম লিডার, ডিসিসিআই-ডাই প্রজেক্ট জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং আহ্বায়ক জনাব নিয়ামত উল্ল্যাহ মজুমদার (ডানে) এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং ইউএসএআইডি'র এগ্রিকালচারাল ভ্যালু চেইনস (এভিসি) প্রজেক্ট যৌথভাবে আয়োজিত টমেটো সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরিচালক চৈতন্য কুমার দাস (ডান থেকে তৃতীয়)। ০৮ আগস্ট, ২০১৭ তারিখের অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (বাম থেকে তৃতীয়), পরিচালক জনাব ইমরান আহমেদ (বাম থেকে দ্বিতীয়), প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুস সালাম (বামে) এবং ডিসিসিআই'র প্রাক্তন সহ-সভাপতি ও ডিসিসিআই-ডাই প্রকল্পের টিম লিডার জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (ডান থেকে দ্বিতীয়) এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

১২ জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখে এগ্রি বিজনেস বুস্টার বাংলাদেশ-এর সহায়তায় ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং ইউএসএআইডি এগ্রিকালচার ভ্যালু চেইন প্রোগ্রাম (ডাই) যৌথভাবে আয়োজিত "কৃষি খাতে ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে ঋণ সহায়তা প্রদানে প্রতিবন্ধকতা ও সমাধান" শীর্ষক ওয়ার্কশপের ছবিতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (ডান থেকে চতুর্থ), প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (ডান থেকে দ্বিতীয়), সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব ইমরান আহমেদ (বাম থেকে দ্বিতীয়), মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডানে) এবং ইন্টারচার্চ অর্গানাইজেশন ফর ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন (আইসিসিও)' বাংলাদেশ-এর কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ টিসা সেমেলজার (ডান থেকে তৃতীয়) উপস্থিত রয়েছেন।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং ইউএসএআইডি'র এগ্রিকালচারাল ভ্যালু চেইনস (এভিসি) প্রজেক্ট যৌথভাবে আয়োজিত "নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ ও নীতিমালা কার্যকর" বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই'র পরিচালক ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম (ডান থেকে তৃতীয়)। ০৫ আগস্ট, ২০১৭ তারিখের কর্মশালায় ডিসিসিআই পরিচালক জনাব ইমরান আহমেদ (বাম থেকে চতুর্থ), প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুস সালাম (বাম থেকে তৃতীয়), প্রাক্তন পরিচালক জনাব নিয়াজ রহিম (ডানে), জনাব মোঃ শরফুদ্দিন (বাম থেকে দ্বিতীয়), মেজর (অবঃ) ইয়াদ আলী ফকির (বামে) এবং ডিসিসিআই'র প্রাক্তন সহ-সভাপতি ও ডিসিসিআই-ডাই প্রকল্পের টিম লিডার জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (ডান থেকে দ্বিতীয়) এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং ইউএসএআইডি'র এগ্রিকালচারাল ভ্যালু চেইনস (এভিসি) প্রজেক্ট যৌথভাবে আয়োজিত "আমের বাজারজাতকরণে নীতি সহায়ক পরিবেশ" বিষয়ক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মুন্সী শফিউল হক (বাম থেকে তৃতীয়)। ২৪ মে, ২০১৭ তারিখের অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই প্রাক্তন সহ-সভাপতি ও টিম লিডার, ডিসিসিআই-এভিসি প্রজেক্ট জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (ডান থেকে তৃতীয়), ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (বাম থেকে দ্বিতীয়), বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আব্দুর রহিম (ডান থেকে দ্বিতীয়), এম এ হাসেম (ডানে) উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ডিসিসিআই'র পরিচালক ও প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ (বাম থেকে দ্বিতীয়), মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডানে) ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিসিসিআই-এর মেটাবিল্ড প্রকল্পের কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এর অর্থায়নে পরিচালিত মেটাবিল্ড প্রজেক্ট যৌথভাবে আয়োজিত "ইস্পাত খাতে দক্ষ জ্বালানী ব্যবহারের মাধ্যমে দূষণমুক্ত উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ" বিষয়ক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই পরিচালক ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম (বাম থেকে তৃতীয়)। ২৬ আগস্ট, ২০১৭ তারিখের অনুষ্ঠানে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এর সুইচ এশিয়া প্রোগ্রাম এর কমিউনিকেশনস অ্যান্ড নেটওয়ার্ক এক্সপার্ট ড. উই উইবার (ডান থেকে তৃতীয়), সিলভিয়া সারটোরি (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডানে) সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০১৭ তে বিশেষ ভূমিকা রাখার জন্য ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর পক্ষ থেকে সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (বামে), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম (বাম থেকে তৃতীয়)-এর নিকট থেকে ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন। ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব হোদায়েতুল্লাহ আল মামুন, এনডিসি (বাম থেকে দ্বিতীয়), রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)-এর ভাইস চেয়ারম্যান মিসেস মাফরুহা সুলতানা (বাম থেকে চতুর্থ) এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

৩১ অক্টোবর, ২০১৭ তারিখে জাপানে অনুষ্ঠিত "তৃতীয় জাপান-বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সংলাপ"-এ অংশ নেওয়া বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের সদস্যদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক প্রধান সমন্বয়কারী জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ (প্রথম সারিতে বাম থেকে ষষ্ঠ), বিডা'র নির্বাহী চেয়ারম্যান কাজী এম. আমিনুল ইসলাম (প্রথম সারিতে বাম থেকে পঞ্চম), বাণিজ্য সচিব জনাব শুভাশীষ বসু (প্রথম সারিতে বাম থেকে চতুর্থ), এফসিসিআই সভাপতি জনাব মোঃ শফিউল ইসলাম (মহিউদ্দিন) (প্রথম সারিতে ডান থেকে তৃতীয়), ডিসিসিআই'র ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (তৃতীয় সারিতে বাম থেকে সপ্তম) সহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

৩১ অক্টোবর, ২০১৭ তারিখে জাপানে অনুষ্ঠিত "তৃতীয় জাপান-বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সংলাপ"-এ অংশ নেওয়া বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের সদস্যদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক প্রধান সমন্বয়কারী জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ (ডান থেকে নবম), বিডা'র নির্বাহী চেয়ারম্যান কাজী এম. আমিনুল ইসলাম (ডান থেকে এগার) বাণিজ্য সচিব জনাব শুভাশীষ বসু (বাম থেকে অষ্টম), এফসিসিআই সভাপতি জনাব মোঃ শফিউল ইসলাম (মহিউদ্দিন) (ডান থেকে চতুর্থ), ডিসিসিআই'র ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (বাম থেকে পঞ্চম) সহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখে চীনে অনুষ্ঠিত "চাইনীজ এন্টারপ্রাইজেস গ্রীণ ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিন্যান্সিয়াল ফর্ম গ্লোবাল পার্সপেক্টিভ ফোরাম"-এ বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

১ মার্চ, ২০১৭ তারিখে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত ফ্লাইট এক্সপার্ট-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার।

ওভারসীজ চাইনীজ এসোসিয়েশন ইন বাংলাদেশ-এর ডিরেক্টর লিও জুহ্যাগং (বামে) কে এ সংগঠনটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (ডানে)।

ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় জনাব হোসেন এ সিকদার (বাম থেকে সপ্তম) কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন কেরানীগঞ্জ ঢাকা বিসিক ইন্ডাস্ট্রি ওনারর্স এসোয়িশেন-এর প্রতিনিধিবৃন্দ। ১ জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখে কেরানীগঞ্জ ঢাকা বিসিক ইন্ডাস্ট্রি ওনারর্স এসোয়িশেন-এর উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব সারওয়ার হোসেন (বাম থেকে পঞ্চম), ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব এম আবু হোরায়রাহ (বাম থেকে দ্বিতীয়), মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডান থেকে দ্বিতীয়) এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

২৪ মে, ২০১৭ তারিখে ভারতের নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ও ভারতের সরকারী ও বেসরকারিখাতের প্রতিনিধিবৃন্দের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (দ্বিতীয় সারিতে, বাম থেকে চতুর্থ), বিল্ড-এর সিইও মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম (প্রথম সারিতে, ডান থেকে দ্বিতীয়) অংশগ্রহণ করেন।

১০ জুন, ২০১৭ তারিখে চীনের কুনমিং-এ অনুষ্ঠিত ১২তম চায়না সাউথ এশিয়া বিজনেস ফোরাম-এর ইয়ুথ সাব ফোরামে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার।

১০ জুন, ২০১৭ তারিখে চীনের কুনমিং-এ অনুষ্ঠিত ১২তম চায়না সাউথ এশিয়া বিজনেস ফোরাম-এর ইয়ুথ সাব ফোরামে-এর সমাপনী অনুষ্ঠানের ছবিতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (বাম থেকে ষষ্ঠ), প্রাক্তন সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বামে) সহ অন্যান্য ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

০২ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখে তুরস্কে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এম আল্লামা সিদ্দিকী (বাম থেকে নবম)-এর সাথে ডিসিসিআই'র প্রতিনিধিদলের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (ডান থেকে একাদশ), ডিসিসিআই পরিচালক সর্বজনাব ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম (বামে), ইমরান আহমেদ (ডান থেকে পঞ্চম), খন্দ. রাশেদুল আহসান (ডান থেকে চতুর্থ), মামুন আকবর (ডান থেকে তৃতীয়), মোঃ আলাউদ্দিন মালিক (ডান থেকে নবম), ওসমান গনি (বাম থেকে সপ্তম), প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুস সালাম (বাম থেকে নবম), এম এস সেকিল চৌধুরী (বাম থেকে তৃতীয়), প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব আবসার করিম চৌধুরী (ডান থেকে সপ্তম), এম আবু হোরায়রাহ (বাম থেকে অষ্টম), প্রাক্তন পরিচালক জনাব এম বশির উল্ল্যাহ ভূঁইয়্যা (বাম থেকে দ্বিতীয়), আহ্বায়ক জনাব এম এ বাতেন (ডানে) এবং সদস্য জনাব মাহমুদ হাসান (বাম থেকে ষষ্ঠ) এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই'র সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (বাম থেকে ষষ্ঠ), পরিচালক সর্বজনাব ইমরান আহমেদ (বাম থেকে পঞ্চম), মোঃ আলাউদ্দিন মালিক (ডান থেকে তৃতীয়), ওসমান গনি (বামে), প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুস সালাম (বাম থেকে সপ্তম), জনাব এম এস সেকিল চৌধুরী (বাম থেকে তৃতীয়), প্রাক্তন সহ-সভাপতি সর্বজনাব আবসার করিম চৌধুরী (ডানে), এম আবু হোরায়রাহ (ডান থেকে পঞ্চম), প্রাক্তন পরিচালক সর্বজনাব এম বশির উল্ল্যাহ ভূঁইয়্যা (বাম থেকে চতুর্থ), এম এ বাতেন (ডান থেকে চতুর্থ), আহ্বায়ক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কামরুল ইসলাম (অবঃ) (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং সদস্য জনাব লায়ন মাহমুদ হাসান (বাম থেকে দ্বিতীয়) ০১ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখে তুরস্কে অনুষ্ঠিত "টারকিস এক্সপোর্ট উইক অ্যান্ড বায়ারর্স মিশন"-এ অংশগ্রহণ করেন।

তুরস্কে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মান্যবর এম আল্লামা সিদ্দিকী (ডান থেকে চতুর্থ) কে ক্রেষ্ট উপহার দিচ্ছেন ডিসিসিআই'র সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (বাম থেকে চতুর্থ)। ০২ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখের ছবিতে পরিচালক সর্বজনাব ইমরান আহমেদ (বাম থেকে দ্বিতীয়), মোঃ আলাউদ্দিন মালিক (বামে), খন্দ. রাশেদুল আহসান (বাম থেকে তৃতীয়), ওসমান গনি (ডানে) এবং প্রাক্তন পরিচালক জনাব এম এ বাতেন (ডান থেকে দ্বিতীয়) উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

০২ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখে তুরস্কে অনুষ্ঠিত "আঞ্চলিক বিনিয়োগ ও বাণিজ্য" বিষয়ক প্যানেল সেশনের সঞ্চালক কে শুভেচ্ছা ক্রেস্ট প্রদান করছেন ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (ডান থেকে পঞ্চম)। ডিসিসিআই পরিচালক সর্বজনাব ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম (বাম থেকে পঞ্চম), ইমরান আহমেদ (ডানে), খন্দ. রাশেদুল আহসান (ডান থেকে তৃতীয়), মামুন আকবর (ডান থেকে দ্বিতীয়), ওসমান গনি (বাম থেকে দ্বিতীয়), প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুস সালাম (বাম থেকে তৃতীয়), প্রাক্তন সহ-সভাপতি সর্বজনাব আবসার করিম চৌধুরী (ডান থেকে চতুর্থ), এম আবু হোরায়রাহ (বাম থেকে চতুর্থ) এবং সদস্য জনাব লায়ন মাহমুদ হাসান (বামে) এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই পরিচালক ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম (ডানে) ০২ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে টার্কিস এক্সপোর্ট উইক-এ অনুষ্ঠিত "আঞ্চলিক বিনিয়োগ ও বাণিজ্য" বিষয়ক প্যানেল সেশনে নির্ধারিত আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখছেন।

০৮ আগস্ট, ২০১৭ তারিখে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (ডান থেকে পঞ্চম) এর সাথে বাংলাক্রাফট'র নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

জাতীয় বাজেট ২০১৭-১৮ বিষয়ক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন এফবিসিসিআই সভাপতি জনাব মোঃ শফিউল ইসলাম (মহিউদ্দিন) (বাম থেকে পঞ্চম)। ৩ জুন, ২০১৭ তারিখের সংবাদ সম্মেলনে এফবিসিসিআই প্রথম সহ-সভাপতি শেখ ফজলে ফাহিম (বাম থেকে ষষ্ঠ), সহ-সভাপতি জনাব মোঃ মুনতাকিম আশরাফ (বাম থেকে তৃতীয়), ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বাম থেকে দ্বিতীয়), প্রাক্তন ডিসিসিআই'র সভাপতি ও এফবিসিসিআই পরিচালক জনাব আফতাব-উল ইসলাম (বামে), বিজেএমইএ সভাপতি জনাব সিদ্দিকুর রহমান (ডান থেকে তৃতীয়), বিকেএমইএ সভাপতি জনাব সেলিম ওসমান (ডানে), চট্টগ্রাম চেম্বারের সভাপতি জনাব মাহবুব আলম (ডান থেকে দ্বিতীয়) সহ শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ীবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

২০১৭-১৮ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটোত্তর যৌথ সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন এফবিসিসিআই সভাপতি জনাব মোঃ শফিউল ইসলাম (মহিউদ্দিন) (ডান থেকে চতুর্থ)। ১০ জুন, ২০১৭ তারিখের সংবাদ সম্মেলনে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (বাম থেকে দ্বিতীয়), বিজিএমইএ সভাপতি জনাব সিদ্দিকুর রহমান (ডান থেকে পঞ্চম), বিকেএমইএ সভাপতি জনাব সেলিম ওসমান (ডান থেকে দ্বিতীয়) সহ অন্যান্য ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখে এফবিসিসিআই আয়োজিত আমদানি নীতি বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সভায় ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (ডান থেকে তৃতীয়) অংশগ্রহণ করেন। এফবিসিসিআই পরিচালক জনাব হাবিব উল্ল্যাহ ডন (ডান থেকে চতুর্থ) সভাটি পরিচালনা করেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (ডান থেকে ষষ্ঠ) ঢাকা মহানগর সমিতি'র জেনারেল সেক্রেটারি জনাব সরদার ফয়সাল বাসার (বাম থেকে অষ্টম) কে আর্থিক অনুদানের চেক প্রদান করছেন। ২২ জুলাই, ২০১৭ তারিখে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (ডান থেকে পঞ্চম), পরিচালক সর্বজনাব হোসেন আখতার (বাম থেকে পঞ্চম), মোঃ আলাউদ্দিন মালিক (ডান থেকে চতুর্থ), প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুস সালাম (বাম থেকে ষষ্ঠ), প্রাক্তন সহ-সভাপতি সর্বজনাব আবসার করিম চৌধুরী (বাম থেকে চতুর্থ), এম আবু হোরায়রাহ (বাম থেকে দ্বিতীয়), প্রাক্তন পরিচালক জনাব মাসহুক হোসেন (বাম থেকে তৃতীয়), দাতা মাগফুর (বামে) এবং এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান (বাম থেকে সপ্তম) এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন'র সামাজিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রাক্তন পরিচালক জনাব সামির সাত্তারের পক্ষ হতে প্রাক্তন পরিচালক জনাব দাতা মাগফুর (বাম থেকে ষষ্ঠ) ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ এর কাছ থেকে বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণের জন্য (বাম থেকে চতুর্থ) চেক গ্রহণ করছেন। ২২ জুলাই, ২০১৭ তারিখের চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি সর্বজনাব হোসেন এ সিকদার (ডান থেকে তৃতীয়), পরিচালক হোসেন আখতার (বাম থেকে তৃতীয়), মোঃ আলাউদ্দিন মালিক (বাম থেকে পঞ্চম), প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুস সালাম (বাম থেকে চতুর্থ), প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব আবসার করিম চৌধুরী (বাম থেকে দ্বিতীয়), এম আবু হোরায়রাহ (ডানে), প্রাক্তন পরিচালক জনাব মাসহুক হোসেন (বামে) এবং এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান (ডানে থেকে দ্বিতীয়) উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র পক্ষ হতে জামালপুরের বন্যা দূর্গতদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করছেন ডিসিসিআই প্রাক্তন পরিচালক জনাব সামির সাত্তার (বাম থেকে তৃতীয়)।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (ডান থেকে সপ্তম), প্রাক্তন সভাপতি সর্বজনাব এম এ সাত্তার (ডান থেকে তৃতীয়), মাহবুবুর রহমান (ডান থেকে ষষ্ঠ), আফতাব-উল ইসলাম (ডান থেকে পঞ্চম), বেনজীর আহমেদ (ডানে), আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে সপ্তম), মোহাম্মদ শাহজাহান খান (বাম থেকে অষ্টম), পরিচালক ও প্রাক্তন সভাপতি হোসেন খালেদ (ডান থেকে অষ্টম), পরিচালক জনাব হুমায়ুন রশিদ (বাম থেকে ষষ্ঠ), প্রাক্তন পরিচালক জনাব খায়রুল মজিদ মাহমুদ (ডান থেকে দ্বিতীয়), বিয়াক-এর সিইও জনাব মোহাম্মদ এ (রুমি) আলী (ডান থেকে চতুর্থ) সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ ৮ জুন, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিসিসিআই-এর ইফতার মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (ডান থেকে দ্বিতীয়), সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (ডান থেকে তৃতীয়), পরিচালক সর্বজনাব ইমরান আহমেদ (ডানে), খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (ডান থেকে চতুর্থ), ওসমান গনি (বাম থেকে তৃতীয়), প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুস সালাম (বাম থেকে দ্বিতীয়), প্রাক্তন পরিচালক আলহাজ্ব মোঃ শরফুদ্দিন (বাম থেকে তৃতীয়), আবুল হোসেন (বামে) সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ জুন, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিসিসিআই ইফতার মাহফিলে মোনাযাতরত অবস্থায় দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব জনাব আবুল কাসেম খান (বাম থেকে পঞ্চম), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (ডান থেকে তৃতীয়), সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (ডান থেকে পঞ্চম), প্রাক্তন সভাপতি সর্বজনাব এম এ সাত্তার (ডান থেকে নবম), আফতাব-উল ইসলাম (বাম থেকে চতুর্থ), মতিউর রহমান (বাম থেকে ষষ্ঠ), মোহাম্মদ শাহজাহান খান (ডান থেকে দ্বিতীয়), পরিচালক ও প্রাক্তন সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বাম থেকে অষ্টম), পরিচালক সর্বজনাব হুমায়ুন রশিদ (ডান থেকে সপ্তম), ইমরান আহমেদ (বাম থেকে তৃতীয়), খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (ডানে), মামুন আকবর (ডান থেকে চতুর্থ), রিয়াদ হোসেন (বাম থেকে দ্বিতীয়), প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুস সালাম (ডান থেকে ষষ্ঠ) সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ ৮ জুন, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিসিসিআই ইফতার মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

গুসি পিস ফাউন্ডেশন-এর চেয়ারম্যান জনাব বেরি গুসি (বাম থেকে চতুর্থ) কে "কমার্শিয়াল হিস্ট্রি অফ ঢাকা" গ্রন্থ উপহার দিচ্ছেন ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (বাম থেকে দ্বিতীয়)। ১০ আগস্ট, ২০১৭ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই পরিচালক সর্বজনাব আসিফ এ চৌধুরী (ডান থেকে চতুর্থ), ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম (বাম থেকে তৃতীয়), মোঃ আলাউদ্দিন মালিক (বামে), প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুস সালাম (ডান থেকে তৃতীয়), প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব এম আবু হোরায়রাহ (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং প্রাক্তন পরিচালক জনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান (ডানে) এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

১৯ আগস্ট, ২০১৭ তারিখে ডিসিসিআই, বরিশাল চেম্বার এবং ইউএসএআইডি কর্তৃক যৌথভাবে আয়োজিত "কৃষি খাতের উদ্যোক্তা ও স্টেকহোল্ডারদের ব্যাংকিং চ্যানেল'র মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদান" শীর্ষক ওয়ার্কশপে নির্বাহী পরিচালক, ডিবিআই মোঃ জয়নাল আব্দীন (বাম থেকে তৃতীয়), বরিশাল চেম্বারের সহ-সভাপতি জনাব আমিনুল ইসলাম (ডান থেকে তৃতীয়) সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

"ডিসিসিআই-ইউএসএআইডি-এর এভিসি প্রকল্প"-এর সহযোগিতায় ঢাকা চেম্বার এবং ফরিদপুর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি যৌথভাবে আয়োজিত "বাংলাদেশের কৃষিতে কৃষি প্রকৌশল প্রযুক্তির ব্যবহার" শীর্ষক সেমিনারে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কর্তৃক ০১ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখে আয়োজিত "আয়কর মেলা ২০১৭" তে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নজিবুর রহমান (বাম থেকে তৃতীয়)-এর নিকট থেকে ট্যাক্স কার্ড ২০১৭ গ্রহণ করছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (ডান থেকে তৃতীয়)।

০৭ আগস্ট, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ঢাকা চেম্বারের পর্ষদ সভায় ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (ডানে), পরিচালক ও প্রাক্তন সভাপতি জনাব হোসেন এ খালেদ (বামে), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (ডান থেকে দ্বিতীয়), সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (বাম থেকে দ্বিতীয়), পরিচালনা পর্ষদের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ এবং মহাসচিব উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

এগ্রোবেইজড ট্রেড অ্যান্ড সার্ভিসেস বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভায় বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (মাঝে)। ১৮ জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখে আয়োজিত সভায় সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব ইমরান আহমেদ (ডান থেকে সপ্তম), আহ্বায়ক জনাব মমিন উদ দৌলা (বাম থেকে পঞ্চম) এবং কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কান্ট্রি কম্পিটিটিভনেস (নিউ ব্লু ইকোনোমি-এফডিআই, ব্রান্ডিং, বিগ-বি, ব্লু ইকোনোমি) বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভায় বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (মাঝে)। ১৯ জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখের সভায় সমন্বয়কারী পরিচালক ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম (ডান থেকে পঞ্চম) এবং কমিটির সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (মাঝে) কাস্টমস, ভ্যাট স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভায় বক্তব্য রাখছেন। ২৫ জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখের সভায় উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (বাম থেকে ষষ্ঠ), আহ্বায়ক ও প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ (ডান থেকে চতুর্থ) এবং কমিটির সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

২০ জুলাই, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিসিসিআই এস্টেট অ্যান্ড মেইটেন্যান্স স্ট্যান্ডিং কমিটির সভায় ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (মাঝে), উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (বাম থেকে চতুর্থ), সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (বাম থেকে তৃতীয়), পরিচালক সর্বজনাব মামুন আকবর (বাম থেকে দ্বিতীয়), খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (বামে), আহ্বায়ক ইঞ্জিঃ মোঃ আল আমিন (ডান থেকে তৃতীয়) সহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

১৫ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত "এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ট্রেড পলিসি" স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভায় ডিসিসিআই সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব মামুন আকবর (ডান থেকে একাদশ), আহ্বায়ক ও প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব এম আবু হোরায়রাহ (বাম থেকে নবম) সহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা বিকেন্দ্রীকরণ এবং ঢাকা-চট্রগ্রাম ইকোনোমিক করিডোর উন্নয়ন বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভায় বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বাম থেকে নবম)। ২৩ জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখের অনুষ্ঠানে সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব সেলিম আকতার খান (ডান থেকে অষ্টম) এবং কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

২৮ জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ল অ্যান্ড অর্ডার অ্যান্ড এন্টি-স্মাগলিং ইনিশিয়েটিভ স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভায় ডিসিসিআই সমন্বয়কারী পরিচালক মোঃ আলাউদ্দিন মালিক (বাম থেকে ষষ্ঠ), আহ্বায়ক ক্যাপ্টেন মোঃ নূরুল হক (অবঃ) (ডান থেকে সপ্তম), প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুস সালাম (বাম থেকে সপ্তম) এবং কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ কে দেখা যাচ্ছে।

২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত স্কিলস ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড আরএনডি বাংলাদেশ শীর্ষক স্ট্যান্ডিং কমিটির সভায় ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (মাঝে), সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (ডান থেকে চতুর্থ), পরিচালক খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (বাম থেকে অষ্টম), প্রাক্তন সহ-সভাপতি সর্বজনাব আবসার করিম চৌধুরী (বাম থেকে ষষ্ঠ), এম আবু হোরায়রাহ (বাম থেকে পঞ্চম), প্রাক্তন পরিচালক জনাব এম আনোয়ারুল হক (ডান থেকে তৃতীয়) উপস্থিত ছিলেন।

২২ অক্টোবর, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত "প্রটেকশন অব কনজুমার রাইট্স, এসেন্সিয়াল কমোডিটিস অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং" স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভায় আহ্বায়ক জনাব দ্বীন মোহাম্মদ (ডান থেকে তৃতীয়), যুগ্ম-আহ্বায়ক জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন মন্ডল (বাম থেকে দ্বিতীয়) সহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত এসএমই ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির সভায় ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (মাঝে), আহ্বায়ক জনাব রাশেদুল করিম মুন্না (বাম থেকে তৃতীয়), যুগ্ম-আহ্বায়ক জনাব মোঃ শহিদ হোসেন (ডান থেকে চতুর্থ) এবং অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বাম থেকে চতুর্থ), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (বাম থেকে তৃতীয়), সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (ডান থেকে দ্বিতীয়), প্রাক্তন সহ-সভাপতি সর্বজনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা (বাম থেকে দ্বিতীয়), আবসার করিম চৌধুরী (ডানে) এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (বামে) কে ২৫ জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ফাইন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস্ স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভায় উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা চেম্বারের এসডিজি বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (মাঝে)। ২২ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখের সভায় ডিসিসিআই'র সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (বাম থেকে সপ্তম), প্রাক্তন সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (ডান থেকে অষ্টম) এবং কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (বাম থেকে তৃতীয়), প্রাক্তন সহ-সভাপতি সর্বজনাব আবসার করিম চৌধুরী (ডান থেকে তৃতীয়), খন্দকার শহীদুল ইসলাম (বাম থেকে দ্বিতীয়), মোঃ শোয়েব চৌধুরী (ডান থেকে দ্বিতীয়), মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (বামে) ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ক্রয় কমিটির সভায় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ড-এর চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমান শেলী (মাঝে), প্রাক্তন সভাপতি সর্বজনাব এএসএম কাসেম (বাম থেকে চতুর্থ), এম এ মোমেন (ডান থেকে দ্বিতীয়), ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (বাম থেকে তৃতীয়), সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (বাম থেকে দ্বিতীয়), রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ড-এর সদস্য সৈয়দ কামালউদ্দিন (ডান থেকে চতুর্থ), এএইচএম মোয়াজ্জেম হোসেন (ডান থেকে তৃতীয়), সম্পাদক জনাব রহমান জাহাঙ্গীর (ডানে) এবং ঢাকা চেম্বারের মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (বামে) ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখে গুলশানের দি থাই এমারেল্ড রেষ্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ড-এর ৭ম সভায় উপস্থিত ছিলেন।

১৩ জানুয়ারী, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই) আয়োজিত "ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টার (আইটিসি) - ইউএনসিটিএডি/ডব্লিউটিও"-এর আন্তর্জাতিক সার্টিফিকেট/ডিপ্লোমা ইন সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট(পি) শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষাণার্থীবৃন্দের সাথে ডিসিসিআই-এর সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (বসা, ডান থেকে তৃতীয়), মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (বসা, ডান থেকে দ্বিতীয়), ডিবিআই'র ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক কাজী মোঃ শফিকর রহমান (বসা, ডানে) উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

৩০ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত "আন্ডারষ্ট্যান্ডিং এল/সি প্রসিডিওরস ফর এক্সপোর্ট অ্যান্ড ইমপোর্ট অপারেশন" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের সনদ বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে ডিসিসিআই'র প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব এম আবু হোরায়রাহ (বসা, বাম থেকে দ্বিতীয়) ও ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক, ডিবিআই কাজী মোঃ শফিকুর রহমান (বসা, ডান থেকে দ্বিতীয়) উপস্থিত ছিলেন।

১৪ জুলাই, ২০১৭ তারিখে ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই)-এর আন্তর্জাতিক সার্টিফিকেট, এডভান্সড সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা ইন সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট(পি) শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অংশগ্রহণকারীদের সাথে ডিসিসিআই'র সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (বসা, ডান থেকে তৃতীয়), মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডান থেকে দ্বিতীয়), ডিবিআই'র অতিরিক্ত নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ জয়নাল আব্দীন (ডানে) উপস্থিত ছিলেন।

২১ জুলাই, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই)-এর "লজিস্টিকস, ইনভেন্টরি অ্যান্ড স্টোর ম্যানেজমেন্ট" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারীবৃন্দের সাথে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (বসা, ডান থেকে তৃতীয়), ডিবিআই'র অতিরিক্ত নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ জয়নাল আব্দীন (ডান থেকে দ্বিতীয়), প্রশিক্ষক জনাব মোঃ রাশেদ আলী (বাম থেকে দ্বিতীয়) উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

১৪-১৫ জুলাই, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই)-এর "ডেভেলপমেন্ট অফ ম্যানেজারিয়াল লিডারশীপ স্কিলস" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারীবৃন্দের সাথে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (বসা, ডান থেকে তৃতীয়), ডিবিআই'র অতিরিক্ত নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ জয়নাল আব্দীন (বসা, বাম থেকে দ্বিতীয়) উপস্থিত রয়েছেন।

১৪ জুলাই, ২০১৭ তারিখে ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই)-এর এমএলএসএসসিএম প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই'র সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (বসা, ডান থেকে তৃতীয়), মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডান থেকে দ্বিতীয়), ডিবিআই'র অতিরিক্ত নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ জয়নাল আব্দীন (ডানে) সহ অংশগ্রহণকারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

১১-১২ আগষ্ট, ২০১৭ তারিখে ডিসিসিআই বিজনেস ইন্সটিটিউট (ডিবিআই) আয়োজিত "গাইড টু এক্সপোর্ট, ইমপোর্ট অ্যান্ড ইনভেন্টিং বিজনেস" শীর্ষক স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানের অংশগ্রহণকারীদের সাথে ডিসিসিআই প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুস সালাম (বসা, ডান থেকে তৃতীয়), ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ জয়নাল আব্দীন (বসা, ডান থেকে দ্বিতীয়) উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

২৬ আগষ্ট, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত "আন্ডারষ্ট্যান্ডিং এল/সি প্রসিডিওরস ফর এক্সপোর্ট অ্যান্ড ইমপোর্ট অপারেশন" শীর্ষক স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানের ছবিতে ডিসিসিআই প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব এম আবু হোরায়রাহ (বসা, ডান থেকে তৃতীয়), ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ জয়নাল আব্দীন (বসা, ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং অংশগ্রহণকারীদের দেখা যাচ্ছে।

২২-২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখে ডিবিআই আয়োজিত "রুলস অ্যান্ড প্রসিডিউরস অফ ভ্যাট অ্যান্ড ইনকাম ট্যাক্স" বিষয়ক ট্রেনিং কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের সাথে ডিসিসিআই পরিচালক খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (বসা, ডান থেকে তৃতীয়), ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ জয়নাল আব্দীন (বসা, ডান থেকে দ্বিতীয়) উপস্থিত ছিলেন।

গত ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখে ডিবিআই আয়োজিত "স্ট্রাটেজিক প্রকিউরমেন্ট স্কিলস" বিষয়ক ট্রেনিং কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের সাথে ডিসিসিআই পরিচালক জনাব ইমরান আহমেদ (বসা, ডান থেকে তৃতীয়) উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

১৪ আগষ্ট, ২০১৭ তারিখে ডিবিআই আয়োজিত ''শিপিং প্রসিডিওরস ফর এক্সপোর্ট, ইমপোর্ট অ্যান্ড কাস্টমস ফরমালিটিস'' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই এর প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব এম আবু হোরায়রাহ (বসা, বাম থেকে দ্বিতীয়), ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ জয়নাল আব্দীন (বাম থেকে তৃতীয়) উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই বিজনেস ইন্সটিটিউট (ডিবিআই)'তে গত ১১ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ''ইফেক্টিভ ওয়ারহাউজিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন ম্যানেজমেন্ট'' শীর্ষক স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুস সালাম (বসা, ডান থেকে তৃতীয়) সহ অংশগ্রহণকারীদের দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (বাম থেকে তৃতীয়), জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সী (জাইকা)'র সিনিয়র কান্ট্রি ম্যানেজার ইউজি ইয়াশোকি (বাম থেকে চতুর্থ) সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দকে ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন।

দি ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র জেনারেল বডিতে ২০১৭-২০১৮ এবং ২০১৮-২০১৯ মেয়াদকালে ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধিবৃন্দ

০১। **জনাব আবুল কাসেম খান**
সভাপতি, ডিসিসিআই

০২। **জনাব এ কে এম কামরুল ইসলাম, এফসিএ**
ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই

০৩। **জনাব হোসেন এ সিকদার**
সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই

০৪। **জনাব এ কে এম আফতাব উল ইসলাম**
প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

০৫। **জনাব ফজলে আর এম হাসান, এফসিএ**
প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

০৬। **জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান**
প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

২০১৭ সালে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সরকারি-আধাসরকারি সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত সভায় ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর পক্ষ থেকে উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দ

ক্রমিক নং	অফিস, সংস্থা, বিষয়বস্তু	প্রতিনিধি
১	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পরামর্শক বিশেষ সভা	জনাব আবুল কাসেম খান সভাপতি, ডিসিসিআই
২	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, কাউন্সিল সভা	জনাব আবুল কাসেম খান সভাপতি, ডিসিসিআই
৩	বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট (বিএফটিআই)	জনাব আবুল কাসেম খান সভাপতি, ডিসিসিআই
৪	ঢাকা ওয়াসা	জনাব আবুল কাসেম খান সভাপতি, ডিসিসিআই
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো/ বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন		
৫	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত "ইজ অব ডুয়িং বিজনেস অ্যান্ড ট্রেড ফেসিলিটেশন" বিষয় অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি এবং বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ড এর বাণিজ্য বিষয়ক ৪র্থ সভায় প্রতিনিধি	জনাব আবুল কাসেম খান সভাপতি, ডিসিসিআই
৬	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত বাংলাদেশ ও শ্রীলংকার মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব আবুল কাসেম খান সভাপতি, ডিসিসিআই
৭	একাদশ ডব্লিউটিও মিনিস্ট্রিয়াল কনফারেন্সে ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব আবুল কাসেম খান সভাপতি, ডিসিসিআই
৮	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ড বাণিজ্য বিষয়ক ৪র্থ সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব আবুল কাসেম খান সভাপতি, ডিসিসিআই
৯	ইপিবি'র ২২তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০১৭ এর নির্বাচন এবং স্টল নির্বাচন কমিটির সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত ন্যাশনাল এক্সপোর্ট ট্রফি সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব হোসেন এ সিকদার সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
১০	সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন কমিটিতে ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব মামুন আকবর পরিচালক, ডিসিসিআই

ক্রমিক নং	অফিস, সংস্থা, বিষয়বস্তু	প্রতিনিধি
১১	ইপিবি'র ২২তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০১৭ এর অর্থ উপ-কমিটিতে ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব আবসার করিম চৌধুরী প্রাক্তন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
১২	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত বাংলাদেশের জিএসপি সুবিধা পাওয়ার বিষয় অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব এম আবু হোরায়রাহ প্রাক্তন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
১৩	পানগাঁও আভ্যন্তরীন কনটেইনার টারমিনালের কার্যক্রম পরিদর্শনে ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব এম আবু হোরায়রাহ প্রাক্তন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
১৪	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত বাণিজ্য সংগঠন অর্ডিন্যান্স ২০১৭ বিষয়ক অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব হোসেন এ সিকদার সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই জনাব হোসেন আকতার পরিচালক, ডিসিসিআই জনাব আবসার করিম চৌধুরী প্রাক্তন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
১৫	মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই) কর্তৃক আয়োজিত বাণিজ্য সংগঠন অর্ডিন্যান্স ২০১৭ বিষয়ক অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব এএইচএম রেজাউল কবির মহাসচিব, ডিসিসিআই জনাব গোলাম হোসেন যুগ্ম সচিব (প্রশাঃ ও মেম্বারশীপ), ডিসিসিআই জনাব রাসেল আহমেদ সহকারী সচিব (বোর্ড অ্যাফেয়ার্স), ডিসিসিআই
১৬	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শুল্কমূক্ত সুবিধা প্রদান বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভায় বাংলাদেশ-মেক্সিকোর মধ্যকার মুক্ত বাণিজ্য সুবিধা বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব এম এস সিদ্দিকী সদস্য, ইমপোর্ট পলিসি বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি, ডিসিসিআই
১৭	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত SPS/TBT Diagnostice Study সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি এবং বাংলাদেশ রাশিয়ার বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক বিষযক সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি এবং ডি-৮ সম্মেলনে ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব এম এস সিদ্দিকী সদস্য, ইমপোর্ট এক্সপোর্ট পলিসি বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি, ডিসিসিআই
১৮	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরের প্রস্তুতিমূলক সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ জহিরুল হক সচিব, ডিসিসিআই
১৯	ইপিবি কর্তৃক আয়োজিত রাশিয়া, ইউক্রেন, বেলারুস এবং লাটভিয়ায় প্রতিনিধিদল প্রেরণ বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ হাবিব উল্লাহ তুহিন যুগ্ম আহবায়ক, ডিসিসিআই
২০	ইপিবি কর্তৃক আয়োজিত কুচিং চেম্বার অব কমার্স (চীনা) প্রতিনিধি দলের সাথে আলোচনা সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি এবং দুবাই এ অনুষ্ঠিত বাণিজ্য মেলা বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কামরুল ইসলাম (অবঃ) এবং জনাব মোঃ হাবিব উল্লাহ তুহিন যুগ্ম আহবায়ক, ডিসিসিআই
২১	ইপিবি কর্তৃক আয়োজিত ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের মেলা ক্যালেন্ডার প্রণয়ন বিষয়ক অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব ওসমান গনি পরিচালক, ডিসিসিআই
২২	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার মনিটরিং সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	ক্যাপ্টেন মোঃ নুরুল হক (অবঃ) আহবায়ক, ডিসিসিআই
২৩	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত ডব্লিউটিও ট্রেড রিলেটেড টেকনিক্যাল এ্যাসিসট্যান্ট বিষয় অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব হারুন অর রশিদ সহকারী সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই

ক্রমিক নং	অফিস, সংস্থা, বিষয়বস্তু	প্রতিনিধি
২৪	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত "ক্রস বর্ডার পেপারলেস ট্রেড" বিষয় অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব এম ফজলুল করিম যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস), ডিসিসিআই
২৫	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত "ইজ অব ডুয়িং বিজনেস" বিষয় অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি এবং ট্রিপস্ টিবিটি সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব এএইচএম মনিরুজ্জামান উপ-সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
শিল্প মন্ত্রণালয়/ এসএমই ফাউন্ডেশন/ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন/ বিএসটিআই/এনপিও		
২৬	মাননীয় শিল্পমন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় উৎপাদনশীলতা বিষয়ক বিশেষ সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব আবুল কাসেম খান সভাপতি, ডিসিসিআই
২৭	বিএসটিআই এর কাউন্সিল সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
২৮	বিসিক চামড়া শিল্প নগরীতে ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব হোসেন এ সিকদার সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
২৯	বিসিক চামড়া শিল্প নগরী ধামরাই এবং কেরাণীগঞ্জে ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব হোসেন এ সিকদার সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
৩০	বিএসটিআই-এর লেদার, ফুটওয়্যার অ্যান্ড লেদার প্রোডাক্ট বিষয়ক শাখা কমিটির সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব হোসেন এ সিকদার সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
৩১	বিএসটিআই-এর পেইন্টস্ অ্যান্ড এলাইড মেটেরিয়াল বিষয়ক শাখা কমিটির সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	আলহাজ্ব আবদুস সালাম প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
৩২	বিএসটিআই কর্তৃক আয়োজিত প্লাস্টিক ও রাবার বিষয়ক শাখা কমিটির সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক পরিচালক, ডিসিসিআই
৩৩	শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত ওয়াইপো বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব রিয়াদ হোসেন পরিচালক, ডিসিসিআই
৩৪	এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত কর্মসংস্থান, সমতা ও বহুমূখীকরণ বিষয়ক এক্সপার্ট গ্রুপ সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব আবসার করিম চৌধুরী প্রাক্তন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই জনাব শাহিদ হোসেন যুগ্ম আহবায়ক, ডিসিসিআই
৩৫	শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত বিএসটিআই এর সার্টিফিকেশন মার্ক (সিএম) ফি পুনর্নির্ধারণ বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব এম আনোয়ারুল হক প্রাক্তন পরিচালক, ডিসিসিআই
৩৬	বিএসটিআই কর্তৃক আয়োজিত ফাইন কেমিক্যাল শাখা কমিটিতে ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব এম এস সিদ্দিকী সদস্য, ডিসিসিআই
৩৭	এসএমই ফাউন্ডেশন-এর বিভিন্ন সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব রাশেদুল করিম মুন্না আহবায়ক, ডিসিসিআই
৩৮	শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত "জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস-২০১৭" উদযাপন উপলক্ষে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব এম ফজলুল করিম যুগ্ম সচিব (কমন সার্ভিস), ডিসিসিআই
৩৯	বিসিক কর্তৃক আয়োজিত ভূমি বরাদ্দ কমিটিতে ডিসিসিআই-এর মহিলা শিল্প উদ্যোক্তা প্রতিনিধি	মিসেস শামসুন নাহার যুগ্ম-আহবায়ক, ডিসিসিআই

ক্রমিক নং	অফিস, সংস্থা, বিষয়বস্তু	প্রতিনিধি
	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ব্লু ইকোনমি	
৪০	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ব্লু ইকোনমি ডায়লগ বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম পরিচালক, ডিসিসিআই জনাব শামস্ মাহমুদ আহবায়ক, ডিসিসিআই জনাব এএইচএম রেজাউল কবির মহাসচিব, ডিসিসিআই
৪১	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে অনুষ্ঠিত পার্টনারশীপ ডায়লগ বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এএইচএম রেজাউল কবির মহাসচিব, ডিসিসিআই
৪২	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত বাংলাদেশ কর্তৃক ডি-৮ অনুসমর্থনের বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব এম এস সিদ্দিকী সদস্য, ডিসিসিআই
	Ministry of Planning	
৪৩	ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর সভাপতি মহোদয়ের নেতৃত্বে ডিসিসিআই পর্ষদ মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান	জনাব আবুল কাসেম খান সভাপতি, ডিসিসিআই
	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়	
৪৪	জেলা প্রশাসকের কার্যালয় কর্তৃক আয়োজিত পুরাতন কাপড় আমদানীকারক নির্বাচনে ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব হোসেন এ সিকদার সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
৪৫	জেলা প্রশাসকের কার্যালয় কর্তৃক আয়োজিত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকা এর সম্মেলন কক্ষে আইন শৃংখলা, মাদকদ্রব্য, ভোক্তা অধিকার বিষয়ে বিভিন্ন কমিটির সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক পরিচালক, ডিসিসিআই
	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়/ Jute Diversification Promotion Centre/DCCI USAID AVC Project/E2K	
৪৬	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত "Eco Friendly Pulp and Paper Processing from Jute" বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে সাক্ষাৎ	জনাব আবুল কাসেম খান সভাপতি, ডিসিসিআই জনাব রাশেদুল করিম মুন্না আহবায়ক, ডিসিসিআই জনাব এএইচএম রেজাউল কবির মহাসচিব, ডিসিসিআই
৪৭	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার এর স্টীয়ারিং কমিটির সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব ইমরান আহমেদ পরিচালক, ডিসিসিআই
৪৮	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত "Eco Friendly Pulp and Paper Processing from Jute" বিষয়ক টেকনিক্যাল কমিটিতে ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব রাশেদুল করিম মুন্না আহবায়ক, ডিসিসিআই জনাব এম ফজলুল করিম যুগ্ম সচিব, ডিসিসিআই
৪৯	ডিসিসিআই ইউএসএইড এভিসি প্রকল্পের আওতায় "রাসায়নিকমুক্ত আমের উৎপাদন ও বাজার সম্প্রসারণ" বিষয়ক সেমিনার	জনাব আবুল কাসেম খান সভাপতি, ডিসিসিআই
৫০	ডিসিসিআই ইউএসএইড এভিসি প্রকল্পের আওতায় "কৃষিখাতের ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে ঋণ সহায়তা" বিষয়ক সেমিনার	জনাব হোসেন এ সিকদার সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই

ক্রমিক নং	অফিস, সংস্থা, বিষয়বস্তু	প্রতিনিধি
৫১	ডিসিসিআই-ইউএসএইড এভিসি প্রকল্পের আওতায় "শাক সবজির প্যাকেজিং" বিষয়ক সেমিনার	জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী প্রাক্তন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
৫২	ডিসিসিআই ইউএসএইড এভিসি প্রকল্পের আওতায় "নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ এবং নীতিমালা কার্যকর" বিষয়ক সেমিনার	ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম এবং জনাব ইমরান আহমেদ, পরিচালক, ডিসিসিআই
৫৩	ডিসিসিআই ইউএসএইড এভিসি প্রকল্পে ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব ইমরান আহমেদ পরিচালক, ডিসিসিআই জনাব মোঃ জয়নাল আব্দীন নির্বাহী পরিচালক, ডিবিআই জনাব এম ফজলুল করিম যুগ্ম সচিব, ডিসিসিআই জনাব রাসেল আহমেদ সহকারী সচিব (বোর্ড অ্যাফেয়ার্স), ডিসিসিআই
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), সিটি কর্পোরেশন, বিটিআরসি, রেলওয়ে, বিইআরসি		
৫৪	বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক আয়োজিত "২০৩৫ সালের মধ্যে ঢাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা" শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলন	জনাব আবুল কাসেম খান সভাপতি, ডিসিসিআই
৫৫	রাজউক কর্তৃক প্রণয়নাধীন "ড্যাপ ২০১৬-২০৩৫" বিষয়ক রিভিউ সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব সেলিম আকতার খান পরিচালক, ডিসিসিআই জনাব এম ফজলুল করিম যুগ্ম সচিব (কমন সার্ভিস), ডিসিসিআই
৫৬	বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি এর ঢাকা মেট্রো আরটিসি'র সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	ক্যাপ্টঃ মোঃ নুরুল হক (অবঃ) আহবায়ক, ডিসিসিআই
৫৭	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক আয়োজিত বিদ্যুৎ, গ্যাসের ট্রান্সমিশন চার্জ, ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ এবং ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার পুনঃনির্ধারণের আবেদনের ওপর অনুষ্ঠেয় গণশুনানিতে ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব ফায়াজ রহিম যুগ্ম আহবায়ক, ডিসিসিআই জনাব এএইচএম মনিরুজ্জামান উপ সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, এটুআই প্রকল্প, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা), পিপিপি অথিউরিটি		
৫৮	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বিশেষ সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব আবুল কাসেম খান সভাপতি, ডিসিসিআই
৫৯	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বাংলাদেশ জাপানের উচ্চ পর্যায়ের সরকারী বেসরকারী সমন্বয় সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব আবুল কাসেম খান সভাপতি, ডিসিসিআই
৬০	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ইকনোমিক জোনসমূহে সমন্বিতভাবে গ্যাস ও বিদ্যুৎ ব্যবহারের নিমিত্তে বিশেষ সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব আবুল কাসেম খান সভাপতি, ডিসিসিআই
৬১	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অবকাঠামো বিষয়ক বিশেষ সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব আবুল কাসেম খান সভাপতি, ডিসিসিআই
৬২	প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট পলিসি কো-অর্ডিনেশন কমিটির ৯ম সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব আবুল কাসেম খান সভাপতি, ডিসিসিআই

ক্রমিক নং	অফিস, সংস্থা, বিষয়বস্তু	প্রতিনিধি
৬৩	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আয়োজিত বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব আবুল কাসেম খান সভাপতি, ডিসিসিআই
৬৪	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আয়োজিত বাংলাদেশ ও সিঙ্গাপুর বিজনেস কনফারেন্স বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব আবুল কাসেম খান সভাপতি, ডিসিসিআই
৬৫	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) কর্তৃক আয়োজিত বাংলাদেশে বেসরকারী খাতের বিনিয়োগ পরিস্থিতি উন্নয়ন বিষয়ক ওয়ার্কশপে ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব আবুল কাসেম খান সভাপতি, ডিসিসিআই
৬৬	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক আয়োজিত "পিপিপি প্রেক্ষিত বাংলাদেশের অবকাঠামো খাতের উন্নয়ন" বিষয়ক গোলটেবিল বৈঠকে ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব আবুল কাসেম খান সভাপতি, ডিসিসিআই
৬৭	বিডা আয়োজিত সিলেটের হবিগঞ্জে বিনিয়োগ প্রোগামে ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি অংশগ্রহণ	জনাব আবুল কাসেম খান সভাপতি, ডিসিসিআই
৬৮	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এটুআই প্রকল্পে মেধাস্বত্ব বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব আতিক ই রাব্বানী, এফসিএ পরিচালক, ডিসিসিআই
৬৯	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে "মহেশখালীকে মেগাসিটিতে রূপান্তরকরণ বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	খন্দ. রাশেদুল আহসান পরিচালক, ডিসিসিআই
৭০	বিডা কর্তৃক আয়োজিত "প্রস্তাবিত ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্রদান" বিষয়ক আলোচনা সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব এম ফজলুল করিম যুগ্ম সচিব, ডিসিসিআই
৭১	প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট পলিসি কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব এ কে এম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারী যুগ্ম সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
শিক্ষা মন্ত্রণালয়/ Ministry of Education: Future TVET Plan in Bangladesh in Achieving SDGs		
৭২	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এ ডিসিসিআই প্রতিনিধি	খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ পরিচালক, ডিসিসিআই
৭৩	মিরপুর এগ্রিকালচার ওয়ার্কশপ এন্ড ট্রেনিং স্কুলে ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব আবসার করিম চৌধুরী প্রাক্তন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
৭৪	ওয়েষ্টান আইডিয়াল ইনিস্টিটিউট, কারওয়ান বাজার, ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব এম আবু হোরায়রাহ প্রাক্তন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
৭৫	ন্যাশনাল প্রফেশনাল ইনিস্টিটিটিউট, মহাখালী, ঢাকা, ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব হোসেন এ সিকদার সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
৭৬	বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত Future TVET Plan in Bangladesh in Achieving SDGs এর বিভিন্ন উপ-কমিটির সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি অংশগ্রহণ	জনাব মোঃ জয়নাল আব্দীন অতিরিক্ত সচিব, ডিসিসিআই এবং নির্বাহী পরিচালক, ডিবিআই, ডিসিসিআই জনাব এম ফজলুল করিম যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস), ডিসিসিআই
৭৭	বাংলাদেশ কোরিয়া টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারে আইএমসি কমিটিতে ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব এম ফজলুল করিম যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস), ডিসিসিআই

ক্রমিক নং	অফিস, সংস্থা, বিষয়বস্তু	প্রতিনিধি
এফবিসিসিআই খাত ভিত্তিক প্রতিনিধি		
৭৮	FBCCI Monitoring Private Sector Role of Achieve SDGs.	Mr. Andaleeb Hasan Convenor, DCCI
৭৯	FBCCI Monitoring for Health Care and Sanitation.	Mr. M. S. Siddiqui Member, DCCI
৮০	FBCCI Monitoring for Envitonment and Climate Change.	Mr. AHM Rezaul Kabir, ndc Secretary General, DCCI
৮১	FBCCI Monitoring Quality Education and Skill Development	Mr. Md. Joynal Abdin Additional Secretary and Executive Director (DBI), DCCI
৮২	FBCCI Committee for Bangladesh Income Tax Act.	Mr. Kamrul Islam, FCA Senior Vice President, DCCI
৮৩	এফবিসিসিআই কমিটিতে আমদানী নীতি আদেশ ২০১৮-২০২১ প্রণয়নে ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব হোসেন এ সিকদার সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
অর্থ মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ট্যরিফ কমিশন, যৌথমূলধনী কোম্পানী, অধিদপ্তর		
৮৪	মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর সাথে মূল্য সংযোজন কর ও শুল্ক আইন ২০১২ বিষয়ে ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব আবুল কাসেম খান সভাপতি, ডিসিসিআই
৮৫	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত "ভ্যালু এ্যাডেড ট্যাক্স" বিষয়ক ওয়ার্কশপে ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব আবুল কাসেম খান সভাপতি, ডিসিসিআই
৮৬	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত "ট্যাক্স উপ কমিশনারদের সভায়" ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব আবুল কাসেম খান সভাপতি, ডিসিসিআই
৮৭	অনলাইন ট্যাক্স রিটার্ন প্রক্রিয়াকরণ কর্মশালায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব অনিমেশ চন্দ্র সাহা (পার্থ) ডিসিএ, ডিসিসিআই জনাব রাসেল আহমেদ সহকারী সচিব (বোর্ড), ডিসিসিআই
Infrastructure, SDG, 2030, Blue Economy, BEZA, CSR and Miscellaneous		
৮৮	"বাংলাদেশ ইনফ্রাকস্ট্রাকচার ২০৩০ঃ প্রেক্ষিত অর্থায়ন" বিষয়ক ব্রেইন স্ট্রর্মিং সেশনে ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব আবুল কাসেম খান সভাপতি, ডিসিসিআই
৮৯	"এসডিজি থেকে বেসরকারীখাতের ব্যবসায়িক কৌশল নির্ধারণ" বিষয়ক সেমিনারে ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব আবুল কাসেম খান সভাপতি, ডিসিসিআই
৯০	"অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে প্রয়োজনীয় গ্যাস ও জ্বালানী সরবরাহের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন" বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব আবুল কাসেম খান সভাপতি, ডিসিসিআই
৯১	বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানী লিঃ এর পরিচালনা পর্ষদ সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব হোসেন খালেদ প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
৯২	বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানী লিঃ এর অডিট কমিটির ৩০তম সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব হোসেন খালেদ প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
৯৩	"সিএসআর বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	খন্দ. রাশেদুল আহসান পরিচালক, ডিসিসিআই
৯৪	"টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জণে কার্যকর জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন" বিষয়ক কর্মশালায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব এএইচএম রেজাউল কবির মহাসচিব, ডিসিসিআই

ডিসিসিআই স্ট্যান্ডিং কমিটিসমূহের কার্যাবলীর সংক্ষিপ্তসার

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সার্বিক পরিচালনায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তা করা, গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলীসহ পরামর্শ ও সুপারিশ প্রণয়ন করা, চেম্বারের প্রশাসনিক কার্জকম, দেশের আমাদনি-রপ্তানি বাণিজ্য, শিল্পায়নে বিরাজমান সমস্যা, জাতীয় বাজেট, নতুন করারোপ এবং সর্বোপরি বাণিজ্যিক প্রতিক্রিয়াসহ নানাবিধ সমস্যার উপর পর্যালোচনার মাধ্যমে বাস্তবমুখী বিশ্লেষণাত্বক পরামর্শ দেয়া স্ট্যান্ডিং কমিটিসমূহের মূখ্য দায়িত্ব। ২০১৭ সালে মোট ১৯টি স্ট্যান্ডিং কমিটি তাদের কর্মকাণ্ড অব্যাহত রেখেছে। বিষয়ভিত্তিক স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলোর বার্ষিক কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে তুলে ধরা হয়েছে।

ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ড

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র মুখপাত্র হিসেবে ডিসিসিআই মাসিক রিভিউ দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশিত হচ্ছে। ব্যবসায়ী মহলে তথা দেশে ও বিদেশে এ প্রকাশনা ইতিমধ্যে একটি স্থান করে নিয়েছে। সংবাদপত্র ও মননশীল প্রকাশনায় খ্যাতিমান কয়েকজন ব্যক্তিত্বের তত্বাবধানে প্রতিমাসে ডিসিসিআই মাসিক রিভিউ প্রকাশিত হয়। এর উপদেষ্টা পরিষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দরা হলেনঃ ড. মিজানুর রহমান শেলী-চেয়ারম্যান, সৈয়দ কামাল উদ্দিন-সদস্য, জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন-সদস্য, জনাব এ এস এম কাসেম-সদস্য, জনাব এম এ মোমেন-সদস্য এবং জনাব হোসেন খালেদ, সদস্য এবং জনাব রহমান জাহাঙ্গীর, সম্পাদক।

এগ্রোবেইজড ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্সিয়ালাইজেশন অব এগ্রিকালচার স্ট্যান্ডিং কমিটি ২০১৭

জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষিভিত্তিক শিল্পের ভূমিকা অপরিসীম। বিভিন্ন কৃষিজাত শিল্প স্থাপনের সম্ভাব্যতা, বাজারজাতকরণ, কৃষি নীতিমালা সম্পর্কিত বিষয় এবং WTO Agreement এর আলোকে জাতীয় অর্থনীতিতে, নীতি নির্ধারণী মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সংস্থার বিবেচনার জন্য এবং কার্যকরী সুপারিশমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর এগ্রোবেইজড ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্সিয়ালাইজেশন অব এগ্রিকালচার ২০১৭" স্ট্যান্ডিং কমিটি কাজ করে আসছে। ২০১৭ সালে ডিসিসিআই-এর "এগ্রোবেইজড ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্সিয়ালাইজেশন অব এগ্রিকালচার ২০১৭" কমিটির ৩টি সভা এবং ডিসিসিআই এভিসি প্রকল্পের অধীনে ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে ১০/১২টি সভা, সেমিনার, ওয়াকর্শপ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কৃষিভিত্তিক শিল্প আলোচনার আওতায় যে বিষয়গুলো বিবেচনায় আসতে পারে, সেগুলো হলোঃ ফসল ও অন্যান্য কৃষিজ সম্পদ উৎপাদন ও বহুমুখীকরণের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। বাংলাদেশের কৃষিখাতের সাথে গবাদি পশু, মৎস্য ও বন প্রভৃতি খাতসমূহও ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। বাংলাদেশের কৃষি কার্যক্রম মূলত প্রকৃতি, পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল। যেহেতু কৃষিই বাংলাদেশের জনজীবনের প্রধান অবলম্বন, সে কারণে কৃষি সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়সমূহ যেমনঃ কৃষির ইতিহাস, কৃষি জমি, চাষ পদ্ধতির ধরণ, কৃষি শ্রমিক, কৃষি ঋণ, কৃষি সামগ্রী বিপণন, কৃষি নীতি, কৃষি শিক্ষা ও গবেষণা, ফসলের জাত উদ্ভাবন, ফসলের ক্ষতিকর প্রাণী ও রোগবালাই, কৃষিসম্পদ, কৃষি পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়াদি, কৃষি যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি, খামার উপকরণ ও সরঞ্জাম, কৃষিসংস্থা, কৃষি সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ ইত্যাদি সক্রিয় বিবেচনায় আনা প্রয়োজন। এ কমিটির ২০১৭ সালের বার্ষিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে নিম্নরূপ কার্যক্রম ও সুপারিশ প্রণয়ন;

০১। গত ১৩ই মে, ২০১৭ইং তারিখে মাননীয় বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের উপস্থিতিতে "পাটের বহুমূখীকরণ (মন্ড ও কাগজসহ) উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং পরিবেশ বান্ধব ব্যবহারের (Eco-Friendly Pulp and Paper Processing from Jute) উপর একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়।

০২। এ কমিটির সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব ইমরান আহমেদ কে ডিসিসিআই-এর সম্মানিত সভাপতি মহোদয়ের পরামর্শ অনুযায়ী বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ জুট ডাইভারজিফিকেশন সেন্টারের কাউন্সিল সভায় প্রতিনিধিত্ব করার জন্য মনোনয়ন দেয়া হয়েছে।

০৩। পাট থেকে পরিবেশ বান্ধব মন্ড ও কাগজ উৎপাদনে ডিসিসিআই-এর সুপারিশক্রমে মাননীয় বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী মির্জা আজম তাঁর বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে একটি টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করেছে, যেখানে ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি হিসাবে আহবায়ক জনাব রাশেদুল করিম মুন্না এবং যুগ্ম সচিব জনাব এম ফজলুল করিম নিয়মিত প্রতিনিধিত্ব করছেন।

০৪। পাট হতে প্রস্তুত কাগজের বহুমূখী ব্যবহার ও উদ্বুদ্ধকরণ যা ইংরেজী নামকরণ "Promoting Jute Paper" শ্লোগানটি ডিসিসিআই কর্তৃক রেজিস্ট্রেশন বা নিবন্ধন করা হয়েছে।

এগ্রোবেইজ স্ট্যান্ডিং কমিটির সহযোগিতায় DCCI-USAID DAI Project এর মাধ্যমে ইতোমধ্যে যে সমস্ত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে এবং যা বাস্তবায়িত হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপঃ

০৫। গত ২১ মে, ২০১৭ইং থেকে ২৫ মে, ২০১৭ইং তারিখ পর্যন্ত ডিসিসিআই গুলশান সেন্টারে ৫ দিনব্যাপি Global GAP Farm Assurer Training আয়োজন করা হয়।

০৬। গত ২৪ মে ২০১৭ইং তারিখে এ প্রকল্পের মাধ্যমে ডিসিসিআই অডিটোরিয়ামে নিরাপদ আম বিপণনে নীতিনির্ধারণী পরিবেশ বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

০৭। গত ২২ জুলাই, ২০১৭ এবং ২৩ জুলাই ২০১৭ইং তারিখে যথাক্রমে বরিশাল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এবং যশোর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এর সহযোগিতায় "Introduction to Bangladesh GAP (Global Agricultural Practice) এ বিষয় ২টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

০৮। গত ২২ আগষ্ট ২০১৭ এবং ২৩ আগষ্ট ২০১৭ তারিখে বরিশাল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এবং ভোলা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এর সহযোগিতায় ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) বিষয় ভিত্তিক "Enabling Financial Access for Agro SME Entrepreneurs and Stakeholders through Banking Channel" নামে ২টি কর্মশালা আয়োজন করেছে।"

০৯। একই বিষয়ের (Global GAP Farm Assurer Training) উপর দ্বিতীয় কর্মশালা ১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ইং থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ইং পর্যন্ত ডিসিসিআই গুলশান সেন্টারে ৫ দিনব্যাপি একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করা হয়।

১০। সেপ্টেম্বর ২০১৭ইং এর মধ্যে যশোর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এবং ফরিদপুর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এর সহযোগিতায় আরো ২টি কর্মশালা আয়োজন করা হয়।

১১। ১২ নভেম্বর, ২০১৭ইং থেকে ১৬ নভেম্বর, ২০১৭ইং তারিখ পর্যন্ত ডিসিসিআই গুলশান সেন্টারে ৫ দিনব্যাপি Global GAP Farm Assurer Training আয়োজন করা হয়।

১২। এ প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষিভিত্তিক গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়নে এবং প্রতিবেদন প্রস্তুত করার জন্য অভিজ্ঞ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের নিয়ে ৫ জন সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ সমন্বয়ে একটি এক্সপার্ট প্যানেল নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

১৩। কৃষি ভিত্তিক ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের জন্য খাতভিত্তিক অন্তত ২০টি বিষয়ের উপর কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

১৪। ডিসিসিআই ইউএসএইড প্রকল্পের মাধ্যমে Global GAP Farm Assurer Training বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বাংলাদেশের ইতিহাসে একমাত্র ডিসিসিআই এর সহযোগিতায় এ ধরণের প্রশিক্ষণে ২জন প্রশিক্ষণার্থী আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এবং পুরস্কার পেয়েছে।

অন্যান্য সুপারিশ যা পরবর্তীতে বাস্তবায়ন করা হবেঃ

ক) কমিটির সদস্য জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম এর প্রস্তাব অনুযায়ী **"পেয়াজ চাষ, উৎপাদন, বাজারজাতকরণ"**-এর উপর একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রস্তুত করে সেমিনার আয়োজনের প্রস্তাব করেন। জনাব ইসলাম এ ব্যাপারে তথ্য, উপাত্ত, পরিসংখ্যানসহ প্রাথমিক ধারণাপত্র ডিসিসিআইতে প্রেরণ করবেন। অন্যান্য সদস্যগণ পেয়াজ-এর সাথে আদা, রসুন বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করার পরামর্শ দেন।

খ) অন্যান্য বিষয়ের উপরই গুরুত্বারোপ করে সময় অনুযায়ী সেমিনার আয়োজন করার প্রস্তাব করা হয়, যেমনঃ

(০১) কৃষি বীমা, আলু, পাট, গরু, ছাগল, হাঁস মুরগী পালন ইত্যাদি বিষয় কর্মশালা আয়োজন;

(০২) হালাল খাদ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক সেমিনার;

(০৩) বেপজার চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে বেপজায় কৃষিখাত ভিত্তিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা যায় কিনা আলোচনা করা;

(০৪) ঢাকায় আন্তর্জাতিক হোটেলে বা বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে Global GAP (Global Agricultural Practice) বিষয়ে কর্মশালা আয়োজন;

(০৫) National Disaster on Agricultural Sector: Impact and Prevention বিষয়ক সেমিনার আয়োজন করা।

List of Activities implemented by DCCI USAID AVC Project:

1. Seminar on "Introduction to Bangladesh GAP"
2. Workshop on "Alternative Financing Options in Agriculture Sector"
3. Seminar on "Eco-Friendly Pulp and Paper Processing from Jute"
4. National Dialogue "Enabling Policy Environment for Safe Mango Marketing"
5. Consumer Awareness Dialogue on "Fresh Food Safety and its Protocol"
6. Seminar on "Pre-season Dialogue on Tomato"
7. Dialogue on "Introduction to Bangladesh GAP"
8. Workshop on Enabling Financial Access for Agro SME Entrepreneurs and Stakeholders through Banking Channel"
9. Workshop on "Knowledge Dissemination Workshop with Identified Agro Technologies for Agro SME Entrepreneurs and Stakeholders"
10. Ripening Chamber Competition
11. Global GAP Tour Stop Program at Dhaka
12. Global GAP Farm Assurer & QMS Workshop - Batch 1
13. Global GAP Farm Assurer & QMS Workshop - Batch 2
14. Global GAP Farm Assurer & QMS Workshop – Batch 3

এ স্ট্যান্ডিং কমিটিতে জনাব ইমরান আহমেদ, সমন্বয়কারী পরিচালক, জনাব মমিন উদ দৌলা, আহবায়ক এবং জনাব মোঃ নেয়ামত উল্লাহ মজুমদার ও জনাব মোঃ ছাখায়েত উল্লাহ, যুগ্ম আহবায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী, এবং সর্বজনাব সিরাজুল ইসলাম, মোঃ খোরশেদ আলম, মোঃ রফিকুল ইসলাম, মোঃ তারেখ হাসান, আবু বকর মোঃ সিদ্দিক, মোহাম্মদী খানম, মেজর সৈয়দ মুনীবুর রহমান (অবঃ), কাজী মুন্নি, এনামুল হক পাটোয়ারি, নাসির উদ্দিন এ. ফেরদৌস, বেল্লাল হোসেন, আব্দুস সোবহান, এ.কে.এম.শরিফুল ইসলাম, মোস্তফা কামাল আহমেদ, এসিএ, আলহাজ্ব গোলাম মোস্তফা আলী চৌধুরী, মোঃ নুরুল আমিন, সৈয়দ বোরহান উদ্দিন, পারভিন হোসেন, সৈয়দ তাজুল বাশার তপু, ইঞ্জি. এম শরিফুল আলম, মোঃ আতিকুল হাসান এবং মোঃ আবুল কালাম এ কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

Standing Committee on Country Competitiveness (New Economy-FDI, Branding, Big B, Blue Economy) 2017

This standing committee was responsible for harnessing the emergent avenues critical to national growth covering a wide array of activities including policy implication on FDI eco-system and analyzing international best practices to strengthen the inbound FDI climate, Cross-country comparison on Branding with an aim to rejuvenate investment landscape and country competitiveness, reinventing the untapped opportunities of Blue Economy to ratify the SDG 14: Life Below Water, streamlining the prospect and way forward of three pillars of BIG B (1. industry and trade, 2. energy efficiency and 3. Connectivity focused on Dhaka-Chittagong-Cox's Bazar transport artery, Railway and inland waterways development) through policy advocacy, stakeholder consultation and sensitizing private sector and government agencies.

Around the year 2017, 5 meetings and including a joint meeting with DCCI Standing Committee on Dhaka Decentralization and Dhaka Chittagong Economic Corridor Development were held. To foster the aforesaid activities towards pragmatic reality, this standing committee was instrumental and vibrant in channeling their dialogues and decisions to the national and international level through various scoping and activities. The respected members of the committee discussed on arranging a seminar on New Economy-FDI, Branding and a two distinct Seminars on Big B and Blue Economy topics which further led the successful arrangement of a seminar titled "Blue Economy: New Frontier, New Possibility". The seminar was focused to develop policy, infrastructure and expertise to explore the potentials of emerging blue economy in a bid to eradicate poverty and create employment. Mr. Anisul Islam Mahmud, MP graced the seminar as the chief guest while Ambassador of Thailand Ms. Panpimon Suwannapongse, High Commissioner of Malaysia Ms. Nur Ashikin binti Mohd Taib and High Commissioner of Brunei Darussalam Ms. Masurai Masri were present as the special guests. Secretary, Maritime Affairs Unit, Ministry of Foreign Affairs, Rear Admiral (Retd) Md Khurshed Alam, ndc, psc presented the keynote paper. Mr. Sayedur Rahman Chowdhury, Professor, Institute of Marine Science and Fisheries, University of Chittagong and Mr. Golam Shafiuddin, ndc, Additional Secretary, Blue Economy, GoB were the panelists. Furthermore, this standing committee planned and designed a mega event on FDI titled "Bangladesh in Doing Business - Expedition to FDI competitiveness". In addition, having the ICT Minister consented, a draft plan to organize a seminar incorporating Country Competitiveness with ICT perspective is in progress.

Engr. Akber Hakim, Director, DCCI as Coordinating Director; Mr. Shams Mahmud as Convenor; Mr. Salman Karim and Mr. N K A Mobin, FCA, FCS, CFC as Joint Convenors of the Standing Committee performed their responsibility over the year. The other members of the Standing Committee were: Mr. M. Abu Hurairah, Mr. Rizwan-ur Rahman, Capt. Md. Nurul Haque (Retd), Mr. Md. Sakhayet Ullah, Sk. Md. Waliul Islam, Syed Almas Kabir, Mr. Sumon Talukder, Mr. Md. Delwar Hossain, Mr. Nasiruddin A. Ferdous, Mr. Md. Ahasanul Kabir, Mr. Mostafa Kamal Ahmed, ACA, Mr. Golam Zilani, Brig Gen Quamrul Islam (retd), Mrs. Shabina Begum, Mr. Mahmud Hasan, Mr. A.N.M. Khaleqdad Khan, Mr. Md. Mamunur Rahman, Mr. Mohammad Dawood Raywas, Mr. Md. Enamul Haque Sujon, Mr. A.I.M. Hasanul Mujib, Khandaker Mashiuzzaman, Mr. Shakawat Hossain Mamun and Engr. M. Shariful Alam.

Standing Committee on Customs, VAT, Taxation, NBR Related Issues 2017

This standing committee deals with the matters related to rules and procedure of Customs, VAT, Taxation and NBR related issues and prepares effective policy recommendations for simplification and rationalization of the Taxation systems in the country. The committee also discusses the problem faced by the business community regarding Customs, VAT, Tariff and Taxation and suggest for their remedial measures. The committee also prepares effective and fruitful recommendations on National Budget and discuss on National Budget which was announced by Hon'ble Finance Minister.

At the beginning of the year a full-year program schedule has created and the committee follows the schedule. During the year Seven (7) Standing Commmittee and Four (4) DCCI Tax Guide Publication Sub Committee meetings were held under this Standing Committee. Effective and fruitful recommendations on National Budget 2017-2018 came out. In the interest of trade and industrialization, industrial and business-friendly environment as well as paying particular attention to the growth of government revenue DCCI has prepared a total of 123 (One Hundred twenty Three) recommendations on Income tax, import duty and value added tax and supplementary information. The set of DCCI recommendations on National Budget 2017-2018 was sent to NBR and FBCCI to incorporate in the National Budget.

Under this Standing Committee the chamber has published its one of the regular publication "Tax Guide 2017-18". To rise awareness about Tax-related matters and make it interested to all the members of the chamber, the tax guide was distributed free of charge. The Tax Guide is prepared by DCCI internal recourses experts under the guidance of this Standing Committee. The book was unveiled by Mr. Md. Nojibur Rahman, Chairman, National Board of Revenue (NBR) in DCCI Auditorium.

This Standing Committee organizes a Workshop on "Income Tax and Value Added Tax (VAT)" and a seminar on "Financial Reporting Act 2015 & Its Economic Implication". Along with this, representatives from this committee participated in various meetings at different Ministries/departments.

During the year, Mr. Kamrul Islam, FCA, Director, DCCI as Coordinating Director; Mr. Haider Ahmed Khan, FCA, Former Sr. Vice President, DCCI as Convenor; Mr. M. Shafiqul Alam, FCA, & Mr. M. Mosharrof Hossain as Joint Convenor of the Standing Committee performed their responsibilities during the year.

The other members of the Standing Committee were: Mr. Absar Karim Chowdhury, Former Vice President, DCCI; Mr. M. Abu Hurairah, Former Vice President, DCCI; Mr. M. Anwarul Haque, Former Director, DCCI; Alhaj Abdul Aziz Sarker, Former Director, DCCI; Mr. A.K.D. Khair M Khan, Former Director, DCCI; Mr. Md. Khayrul Bashar; Engr. Kazi Mahbubur Rahman; Mr. A. K. Mizanur Rahman, FCA; Mr. Md. Ikram Dhali; Mr. Md. Habib Ullah Tuhin; Mr. Md. Sakhayet Ullah; Major Syed Munibur Rahman, Retd.; Mr. Mohammed Nizam Uddin Talukder; Mr. Mostafa Kamal Ahmed, ACA; Mr. Mostafa Kamal Ahmed, ACA; Mr. Azizul Abedin; Mr. Saiful Islam Chowdhury; Mr. Manoranjan Bhakta; Mr. P. K. Roy, FCA; Mr. Md. Shamim Bhuiyan; Mr. ASM Nazrul Islam; Mr. Noor Hossain; Mr. Monowar Hossain; Haji Shafique Ullah Khan and Mr. Md. Atiqur Rahman.

পাবলিশিং, প্রিন্টিং অ্যান্ড লাইব্রেরী ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি ২০১৭

ডিসিসিআই-এর ক্রমবর্ধমান কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের প্রকাশনা বের করে থাকে। ডিসিসিআই প্রকাশনাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মাসিক ভিত্তিতে প্রকাশিত ডিসিসিআই রিভিউ, বার্ষিক প্রতিবেদন, ট্যাক্স গাইড, কমার্শিয়াল হিস্ট্রি অব ঢাকা, ইনট্রোডিউসিং ডিসিসিআই, ব্রশিউর, ফ্লায়ার, শুভেচ্ছা কার্ড, ডেলিগেশন ব্রশিউর ইত্যাদি। এ সকল প্রকাশনাসমূহের মানোন্নয়নসহ দেশের সার্বিক প্রকাশনা খাতের উন্নয়নে বিভিন্ন সুপারিশ প্রণয়ন এ কমিটির অন্যতম উদ্দ্যেশ্য ও লক্ষ্য। তাছাড়াও এ কমিটি দেশের মুদ্রণ শিল্পের সার্বিক উন্নয়নে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানকল্পে সুপারিশ প্রনয়ন করে থাকে।

জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে পাবলিশিং, প্রিন্টিং অ্যান্ড লাইব্রেরী ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি নিরলস কাজ করে থাকে। এ কমিটি সৃজনশীল প্রকাশনা বৃদ্ধির সুপারিশও প্রণয়ন করেছে। পাবলিকেশনস্ স্ট্যান্ডিং কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী কমার্শিয়াল হিস্ট্রি অব ঢাকা এর বাংলা সংস্করণ ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও উক্ত কমিটির তত্বাবধানে "জেনেসিস অফ ডিসিসিআই" বইটির কাজও এগিয়ে চলছে।

এ বছর এ কমিটির ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও কমিটির সুপারিশের আলোকে এবং ডিসিসিআই পর্ষদ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামীতে প্রিন্টিং ও পাবলিশিং ও লাইব্রেরী খাতের উপর সেমিনার আয়োজন করা হবে। কমিটির সুপারিশের আলোকে মুদ্রণ ও প্রকাশনা খাত কে "থ্রাষ্ট সেক্টর" হিসেবে ঘোষণার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সক্ষমতা অর্জনের জন্য এ খাতের উন্নয়নে বন্ড সুবিধা সহ অন্যান্য প্রণোদনা প্রদানের বিষয়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পত্র প্রেরণ করা হয়। পাশাপাশি বর্তমান সরকারের প্রস্তাবিত ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের মধ্যে ১টি কে মুদ্রণ ও প্রকাশনা খাতের জন্য বরাদ্দ প্রদান এবং এ খাতের সম্ভাবনা কে কাজে লাগানোর জন্য একটি আলাদা মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগ প্রণয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও কমিটির সুপারিশের আলোকে "দেশের মুদ্রণ ও প্রকাশনা শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট শিল্পসমূহের বিদ্যমান সমস্যা ও সম্ভাবনা" শীর্ষক একটি সেমিনার আয়োজনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

পূর্ববর্তী বছরগুলোর মত এ বছরও পাবলিশিং, প্রিন্টিং অ্যান্ড লাইব্রেরী ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি ভ্যাট ট্যাক্স স্ট্যান্ডিং কমিটির সাথে ট্যাক্স গাইড ২০১৭-১৮ প্রকাশনায় যৌথভাবে শতভাগ সফলতার সাথে কাজ করেছে। এ কমিটি ডিসিসিআই'র জনসংযোগ শাখার আধুনিকায়ন ও দক্ষতা উন্নয়নেও আলোচনা ও সুপারিশ প্রণয়ন করে থাকে।

কমিটিতে এবছর জনাব ওসমান গনি, সমন্বয়কারী পরিচালক, জনাব নাসির হোসেন, আহ্বায়ক এবং মিসেস শামসুন নাহার ও জনাব মোঃ মেহেদী হাসান, যুগ্ম-আহবায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়াও ক্যাপ্টে. মোঃ নূরুল হক (অবঃ), সর্বজনাব মোঃ আব্দুল হামিদ, এম এস সিদ্দিকী, রাব্বানী জব্বার, ইঞ্জিনিয়ার শামসুজ্জোহা চৌধুরী, মোঃ শরিফুল আলম, মোঃ মাজহারুল ইসলাম, মোঃ শরিফুল আলম, ড. খলিলুর রহমান, কামরুল ইসলাম শায়ক, মিসেস লিলি হক, মাহবুবুর রহমান সোহেল, রঘুপতি সেন এবং মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ডিসিসিআই এস্টেট, কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড মেইন্টেন্যান্স স্ট্যান্ডিং কমিটি ২০১৭

ডিসিসিআই এস্টেট, কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড মেইন্টেন্যান্স স্ট্যান্ডিং কমিটি ডিসিসিআই-এর নিজস্ব ভবনের রক্ষণাবেক্ষণ, অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সম্পদ সম্প্রসারণ, ভবনের ভাড়াটিয়া প্রতিষ্ঠানের সুবিধা-অসুবিধা, ভাড়া আদায় ত্বরান্বিত করা, খালি স্পেসসমূহ গ্রহণযোগ্য প্রতিষ্ঠানের নিকট ভাড়া প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে সৃজনশীল প্রস্তাবনা এবং পর্ষদ অনুমোদিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করে থাকে। এছাড়াও এ কমিটি চেম্বারের এস্টেট সংক্রান্ত আইনগত বিষয়গুলোর উপর বস্তুনিষ্ঠ সুপারিশ প্রণয়ন করে থাকে।

চেম্বার ভবনের অফিস স্পেস ভাড়া চেম্বারের আয়ের অন্যতম উৎস। কমিটির দিক নির্দেশনানুযায়ী ভবনের খালি জায়গাসমূহ ভাড়া দেয়ার বিষয়ে উদ্যোগ নেয়া হয়। এ বছর মধুমতি ব্যাংক লিঃ এর সাথে ৩টি ফ্লোরের (+ ২০,০০৪ বর্গফুট) ভাড়া নবায়ন, বর্ধিত হার নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অন্যান্য খালি স্পেসগুলোতে গ্রহণযোগ্য প্রতিষ্ঠানের নিকট ভাড়া প্রদানের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

চলতি বছরে এ কমিটির ৩টি সভা ও তৎসহ পর্ষদ কর্তৃক গঠিত এস্টেট ডেভেলপমেন্ট সংক্রান্ত বিশেষ কমিটির অন্ততঃ ৪টি বৈঠক/(Presentation) অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ডিসিসিআই-এর উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত কাজে কমিটি চেম্বার কর্তৃপক্ষের সাথে একাধিক বৈঠক করেছে ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সভাপতি মহোদয়কে প্রতিটি উন্নয়ন কর্মকান্ডে স্ট্যান্ডিং কমিটির আহবায়ক, যুগ্ম আহবায়ক, অন্যান্য সদস্যবৃন্দ প্রতিটি বিষয়ে সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ দিয়ে কমিটির কাজে বিশেষ অবদান রেখেছেন। ইতোমধ্যে সম্মুখ ভবনে নতুন লিফট স্থাপন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং ত্রুটিমুক্ত চলাচল অব্যাহত আছে। এছাড়া এ বছরে দীর্ঘদিনের পুরাতন ১২তলা বিশিষ্ট ডং ইয়াং লিফট এর ক্যাবিন Decoration সহ ৩টি লিফট এর ত্রুটি-বিচ্যুতি সংস্কার, ইন্টারকম যোগাযোগ নিশ্চিত করাসহ প্রাসঙ্গিক কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। ভবনের পার্কিং সমস্যা সমাধান, খালি স্পেসসমূহ ভাড়া প্রদানের সুবিধার্থে ভবনের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে পিছনের গেট সংশ্লিষ্ট পার্কিং জোন, গার্ডেনিং, সিঁড়ি লবিতে টাইলস স্থাপন, প্রেসিডেন্ট লাউঞ্জে টেরাকোটা স্থাপনসহ আধুনিকীকরণ, দ্বিতীয় তলার বোর্ডরুমে সাউন্ড প্রুফ গ্লাস স্থাপন, ইত্যাদি কার্যাদি সম্পন্ন হয়েছে।

এছাড়া ভবনের ৭ম তলায় Exclusive Lounge সহ Office Bearer-দের দপ্তর নির্মাণ, সম্পূর্ণ ভবনের Face Lifting, প্রধান প্রবেশ গেটের ফ্লোর-সিঁড়ি ডেভেলপমেন্টসহ আধুনিকায়ন, ভবনের বৈদ্যুতিক ও ফায়ার সেফটি নিশ্চিত সংক্রান্ত দিক নির্দেশনা রাখা হয়েছে এবং এ সকল কাজের জন্য স্থাপত্য প্রতিষ্ঠান/নির্মাণ ঠিকাদার/পরামর্শক নির্বাচন প্রক্রিয়া ও পর্যায়ক্রমিক বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া চলছে। ডিসিসিআই এর জন্য Land Owner-দের নিকট থেকে গুলশানে ক্রয়কৃত (bti Landmark কর্তৃক নির্মিতব্য) ৩৩২৪ বর্গফুট অফিস স্পেস (৩টি পার্কিংসহ) (প্লট-১৬, ব্লক- সিডব্লিউএস (এ), গুলশান এভিনিউ, ঢাকা-১২১২) এ কমিটির তত্ত্বাবধানে অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষ সমীপে প্রদান করা হয়েছে। এ কমিটি ডিসিসিআই এর আইনগত বিষয়সমূহ পর্যালোচনাপূর্বক যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ রাখে। সম্প্রতি ডিসিসিআই বিজনেস ইন্সটিটিউট (ডিবিআই) রাজউকের নিকট থেকে পূর্বাচলে এক বিঘার একটি প্লট বরাদ্দ পেয়েছে।

এ বছর কমিটিতে জনাব হোসেন আখতার, সমন্বয়কারী পরিচালক, ইঞ্জিঃ মোঃ আল আমিন, আহবায়ক এবং ইঞ্জিঃ মোঃ মোস্তফা কামাল ও জনাব মোহাম্মদ বাশির উদ্দিন, যুগ্ম আহবায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ হলেনঃ সর্বজনাব এম আবু হোরায়রাহ, এম আনওয়ারুল হক, এ কে এম শামসুদ্দিন, ইঞ্জিঃ এম এ ওহাব, এস কে বাদল এবং ইঞ্জিঃ মোঃ আব্দুল ওয়ারেস।

Standing Committee on Export, Import Policy, Trade 2017

This Standing Committee acts as a platform for Export Promotion, import competitiveness and trade facilitation through facilitating policy ecosystem and market & product diversification. This committee deals with the policy matters, trade infrastructure and ecosystem by devising effective policy recommendations as well as forwarding input to concerned ministry and government agencies for developing balancing environment for export, import and trade facilitation. The committee also advocates and formulates recommendation to improve business climate by reducing cost of doing business.

During the year 2017, two meetings were held under this Standing Committee. The meetings discussed various issues related to Export & Import Policy, Export Promotion, Multi-lateral and Bi-lateral Trade Agreement, FTA, export market expansion etc. Under the guidance of this committee, Research & Development Department of DCCI prepared a road map for Bangladesh in order to be eligible for EU GSP plus facility as current GSP facility will be ended upon graduation to Middle Income Country. In consultation with the Committee, Research & Development cell also prepared policy recommendations on Export policy Order 2015-18, upcoming Import Policy Order 2018-21, national export development and investigation on export reduction and way out. The committee also decided to hold a seminar titled "Creating Economic Opportunity for Trade and Business" on a suitable time.

Representatives from this committee participated in various meetings at Ministry of Commerce, Export Promotion Bureau and Bangladesh Tariff Commission. Members of this standing committee participated in local and international trade exhibition and trade mission.

Mr. Mamun Akbar, Director, DCCI acted as Coordinating Director, Mr. M. Abu Hurairah, Former Vice President, DCCI acted as Convenor while Mr. Mustafizur Rahman Shazid and Sk. Md. Waliul Islam acted as Joint Convenor of the Standing Committee.

The other members of the Standing Committee were: Mr. Osama Taseer, Former Senior Vice President, DCCI; Mr. Absar Karim Chowdhury,Former Vice President, DCCI; Mr. A.K.D. Khair M Khan, Former Director, DCCI; Mr. Md. Neyamat Ullah Mazumder; Mr. Rashed Ali; Mr. Md. Shahjahan Siddiqui; Mr. A.K.M. Delwar Hossain; Mr. Abu Bakr Md. Siddique; Mr. Mohammodi Khanam; Mr. Nanna Miah; Mr. Md. Shamim Bhuiyan; Mr. Parvez Ahmed; Mr. Mostafa Kamal Ahmed, ACA; Haji Shafique Ullah Khan; Mr. Md. Munir Hossain; Dr. Lokiat Ullah; Mr. A.I.M. Hasanul Mujib; Mr. Md. Tareq Hasan; Mr. Md. Lutfur Rahman; Mr. Md. Mamunur Rahman; Mr. Md. Bellal Hossain; Mr. Nurul Amin; Mr. Golam Zilani; Mr. Mohammad Ahmed Ullah; Mr. Monowar Hossain; Mr. ASM Nazrul Islam; Dr. Md. Zakir Hossain; Mr. Md. Azizur Rahman; Mr. Md. Atiqul Hasan and Mr. Md. Eleash Mridha.

Standing Committee on Financial Institutions 2017

The Standing Committee has been working as a platform to deal with the matters related to financial sector and provided policy recommendations to concerned authorities for the effective development of this sector. It also reviewed the present activities of Central Bank and Commercial Banks, and Non-Banking Financial institutions, Capital Market of the country, Banking Policy to provided policy support to strengthen the sector.

During the year 2017, two meetings were held of this Standing Committee. The committee has planned organize a Seminar on "**Problems of Financial Institution and Its Way Out"** based on the recommendation retrieved from the Standing Committee meetings to Identify the cause of instability in

financial institution, banking and capital market. Moreover, to meet up the vision 2021 and become the 33 largest world economy in near future the committee put emphasis on integrated approach of coordination among ministry of finance, credit rating agency, NBFI and Banking sector to address the financial instability and regulation crisis in financial sector.

Mr. Hossain Akhtar, Director, DCCI was the Coordinating Director of the committee, Mr. Tapan Krishna Podder, FCA, FCMA was the convenor while Mr. M A Rashid Shah Shamrat and Mr. Zeyad Rahman was the Joint Convenor for the year 2017. The Members of the standing committee were Mr. M. Anwarul Haque, Former Director, DCCI; Mr. Rizwan-ur Rahman, Former Director, DCCI; Mr. A. K. Mizanur Rahman, FCA; Mr. Mohammad Masoom; Mr. P. K. Roy, FCA; Khandaker Mashiuzzaman; Mr. Sharfuddin Ahmed Adil; Mr. N K A Mobin FCA, FCS, CFC; Mr. Mohammad Nurun Nabi, FCA; Dr. Enayet Karim; Mr. Sohail R. K. Hussain; Mr. A. Qadir Choudhury, Mr. Mohammed Nasir Uddin Chowdhury; Mr. K. Shamshi Tabrez and Mr. Bidhu Bhusan Chakraborty.

Standing Committee on Dhaka Decentralization and Dhaka Chittagong Corridor Development 2017

Year around, this Standing Committee was vocal to cater the much talked issue on Decentralization of Dhaka to foster its improved efficiency as a livable city and analyzed the need to develop a strategic road map for the development of Dhaka-Chittagong Economic Corridor (DCEC). In pursuant of promoting multifaceted economic mobility backed by the early surfacing of Dhaka Decentralization and DCEC development, the committee acts as a platform to deal with the pressing issues related to multimodal trade facilitation, Dhaka Chittagong Expressway, EZ and trade mobility between Dhaka and Chittagong, Cross border maritime trade, Industrial Clustering etc.

During the year 2017, 5 meetings including a joint meeting DCCI Standing Committee on "Country Competitiveness (New Economy-FDI, Branding, Big B, Blue Economy)" 2017 were held. In conjunction with the aforementioned activities, the committee formulated an Annual Activity Calendar to track the agenda-driven development initiatives derived from this committee. The meetings discussed cross-cutting issues relevant to Dhaka Decentralization and DCEC development which includes involving other chambers and GoB bodies, arranging separate seminar on Dhaka Decentralization and DCEC development, incorporating private research body (s) to prepare a research report on the feasibility of Dhaka Decentralization and DCEC, initiating a joint seminar activity with the Standing Committee on "Country Competitiveness (New Economy-FDI, Branding, Big B, Blue Economy)" 2017 which was initiated accordingly. Moreover, a seminar titled "Dhaka Chittagong Economic Corridor Development: New Economic Game-Changer" has been proposed and designed.

Representatives from this committee have participated in various meetings at different Ministries/ Departments of the Government and various Bilateral and Multilateral development agencies.

Mr. Salim Akhter Khan, Director, DCCI as Coordinating Director; Mr. Nuher Latif Khan as Convenor; Mr. Md. Ikram Dhali and Engr. M. A. Wahab as Joint Convenors of the Standing Committee performed their responsibility over the year. The other members of the Standing Committee were: Engr. Akber Hakim, Mr. M. Abu Hurairah, Mr. Rizwan-ur Rahman, Mr. K. G. Karim, Mr. A.K.D. Khair Mohammad Khan, Mr. Deen Mohammed, Mr. M.A. Mannan, Mr. Md. Sakhayet Ullah, Mr. Shahzada A. Hamid, Mr. Faraaz A. Rahim, Mr. Sumon Talukder, Dr. M. Khurshed Alam, Mr. Md. Shariful Alam, Syed Habib Ali, Engr. M. Shariful Alam, Mr. Md. Anowar Hossain, Mr. Manoranjan Bhakta, FCA, Mr. Md. Delwar Hossain, Syed Saif-ul Islam, Mr. Ahsanul Haque (Ahsan), Mr. A K M Shamsuddin, Mr. Mostafa Kamal Ahmed, ACA, Mr. Md. Ramzan Ali, Engr. Md. Abdul Waresh, Syed Burhan Uddin, Khandaker Mashiuzzaman and Mr. Arman Haque.

Standing Committee on National Energy Security 2017

The standing Committee deals with the issues relating to Energy & Power sectors for private sector development and keep the Board informed on the demand for energy consumption. As the demand for energy is driven by growth of industrialization, modernization of agriculture sector, transformation of rural economy, rapid urbanization, and improved standard of living, it creates a platform to identify the problems and constraints in respect of Energy & Power and take up with Government and other relevant bodies for their timely and expeditious solution.

It also coordinates with DCCI Directors and Members and different Ministries, Departments and Autonomous bodies for formulation of proper policy on development of Energy & Power sector and provide relevant policy direction, strategies and recommendations to Government for development of power and energy sector. During the year 2017, the committee organized three meetings. The recommendation retrieved by DCCI R&D from these three meetings, became the platform to hold a seminar and a roundtable. Given recommendations of the meetings, two seminars were organized by this standing committee with the discussion of R&D team. The first seminar was organized on "Energy Security 2030: Challenges and Opportunities", on 29 July at Lakeshore Hotel in Dhaka. It focuses on charting a strategic plan to accommodate the large coal reserves, rationalize the cost of LNG including other primary energy and power, fast track new exploration and right Energy mix. **Dr. Tawfiq-e-Elahi Chowdhury**, BB, Adviser to the Prime Minister on Power, Energy & Mineral Resources Affairs, and GoB graced this August occasion as chief guest while **Mr. Md.Tajul Islam, MP,** Chairperson, Parliamentary Standing Committee on Ministry of Power, Energy and Mineral Resources remain present as special guest. Moreover, representative from banks, financial institutions, IPPs and relevant government agencies participated in the seminar.

Similarly, on that day, DCCI R&D and Standing committee organize a round table discussion on '**Chittagong Port: Current Status and Way Forward'** to expedite challenges and problems resulting in the development of Chittagong and other port along with planned container jetties, Potenga Port and Bay Terminal. **Rear Admiral M Khaled Iqbal, BSP,** ndc, psc, Chairman, Chittagong Port Authority (CPA) graced the seminar as the Chief Guest and all representatives from different stakeholder like BGMEA, BKMEA and Chamber took part the open discussion session.

Mr. Humayun Rashid, Director & Former Senior Vice President of DCCI was the Coordinating Director of the committee; Mr. Tanjil Chowdhury was the Convener and Mr. Shaheed A. Sultan & Mr. Faraaz A. Rahim were the Joint Convener for the year 2017. The Members of the standing committee were Mr. Md. Saifur Rahman, Mr. N.M. Asaduzzaman, Mrs. Suraiya Alam, Mr. Md. Atiqur Rahman, Mr. Manoranjan Bhakta, FCA, Mr. A K M Nurul Huda Pintooo, Mr. Md. Ahasanul Kabir, Mr. Tarique Ekramul Haque and Mr. Shahzada A. Hamid.

"ল অ্যান্ড অর্ডার অ্যান্ড এন্টি স্মাগলিং ইনিশিয়েটিভ" স্ট্যান্ডিং কমিটি ২০১৭

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর "ল অ্যান্ড অর্ডার অ্যান্ড এন্টি স্মাগলিং ইনিশিয়েটিভ" বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি ২০১৭ এর কার্যপরিধিতে রয়েছে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়ন, উন্নত যুবসমাজ গঠন, চোরাচালান রোধ, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং দেশের আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কিত সরকারের সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা। এছাড়াও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির বিষয়ে সরকারের নীতিমালা নির্ধারণের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ প্রেরণ করাও এ স্ট্যান্ডিং কমিটির কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

চলতি বছরের শুরুতেই এই কমিটির সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক, আহবায়ক ক্যাপ্ট. মোঃ নূরুল হক (অবঃ) ও যুগ্ম-আহবায়ক জনাব মোহাম্মদ মোনায়েম খান এবং জনাব আবু বকর সিদ্দিক এর উপস্থিতিতে কমিটির বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণের বিষয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২০১৭ সালে স্ট্যান্ডিং কমিটির একাধিক সভা আয়োজন; পবিত্র রমজান মাসে দ্রব্য-মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখা; দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখা; আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সক্রিয় ভূমিকা পালন; গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গে মতবিনিময় সভা আয়োজন ইত্যাদি বিষয় একমিটির বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

মতবিনিময় সভা/সেমিনারের প্রস্তাবিত প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথিবৃন্দের সময়ের স্বল্পতার জন্য অনুষ্ঠানসমূহ এবছরের পরিবর্তে আগামী বছর সুবিধাজনক সময়ে আয়োজনের প্রস্তুতি অব্যাহত আছে। উল্লেখ্য যে, যথারীতি ২০১৭ সালে কমিটির সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ে ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ, সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রতিরোধ সহ বিভিন্ন কমিটির সভা/সেমিনারে নিয়মিত অংশগ্রহণ করেন এবং বস্তুনিষ্ঠ সুপারিশ দিয়ে ডিসিসিআইকে প্রতিনিধিত্ব করেন।

এই কমিটির সভাসমূহে সাম্প্রতিক সময়ে দেশে মাদক ব্যবসায়ী ও তরুণ সমাজে মাদক গ্রহণের প্রবণতা, খুন, ছিনতাই, রাহাজানি, গুম, হত্যা, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, ডাকাতি ইত্যাদি বিষয়ে এবং পবিত্র রমজান মাসে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা, আমদানিকৃত পণ্যের পরিবহন খরচ এবং ঢাকা-শহরে সর্বত্র বিশেষ করে শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র এবং কূটনৈতিক এলাকায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট মহলকে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করার আহবান জানানো হয়।

এ কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ হলেন সর্বজনাব আলহাজ্ব আবদুস সালাম, মোঃ সিরাজউদ্দিন মালিক, এম আবু হোরায়রাহ, খন্দকার শহীদুল ইসলাম, মোঃ কামালউদ্দিন মালিক, আলহাজ্ব মোঃ শরফুদ্দিন, দীন মোহাম্মদ, হাজী আলতাফ হোসেন, মিসেস সামসুন নাহার, মোঃ ইকরাম ঢালী, এম. এ মান্নান, মোঃ হাবিব উল্লাহ তুহিন, রাশেদ আলী, মোঃ আনোয়ার হোসেন মন্ডল, ফারাজ রহিম, মুস্তাফিজুর রহমান সাজিদ, হাজী আব্দুর রাজ্জাক, মোঃ দেলোয়ার হোসেন, সুমন তালুকদার, নান্না মিয়া, মোঃ রমজান আলী, আশফাকুর রহমান, মনরঞ্জন বখ্ত এফসিএ, মোহাম্মদ আহমেদ উল্লাহ, এস এম মুনির হোসেন, মিসেস লিলি হক, সৈয়দ সাইফুল ইসলাম এবং মনোয়ার হোসেন।

Standing Committee on National Infrastructure 2017

Standing Committee on National Infrastructure-2017 set priority on National Infrastructure development encompassing highways, toll roads, expressways, improved focus on Rail network, increasing water transport network, Dhaka Chittagong Economic Corridor development, Dhaka city transportation and SEZs, Ports, Deep Sea Port development.

Under this standing committee, one meeting was held during 2017. The meeting discussed that four separate brain-storming discussions were held under the guidance and direction of president of DCCI to chart the futuristic infrastructure needs, financing arrangement, and policy instrument and implementation capacity. The committee aligned its activities with the priority of President in line with the outcome of the brainstorming discussions. Moreover, the committee prepared theme paper on Dhaka City Transportation and Development of Chittagong Port. The recommendations of the theme papers included in the National budget recommendations for FY 2017-18, framed by DCCI.

In this standing committee Kh. Rashedul Ahsan acted as the coordinating director, Syed Yasser Haider Rizvi was the Convener and Engr. Shamsuzzoha Chowdhury and Mr. M.A. Mannan both were the joint conveners. The other members of the standing committee are Mr. A.K. Md. Shamsuddin, Former Director, DCCI, Mr. K. G. Karim, Former Director, DCCI, Engr. Md. Al Amin, Mr. Md. Sharif Hasan, ACS, Engr. M. A. Wahab, Mr. Md. Atiqur Rahman, Brig Gen Quamrul Islam (retd), Mr. S.K. Badal, Mr. Tapan Krishna Podder, Syed Tajul Bashar Tapu, Mr. M. Mosharrof Hossain, Engr. Shafiqul Alam Bhuiyan, Engr. Md. Mostafa Kamal and Mr. Syed Burhan Uddin.

Standing Committee on Industrial Relations, Factory Compliance 2017

This Standing Committee deals with the matters related to Industrial Labour Relations, Factory Compliance and Corporate Social Responsibility. This committee activities also focused on ways to improve labour relations in industries for sustainable business growth, interact with government on the development of the law and support DCCI members factory compliance, provide services for CSR policy development and corporate governance.

Mr. Khandakar Abdul Muktadir was the coordinating Director of the standing Committee. Mr. Arif Ibrahim acted as the convener of the standing Committee. Mr. Moinuddin Hasan Rashid and Mr. Mohammad Nurun Nabi, FCA both acted as the joint convener of the committee.

The other members of the committee are Mr. M. Anwarul Haque, Former Director, DCCI, Mr. Waqar Ahmad Choudhury, Former Director, DCCI, Mr. Rizwan-ur Rahman, Former Director, DCCI, Sk. Md. Waliul Islam, Mr. Enamul Haque Patwary, Mr. Md. Shahjahan Siddiqui, Mr. N K A Mobin, Mr. Zeyad Rahman, Mr. Tapan Krishna Podder, Mr. Shams Mahmud, Mr. Nanna Miah, Mr. Mostafa Kamal Ahmed, ACA, Mr. Mohammed Sohel, Mr. Md. Atiqur Rahman, Mr. Mohammad Habib Rashid, Mr. Md. Saifur Rahman, Mr. Mohammad Dawood Raywas, Golam Zilani, Mr. Md. Enamul Haque Sujon, Mr. Md. Edrisur Rahman, Mr. Abdur Rahim Sagor.

Standing Committee on Skills Development & RND Bangladesh (Projects, BBA College, DBI, Education, Research, Library and Knowledge Centre, E2K)-2017

Main Terms of Reference (ToR) of the Standing Committee on "Skills Development & RND Bangladesh (Projects, BBA College, DBI, Education, Research, Library and Knowledge Centre, E2K)-2017" of DCCI could be summarized as follows:

1. To formulate appropriate policies and oversee the preparation of Annual DBI Training Calendar and professional academic courses like BBA & MBA to provide need-based education services.
2. To consider and evaluate viable projects in cooperation with National and International Partners of progress.
3. To guide DCCI Research Cell, Knowledge Centre, Library and DCCI in its activities.

Three meetings of the Standing Committee were held on February 26, 2017, April 30, 2017 and August 19, 2017 respectively. The following activities were undertaken as per recommendations of the Standing Committee with due approval of DCCI Board of Directors.

1. Activities of DCCI Business Institute (DBI) and Knowledge Centre undertaken during the year 2017 are given below:

As recommended by the Standing Committee, the DBI Training Calendar 2017-18 (April-March) was prepared, published and distributed among the target groups. Modular Learning System in Supply Chain Management MLS-SCM(P), 21st batch (January-June, 2017) and 22nd batch (July-December, 2017) of Certificate Course were successfully started with 44 (forty four) and 41 (forty one) participants respectively. In addition, 39 and 26 participants have registered for Advanced Certificate and 13 & 27 participants for Diploma courses respectively in 2017. Classes are

held on weekend (Friday) make it convenient for the job holder to attend the training courses regularly. The courses help them to increase their knowledge, efficiency and career progress. Two Examinations of MLS-SCM(P) Courses have been organized in March & August, 2017 successfully. Total number of examinees were 170 in March and 160 in August, 2017. The examinations were held strictly as per the standard guidelines of ITC, Geneva up to their full satisfaction. Nineteen (19) short training courses and thirteen (13) daylong workshops have been organized with 246 & 197 participants respectively (January-September, 2017). As per recommendation of this standing committee a seminar titled 'Local Managerial Capacity Building' was organized on 07 October, 2017 at DCCI Auditorium. Minister for Expatriates' Welfare and Overseas Employment Mr. Nurul Islam BSc grace the seminar as the chief guest. DCCI President Mr. Abul Kasem Khan chaired the seminar.

2. Activities of BBA College are summarized below:

DCCI Business Institute (DBI) College has been relentlessly pursuing its mission and goals as stipulated by Governing Body, Standing Committee, Working Committee and DCCI Board of Directors since its inception. Currently 5 batches are being run at a time and DBI College. It is worth mentioning that DBI College has achieved commendable success in the fields of academics, administration, facilities, extra curricular activities and student's affair. Accordingly, class Monitoring Committee, Exam Committee, Debate Committee, Counseling Committee, Media & Communication Committee etc. have been developed.

Students are counseled regularly to resolve their issues regarding academic and morality under the counseling committee. As a result, their self motivation processes have been improved. It is really a matter of pride for us that one of our students Md. Mamonur Rashid has got CGPA 3.95 out of 4.00 in 6th semester of BBA (Professional) Programme in 2015 is the highest score for the semester in entire Bangladesh. Other 8 (eight) students out of 26 also scored above 3.50 out of 4.00. Chairman of Governing Body has conveyed his thanks letter to the guardians of that students. Md. Mamonur Rashid was provided an opportunity to participate in a two days workshop at DBI for his remarkable achievement. An entrepreneurship fair was arranged at DBI college campus on 23 August, 2017 where Secretary General, DCCI along with other administrative staff visited the fair.

DBI College is taking necessary steps to attract and retain good students in large group. All of its patrons are proactive towards the attainment of desired goals. National University has shown confidence at the ability of DBI College for running the BBA Professional programme successfully year by year.

Besides, class lectures-individual and group presentation, class study, assignments, group discussion, exercise and other interactive methods of learning are being practiced to explore and expose students' potential.

3. The Activities of DCCI Research & Development (R&D) Department are summarized below:

Arranged Seminar/RTD/Workshop/Unveiling program-18; Call On Meeting-11; Speech/Talking Points (Both at Chamber and Outside)- 61; Proposals on National Budget 2017-18 -53; Post Budget Impact Study-6; Power Point Presentation–06; Summary Outcome/Report-18; Summary Outcome/Report- 18; Participation of Research Department officials in different Meetings, Seminars etc. – 18; Research/Investigative Study on Industrial Sector & Private Sector Development/ Cross Country Study -30; Prepare Key Note Paper/ Thematic/Topical Paper- 13; Message for various publications of DCCI and others-01, Updated Bilateral Trade Statistics of Bangladesh-25 (countries); Comments/Proposals/Recommendations on National Issues-13; Review of MoU signed

between DCCI & Others- 02; Publications: Monthly Economic Indicators of Bangladesh-10; Concept Note for Seminar/Event- 22; Concept Note for Project Development-9; Project Activities-3; Message for various publications of DCCI and others-01; Standing Committee (including Sub committee) (10) Meetings-28; Other Activities: Minutes of the 55th AGM (2016) of DCCI; DCCI Annual Report-2016 & 17 Activities: i) Prepared Report of the Board of Directors of DCCI-2016, ii) Compiled DCCI Comments/Proposals on National Acts/Policies, iii) Compiled Summary Outcome/ Report of various Seminars/RTDs/Workshops, iv) Prepared Reports of Annual Activities of 10 Standing Committees of DCCI; Prepared Annual Activity Calendar of DCCI, 2017; DCCI Tax Guide, 2017-18 Related Activities; Compiling, Editing, Proof Reading and publication of Tax Guide. Tax and Trade Related Information Dissemination along with services to the Distinguished Members of DCCI; Prepared and sent various letters to different Ministries, Divisions, Agencies, Private Organization both local and Multi-national; Regular e-mail correspondences with various stakeholders; Any other Task as and when requested by the President and Management of DCCI.

4. The activities of Library are summarized below:

Dhaka Chamber has a well equipped library. DCCI Library has served satisfactorily to its members, faculty members, students and its staffs since its inception. It is the spine of the research and development activities of DCCI and DBI College. Library having a good collection of reference books, Directories, Magazines and BBA course related books. It has also an archive section with rare collections including government & non-government publications, National & International business/commercial publications with study space. The library has about 6329 books in total. DCCI members also use it particularly for International Tenders and consulting International Directories. It allows users especially for students to borrow a good number of books and also served to the Library members regarding various Business information from internet.

The following activities were undertaken in the Library and Information Department in 2017:

1) Collection

- Collection of trade publications from Private & Public sectors and dissemination of the same among members by providing photocopy facilities.
- Collection of International Trade and Business Directories, Journals, Magazines and business literature for reference service.
- Collection and preservation of Govt. Documents, Acts, Ordinances, Policies, etc.
- Collection and Preservation of Training Papers, Research Papers, Reports on Workshops, Conference, Seminar, Symposium organize by DCCI in home and Abroad.
- Purchased BBA Course related Books for BBA Students.

Following Documents were collected in the Library during October, 2016 to September, 2017

- Text Books -378
- Reference Books (Directories, Magazines, Journal, etc)-862
- Tender Documents: 1) Tender Received Schedule- 547 and 2) Tender Letter issued- 251
- Training Materials- 21

2. USER SUPPORT

On an average 08-10 business member, 35-40 students, 4-6 faculty members, 8-10 In house Service and other users use the library everyday.

K. Atique-E-Rabbani, FCA, Director, DCCI is the Coordinating Director of the Standing Committee; Mr. Md. Iftekharuddin (Naushad), Former Director, DCCI is the Convenor of the Standing Committee; Mr. A. K. Mizanur Rahman, FCA and Md. Rashed Ali are the Joint Convenor of the Standing Committee. The other members of the Standing Committee are: Mr. Absar Karim Chowdhury, Former Vice President, DCCI; Mr. M. Abu Hurairah, Former Vice President, DCCI; Mr. M. Anwarul Haque, Former Director, DCCI; Mr. K. G. Karim, Former Director, DCCI; Capt. Md. Nurul Haque (Retd); Mr. M A Rashid Shah Shamrat; Mr. Mohammad Nurun Nabi, FCA; Mr. Md. Shahjahan Siddiqui; Syed Almas Kabir; Dr. Khalilur Rahman; Mr. Md. Mamunur Rahman; Mr. Md. Sharif Hasan, ACS; Mr. Mohammad Osman Ghani; Mr. Supriya Kumar Chakraborty; Mr. Md. Enamul Haque Sujon; Mr. A K M Nurul Huda Pintoo and Mr. Kamrul Hasan Shayok.

স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রটেকশন অব কনজুমার রাইট্স, এসেন্সিয়াল কমোডিটিস অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং - ২০১৭

প্রটেকশন অব কনজুমার রাইট্স, এসেন্সিয়াল কমোডিটিস অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং স্ট্যান্ডিং কমিটির মাধ্যমে ডিসিসিআই'র পক্ষ থেকে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি ও ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণকল্পে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয় যা এই কমিটির অন্যতম দায়িত্ব। ন্যায্য মূল্যে ভোক্তাদের নিকট পণ্য সরবরাহে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের দায়িত্ব, কর্তব্য ও করণীয় সম্পর্কে ঢাকা চেম্বারের সুনির্দিষ্ট সুপারিশসহ এ কমিটি সরকারী মহলে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণে সার্বিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, আমাদের বাজার ব্যবস্থাপনায় সুষ্ঠু ও সুশৃংখল পরিবেশ এখনো গড়ে ওঠেনি। পাশাপাশি এর যতটা আধুনিকায়ন ও স্বচ্ছতা প্রয়োজন সেটিরও যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এ ক্ষেত্রে সরকারের অনেক কিছু করণীয় থাকলেও মুক্তবাজার অর্থনীতির অজুহাত, প্রশাসনিক দৃঢ়তা ও প্রয়োজনীয় আইনী অবকাঠামোর অপ্রতুলতার কারণে প্রত্যাশিত পদক্ষেপ সরকারকে অনেক সময় নিতে দেখা যায় না। তদুপরি ব্যবসায়ী সমাজের কাছ থেকে প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতার (Corporate Social Responsibility or CSR) বিষয়টিও বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে।

প্রটেকশন অব কনজুমার রাইট্স, এসেন্সিয়াল কমোডিটিস অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং স্ট্যান্ডিং কমিটির সভায় এ কমিটির উদ্দেশ্য, আদর্শ সামনে রেখে মিশন স্টেটমেন্ট এবং বার্ষিক কর্মপুঞ্জী প্রস্তুত করা হয় যা ডিসিসিআই পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন সভায় ঢাকা চেম্বারের পক্ষ থেকে সমন্বয়কারী পরিচালক, আহবায়ক, সহ-আহবায়ক ও কমিটির সংশ্লিষ্ট সদস্যগণ উপস্থিত হয়ে মতামত প্রদান করে থাকেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ, বিপণন ও মূল্য স্থিতিশীল ও যৌক্তিক পর্যায়ে রাখার নিমিত্তে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রমের জন্য গঠিত কমিটির বিভিন্ন সভায় ডিসিসিআই এর পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন সমন্বয়কারী পরিচালক কেএমএন মঞ্জুরুল হক।

ভোক্তা অধিকার কি এবং জাতিসংঘ স্বীকৃত ক্রেতা-ভোক্তাদের অধিকারসমূহঃ

- পণ্য, সেবা-সার্ভিস, ঔষধপত্র, স্বাস্থ্যসেবা গ্রহীতাদের রয়েছে কিছু মৌলিক অধিকার। সেগুলো সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকার।
- আজ তাই ভোক্তা অধিকার কোন শ্লোগান নয়, একটি মানবিক, সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইস্যু। ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রত্যেক ভোক্তার প্রাপ্য।
- মুক্তবাজার অর্থনীতিতে ভোক্তারা বা ক্রেতা-সাধারণ একটি শক্তিশালী পক্ষ হিসেবে স্বীকৃত। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বিক্রেতাকে ভোক্তার পছন্দের কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে।
- তত্ত্বগতভাবে একজন বিক্রেতা এবং সেবা প্রদানকারীর প্রত্যেকটি কর্মকান্ড ভোক্তাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হবে এটা স্বাভাবিক এবং তিনি সচেষ্ট হবে কিভাবে ভোক্তাকে সন্তুষ্ট করা যায়। এক কথায়, ভোক্তার সন্তুষ্টি লাভের অধিকারই ভোক্তা অধিকার।

জাতিসংঘে স্বীকৃত ক্রেতা-ভোক্তার অধিকারসমূহঃ

০১। অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানের মৌলিক চাহিদা পুরণের অধিকার;
০২। নিরাপদ পণ্য ও সেবা পাওয়ার অধিকার;
০৩। পণ্যের উপাদান, ব্যবহারবিধি, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ইত্যাদি তথ্য জানার অধিকার;
০৪। ন্যায্য মূল্যে সঠিক পণ্য ও সেবা পাওয়ার অধিকার;
০৫। অভিযোগ করার ও প্রতিনিধিত্বের অধিকার;
০৬। কোন পণ্য বা সেবা ব্যবহারে ক্ষতিগ্রস্ত হলে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার;
০৭। ক্রেতা-ভোক্তা হিসেবে অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে শিক্ষালাভের অধিকার;
০৮। স্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ ও বসবাস করার অধিকার;

ভোক্তার দায়িত্বসমূহঃ (Consumers Responsibilities)

ক) সংহতি; (Solidarity)
খ) সমালোচনামূলক সচেতনা; (Criticism Awareness)
গ) কার্যক্রম; (Action)
ঘ) সামাজিক দায়বদ্ধতা; (Social Concern)
ঙ) পারিপার্শ্বিক / পরিবেশ সচেতনতা; (Environmental Awareness)

এ কমিটির মাধ্যমে যেসমস্ত সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়, তা হচ্ছেঃ

০১। "প্রটেকশন অব কনজুমার রাইটস্, এসেন্সিয়াল কমোডিটিস অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং" বিষয়ক স্ট্যান্ডিং ২০১৭ কমিটি কর্তৃক এককভাবে পবিত্র রমজানের পূর্বে ও নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে একটি গোলটেবিল/সেমিনার আয়োজন করার জন্য সুপারিশ করা হয়;

০২। পণ্যের গুণগত মান বজায় রাখা, ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণ, দ্রব্য-মূল্য স্থিতিশীল বজায় রাখা প্রভৃতি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে লিফলেট প্রস্তুত ও পুরাতন ঢাকার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মাঝে বিতরণ করার জন্য সুপারিশ গ্রহণ করা;

এ স্ট্যান্ডিং কমিটি ইতোমধ্যে ২টি সভা আয়োজন করেছে। কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ জনাব কেএমএন মঞ্জুরুল হক, সমন্বয়কারী পরিচালক, জনাব দ্বীন মোহাম্মদ, আহ্বায়ক, জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন মন্ডল এবং জনাব মোঃ হাসিব বিন হাসেম, যুগ্ম আহবায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কমিটির সদস্য হিসেবে রয়েছেন সর্বজনাব এ কে মোঃ সামছুদ্দিন, মোঃ ছাখায়েত উল্লাহ, এস কে. মোঃ ওয়ালিউল ইসলাম, মোঃ শরিফুল আলম, মোহাম্মদ আহমেদ উল্লাহ, মোঃ ইদ্রিসুর রহমান, আব্দুর রহিম সাগর, মোহাম্মদ দাউদ রেওয়াশ, ইমতিয়াজ আহম্মেদ, এম এ রশিদ শাহ সম্রাট, মোঃ শাহিদ হোসেন, এম এ রাজ্জাক, হাজী মোঃ মিয়া হোসেন, বিল্লাল হোসেন, আশফাকুর রহমান এবং এম.এ. হাসেম।

এসএমই ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি ২০১৭

এসএমই ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির মাধ্যমে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তাদের প্রতিনিধিত্বকারী দেশের অন্যতম প্রাচীন ও বৃহৎ বাণিজ্য সংগঠন হিসেবে সুদীর্ঘ ছয় দশক যাবৎ এর সদস্যগণকে এবং সর্বোপরি ব্যবসায়ী সমাজকে বহুমূখী সেবা প্রদানসহ সরকারকে বিভিন্ন সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ইস্যুতে নীতি-নির্ধারণী সহায়ক সুপারিশ/মতামত প্রদান করে আসছে। সরকার কর্তৃক গৃহীত সঠিক নীতিমালা এবং পদক্ষেপের ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রয়েছে এবং বিগত প্রায় দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে গড়ে ৬ শতাংশের অধিক হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে, যা এ যাবৎ ৭.২৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে জিডিপিতে এর অবদান ৩২% এ উন্নীতকরণ এবং দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ১২.৯ মিলিয়ন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগ রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও আত্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের ১৮-৪০ বৎসরের ৬০ মিলিয়ন কর্মশক্তিকে সম্পৃক্ত করে অর্থনৈতিক উন্নয়নে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখা সম্ভব।

এ স্ট্যান্ডিং কমিটি বাস্তবধর্মী বিষয়টিকে বিবেচনায় নিয়ে দেশের বিপুল তরুণ জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনশক্তিতে রুপান্তর করা এবং অধিক হারে কর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক সহযোগীতায় ২০১৩ সালে "ডিসিসিআই ইটুকে" নামে ২০০০ নতুন উদ্যোক্তা উন্নয়নের মহতী কর্মসূচী গ্রহণ করে। এরই ধারাবাহিকতায় উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং জুন ২০১৪ সালে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে উদ্যোক্তা ও ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমন্বয়ে Mega Expo আয়োজন করা হয়। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ঢাকা চেম্বারকে উদ্যোক্তা উন্নয়ন/প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। সরকারের সঠিক দিক-নির্দেশনায় বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১ ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ অর্জনে ঢাকা চেম্বার এর "ডিসিসিআই ইটুকে" প্রকল্প দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কাঙ্খিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

উল্লেখ্য, বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট সহযোগী সংগঠন যেমনঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্প; যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর; ইয়ুথ ফোরাম; বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরাম, ব্যাংক; আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় ডিসিসিআই উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচী গতিশীল রয়েছে। এরই চলমান প্রক্রিয়ায় ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প উদ্যোক্তাদের সহযোগিতা এবং নবীন উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে ডিসিসিআই ইউএএইড এভিসি প্রকল্পের মাধম্য ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে ৮টি বিভাগীয় শহরে SME Exposition আয়োজন করার পরিকল্পনা গ্রহন করেছে। উক্ত SME Exposition এ নবীন উদ্যোক্তা এবং ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান ছাড়াও Cottage, Agro-based Industries, Jute, ICT, Leather etc কে প্রাধান্য দেয়া হবে। এতে উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক তাদের পণ্য প্রদর্শন এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে মতামত, ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সম্যক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ থাকবে। এ SME Exposition এর মূল উদ্দেশ্য হলো সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সহযোগিতায় উদ্যোক্তা, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মতবিনিময়ের সুযোগ করে প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতকরণ, সমাধানের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়ন, সচেতনতা সৃষ্টি এবং সংশ্লিষ্ট সকলের নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের মাধ্যমে সার্বিক পরিস্থিতির উন্নয়ন।

এসএমই ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির মাধ্যমে অন্যান্য যে কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে, তা হচ্ছেঃ

০১। খাতভিত্তিক এসএমই সেমিনার এবং মেলা আয়োজনে ইউএসএইড এভিসি ডাই প্রকল্পের আর্থিক সহযোগিতা পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া।

০২। পাটের বহুমূখীকরণ (মন্ড ও কাগজসহ) উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং পরিবেশ বান্ধব ব্যবহারার্থে "Eco-Friendly Pulp and Paper Processing from Jute" বিষয়ক প্রকল্পটি বাস্তবায়নে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।

০৩। ইতোপূর্বের সুপারিশ অনুযায়ী ইটুকে প্রকল্পের যাবতীয় কার্যাবলী, সুপারিশসমূহ এসএমই ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত এবং বাস্তবায়িত হবে। এ ব্যাপারে ডিসিসিআই-এর সম্মানিত সহ-সভাপতি মহোদয় এর পরামর্শ ও নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

০৪। সম্প্রতি সহ-সভাপতি মহোদয়ের পরামর্শ অনুযায়ী ইটুকে প্রকল্পে বাংলাদেশের ৮টি বিভাগীয় শহরে উদ্যোক্তা উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে এবং ডিসিসিআই-ইউএসএইড এভিসি প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিক সহযোগিতা পাওয়ার বিষয়ক যোগাযোগ করা হচ্ছে।

০৫। বাংলাদেশ ব্যাংক, এসএমই ফাউন্ডেশন, শিল্প মন্ত্রণালয়ের শিল্প নীতিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প (এসএমই) বিষয়ক যে সমস্ত সুপারিশ, নিয়ম নীতি, পরামর্শ আছে তা সংগ্রহ করে ইটুকে প্রকল্পের মাধ্যমে ডিসিসিআইতে সংরক্ষণ ও সম্মানিত সদস্যদের সেবা প্রদান করা।

০৬। ডিসিসিআই ইটুকে প্রকল্পকে আরো গতিশীল ও এর কার্যক্রম প্রসারিত করার জন্য প্রতিবছর একটি নির্দিষ্ট পরিমান বাজেট নির্ধারণ ও অনুমোদন নেয়া।

০৭। ইটুকে প্রকল্পে জরুরীভাবে ওয়েব সাইট উন্নয়ন এবং বাংলায় প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রস্তুতের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা।

০৮। ইটুকে প্রকল্পে প্রস্তাবিত বাজেট অনুমোদন পাওয়ার পর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণের বিষয়ে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের উপস্থিতিতে ডেমো প্রেজেন্টেশন এর মাধ্যমে প্রকল্প প্রস্তাবনা গ্রহণের কার্যক্রম পূণরায় আবার আরম্ভ করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

০৯। এ কমিটির সমন্বয়কারী পরিচালক এবং সহ-সভাপতি হিসাবে জনাব হোসেন এ সিকদার বিভিন্ন সংস্থা, মন্ত্রণালয়ে সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপে নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করেন।

১০। এ কমিটির আহবায়ক জনাব রাশেদুল করিম মুন্না বিভিন্ন সংস্থা, মন্ত্রণালয় যেমন বস্ত্র ও পাট, জেডিপিসি এর সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপে নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করেন।

এ কমিটির সম্মানিত সমন্বয়কারী পরিচালক, আহবায়ক, সহ আহবায়ক, সদস্যবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ বিভিন্ন সভা, সেমিনার এ ডিসিসিআই পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন। এ কমিটির ২০১৭ সালে ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ হচ্ছেন, জনাব হোসেন এ সিকদার, সমন্বয়কারী পরিচালক, জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না, আহ্বায়ক; জনাব মোঃ শাহিদ হোসেন ও মোহাম্মদ খায়রুল বাশার, যুগ্ম আহবায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ হলেন সর্বজনাব এম আনওয়ারুল হক, এ কে মিজানুর রহমান, আবু বকর মোঃ সিদ্দিক, মোস্তফা কামাল আহমেদ, মিসেস সুরাইয়া আলম, মামুন উর রশিদ মোস্তফা, নাসির উদ্দিন এ ফেরদৌস, এ এন এম খালেদ দাদ খান, সারমাদ মনসুর, মিসেস কাজী মুন্নি, এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস, সিএফসি, মোঃ লুৎফুর রহমান, মিসেস নাসরিন আনোয়ার চৌধুরী, সদস্য; ইঞ্জিঃ এম শরিফুল আলম, সদস্য, মিসেস মোহাম্মদী খানম, মিসেস পারভীন হোসেন, সদস্য, জনাব জামিল মাহমুদ, মোহাম্মদ আহমদ উল্লাহ, এনামুল হক পাটোয়ারী, মিসেস সাবিনা বেগম, ইমতিয়াজ আহমেদ, লায়ন মাহমুদ হাসান, মামুনুর রহমান, আতিকুল হাসান এবং হাজী সফিক উল্লাহ খান প্রমূখ।

টেলিকম, আইসিটি অ্যান্ড ইন্টেলেকচুয়্যাল প্রপার্টি রাইটস্ স্ট্যান্ডিং কমিটি ২০১৭

টেলিকম, আইসিটি অ্যান্ড ইন্টেলেকচুয়্যাল প্রপার্টি রাইটস্ বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর অটোমেশন বিষয় অবকাঠামো উন্নয়ন, গ্রীন চেম্বার হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনা, বিভিন্ন সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ আয়োজন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয় সরকারের নীতি, বিধিমালা বিষয় প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা ও পরামর্শ দেয়া এ কমিটির উদ্দেশ্য ও আদর্শ। এ বছর স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩টি, ওয়ার্কিং-কমিটির ১টি এবং সাব- কমিটির ২টি সভার আয়োজন করা হয়েছে।

ডিসিসিআই কে পূর্ণাঙ্গ অটোমেশন করার লক্ষ্যে কমিটি বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যেই ডিসিসিআইর সচিবালয় অটোমেশন বাস্তবায়নের বিষয় নিয়ে এ কমিটিতে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। কমিটির সুপারিশক্রমে বিভিন্ন শাখা যেমনঃ হিসাব সেকশন, লাইব্রেরী সেকশন, এইচ আর সেকশন, স্টোর সেকশনের সফ্টওয়্যারের কাজ শুরু করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে অন্যান্য সেকশনগুলো পর্যায়ক্রমে সফ্টওয়্যার বাস্তবায়নের কাজ শুরু করা হবে।

অটোমেশন বাস্তবায়নের আওতায় সফট্ওয়্যার ব্যবহার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। ডিসিসিআইতে পূর্ণাঙ্গ ইআরপি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কমিটি কাজ করছে এবং ডিসিসিআই'র ওয়েব পোর্টালকে একটি ব্যবসা বান্ধব বিটুবি পোর্টালসহ মোবাইল এপ্লিকেশন প্রস্তুত করার পদক্ষেপ কমিটি গ্রহণ করেছেন। কমিটির সুপারিশক্রমে "Digital Financial Service Future of Business" and "Future of Smart City of Dhaka" শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

জনাব রিয়াদ হোসেন, সমন্বয়কারী পরিচালক, জনাব টি আই এম নূরুল কবির, আহবায়ক, জনাব জুবায়ের বি.এ. সিদ্দিকি, যুগ্ম আহ্বাহক হিসেবে এ স্ট্যান্ডিং কমিটিতে দায়িত্ব পালন করেন। কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ হলেনঃ সর্বজনাব সালাহ্উদ্দিন আবদুলাহ্, রিজওয়ান-উর রহমান, সৈয়দ আলমাস কবির, শামীম আহসান, সুমন তালুকদার, আসিফ মাহমুদ, সৈয়দ মামনুন কাদের, মোঃ হাবিব উল্লাহ তুহিন, রেজওয়ানুর রব জিয়া, এম এ মান্নান, স্বদেশ রঞ্জন সাহা, এফসিএ, সৈয়দ রফিকুল কবির, সুয়াং বোং ওহ, ড. কাজি সাইফুদিন মনির, আসিফুজ্জামান, মেজর জেনারেল সাঈদ আহমেদ বিপি, এডাব্লুউসি, পিএসসি (অব:), তারেক আকরামুল হক, এ এস এম মঈন উদ্দিন মোনেম, এনায়েতউল্লাহ খান, মাহবুব জামান, মিসেস লুৎফুননিসা সাউদিয়া খান এবং মজাহারুল ইসলাম প্রিন্স।

ট্রেড ডেলিগেশন, ট্যুরিজম সার্ভিস সেক্টর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ট্রেড ফেয়ার স্ট্যান্ডিং কমিটি ২০১৭

দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নয়ন, অর্থনৈতিক অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ এবং শিল্পপণ্যের বিকাশে দেশে ও বিদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ এবং বাণিজ্য প্রতিনিধিদল প্রেরণে এ কমিটি কাজ করে থাকে। বিশেষ করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ব্যবসা-বাণিজ্যের গতি ত্বরান্বিত করা এবং দেশের বাণিজ্য পরিবেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর করতে এ কমিটি সব সময় সচেষ্ট। এছাড়া দেশীয় পণ্য ও বিভিন্ন সেবাসমূহ নিজ ও অন্য দেশের ক্রেতা-ভোক্তাদের সামনে উপস্থাপনে সরকারী পর্যায়ে গৃহীত বিভিন্ন নীতিমালা ও সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে এ কমিটি সারা বছর কাজ করে থাকে। বিভিন্ন সময়ে দেশী বিদেশী বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা সংক্রান্ত তথ্যাদি ডিসিসিআই মাসিক রিভিউ, ওয়ের সাইট, নোটিশ বোর্ড, জেনারেল সার্কুলার, ই-মেইল এর মাধ্যমে সম্মানিত সদস্যবৃন্দকে অবহিত করা হয়। দেশে ও বিদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন বাণিজ্য মেলায় এ কমিটির মাধ্যমে বাণিজ্য প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা হয়।

ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়সহ ইপিবিতে বছরব্যাপী অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সভায় এ কমিটির মাধ্যমে ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

চায়না কাউন্সিল ফর দি প্রোমোশন অফ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড (সিসিপিআইটি) এর আমন্ত্রণে এ বছর চীনের কুনমিং এ অনুষ্ঠিত ১২তম চায়না সাউথ-এশিয়ান বিজনেস ফোরামে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র সহ-সভাপতি হোসেন এ সিকদার, প্রাক্তন সহ-সভাপতি আবসার করিম চৌধুরী, কমিটির সদস্য জনাব পারভেজ আহমেদ এবং জনাব মাহমুদ হাসান যোগদান করেন।

দ্বিপাক্ষিক ব্যবসা ও বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং তুরস্কের বাজারে বাংলাদেশী পণ্যের রপ্তানী বৃদ্ধির লক্ষ্যে টারকিস এক্সপোর্টার্স এসেম্বলি-এর আমন্ত্রণে গত ০১-০৩ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত তুরস্কের ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত "টারকিস এক্সপোর্ট উইক অ্যান্ড বায়ারর্স মিশন"-এ ডিসিসিআই'র সহ-সভাপতি হোসেন এ সিকদারের নেতৃত্বে ১৬ সদস্যের একটি বাণিজ্য প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে। প্রতিনিধিদলের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ হলেনঃ ডিসিসিআই পরিচালক সর্বজনাব ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম, ইমরান আহমেদ, খন্দ. রাশেদুল আহসান, মামুন আকবর, মোঃ আলাউদ্দিন মালিক, রিয়াদ হোসেন, ওসমান গনি, রিয়াদ হোসেন, প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুস সালাম, এম এ সেকিল চৌধুরী, প্রাক্তন সহ-সভাপতি আবসার করিম চৌধুরী, এম আবু হোরায়রাহ, প্রাক্তন পরিচালক এম এ বাতেন, এম বশির উল্ল্যাহ ভূঁইয়্যা, আহবায়ক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কামরুল ইসলাম (অবঃ) এবং সদস্য লায়ন মাহমুদ হাসান। প্রতিনিধিদলটি তুরস্কে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মান্যবর এম আল্লামা সিদ্দিকী-এর সাথে মতবিনিময় সভায় যোগদান করে। প্রতিনিধিদলের পক্ষ হতে তুরস্কে বাংলাদেশী পণ্যের বাজার সম্প্রসারণে "সিঙ্গেল কান্ট্রি ফেয়ার" আয়োজনের প্রস্তাব করা হয়, পাশাপাশি বাংলাদেশের ব্র্যান্ডিং ইমেজ আরো সুদৃঢ় করার বিষয়ে দূতবাসের পক্ষ হতে আরো উদ্যোগ গ্রহণের উপর জোরারোপ করা হয়।

জনাব আসিফ এ চৌধুরী, সন্বয়কারী পরিচালক, জনাব এম এ বাতেন, আহ্বায়ক এবং বিগ্রেডিয়ার জেনারেল কামরুল ইসলাম, এসপিপি (অবঃ) ও জনাব হাবিব উল্ল্যাহ তুহিন যুগ্ম-আহ্বায়ক হিসেবে এ বছর দায়িত্ব পালন করেন। এ কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ হলেনঃ সর্বজনাব আলহাজ্ব আব্দুস সালাম, মাসহুক হোসেন, সাইফুল ইসলাম, মোক্তার হোসেন চৌধুরী, মোঃ ইকরাম ঢালী, এম এ মান্নান, ইঞ্জিঃ এম এ ওয়াহাব, এম এ হামিদ, ইঞ্জিঃ মোঃ মোস্তফা কামাল, এম মোশাররফ হোসেন, মোঃ শাখাওয়াত উল্ল্যাহ, সুমন তালুকদার, মিসেস সুরাইয়্যা আলম, মোঃ বেলাল হোসেন, সারমাদ মানসুর, মিসেস নাসরিন আনোয়ার চৌধুরী, পারভেজ আহমেদ, মিসেস শাহবিনা বেগম, নান্না মিয়া, গাজী হুমায়ুন কবির, মোহাম্মদ হানিফ, নূর হোসেন, মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, মোঃ রমজান আলী, মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন তালুকদার, মোহাম্মদ নাজমুল হক, গোলাম জিলানী, ড. লকিয়ত উল্ল্যাহ, মোঃ মুনির হাসান, মোঃ শামীম ভূইয়্যা, সুপ্রিয় কুমার চক্রবর্তী, মনোয়ার হোসেন, লায়ন মাহমুদ হাসান, মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন মিয়া, মিস নাজমা চৌধুরী, ড. মোঃ জাকির হোসেন এবং নূরুল আমিন প্রমুখ।

ডিসিসিআই ফাইন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি ২০১৭

ডিসিসিআই ফাইন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি পর্ষদের নির্দেশনায় আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে। এ লক্ষ্যে বর্তমান বছরে এই কমিটি ১০টি সভা করেছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এই কমিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে সকল কাজসমূহ সম্পন্ন করেছে তা হলোঃ ঢাকা চেম্বারের হিসাব ও হিসাব-বিবরণী মাসিক ভিত্তিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সুপারিশ প্রণয়ন করেছে, চেম্বারের ব্যয় নিয়ন্ত্রণে পর্ষদে সুপারিশ করেছে, চেম্বারের আর্থিক নীতি নির্ধারণে পর্ষদে সুপারিশ করেছে, চেম্বারের আর্থিক বাজেট প্রণয়ন ও বাজেটারী নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রেখেছে, চেম্বারের অর্থের লাভজনক বিনিয়োগে কার্যকরী সুপারিশ প্রদান করেছে।

এ স্ট্যান্ডিং কমিটিতে জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ও সমন্বয়কারী পরিচালক এবং প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব আবসার করিম চৌধুরী আহবায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ হলেনঃ সর্বজনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা, খন্দকার শহীদুল ইসলাম, রফিকুল ইসলাম খান, এফসিএ এবং এম. আনওয়ারুল হক।

Standing Committee on SDG Goals and Strategy 2030

The standing Committee deals with the issues of identifying the scopes and program for private sectors in achieving the SDG, suggest recommendations for effective participation of private sector, mobilize resources by private sector for financing SDG and put forward policy justification for implementation of SDG by interlinking private sector corporate visions with SDG.

During the year 2017, the committee organized three meetings and two seminars. The committee organized a seminar titled 'Strategies for Business Benefits from SDG for the Private Sector' on 1st March 2017 in DCCI Auditorium. Mr. Md. Abul Kalam Azad, Principal Coordinator (SDG Affairs), Prime Minister's Office, Govt. of the People's Republic of Bangladesh graced the occasion as the Chief Guest. Dr. Shamsul Alam, Member (Senior Secretary), General Economic Division, Planning Division, Govt. of Bangladesh and Dr. Hossain Zillur Rahman, Executive Chairman, PPRC were present as the Special Guests.

Under this committee, The United Nations Development Programme (UNDP) and Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) jointly organized 'IMPACT Bangladesh Forum 2017' on 29 October 2017 at Radisson Blu Dhaka Water Garden, Dhaka. The event focused on achieving national sustainable development and SDGs through private sector growth, bridging corporate and social goals. Mr. Abul Maal A Muhith, Minister, Ministry of Finance, Government of the People's Republic of Bangladesh graced the occasion as the Chief guest at the closing session and Mr. MA Mannan, MP, Honorable State Minister for Finance and Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh graced the occasion as the Chief Guest in the opening session. Mr. Zunaid Ahmed Palak, State Minister for ICT Division, Government of the People 's Republic of Bangladesh also graced the occasion as the special guest at the closing session. Mr. Md. Shafiul Islam Mohiuddin, President, Federation of Bangladesh Chamber of Commerce and Industry (FBCCI) was also present as the special guest in the inaugural session of the event.

Mr. Abul Kasem Khan, President, DCCI acted as the Coordinating Director of this standing committee, Mr. Asif Ibrahim, Former President, DCCI acted as the advisor and Mr. Andaleeb Hasan acted as the Convener for the year 2017.

The other Members of the standing committee were Mr. Kamrul Islam, FCA, Senior Vice President, DCCI; Mr. Hossain A. Sikder, Vice President, DCCI; Mr. Hossain Khaled, Director, DCCI; Mr. Asif A. Chowdhury, Director, DCCI; Engr. Akber Hakim, Director, DCCI; Mr. Hossain Akhtar Director, DCCI; Mr. Humayun Rashid, Director, DCCI; Mr. Imran Ahmed, Director, DCCI; Mr. Khandakar Abdul Muktadir, Director, DCCI; K. Atique-E-Rabbani, FCA, Director, DCCI; Mr. K.M.N. Manjurul Hoque, Director, DCCI; Kh. Rashedul Ahsan, Director, DCCI; Mr. Mamun Akbar, Director, DCCI; Mr. Md. Alauddin Malik, Director, DCCI; Mr. Osman Gani, Director, DCCI; Mr. Riyadh Hossain, Director, DCCI; Mr. Salim Akhter Khan, Director, DCCI; Mr. T. I. M. Nurul Kabir, Former Senior Vice President, DCCI; Mr. Osama Taseer, Former Senior Vice President, DCCI; Mr. Waqar Ahmad Choudhury, Former Director, DCCI; Mr. Data Magfur, Former Director, DCCI; Mr. Rizwan-ur Rahman, Former Director, DCCI and Mr. Md. Shahjahan Siddiqui.

DCCI Business Institute (DBI)

DCCI Business Institute (DBI) has been conducting various training programs as per its Training Calendar 2017-18 (April-March). The Training Calendar is prepared under the guidance of DCCI Standing Committee related to DBI and approved by the Board of Directors of DCCI. Later the Training Calendar was finalized, printed and distributed among the target groups. DBI organizes Certificate/Advanced Certificate/ Diploma courses and hold Examinations on "Modular Learning System in Supply Chain Management (MLS-SCM^{P})", in accordance with the Agreement between DCCI and International Trade Centre (ITC)-UNCTAD/WTO, Geneva. These courses were appreciated by the participating business organizations and participants. The responses from the business community and public sector organizations, as a whole, are satisfactory. In addition, it has also been implementing forty two (42) short training courses and forty two (42) daylong workshops for the development of forward-looking entrepreneurs and business managers.

The Vision & Mission of DBI:

Vision: to emerge as a professional business school with wide-ranging modern knowledge-based education and a Center of Excellence.

Mission: DBI plans to conduct short, medium and long term business-related training courses and curricula eventually to graduate as a full-fledged Business School for Entrepreneurs & Professionals.

The main activities of DBI in 2017 are narrated below:

01. Conducting Certificate, Advance Certificate & Diploma Courses on Supply Chain Management as per ITC Module

DCCI entered into an Agreement with ITC-UNCTAD/WTO, Geneva in 2004, to conduct Certificate and Diploma Courses on Modular Learning System in Supply Chain Management (MLS-SCM^{P}) and to hold examinations of the same in DCCI Business Institute (DBI). The Agreement was renewed a number of times and in 2017 it was again renewed for another period of three (3) years upto 2019. According to the Agreement, DCCI is the only Authorized Examination Body (AEB) of ITC in Bangladesh. In 2017, DBI has successfully conducted the MLS-SCM$^{(P)}$ courses and examinations. These courses improve the capacity of business organizations to become competitive in the globalised markets both at home and abroad, by effectively managing the supply chain. The main objective of the course is to train up participants how to obtain quality inputs at the most competitive price and keep the customers satisfied and reach organizational goal. The slogan of the MLS-SCM$^{(P)}$ course is **"Purchasing into Competitiveness"** where "^{P}" of MLS-SCM^{P} denotes power of Purchasing. The MLS-SCM^{P} course has the following eighteen (18) modules which cover all aspects of the supply chain of a business, from purchasing of raw materials and other inputs up to Customer Relationship Management:

1. Understanding the Corporate Environment; 2. Specifying Requirements & Planning Supply; 3. Analysing Supply Markets; 4. Developing Supply Strategies; 5. Appraising & Short-listing Suppliers; 6. Obtaining & Selecting Offers; 7. Negotiating; 8. Preparing the Contract; 9. Managing the Contract & Supplier Relationships; 10. Managing Logistics in the Supply Chain; 11. Managing Inventory; 12. Measuring and Evaluating Performance; 13. Environmental Procurement; 14. Group Purchasing; 15. E-Procurement; 16. Customer Relationship Management; 17. Operations Management; and 18. Managing Finance along the Supply Chain. More modules are in the process of development.

ITC has developed these excellent and easily intelligible modules of MLS-SCM(P) for quick and effective learning of the participants. Then they can help concerned companies to achieve excellence in the supply chain management make them competitive in international market.

During 2017, 21st batch (January-June, 2017) and 22nd batch (July-December, 2017) of Certificate Course were successfully started with forty four (44) and forty one (41) participants respectively. In addition, 39 and 26 participants have registered for Advanced Certificate and Diploma courses respectively in 2017. Classes are held on Fridays so as to enable persons on–the-job to attend the training courses conveniently on weekend. The courses help them to increase their knowledge, efficiency and advance better job opportunities. Examinations on MLS-SCM(P) Courses were also held in March & August , 2017 successfully. Total 102 examinees were participated in 170 modules in March, 2017 and 93 examinees were participated in 160 modules in August, 2017. The examinations were held strictly as per the standard guidelines of ITC, Geneva up to their full satisfaction.

The turn up of participants in the MLS-SCM(P) certificate course in 2017 exhibits the popularity of MLS-SCM in DBI, despite the fact that many other competitors like BRAC University, UK-based Chartered Institute of Purchasing & Supply (CIPS) and USA-based International Supply Chain Education Alliance (ISCEA) have entered into Bangladesh market with Diploma in Supply Chain Management Course. MLS-SCM course of ITC is a unique, proven and powerful management system to cut cost, reduce lead time and become competitive in the Global Market. DCCI has developed an excellent infrastructure and a pool of (20) twenty experienced trainers through holding seven (7) ToT Workshops for conducting Certificate & Diploma Courses on MLS-SCM(P). For holding these workshops, Master Trainers came from ITC, Geneva with necessary training modules and imparted rigorous training to the trainers in ToT workshop. They were trained not only about the content of the courses but also how to design a course and deliver them effectively. A number of Trainers of DBI were awarded the Certificate of the Best Success Story Winner from ITC in the Global Roundtable Conferences organized by ITC from time to time.

Glorious Achievement of DBI in MLS-SCM(P)

After taking necessary preparatory steps for 3 years from 2004, DCCI Business Institute (DBI) started offering MLS-SCM(P)courses from 2007 regularly. Up to July, 2017, 851 participants participated in Certificate, 420 in Advanced Certificate and 293 in Diploma courses of DBI. Out of them 238 have already received International Certificates, 110 received International Advanced Certificates and 87 received International Diplomas on MLS-SCM(P). In 2017, 85 participants have been admitted for the certificate course. Diploma holders of DBI are the champions of certified Supply Chain Management professionals in Bangladesh. Many of them are working as Heads of Procurement and Supply Chain Departments of many government organizations, NGOs and private companies including multinational companies. Bangladesh Army, Navy, Air Force, Police and many other Govt. organizations are sending participants for the course every year.

DCCI Won "MLS-SCM(P) Best Network Partner Institution Award" of ITC-UNCTAD/ WTO, Geneva

It may not be out of place to mention here that DCCI received **"MLS-SCM(P) Best Network Partner Institution Award"** of International Trade Centre (ITC)-UNCTAD/WTO, Geneva, among its partner Institutions in 69 countries. The award was given at ITC's **"MLS-SCM(P) Global Network Roundtable",** held at Kuala Lumpur, Malaysia in 2011.

02. Short-term Training Courses in DBI

In 1991, DCCI started conducting short training courses to provide training services to its members for development of business executives and entrepreneurs under a joint project with ITC-UNCTAD/WTO, Geneva. After the end of the one year project with ITC, DCCI continued the program of human resource development jointly with other partners of progress like ZDH & GTZ, Germany. Meanwhile DCCI upgraded its training centre into the DCCI Business Institute (DBI) in 1999. Since then, DBI has been conducting short-term training courses. It has also started daylong courses and workshops from 2015. During Oct., 2016 - Sep., 2017 Twenty three short training courses were held in DBI:

1. Rules & Procedures of VAT & Income Tax; 2. Management Skills for HR & Administrative Professionals; 3. Material Planning and Inventory Management; 4. Front Desk Behaviour and Receptionist Skills; 5. Managing Accounts- Best Practices; 6. Guide to Export, Import & Indenting Business; 7. Human Resource Development (HRD); 8. Corporate Etiquette & Gromming for Professionals; 9. How to Operate Export and Import Business; 10. Logistics, Inventory and Store Management; 11. Bangladesh Labour Laws as amended in 2013 & Labour Rules 2015; 12. Understanding L/C Procedures for Export & Import Operation; 13. Effective Business Communication; 14. Purchasing Chessboard-A Dynamic Tools for Procurement Strategies; 15. Branding & Marketing (Sales) for Business Success; 16. Rules & Procedures of VAT & Income Tax; 17. Development of Managerial Leadership Skills; 18. Logistics, Inventory and Store Management; 19. Budget and Its Effective Implementation; 20. Guide to Export, Import & Indenting Business; 21. Understanding L/C Procedures for Export & Import Operation; 22. How to Participate in an International Trade Fair; 23. Rules & Procedures of VAT & Income Tax.

In all 23 short courses were held in 2016-17. Total participants in the courses were three hundred & twenty (320) and total revenue receipts were 13,31,109 BDT. The participants of the courses expressed great satisfaction on the outcome of the courses which enhanced their forward looking attitude, practical and theoretical knowledge and skill which widened their mental horizon to make them confident in doing their job professionally. They also requested to continue these courses in future.

03. DCCI Knowledge Centre (KC)

DCCI-Knowledge Center (KC) was established in cooperation with South-Asia Enterprise Development Facility (SEDF) in 2004. After expiry of the MoU with them in June, 2008, DCCI continued the activities of KC as an extended wing of DCCI Business Institute (DBI). The objectives of Knowledge Center are to enhance both quantity and quality of training and services, particularly to facilitate the use of Information Technology (IT) for SME development. The goal of Knowledge Center is to provide a "one-stop-knowledge service" to local SMEs, students, academics, NGOs and business service providers. It is also used as online examination hall of MLS-SCM$^{(p)}$ participants and the Computer Laboratory of the students of Professional BBA Course of DBI College, being conducted under National University.

Services of KC: The main services of KC are: (i) Trade & Technology Information service, (ii) Internet access for online activities. (iii) Training service, and (iv) Development and Communication services. DCCI-Knowledge Center has two main sources of income. These are:

(1) ***Sale of Services:*** it includes the income from different services provided by KC, like membership registration fees, internet browsing, printout, photocopy, CD-ROM, scanning etc. and

(2) ***Organizing Workshop:*** KC used of organizes workshops on different need based topics. Holding of day-long workshops on weekends (Fridays and Saturdays) is a new initiative of KC. From October, 2016 to September, 2017, following 17 (seventeen) workshops were held in KC:

1. Effective Export and Import Management; 2. VAT & Customs Procedures for Import & Export; 3. Bangladesh Labour Laws as amended in 2013 & Labour Rules 2015; 4. Strategic procurement Skills; 5. KAIZEN for Excellent Organizational Performance; 6. Effective Warehousing and Distribution Management; 7. Management Skills for Administrative Professionals; 8. Secretarial Skill Development; 9. Development of Employee Efficiency & Productivity; 10. Material & Inventory Management; 11. Customer Relationship Management (CRM); 12. Effective Office Management and Filing System; 13. Shipping Procedures for Export, Import and Customs Formalities; 14. Domestic Enquiry and Disciplinary Action According to Labour Laws; 15. Rules and Procedures of VAT & Income Tax; 16. Strategic Procurement Skills; 17. How to Become a Dynamic Leader

Total 17 (seventeen) Workshops were held in 2016-17 in KC with 247 and generate revenue of Tk. 10, 49, 589.

DCCI BUSINESS INSTITUTE (DBI) COLLEGE
(A BBA College with a Difference)

Introduction

- In the coming decades, business leaders must be able to address the challenges of globally competitive free market economy with their diverse knowledge, talent and creativity. Taking the emergent needs of the days into consideration, DCCI Business Institute (College) introduced BBA program under the syllabus and curriculum of National University. DCCI Business Institute (College) has been consistent with its overall effort to emerge as a leading business institute in the country. Accordingly, it has achieved commendable success in the fields of academics, administration, facilities, extra-curricular activities and students' affair. In addition to that, National University of Bangladesh has recognized the huge potential that DBI College could manifest in the implementation of BBA (Professional) Programme. However, the overall achievement in 2017 seemed to be steady requiring more synergy programme and concerted effort from all of its stakeholders.

Objectives and Values

- The primary objective of this program is to develop knowledge and skills that will enable the students to undertake responsibility of the young executives in business organization successfully. Progressive thinking, breaking with convention, challenging the status quo and improving the world around us are our core nucleus.

Academics

- Society expects quality graduates from business school. To prepare managers and entrepreneurs, DBI has been contemporary and efficient. Therefore, academics have been the main focus of concentration. Simultaneously, all other activities supportive to academic excellence have been given due preference. Significant progress has been achieved in the following areas of interests; It is worth mentioning that DBI College has achieved commendable success in the fields of academics under the counseling Committee. Students are counseled regularly to resolve their issues regarding academic and morality. As a result, their self motivation processes have been improved. It is really a matter of pride for us that one of our students Md. Mamonur Rashid has got a CGPA 3.95 out of 4. in 6th semester of BBA (Professional) Programme in 2015 which is the highest record marks for the semester in entire Bangladesh. Other 8 (eight) students also scored above 3.50 out of 4.Chairman of Governing Body has conveyed Thanks letter to the guardians of that students. Md. Mamonur Rashid was provided with the opportunity to participate in a two days Certificate Course at DBI for his remarkable achievement.

  Teaching Methodology: DBI College focuses on innovative learning techniques. In addition to lectures, group discussion, group presentation, case study, assignments, exercise and other interactive methods of learning has been introduced to explore, expose and develop the potentiality and creativity of the students. To look after the Academic issues academic committee has been formed.

  Academic Calendar: Academic Calendar or detailed year calendar, containing dates of holidays, examination schedule, socio-cultural events, visits, etc. has been prepared and are being implemented.

Syllabus and Textbooks: Syllabus and name of the textbooks are given by the College to the students for better preparation and to complete the exercise. To ensure the activities of classes "Class Monitoring Committee" has been formed. In addition to these class performance diaries for each course have been introduced.

Examinations: Results of the public exams have been satisfactory. Several students of 1st Batch, 2nd Batch, 3rd Batch and 4th Batch are getting CGPA above 3.80. One of the students of 2nd batch has scored 3.95 out of 4.00 . To look after the Exam related issues Exam Committee has been made.

Internship Program

Students get opportunity of internship at industries and enterprises of members of Dhaka Chamber. 04 of our students of 1st batch was selected as Interns at Bangladesh Bank. Besides, other students also got the opportunity to work as Interns at various renowned organizations, such as- Mercantile Bank Ltd., City Bank Ltd., National Bank Ltd., Uttara Bank Ltd., & some other IT firms. From 2nd batch, 03 of our students have been selected as Interns at DCCI. Close supervision of the intern students are being practiced by the college.

Administration

College administration has been considerate to include educational leadership, the capacity to bring about shared vision, collaborative decision- making ability and managerial skills.

a. **Governing Body**: Regular Governing Body has been constituted and its meeting is being arranged for dealing necessary and important college related issues. With joint Collaboration since its inception, DCCI Business Institute (DBI) College has been relentlessly pursuing its mission and goals as stipulated by Governing Body, Standing Committee, Working Committee and DCCI Board of Directors.

b. **Principal**: Ms. Khodeza Begum is the Principal of DBI College. She has been running the College satisfactorily consistent with its goals, mission and vision. She is putting every possible effort to reach the vision.

c. **Teaching and Supporting Staff**: Work where the world comes to think, discover and learn. There are faculty and staff members across our campus supporting our mission of research, teaching and scholarship. Recruitment of new Faculty member is under process. Necessary documents have been submitted to the National University for this purpose.

d. **New Admission:** Steps are underway to attract and retain more good students for 7th Batch in 2018.

Facilities/Logistics

DCCI has been fully supportive in providing all sorts of facilities including accommodation, furniture, security and maintenance. College has been committed to provide state of art classroom. Provision of appropriate facilities is an important component for maintaining environment conducive to effective learning and growth.

Extra- Curricular Activities

There are timely initiatives in place to explore latent aptitude, improvise mental development, rejoice of students and excel in real-life skills alongside academic learning development. Following clubs are in place to cater those needs: Debating club, Reciting club, Cultural club, Career club.

Students' Affairs

Besides class lectures-individual and group presentation, class study, assignments, group discussion, exercise and other interactive methods of learning are being practiced to explore and expose students potential. Accordingly, class Monitoring Committee, Exam Committee, Debate Committee, Counseling Committee; Media & Communication Committee etc have been developed. A BBA college like DBI deserves considerable attention and resources because students here are mature and divergent having multifarious requirements. These matters should be reflected in code of conduct, safety, and discipline and job placement assistance etc for the students.

Conclusion

DBI College has been unique of its kind with versatile possibilities. All of its patrons have been proactive toward the attainment of desired goals. The National University has shown confidence in the ability of DCCI for running the BBA (Professional) Programme in DBI. We are confident that with the able guidance and cooperation of DCCI and National University, DBI College will reach a glorious phase and upgrade itself into a University College. Much effort has been taken to enhance students' standard of assimilation, analysis and creativity day by day.

সংবাদপত্রে ডিসিসিআই

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার, ৯ পৌষ ১৪২৩
২৩ ডিসেম্বর ২০১৬

সভাপতি | ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি | সহ-সভাপতি

ডিসিসিআই'র ৫৫তম এজিএম অনুষ্ঠিত

আবুল কাসেম খান ঢাকা চেম্বারের সভাপতি নির্বাচিত

আবুল কাসেম খান ২০১৭ সালের জন্য ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। কামরুল ইসলাম ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ও হোসেন এ সিকদার সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। নবনির্বাচিত সভাপতি, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি ও অন্যান্য পরিচালকবৃন্দ ২২ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিসিসিআই'র ৫৫তম বার্ষিক সাধারণ সভায় তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ঢাকা চেম্বারের ২০১৭, ২০১৮ এবং ২০১৯ সালের নবনির্বাচিত পরিচালকবৃন্দ হলেন, কে এম এন মঞ্জুরুল হক, খন্দকার রাশেদুল আহসান, ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম এবং ইমরান আহমেদ। নবনির্বাচিত সভাপতি আবুল কাসেম খান বর্তমানে এ কে খান অ্যান্ড কোম্পানী লিমিটেড-এর পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

নবনির্বাচিত ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি কামরুল ইসলাম, এফসিএ মাসনুনস লিমিটেড-এর চেয়ারম্যান এবং ইসলাম আফতাব কামরুল অ্যান্ড কোং চার্টার্ড এ্যাকাউনটেন্টস্-এর পার্টনার। হোসেন এ সিকদার ঢাকা শিল্প মালিক সমিতি (বিসিক কেরানীগঞ্জ) এবং বাংলাদেশ হ্যান্ডিক্রাফটস ম্যানুফেকচার্স এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন-এর সভাপতি দায়িত্ব পালন করেন। তিনি কোহিনূর লেদার প্রডাক্টস লিমিটেড এবং হোমটেক ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। - সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

কালের কণ্ঠ
শুক্রবার। ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭। ২১ মাঘ ১৪২৩

বিনিয়োগ বাড়াতে পরিকল্পিত অবকাঠামো উন্নয়ন জরুরি

সকালের খবর
ঢাকা : রোববার ৩০ এপ্রিল ২০১৭

সাক্ষাৎকারে ডিসিসিআই সভাপতি

বাজেটে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতকে অগ্রাধিকার দিতে হবে

the dailyobserver
22-05-17

DCCI wants Tk 350,000 as individual tax-free income

Staff Correspondent

The Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) on Sunday proposed Tk 3,50,000 as individual tax-free income limit in the next budget.

For publicly traded company it proposed 25 per cent corporate tax instead of 30 per cent. The DCCI members also urged to re-introduce the tax-free facility on the profit component retained by the companies for re-investment.

The proposal was placed when the DCCI members led by its President Abul Kasem Khan called on Finance Minister Abul Maal Abdul Muhith, MP at the Ministry of Finance on Sunday.

A DCCI team led by its President Abul Kasem Khan meets Finance Minister AMA Muhith at the latter's office at the Secretariat in Dhaka on Sunday.

DCCI President Abul Kasem Khan said private investment needs to be scaled-up to 29 per cent from the current level of 22 per cent. In order to boost private investment Bangladesh needs to improve its position in business competitiveness.

In order to improve the ranking of Bangladesh with the view to attract private investment and facilitate industrialization, we need to improve our infrastructure, energy situation, efficiency in the institutional framework and human resources.

For infrastructure development Bangladesh spends 2.8per cent of its GDP on the other hand Vietnam is spending 10per cent, China 9per cent, India 5per cent, Sri Lanka 5per cent and Philippines 5per cent of their GDP.

He proposes to keep the VAT rate at a certain level so that the rate does not fuel any price escalation. NBR has given assurance that the introduction will not cause any price increase of common products. All necessary efforts can be brought under consideration so that this assurance by NBR is maintained, he said.

Distribution of ECR machines across the country will not be feasible rather VAT collection could be brought under a new payment E-ecosystem whereby all VAT collectors can use mobile network gateway. He also proposes for VAT free annual turnover up to Tk. 80 lakh and 3per cent turnover tax on annual turnover from Tk. 50 lakh to Tk. 1.2 crore.

He said investment in infrastructure development requires 5per cent of GDP and by the year 2030 Bangladesh will need $320 billion investment only in infrastructure.

Abul Kasem Khan urged for finalizing coal policy, more budgetary allocation on power and energy, railway. He said public and privately owned Economic Zone development with all utility services needs to be expedited. He sought more allocation in the ADP for power and energy so that we could produce 75per cent of our electricity using our own coal.

He urged for 50per cent cut down the rate of import registration license, trade license fee, export registration fee and indenting license fee to ease cost of doing business.

Senior Vice President of DCCI Kamrul Islam, Hossain A Sikder, Riyadh

কালের কণ্ঠ
শুক্রবার। ২১ এপ্রিল ২০১৭। ৮ বৈশাখ ১৪২৪

ডিসিসিআইয়ের গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা

বিনিয়োগ বাড়াতে অবকাঠামো উন্নয়নে জোর দিতে হবে

THE News Today
Sunday, January 8, 2017

Indian anti-dumping duty hurts jute industry: DCCI

Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) has urged the authorities concerned in Bangladesh to immediately take up the issue to dismantle India's anti-dumping duty imposition that hurts Bangladesh's jute industry, reports UNB.

In a bid to discourage the imports of jute goods from Bangladesh to India, the Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties (DGAD) proposed imposition of anti-dumping duty on jute items imported from Bangladesh against accusation of lowered price and injury to domestic

Ministry of Finance, Tariff Commission and other agencies concerned of Bangladesh to negotiate the issue with Indian authorities.

Bangladesh, despite being the largest export destination of India in South Asia, is working hard to improve and maintain a justified cross-border bilateral trade relation with India and this sort of decision is likely to work as a blow to the endeavour, the DCCI claimed.

The chamber body sought steps so that the Indian Ministry of Finance refrain from this sort of 'trade

The Ministry of Finance, the government of India has imposed anti-dumping duty ranging $8 to $350 per tonne, originating in Bangladesh and Nepal based on the investigation outcome though there is no clear finding of injury caused by Bangladesh's exported price and volume on Indian local finished producers, the DCCI said.

Bangladesh usually exports processed jute made goods i.e. yarn, twine, sacks and bags worth around $700 million to many world destinations of which Indian market accounts for 20 percent equivalent to 8

Indian

From Page-16 Col. 4

cannot anyway dump their local jute market.

Even though, the average industry injury margin assessed by DGAD was 25 percent less than required, said the DCCI.

It said this proposed anti-dumping duty imposition could result adverse multiplier impacts on our local growers, producers, exporters and spur further trade imbalance of Bangladesh with India.

DCCI is concerned about the iniquitous treatment of Ministry of Finance, government of India on our jute which will have negative cascading impacts on parties involved in our local jute supply chain process, export market and dampen glorious heritage golden fibre of Bangladesh as whole our $6.5 Billion bilateral trade, the statement read.

আমাদের অর্থনীতি
বুধবার
১ চৈত্র ১৪২৩
১৫ মার্চ ২০১৭

গভর্নরের সাথে ডিসিসিআই প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ

দেশের অবকাঠামো উন্নয়নে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ব্যবহার করুন

জাফর আহমদ: দেশের অবকাঠামোর উন্নয়নে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ব্যবহারের প্রস্তাব দিয়েছে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)। গতকাল বিকেলে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবিরের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে ডিসিসিআই এর সভাপতি আবুল কাশেম খান এ প্রস্তাব দেন। এ সময় বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গর্ভনর এসকে সুর চৌধুরী ও ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি কামরুল ইসলাম, সহ-সভাপতি হোসেন এ সিকদার, পরিচালক ইমরান আহমেদ, খ. রাশেদুল আহসান, মো. আলাউদ্দিন মালিক প্রমুখ।

আবুল কাসেম খান বলেন, বৈদেশিক বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করার পাশাপাশি দেশীয় বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে অবকাঠামো খাতের উন্নয়ন এখন সময়ে দাবী। বর্তমানে অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগের পরিমান ৬ দশমিক ৩২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং এটাকে ২০-২২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করা আবশ্যক এবং এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভকে ব্যবহার করতে পারে। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০তম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশে পরিণত হতে হলে বেসরকারি বিনিয়োগ ও জিডিপি-এর অনুপাত ৩৫ শতাংশে উন্নিত করতে হবে।

সম্প্রতি খেলাপি ঋণের পরিমাণ বাড়ছে এবং বিষয়টি দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির জন্য উদ্বেগজনক উল্লেখ করে তিনি বলেন, ২০১৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬২,১৭২ কোটি টাকা। এটা আর্থিক খাতের জন্য একটি দু:সংবাদ। ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তাদের ঋণ সহায়তা নিশ্চিতকরার লক্ষ্যে খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রন এবং কার্যকর আর্থিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের উপর জোরারোপ করেন।

ঢাকা চেম্বারের সভাপতি বলেন, বাংলাদেশী রপ্তানি পণ্যের বহুমুখীকরন ও বাজার সম্প্রসারণে বাংলাদেশ ব্যাংকের "রপ্তানী উন্নয়ন ফান্ড (ইডিএফ)"-এর কার্যক্রম আরোও সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন। তিনি বেসরকারীখাতের এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য স্বল্প সুদে "শিল্প বিনিয়োগ ফান্ড" এবং "এসডিজি বাস্তবায়ন ফান্ড" চালু করার প্রস্তাব করেন। পাশপাশি তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নীতিমালা যুগোপোযোগী করার আহবান জানান। তিনি জানান, ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে ব্যাংকে জমাকৃত এফডিআর'র ক্ষেত্রে সুদের হার ছিল গড়ে ৫ দশমিক ২২ শতাংশ। কিন্তু ব্যাংক থেকে ঋণের সুদের হার প্রায় ৯ দশমিক ৯৩ শতাংশ এবং এসএমই উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে যেটি প্রায় ১২ থেকে ১৪ শতাংশ। এ অবস্থায় ব্যাংক ঋণ এবং এফডিআর-এর সুদের হারের মধ্যে সামঞ্জস্য করার প্রয়োজন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবির ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধিদলের প্রস্তাবের জবাবে বলেন, বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে হলে ৮ শতাংশ হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে শিল্পায়ন ও বিনিয়োগের কোন বিকল্প নেই। তিনি বলেন, সাম্প্রতিক সময়ের রেমিটেন্স প্রবাহ কমা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, গত বছর রেমিটেন্স প্রবাহ প্রায় ১৬ শতাংশ কমেছে। তিনি ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে রেমিটেন্স আসার ক্ষেত্রে রেমিটেন্স পাঠানোর প্রক্রিয়া সহজিকরন করা ও এ বিষয়ে জনসচেতনতা বাড়ানোর উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, এসএমই উৎপাদন খাতের তরুণ উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই।

সংবাদপত্রে ডিসিসিআই

সমকাল
বৃহস্পতিবার
২ মার্চ ২০১৭ ১৮ ফাল্গুন ১৪২৩

ঢাকা চেম্বার সম্মেলন কক্ষে বুধবার এসডিজি বিষয়ক এক সেমিনারে উপস্থিত আলোচকরা ■ সংগৃহীত

এসডিজি অর্জনে বৈষম্য দূর করতে হবে

ডিসিসিআইর সেমিনারে বক্তারা

■ সমকাল প্রতিবেদক

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) অর্জন করতে হলে প্রথমে বৈষম্য দূর করার উদ্যোগ নিতে হবে। পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়ন বিশেষ করে সার্বজনীন শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং কৃষি ও এসএমই খাতের উন্নয়নে পদক্ষেপ নিতে হবে। এসব ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতকে অন্তর্ভুক্ত করে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে সরকারকে।

গতকাল বুধবার ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'এসডিজি থেকে বেসরকারি খাতের ব্যবসায়িক সম্ভাবনার কৌশল নির্ধারণ' বিষয়ক সেমিনারে বক্তারা এসব কথা বলেন। ডিসিসিআইর সম্মেলন কক্ষে এ সেমিনারে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক প্রধান সমন্বয়কারী আবুল কালাম আজাদ বলেন, এসডিজির লক্ষ্য অর্জনে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ অপরিহার্য। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থার অংশগ্রহণে কৌশলপত্র প্রণয়নের কাজ এপ্রিলের শেষ হবে। তিনি এ লক্ষ্য অর্জনে ব্যবসার খাতভিত্তিক টাস্কফোর্স গঠনের আহ্বান জানান।

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও পিপিআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, সার্বজনীন শিক্ষার মানোন্নয়ন না হলে এসডিজি অর্জন সম্ভব হবে না- তা কাগজেই থেকে যাবে। এসডিজির জন্য শিক্ষার মান বাড়ানো বড় চ্যালেঞ্জ উল্লেখ করে তিনি বলেন, সরকারকে এ বিষয়ে এখনই পদক্ষেপ নিতে হবে। সরকার বড় চিন্তা করছে অবকাঠামো নিয়ে। এর পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নে সরকারি বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। সার্বজনীন শিক্ষার মানোন্নয়নে তিনি

সেতুর চেয়ে বেশি হবে বলে মনে করেন তিনি।

হোসেন জিল্লুর বলেন, দেশে দারিদ্র্য কমলেও বৈষম্য বাড়ছে। দেশে যে মডেলে উন্নয়ন হচ্ছে, সেখানে বৈষম্য সৃষ্টির সুযোগ রয়েছে। এজন্য এসডিজিতে সরকারি-বেসরকারি খাত ও এনজিওগুলোকে একসঙ্গে কাজ করার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সদস্য ড. শামসুল আলম বলেন, এসডিজি অর্জনে পুরো সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হবে। একই সঙ্গে দরকার দেশের ব্র্যান্ডিং। সরকার চায় বেসরকারি খাত মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের ব্র্যান্ডিং করবে।

ডিসিসিআই সভাপতি আবুল কাসেম খান বলেন, এসডিজি বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জগুলো ব্যবসায় নতুন নতুন খাত তৈরির সম্ভাবনা জাগিয়েছে। তিনি বলেন, নির্ধারিত সময়ে এসডিজির লক্ষ্য অর্জনে এফডিআইর পরিমাণ এবং কর-জিডিপির অনুপাত বাড়াতে হবে। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা জাফরুল্লাহ চৌধুরী বলেন, সবার আগে সুশাসন নিশ্চিত করা দরকার। তিনি সরকারকে জনগণকে সেবা প্রদান এবং ব্যবসায়ীদের রাজনীতির বদলে ব্যবসা করার আহ্বান জানান।

এসডিজিবিষয়ক কমিটির উপদেষ্টা আসিফ ইব্রাহীম মূল প্রবন্ধে বলেন, অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এসডিজিতে সম্পৃক্ত হতে এবং এর প্রভাব নির্ধারণে কৌশলপত্র তৈরি করেছে। তিনি বলেন, এসডিজির ফলে পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ, কাগজ ও পাল্প, পানি সংশোধন, খাদ্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার, ২৩ শ্রাবণ ১৪২৪
৭ আগস্ট ২০১৭

উন্নত যাতায়াত ও সংরক্ষণের অভাবে কৃষি পণ্যের ৩৫% নষ্ট হচ্ছে

ডিসিসিআইর আলোচনা সভায় বক্তারা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

উন্নত যাতায়াত ও সংরক্ষণ ব্যবস্থার অভাবে উৎপাদিত কৃষি পণ্যের ৩৫% নষ্ট হচ্ছে। কৃষি বিষয়ক উদ্ভাবিত নতুন নতুন প্রযুক্তিসমূহ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহে পৌঁছে দেওয়ার আহবান জানিয়েছেন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তারা।

গতকাল ডিসিসিআই এবং ইউএসএআইডি'র এগ্রিকালচারাল ভ্যালু চেইনস (এভিসি) প্রজেক্ট যৌথভাবে আয়োজিত 'নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরন ও নীতিমালা কার্যকর' বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনা সভা ঢাকা চেম্বার মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

গোলটেবিল আলোচনা সভার প্রধান অতিথি ও ডিসিসিআই পরিচালক ইঞ্জি. আকবর হাকিম বলেন, শত প্রতিকূলতার মধ্যেও দেশের কৃষি খাত ক্রমশ উন্নতি লাভ করছে, যদিও নিরাপদ এবং ভেজাল মুক্ত শাক-সবজি, ফলমূল ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য প্রাপ্তির বিষয়টি বর্তমান সময়ে একটি উৎকণ্ঠার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি আরোও জানান, সরকার কর্তৃক পরিচালিত একটি জরিপে প্রতীয়মান হয় যে, ২০১৬ সালের জুন মাসে ৫২৪টি খাদ্য পণ্যের মধ্যে ১৩২টিতে অতিরিক্ত মাত্রায় কেমিক্যাল ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রযুক্তিসমূহ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহে পৌঁছে দেওয়ার আহবান জানান।

গোলটেবিল আলোচনা সভায় সলিডারিডেড নেটওয়ার্ক এশিয়া'র সাপ্লাই চেইন অ্যান্ড মার্কেট ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিষ্ট মো. মজিবুল হক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। নির্ধারিত আলোচনায় বাংলাদেশ সুপার মার্কেট ওনার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি নিয়াজ রহিম, কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব ড. মো. আব্দুর রউফ, বাংলাদেশ কনজুমার এসোসিয়েশনের প্রগ্রাম কো-অর্ডিনেটর আহমেদ একরাম উল্ল্যাহ অংশগ্রহণ করেন। নিয়াজ রহিম বলেন, উন্নত যাতায়ত ও সংরক্ষন ব্যবস্থার অভাবে উৎপাদিত কৃষি পণ্যের প্রায় ৩৫% নষ্ট হচ্ছে। তিনি আরোও বলেন, নিরাপদ কৃষি পণ্য উৎপাদন ও প্রাপ্তির নিশ্চিতকরনের জন্য কৃষকদের সচেতনের পাশাপাশি সরকারি ও বেসরকারিখাত কে যৌথভাবে

সকালের খবর
ঢাকা : মঙ্গলবার ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

ভ্যাট স্মার্ট কার্ড প্রচলনের প্রস্তাব ডিসিসিআইর

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

প্রথম আলো
১৮ মে ২০১৭

অবকাঠামো ব্যয় এত বেশি কেন?

ঢাকা চেম্বারের গোলটেবিল বৈঠকে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

বাংলাদেশে অবকাঠামো নির্মাণের ব্যয় এত বেশি কেন—এই প্রশ্ন উঠেছে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত এক গোলটেবিল বৈঠকে। এতে পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের উপস্থিতিতে আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স ইন বাংলাদেশের (অ্যামচেম) সাবেক সভাপতি আফতাব-উল ইসলাম বলেন, এক কিলোমিটার উড়ালসড়ক বা ফ্লাইওভার নির্মাণে বাংলাদেশে যে ব্যয় হয়, তা সম্ভবত বিশ্বের সর্বোচ্চ খরচের মধ্যে একটি হবে।

আফতাব-উল ইসলাম আরও বলেন, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ব্যয় ৫০০ থেকে ৬০০ কোটি ডলার হওয়ার কথা শোনা যাচ্ছিল। পরে দেখা গেল, তা ১ হাজার ২০০ কোটি ডলারের কাছাকাছি হয়েছে। মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন, 'এত ব্যয়ের পেছনে নিশ্চয়ই কারণ আছে। তা পরিকল্পনামন্ত্রী আমাদের বলবেন।'

অবশ্য পরিকল্পনামন্ত্রীর দীর্ঘ সময়ের বক্তব্যে এ বিষয়ে কোনো জবাব পাওয়া যায়নি। যদিও মুস্তফা কামাল মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) প্রবৃদ্ধির হার নিয়ে বিতর্কের একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন, প্রবৃদ্ধির হারের ক্ষেত্রে কোনো কারসাজি করা হয়নি।

'বাংলাদেশের অবকাঠামো' শীর্ষক ঢাকা চেম্বারের এই গোলটেবিল বৈঠকটি গতকাল বুধবার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। তিনটি অধিবেশনের এই আলোচনা সভায় সরকারি সংস্থার প্রধান, কূটনীতিক, বেসরকারি সংস্থা, ব্যবসায়ী সংগঠন ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

স্বাগত বক্তব্যে ডিসিসিআইয়ের সভাপতি আবুল কাসেম খান দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার একটি নির্দিষ্ট অঙ্কে আটকে থাকার কারণ হিসেবে অবকাঠামোর ঘাটতিকে দায়ী করেন। তিনি বলেন, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া, ভিয়েতনামের মতো

রাজধানীর একটি হোটেলে গতকাল ঢাকা চেম্বার আয়োজিত 'বাংলাদেশের অবকাঠামো' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে অতিথি ও বক্তারা ● ছবি : ঢাকা চেম্বারের সৌজন্যে

সাল পর্যন্ত ৩০ হাজার কোটি ডলারের বিনিয়োগ লাগবে।

ডিসিসিআইয়ের সভাপতি রেল ও নৌপথের অবকাঠামো উন্নয়নের তাগিদ দিয়ে বলেন, ৮৮ শতাংশ যাত্রী ও পণ্য পরিবহন হয় সড়কপথে। দেশের পরিবহন খাতের এই একপেশে উন্নয়ন বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান কাজী এম আমিনুল ইসলাম বলেন, বর্তমান অবকাঠামো দিয়ে বাংলাদেশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের সর্বোচ্চ সীমায় চলে এসেছে। ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হতে হলে অবকাঠামোর ধাঁচ পাল্টে ফেলতে হবে। তিনি বলেন, 'হাতে মাত্র ২৪ বছর সময় আছে। আমাদের বহুদূর যেতে হবে, দ্রুত যেতে হবে।'

অনুষ্ঠানের প্রথম অধিবেশনে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স করপোরেশনের (আইএফসি)

সেটি এখন তাদের অর্থনীতিতে ২৭ হাজার কোটি ডলারের অবদান রাখছে।

নির্ধারিত আলোচক হিসেবে অ্যালায়েন্স পোর্টের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ ইয়াসির হায়দার রিজভী বলেন, 'অবকাঠামো উন্নয়নে সরকারি খাতের উচিত না বেসরকারি খাতকে প্রতিযোগী হিসেবে দেখা। আমরা কাজ করতে গিয়ে দেখেছি, আমাদের প্রতিযোগী মনে করা হয়। আমরা প্রতিযোগিতা নই, অবকাঠামো খাতে অবদান রাখছি।'

অবকাঠামোর ব্যয় নিয়ে দুটি অধিবেশনে কথা বলেন আফতাব-উল ইসলাম। তিনি বলেন, প্রতিটি প্রকল্প বাস্তবায়নে সময় বেশি লাগছে। এ কারণে ব্যয় তিন-চার গুণ বেড়ে যাচ্ছে। তিনি গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণে আর দেরি না করার পরামর্শ দেন।

পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেন, সরকার চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরের সক্ষমতা অনেক বাড়াবে। পাশাপাশি দুটি গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ করা হবে। এর একটি চট্টগ্রামে, অন্যটি পটুয়াখালীর পায়রায় হবে। তিনি মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) প্রবৃদ্ধির হারের ক্ষেত্রে কোনো কারসাজি করা হয়নি দাবি করে বলেন, প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্স কমে গেছে বলে প্রবৃদ্ধি কম হবে, এটা ঠিক না। ব্যাংকিং চ্যানেলের বাইরে বিদেশ থেকে প্রবাসী আয় আসছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, টাকার রং সাদা, কালো, হলুদ যা-ই হোক, তা বাংলাদেশে আসছে এবং অবদান রাখছে।

দিনের দ্বিতীয় ভাগে 'অবকাঠামো উন্নয়নে অন্যকে অনুকরণ?' শীর্ষক এক অধিবেশনে বেসরকারি সংস্থা পিপিআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, বাংলাদেশ যে আর গরিব দেশ নেই, সেটা প্রমাণিত। নতুন করে প্রমাণ করার কিছু নেই। বরং ভবিষ্যতে সামনে এগোতে কী কী সমস্যা আছে তা সমাধানে নজর দিতে হবে।

অনুষ্ঠানে বিডার সচিব অজিত কুমার পাল, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এম খালেদ ইকবাল, ডিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি আসিফ ইব্রাহিম, পিপিপি কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী সৈয়দ আফসর এইচ উদ্দিন, আবদুল মোনেমের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক এ এস এম মইনুদ্দিন মোনেম প্রমুখ বক্তব্য দেন।

daily sun
DHAKA | WEDNESDAY | 9 AUGUST 2017

UNDP, DCCI to create platform for data collection

The United Nations Development Programme (UNDP) and the Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) will jointly create a platform under a project to collect data on the current impact of private sector on sustainable development.

Both the UNDP and DCCI will use the data to design new initiatives that simultaneously meet Bangladesh's development priorities and corporate goals, reports BSS. Country Director of UNDP Bangladesh Sudipto Mukerjee and President of DCCI Abul Kasem Khan signed a Memorandum of Understanding (MOU) in Dhaka on Tuesday to launch the project, said a press release. The signing of this agreement signals a new era of cooperation between UNDP and private sector companies. This new direction is already producing tangible results through the work of the Innovation Hub, an alternative partnership model for private sector engagement launched in 2017 by UNDP and the United Nations Volunteers (UNV) Programme.

The project of Public Private Innovation will feature a Data Analytics Hub which will quantify private sector contributions to Bangladesh's social, economic and environmental development. The 2017 pilot will be funded by the UNDP Bangkok Regional Bureau for Asia-Pacific. The centre will also contain a Research and Development (R&D) Hub to encourage sustainable and profitable use of locally sourced products.

United Nations Development Programme Country Director Sudipto Mukerjee and Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) President Abul Kasem Khan exchange documents after signing an MoU at DCCI conference room in the capital on Tuesday.

The New Nation
Dhaka, Wednesday, August 16, 2017

Sudipto Mukherjee, Country Director of UNDP Bangladesh and Abul Kasem Khan, President of DCCI exchanging a MoU signing documents to launch a project which will facilitate larger involvement of the Private Sector in development initiatives for boosting corporate results and return on investment at DCCI's head office in the city recently. Under the deal, both organizations will use the data to design new initiatives that simultaneously meet Bangladesh's development priorities and corporate goals.

The Daily Star
DHAKA WEDNESDAY AUGUST 9, 2017, SRABAN 25, 1424 BS

UNDP-DCCI project to help boost private sector profits

STAR BUSINESS REPORT

United Nations Development Programme (UNDP) and the Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) yesterday signed a memorandum of understanding to launch a project on increasing private sector involvement in development initiatives.

UNDP Bangladesh's Country Director Sudipto Mukerjee and DCCI President Abul Kasem Khan signed the documents at a programme.

Leaders of the two organisatiopns said the deal will help them create a platform to collect data on the current impact of the private sector on sustainable development.

Together, UNDP and DCCI will use the data to design new initiatives that simultaneously meet Bangladesh's development priorities and corporate goals, they said.

"We view this new partnership as a crucial tool for our members to maximise their corporate goals while also contributing to the development of Bangladesh," Khan of DCCI said. The project on public private innovation will feature a data analytics hub which will quantify private

সংবাদপত্রে ডিসিসিআই

প্রথম আলো

এ সপ্তাহের সাক্ষাৎকার

বিনিয়োগ পরিস্থিতি

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) সভাপতি হিসেবে সম্প্রতি দায়িত্ব নিয়েছেন **আবুল কাশেম খান**। ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ পরিস্থিতি নিয়ে *প্রথম আলোর* সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি। বিনিয়োগের সমস্যা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে জোর দিয়েছেন সংস্কারের ওপর। বলেছেন বিদেশি বিনিয়োগকারীদের হতাশার কথাও। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **রাজীব আহমেদ**

ব্যবসার ব্যয় বাড়ছে প্রয়োজন সংস্কার

প্রথম আলো: আপনি ২০১০ সালে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি ছিলেন। তখন ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কী কী সমস্যা নিয়ে কথা বলতেন? সেই সমস্যাগুলোর এখনকার পরিস্থিতি কী?

কাশেম খান: তখন যেসব সমস্যা ছিল, তা এখনো আছে। কিছু সমস্যার সমাধানে দেশ বেশ এগিয়েছে। বিশেষ করে বিদ্যুতের ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি হয়েছে। অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোর বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে। যানজটের আংশিক সমাধান হয়েছে। অনেক ফ্লাইওভার, ঢাকা-চট্টগ্রাম চার লেনের কাজ শেষ হয়েছে; এ ক্ষেত্রে খুব বেশি নম্বর দেব না। জাপানের সঙ্গে মাতারবাড়ী প্রকল্প হচ্ছে, চীনা বিনিয়োগ আসছে। করের আওতা বেড়েছে। মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) ৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এখন আপনি যদি চ্যালেঞ্জের কথা বলতে বলেন, আমি কিছু বলতে পারব।

প্রথম আলো: আমি এখনই চ্যালেঞ্জ নিয়ে প্রশ্ন করতাম।

কাশেম খান: এ বছর আমরা সংস্কার নিয়ে কথা বলব। আমরা যে অর্থনীতিতে উন্নীত হচ্ছি, তাতে শুধু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হলেই হবে না। প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে নীতি সংস্কার জরুরি, অবকাঠামো জরুরি। অবকাঠামো বলতে আমি আধুনিক, বহুমুখী ও দক্ষ অবকাঠামোকে বোঝাচ্ছি। এটা শুধু রাস্তাঘাট নির্মাণ নয়। এ ক্ষেত্রে রাস্তাঘাট, রেল, জলপথ ব্যবহার করে একটি আধুনিক যোগাযোগব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে; যাতে পরিবহন খরচ কমিয়ে রাখা যায়। গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ করতে হবে। ঢাকা-চট্টগ্রাম চার লেন করা ২০ বছর আগের ধারণা ছিল, সেটা সবে হয়েছে। এখন আট লেন করতে হবে। ব্যবসা করার খরচও বেড়ে যাচ্ছে।

প্রথম আলো: আপনি বলছিলেন ব্যবসা করার খরচ আগের চেয়ে বেড়েছে। এ ক্ষেত্রে কি গ্যাসের দাম বাড়ানোর উদ্যোগ ও গ্যাস-সংকটকে যুক্ত করবেন?

কাশেম খান: ব্যবসা করার খরচের দিক দিয়ে বিভিন্ন দেশের মধ্যে আমরা একেবারে নিচের দিকে আছি। শিল্পের ব্যবহৃত উপাদানের দাম বাড়লে সেটা শিল্পকে আঘাত করে। সরকার গ্যাসের দাম বাড়াবে বলছে, সে ক্ষেত্রে তাদের নানা যুক্তি থাকবে। আমরা চাই না দাম বাড়ুক। এখন অনেক কারখানা গ্যাস পাচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রে চাপ কম। এর ওপর দাম বাড়ানোর উদ্যোগ বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া তৈরি করবে। আপনি একদিকে বলছেন ব্যাপক শিল্পায়ন হবে, অন্যদিকে অন্যতম উপাদান

> সরকার গ্যাসের দাম বাড়াবে বলছে, সে ক্ষেত্রে তাদের নানা যুক্তি থাকবে। আমরা চাই না দাম বাড়ুক। এখন অনেক কারখানা গ্যাস পাচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রে চাপ কম। এর ওপর দাম বাড়ানোর উদ্যোগ বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া তৈরি করবে। আপনি একদিকে বলছেন ব্যাপক শিল্পায়ন হবে, অন্যদিকে অন্যতম উপাদান গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি করছেন—শেষ পর্যন্ত ব্যবসা তো লাভজনক থাকতে হবে

একজন বিদেশি বিনিয়োগকারী বা নতুন উদ্যোক্তার কী অবস্থা হবে?

প্রথম আলো: রাজনৈতিক পরিস্থিতি শান্ত থাকার কারণে বিদেশি বিনিয়োগ কতটুকু উৎসাহিত হচ্ছে?

কাশেম খান: যদি বাংলাদেশের আগের কথা চিন্তা করেন, তাহলে বিদেশি বিনিয়োগ বেড়েছে। গতবার আমরা ২০০ কোটি ডলারের বেশি বিদেশি বিনিয়োগ পেয়েছি, যা আগের বছরের তুলনায় ৪৪ শতাংশে বেড়েছে। কিন্তু অন্য দেশের সঙ্গে তুলনা করলে দেখবেন বাংলাদেশ বিদেশি বিনিয়োগ অনেক কম পাচ্ছে। ভিয়েতনাম তিন বছরে ছয় হাজার কোটি ডলারের বিনিয়োগ পেয়েছে। তারা স্যামসাংয়ের ৩৫ কোটি ডলার, নেসলের যষ্ঠ কারখানায় ৭ কোটি ডলার, জিনক্স রিসোর্সের ইস্পাত কারখানায় ...

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার, ১০ মাঘ ১৪২৩
২৩ জানুয়ারি ২০১৭

আম প্রক্রিয়াজাতকরণে সহজ শর্তে ঋণ দেওয়ার আহ্বান

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার, ১৫ শ্রাবণ ১৪২৪
৩০ জুলাই ২০১৭

জ্বালানি নিরাপত্তায় সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা চান উদ্যোক্তারা

ডিসিসিআইয়ের জ্বালানি নিরাপত্তা বিষয়ক সেমিনার

রোববার
২২ জানুয়ারি ২০১৭ ৯ মাঘ ১৪২৩
সমকাল

সাক্ষাৎকার

অবকাঠামোতে বিদেশি বিনিয়োগ দরকার

আবুল কাশেম খান

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) নতুন সভাপতি হিসেবে ব্যবসায়ী আবুল কাশেম খান সম্প্রতি দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি এ কে খান অ্যান্ড কোম্পানির পরিচালক এবং এ কে খান টেলিকমের ব্যবস্থাপনা পরিচালক। আবুল কাশেম খান সাবেক শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী মরহুম এএম জহিরউদ্দিন খানের বড় ছেলে। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ পরিস্থিতি নিয়ে সমকালের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন মিরাজ শামস

সমকাল: ঢাকা চেম্বারের সভাপতি হিসেবে এর আগে দায়িত্ব পালন করেছেন। এবার আবারও নির্বাচিত হয়েছেন। নতুন দফায় ঢাকা চেম্বার নিয়ে আপনার পরিকল্পনা কী?

আবুল কাশেম খান: বিভিন্ন বিষয়ে কাজ করার অনেক পরিকল্পনা রয়েছে। বাংলাদেশ খাতে ২০৩০ সালে ৩০তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ হতে পারে, তার জন্য আমাদের নানা উদ্যোগ নিতে হবে। জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭ থেকে ১০ শতাংশ অর্জনের জন্য পর্যাপ্ত অবকাঠামো নেই। অবকাঠামো তৈরি করতে সময়ের প্রয়োজন হবে। কিন্তু দ্রুত কীভাবে করা সম্ভব সে বিষয়ে কাজ করবে ঢাকা চেম্বার। ২০৩০ সালের মধ্যে অবকাঠামো উন্নয়নে ৩২০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করতে হবে। এ জন্য বছরে ২০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে। বিনিয়োগের পরিমাণ হতে হবে জিডিপির ৫ থেকে ৬ শতাংশে। বর্তমানে অবকাঠামোতে বিনিয়োগের পরিমাণ জিডিপির ২ দশমিক ৩ শতাংশ। এ ক্ষেত্রে সব সরকারি বিনিয়োগ করলে হবে না। সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ আসতে হবে। সেই পরিবেশ থাকতে হবে। দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের সুযোগ করে দিতে হবে।

ঢাকা চেম্বার অবকাঠামো উন্নয়নের উদ্যোগ বাস্তবায়ন ও ব্যবসায় পরিচালনা ব্যয় কমানোর বিষয়ে জোর দিয়ে কাজ করবে। নতুন উদ্যোক্তা তৈরি ও নতুন ব্যবসার ক্ষেত্র সৃষ্টি করার বিষয়ে কাজ করবে। বিশেষ করে হালাল পণ্যের বাজার সৃষ্টি করা আমাদের অন্যতম লক্ষ্য। বাংলাদেশ এদিকে এখনও নজর দেয়নি। দেশে হালাল সার্টিফিকেশন পদ্ধতি নেই। সরকার এ বিষয়ে উদ্যোগ নিলে ঢাকা চেম্বার কাজ করবে। মালয়েশিয়ান হালাল সার্টিফিকেশন বোর্ডের সঙ্গে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় যৌথ চুক্তি করে প্রযুক্তিভিত্তিক জ্ঞান বিনিময়ের মাধ্যমে এটা সম্ভব হবে। হালাল সনদের ব্যবস্থা হলে এ ধরনের পণ্য উৎপাদনের উদ্যোক্তা তৈরি হবে। এখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে খাদ্যপণ্য, মাছ, মাংস, কসমেটিকস ও পারফিউমসহ বিভিন্ন পণ্য হালাল হচ্ছে। বাংলাদেশের এ বাজারে রফতানি বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে। হালাল পণ্য স্বাস্থ্যকর এবং অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করে অমুসলিমরাও ব্যবহার করছে। এ ছাড়া বহুমুখী পাট পণ্য নিয়ে গবেষণা করা উচিত। পাটখড়ি থেকে উন্নতমানের কাগজ আবারও তৈরি করতে পারে। এ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ পাটের পণ্য ব্যবহারে বাধ্য-বাধকতা দিতে পারে সরকার। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের কীভাবে আর্থিক সহায়তা দেওয়া যায় তা নিয়েও কাজ করবে ঢাকা চেম্বার। মূলধনের অভাবে অনেক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ব্যবসা সম্প্রসারণে যেতে পারছেন না। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের এসএমই খাতের উন্নয়নে চিত্র পর্যালোচনা করে নতুন করে পরিকল্পনা তৈরি করা হবে। আগামী এক মাসের মধ্যে এসএমই খাতের করণীয় ঠিক করে সরকারকে জানানো হবে।

সমকাল: রাজনৈতিক অস্থিরতা বা সংঘাত নিয়ে আপনারা বেশি চিন্তিত ছিলেন। এখন তো পরিস্থিতি ভালো। এ পরিস্থিতিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা কেমন?

আবুল কাশেম খান: রফতানি ও রিজার্ভ বাড়ছে এবং ডলারের বিপরীতে টাকার অবস্থান ভালো রয়েছে। ব্যাংকে ঋণের সুদ কমেছে। ব্যবসায়ীদের মধ্যে এখন ভয় নেই। এখন অর্থনীতি রাজনীতিকে পথ দেখাচ্ছে। ব্যবসায়ীরা চান কোনো অস্থিরতা তৈরি না হোক। নয়।

সমকাল: বাণিজ্যের কোন খাতগুলোকে আপনি সম্ভাবনাময় হিসেবে চিহ্নিত করবেন? এসব খাতের উন্নয়নে আপনার পরামর্শ কী?

আবুল কাশেম খান: বাংলাদেশে এখন ওষুধ, প্লাস্টিক, তথ্যপ্রযুক্তি, অটোমোবাইলসহ অনেক খাতেই সম্ভাবনা রয়েছে। এসব খাতে উন্নয়নের অনেক সুযোগ আছে। বিশেষ করে মোটরসাইকেল ও গাড়ি তৈরিতে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য বিদেশের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করতে হবে। বস্ত্রখাতে আরও ভালো করার সুযোগ আছে। যোগাযোগের উন্নয়ন হলে অটোমোবাইল খাত অনেক ভাল করবে।

সমকাল: ঢাকা চেম্বার ২ হাজার নতুন উদ্যোক্তা তৈরির পরিকল্পনা নিয়ে কতটা সফল হয়েছে। এ বিষয়ে আপনার পরিকল্পনা কী?

আবুল কাশেম খান: উদ্যোক্তা তৈরির পরিকল্পনা সফল হয়নি। নতুন করে আবারও উদ্যোক্তা তৈরির কাজ শুরু হবে। এ বিষয়ে কিছু ব্যাংকের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। আগামী মার্চে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা মেলা করা হবে। ওই মেলায় উদ্যোক্তা প্রকল্প আবারও ...

NEW AGE
18 May 2017

GDP growth to be stagnant without adequate investments in infra: experts

Correspondent

... That's why we have to prioritise the infrastructure development to move our economy forward. It would require huge amount of infrastructure investments where participation of the private sector should be increased," he said.

International Finance Corporation country director for Bangladesh, Bhutan and Nepal Wendy Jo Werner presented a keynote paper in the first session stressing on infrastructure development in the form of public private partnership and role of special economic zones.

She identified inadequate supply of information, corruption, access to finance, inefficient government bureaucracy, inadequately educated workforce, tax rates, policy instability and tax regulations among the most problematic factors for doing business in Bangladesh.

Wendy highlighted regulatory challenges a project faces after awarding of the contract.

She said investors' confidence deter due to delay over government approval of PPP structures like financing terms and bureaucratic support to a group of people who can influence them.

DCCI president Abul Kasem Khan mentioned that lack of government investment as one of the major reasons behind the country's poor ranking in ease of doing business by the World Economic Forum.

He said the investment for the infrastructure development in Bangladesh is currently 2.87 per cent of its gross domestic product, which is very low in compared with the countries which have been doing well in infrastructure development and attaining healthy investments.

He mentioned China has invested 8 per cent of its GDP since 2003, Taiwan 9.50 per cent during 1970 to 1980 and South Korea invested almost 8.70 per cent of its GDP during 1960 to 1990.

Bangladesh would require $75-$100 billion till 2020 and $300-$320 billion ...

Continued on ...

সমকাল
২৪ নভেম্বর ২০১৭

গুসি শান্তি পুরস্কার পেলেন ব্যবসায়ী আসিফ এ চৌধুরী

■ শিল্প ও বাণিজ্য ডেস্ক

বাংলাদেশি ব্যবসায়ী ও চৌধুরী গ্রুপের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আসিফ এ চৌধুরীকে ব্যবসায়ের মাধ্যমে সামাজিক কল্যাণে অবদান রাখায় গুসি শান্তি পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। এর আগে বাংলাদেশের আরও দু'জন গুসি পুরস্কার পেয়েছেন। তারা হলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. আতিউর রহমান এবং ডিওআরপির প্রতিষ্ঠাতা এ এইচ এম নোমান।

ঢাকা চেম্বারের পরিচালক আসিফ এ চৌধুরী চিনির সম্মানিত কনসাল যিনি তার কূটনৈতিক কাজের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

ম্যানিলাভিত্তিক গুসি শান্তি ফাউন্ডেশন বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী অসাধারণ অবদানের জন্য ২০০২ সাল থেকে সম্মানিত ব্যক্তিদের স্বীকৃতি দেওয়া শুরু করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধে অংশ নেওয়া ক্যাপ্টেন জেমেনিয়ানো জাভিয়ের গুসির নামে এ পুরস্কারের নাম রাখা হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার, ১০ মাঘ ১৪২৩
২৩ জানুয়ারি ২০১৭

আম প্রক্রিয়াজাতকরণে সহজ শর্তে ঋণ দেওয়ার আহ্বান

সকালের খবর
ঢাকা : মঙ্গলবার ২৯ আগস্ট ২০১৭

প্রশিক্ষণ কর্মশালা ডিসিসিআইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের এলসি খোলা অথবা তৈরি করার সময় ন্যূনতম অসতর্কতা তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য বিরাট ক্ষতির কারণ হতে পারে। এজন্য এলসি খোলার সময় সব তথ্য সঠিকভাবে পূরণ করতে হবে নতুবা যে ব্যবসায়িক ক্ষতি হবে তা পুষিয়ে নেওয়া অত্যন্ত কঠিন। গতকাল ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউটে (ডিবিআই) 'আন্ডারস্ট্যান্ডিং এলসি প্রসিডিওরস ফর এক্সপোর্ট অ্যান্ড ইমপোর্ট অপারেশন' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তারা এসব কথা বলেন।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে মনোনীত হয়ে মোট ১৬ জন প্রশিক্ষণার্থী এই কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। ইসলামী ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট, মো. ওমর ফারুক খান এই প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

The Daily Star
28 August 2017

Cleaner production can cut energy use by 25pc: DCCI

Star Business Report

Bangladesh will be able to reduce energy consumption by 25 percent and wastage of resources by 15 percent if a cleaner and efficient production system is introduced in the industrial sector, leaders of Dhaka chamber said yesterday.

As the cost of energy will increase in the future, Bangladesh has to be energy efficient to remain competitive, said Akber Hakim, a director of Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI), while presenting the keynote at a discussion.

The discussion on "resource efficient cleaner production and its benefits for metal industries" was organised by the DCCI and Metabuild Bangladesh, a European Union-funded project, at the chamber's office.

Hakim said there is a scarcity of primary energy in Bangladesh although the country needs it in multiple industries such as textile, garment, metal, ceramic, plastic goods, ceramic, fertiliser and power generation.

"Efficient use of energy helps businesses become more competitive, encouraging optimum cost of doing business and ensuring energy security," he said.

The Daily Star
24 February 2017

Dhaka's economic activities unplanned: analysts

দেশের অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়নে সরকারের কাছে পেশকৃত ডিসিসিআই'র সুপারিশ/প্রস্তাব

সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে এক মত প্রকাশ করে দেশের বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) সব সময় সরকারের নীতিমালা প্রণয়নে গঠনমূলক সুপারিশ ও পরামর্শ প্রদান করে সরকারকে সহযোগিতা করে। এরই ধারাবাহিকতায় ডিসিসিআই এ বছর উল্লেখিত সুপারিশসমূহ সরকারের কাছে পেশ করে, যার সংক্ষিপ্তসার নিচে উপস্থাপন করা হলোঃ

১. বাজেট ২০১৭-১৮ তে অন্তর্ভূক্তির জন্য ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) কর্তৃক প্রণীত সুপারিশমালা

আয়কর সংক্রান্ত প্রস্তাব

১.১ আয়কর, আইন ও বিধি সংক্রান্ত প্রস্তাব

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
১	আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা-২৪ পারকুইজিট/পারিতোষিক এর উপর একদিকে ব্যক্তি করদাতা যেমনি কর দিচ্ছে তেমনি কোম্পানী করদাতা ৪,৫০,০০০/- টাকার অতিরিক্ত পারকুইজিট/পরিতোষিক এর উপর কর দিচ্ছে।	প্যারকুইজিটস সীমা বাড়িয়ে ৬,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত করা।	দ্বৈত কর/ডাবল টেক্সেশন পরিহার করার লক্ষ্যে উক্ত ব্যবস্থার পরিবর্তন করা উচিত। জীবনযাত্রার খরচ বেড়েছে এবং নিয়োগকর্তা কর্মচারীদের সুবিধা বাড়াতে বেতন বাড়াতে হচ্ছে।
২	আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ পরিপত্র ১৬-১৭ অনুযায়ী বর্তমানে পুঁজিবাজারে নিবন্ধিত মোবাইল কোম্পানীর ক্ষেত্রে ৪০% এবং অনিবন্ধিত কোম্পানীর ক্ষেত্রে ৪৫% হারে আয়কর ধার্য আছে।	আয়করের হার কমিয়ে অন্যান্য পাবলিক লিমিটেড ট্রেডেড কোম্পানীর সমকক্ষ করা।	অন্য উন্নয়নশীল দেশে প্রযুক্তি খাতে ভর্তুকি দিয়ে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখা হয় সেখানে আমাদের দেশে উচ্চহারে কর আরোপের কারণে বিনিয়োগ কমে যাচ্ছে যা পরিকল্পিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের অন্তরায়।
৩	আয়কর আইন ১৯৮৪ রুল ২৫ এর অধীনে আয়কর রিটার্ন ফরমে ৬ নং পৃষ্ঠায় করদাতার নিজের, স্ত্রী/ স্বামীর (রিটার্ন দাখিলকারী না হলে), নাবালক ও নির্ভরশীল সন্তানদের পরিসম্পদ ও দায় উপরোক্ত বিবরণীতে দেখানোর কোন কলাম নেই।	(আইটি ১০বি) ফরমটির সংশোধন করা।	আয়কর আইন ১৯৮৪ রুল ২৫ এর অধীনে আয়কর রিটার্ন ফরমে ৬ নং পৃষ্ঠায় করদাতার নিজের, স্ত্রী/স্বামীর (রিটার্ন দাখিলকারী না হলে), নাবালক ও নির্ভরশীল সন্তানদের পরিসম্পদ ও দায় উপরি উক্ত বিবরণীতে প্রদর্শন করতে হবে। কিন্তু উক্ত রিটানের ৫নং পৃষ্ঠা (আইটি ১০বি) তে ১ হতে ১৮ পর্যন্ত যে কলাম রয়েছে সেখানে স্ত্রী/স্বামীর (রিটার্ন দাখিলকারী না হলে), নাবালক ও নির্ভরশীল সন্তানদের সম্পদ ও আয় দেখানোর কোন কলাম নেই। ফলে করদাতার উক্ত করবর্ষের মোট সম্পদ এবং পূর্ববর্তী করবর্ষের সম্পদের সমন্বয়ে জটিলতা দেখা দেয়। এর ফলে কর নির্ধারণে অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়।

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
৪	আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪, ধারা ৩০ (এম) নন-ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে কোন লেনদেন "পঞ্চাশ হাজার (৫০,০০০)" টাকার উপরে নির্ধারণ করা হয়েছে।	আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪, ধারা ৩০ (এম) সংশোধনের প্রস্তাব "পঞ্চাশ হাজার (৫০,০০০)" টাকার পরিবর্তে "এক লক্ষ (১,০০,০০০)" টাকা করা।	ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণ নন-ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণ লেনদেন করে থাকেন।
৫	নগদ যানবাহন ভাতা (আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪, বিধি ৩৩সি) অনুযায়ী ব্যক্তি শ্রেণির করদাতা যানবাহন ভাতা ৩০,০০০ টাকা পর্যন্ত করমুক্ত।	নগদ যানবাহন ভাতা (আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪, বিধি ৩৩সি) অনুযায়ী ব্যক্তি শ্রেণির করদাতা যানবাহন ভাতা ৬০,০০০ টাকা পর্যন্ত করমুক্ত করা।	যেহেতু বর্তমানে সকল যানবাহনের ভাড়া বৃদ্ধি করা হয়েছে সেহেতু ৩০,০০০ টাকায় যানবাহন ব্যয় মেটানো সম্ভবপর নয়।
৬	বিচার কার্য শুরু হওয়ার আগে বিচার প্রার্থীকে বিতর্কিত কর দায়ের ১০% অ্যাপিলেট ট্রাইবুনালে যাওয়ার আগে এবং ১৫% হাইকোর্টে যাওয়ার আগে, সর্বমোট ২৫% কর পরিশোধ করার বিধান রয়েছে।	Admitted Tax liability অংকের ৫% বিচার শুরুর পুর্বে আপিলাত ট্রাইবুনালে এবং ১০% হাইকোর্টে যাওয়ার আগে পরিশোধের প্রস্তাব করা হয়।	বিচারের জন্য এত বড় অংকের জন্য টাকা পরিশোধ করা করদাতার জন্য কঠিন এবং অনেক সময় করদাতার এই দুর্বলতা বিচার কার্যকে প্রভাবিত করে। ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করবে।
৭	বর্তমানে NBR এর VAT-ACT Rule 1991 Rule(2)(ঙঙঙঙ) অনুযায়ী "প্রকল্প রপ্তানী কারক" অর্থ এমন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যিনি আভ্যন্তরীন ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র অথবা স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক দরপত্রের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পণ্য সরবরাহ অথবা সেবা প্রদান করে। Act(2)(k)(B) 'আন্তর্জাতিক দরপত্রের আওতার বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে বাংলাদেশের আভ্যন্তরীন সরবরাহকৃত পণ্য বা সেবা রপ্তানীকৃত বলিয়া গণ্য হবে।'	VAT Act এ যেভাবে Export এর সংজ্ঞা দেয়া আছে Income Tax Ordinance, 1984 এ সেভাবে Export এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাসহ সংজ্ঞা নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় NBR ভ্যাট এর ক্ষেত্রে রপ্তানীর যে সংজ্ঞা দিয়েছে ঠিক একই ভাবে ট্যাক্স এর ক্ষেত্রে সংযোজন করার প্রস্তাব করছি। (ক) সেবা রপ্তানী- বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খাতে যে বাংলাদেশী কোম্পানী পুরো বা আংশিক প্রযুক্তি ও বাণিজ্যিক সমাধান দিতে পারে। (খ) রপ্তানীকৃত বলিয়া গণ্য হবে যদি এটা আন্তর্জাতিক দরপত্রের আওতায় বৈদেশিক মুদ্রায় মূল্য পরিশোধিত হয়।	(ক) এটা বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করবে। যেমনঃ যদি একটি প্রকল্প কাজ সম্পাদিত হয় বিদেশী কোম্পানী দ্বারা তাহলে সমুদয় বৈদেশিক মুদ্রা দেশের বাইরে যায়। পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের উপর ঋণাত্বক প্রভাব পরে। অন্য দিকে যদি একটি প্রকল্প দেশীয় কোম্পানী দ্বারা সম্পাদিত হয় তাহলে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হয়। (খ) দেশীয় কোম্পানী দ্বারা প্রকল্প কাজ করলে দেশীয় মানুষের কর্ম সংস্থান হয়। (গ) পশ্চাদপদ শিল্পের উন্মেষ ঘটে। (ঘ) প্রতিযোগিতামূলক বাজার তৈরি হবে যাতে করে Employer অনেক সুবিধামূলক দামে কার্যসম্পাদন করতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার Engineering Procurement & Construction/Independent Power Producer এর চুক্তি সম্পাদিত হচ্ছে বিদ্যুৎ এবং অনেক Infrastructure খাতে ।

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
৮	আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ এর দফা (এইচ) টেকনিক্যাল নো হাও ফি এর খরচ একাউন্টিং লাভ এর ৮% পর্যন্ত অনুমোদনযোগ্য।	আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ এর দফা (এইচ) টেকনিক্যাল নো হাও ফি এর actual খরচের উপর ১০% পর্যন্ত করা হয়।	প্রযুক্তি চালিত কোম্পানী হিসেবে মোবাইল অপারেটর বিপুল প্রযুক্তিগত সেবা ও কারিগরি জ্ঞান সেবা গ্রহণ করতে হয়।
৯	আয়কর অধ্যাদেশ এর তৃতীয় তফসিল-এর ধারা ৫২,৫২এএ এর বিধি ১৬ এর দফা (এ) অনুযায়ী অফিস সরঞ্জাম এর উপর বর্তমান অবচয়ের হার ১০%।	অফিস সরঞ্জামের উপর অবচয় হার ১০% হতে ২৫% এ উন্নীত করা।	সম্পদের প্রকৃতি বিবেচনা করে অবচয়ের হার পূর্ণবিবেচনা করা উচিত।
১০	আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর তৃতীয় তপসিলের ১১(৬) অনুচ্ছেদ মোতাবেক, কর অবচয়ন হিসাবের জন্য মোটরগাড়ী, যাত্রী পরিবহন বা সেডান কার, ভাড়ায় চালিত নয় এমন গাড়ীর ক্ষেত্রে করদাতার প্রকৃত খরচ পঁচিশ লাখ (২,৫০০,০০০) টাকা বলে গণ্য করা হবে।	অনুমোদিত খরচ চলিশ লাখ (৪০,০০,০০০) পর্যন্ত বৃদ্ধি করা।	মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার মান কমে যাওয়ায় মোটরগাড়ীর খরচ লক্ষ্যণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনকি একটি সাধারণ টয়োটা কার ২.৫ মিলিয়ন টাকায় ক্রয় করা যায় না।
১১	আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ষষ্ঠ তফসিল এর ৩৩ অনুচ্ছেদে ITES প্রস্তাবিত পণ্য বর্তমান সংজ্ঞায় অন্তর্ভূক্ত নেই।	আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ষষ্ঠ তফসিল এর ৩৩ অনুচ্ছেদে ITES প্রস্তাবিত পণ্য বর্তমান সংজ্ঞায় অন্তর্ভূক্ত করা। Following items should be included in the explanation for the local companies (registered in Bangladesh): 1. IT Infrastructure planning, development, implementation and maintenance; 2. Server system management and maintenance; 3. Hardware maintenance; 4. Customization of third party developed/open sourced software by local companies to fit the need of individual users; 5. Application customization by local companies (registered in Bangladesh);	Information Technology Enabled Services (ITES) এর বর্তমান সংজ্ঞায় নিম্নবর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো বাদ পড়ায় এ সংক্রান্ত বিভিন্ন সেবার বিপরীতে প্রযোজ্য ভ্যাট বা অন্যান্য বিষয়াদি সম্পর্কে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সেবা কোম্পানী সমূহের বিষয় গুলো Information Technology Enabled Services (ITES) এর বর্তমান সংজ্ঞায় অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন। These should be included not only bring completeness to the existing definition but also take away confusion as may arise time to time between revenue officials and taxpayers.

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
		6. Cyber Security services; 7. IT training; 8. Database management; 9. IT consultancy; 10. IT Project Management/ Consultancy; 11. ISP's Services; 12. Finance & Accounting Outsourcing, 13. HR Outsourcing, 14. Legal Process Outsourcing, 15.Supply Chain Management Outsourcing, 16. Virtual Assistant, 17. Analytics, 18. IT Helpdesk, 19. Data Security & Big Data Management, 20. e-Health, 21. Robotics process outsourcing, 22. IT Management and Services outsourcing.	

১.২ আয়কর সংক্রান্ত প্রস্তাব

ক্রমিক নং	বর্তমান অবস্থা	প্রস্তাব/সুপারিশ	যৌক্তিকতা
	১. ব্যক্তি শ্রেণির কর **মোট আয়** (ক) প্রথম ২,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর - শূন্য। (খ) পরবর্তী ৪,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর - ১০%। (গ) পরবর্তী ৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর - ১৫%। (ঘ) পরবর্তী ৬,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর - ২০%। (ঙ) পরবর্তী ৩০,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর-২৫%। (চ) অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর - ৩০%।	**(ক) মোট আয় হার** (ক) প্রথম ৩,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর- শূন্য। (খ) পরবর্তী ৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর- ১০%। (গ) পরবর্তী ৭,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর- ১৫%। (ঘ) পরবর্তী ১০,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর- ২০%। (ঙ) অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর - ২৫%।	বর্তমানে জীবন যাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি এবং মূল্যস্ফীতির ফলে মৌলিক চাহিদা মেটানোর ব্যয় বৃদ্ধি সহ অন্যান্য ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এমতাবস্থায় এ বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে কর মুক্ত আয়ের সীমা বাড়ানো প্রায়োজন বলে ঢাকা চেম্বার মনে করে। নতুন নতুন করদাতাদের কর প্রদানে উৎসাহিত করতে কর মুক্ত আয়ের সীমা নির্ধারনে বর্তমানে জীবন যাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি এবং মূল্যস্ফীতির বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার প্রয়োজন।

ক্রমিক নং	বর্তমান অবস্থা	প্রস্তাব/সুপারিশ	যৌক্তিকতা
২	**ব্যক্তি শ্রেণির কর** (১) ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জন্য ব্যক্তি শ্রেণির করদাতার কর মুক্ত আয়ের সর্বোচ্চ সীমা ২,৫০,০০০ টাকা (২) মহিলা করদাতা এবং ৬৫ বৎসর বা তদুর্ধ্ব বয়সের সংশ্লিষ্ট সকল করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা হবে ৩,০০,০০০/- টাকা (৩) প্রতিবন্ধী করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা হবে ৩,৭৫,০০০/- টাকা এবং (৪) গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষেত্রে ৪,২৫,০০০/-টাকা।	**ব্যক্তি শ্রেণির কর** (১) ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জন্য ব্যক্তি শ্রেণির করদাতার কর মুক্ত আয়ের সর্বোচ্চ সীমা ৩,৫০,০০০ টাকা (২) মহিলা করদাতা এবং ৬৫ বৎসর বা তদুর্ধ্ব বয়সের সংশ্লিষ্ট সকল করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা হবে ৪,০০,০০০/- টাকা (৩) প্রতিবন্ধী করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা হবে ৪,৫০,০০০/- টাকা এবং (৪) গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষেত্রে ৪,৭৫,০০০/- টাকার প্রস্তাব করা হয়।	সর্বস্তরের মানুষের কাছে সহনীয় হলে কর প্রদানের প্রতি মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। ফলে করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে রাজস্ব আয় বাড়বে এবং কর ফাঁকি হ্রাস পাবে এবং বোঝা লাঘব হবে। বিনিয়োগে উৎসাহিত হবে ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।
৩	**করমুক্ত এবং কর অব্যাহতীর জন্য দাবীকৃত আয়:** **বেতনাদি আয়ের ক্ষেত্রে** ● **চিকিৎসা ভাতা:** বাৎসরিক ১,২০,০০০/- টাকা বা মূল বেতনের ১০% (যেটি কম); ● সন্তানের শিক্ষা ভাতা নেই	**ক. বেতনাদি আয়ের ক্ষেত্রে:** ● **বেতনাদি আয়ের ক্ষেত্রে চিকিৎসা ভাতা:** বাৎসরিক নূন্যতম ৬০,০০০/- টাকা এবং সর্বোচ্চ করযোগ্য আয়ের ১০% করার প্রস্তাব করছি। ● **সন্তানের শিক্ষা ভাতা:** সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষাব্যয় নির্বাহের জন্য বাৎসরিক ৬০,০০০ টাকা করে সর্বোচ্চ দুই সন্তানের শিক্ষা ব্যয় বাবদ ১,২০,০০০ টাকা কর অব্যাহতি প্রদান করার প্রস্তাব করা হয়। খ. ব্যবসায়ী এর ক্ষেত্রে: ● **ব্যবসায়ী/ব্যবসা এর ক্ষেত্রে চিকিৎসা ভাতা:** বাৎসরিক নূন্যতম ৬০,০০০/- টাকা এবং সর্বোচ্চ করযোগ্য আয়ের ১০% করার প্রস্তাব করা হয়। ● **সন্তানের শিক্ষা ভাতা :** সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষাব্যয় নির্বাহের জন্য বাৎসরিক ৬০,০০০ টাকা করে সর্বোচ্চ দুই সন্তানের শিক্ষা ব্যয় বাবদ ১,২০,০০০ টাকা কর অব্যাহতি প্রদান করার প্রস্তাব করা হয়।	

ক্রমিক নং	বর্তমান অবস্থা	প্রস্তাব/সুপারিশ	যৌক্তিকতা
৪	বর্তমানে চেম্বার ও ট্রেড এসোসিয়েশনের ক্ষেত্রে চেম্বারের সকল ধরনের আয়কে পূর্বের ন্যায় কর মুক্ত ঘোষণা করার জন্য প্রস্তাব করা হয়।	চেম্বার ও ট্রেড এসোসিয়েশনের ক্ষেত্রে চেম্বারের সকল ধরনের আয়কে পূর্বের ন্যায় কর মুক্ত ঘোষণা করার জন্য প্রস্তাব করছি এবং এ লক্ষ্যে চেম্বারকে TIN (Tax Identification Number) এর আওতার বাহিরে রাখার প্রস্তাব করা হয়। চেম্বার ও এসোসিয়েশনগুলোর উপর আরোপিত করের বিধান পরিবর্তন করে বিগত ১৯৬৫ সালে ইস্যুকৃত এসআরও ৮১ (আর)/৬৫ এর ন্যায় অ-লাভজনক সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে করমুক্তভাবে পরিচালিত করার সুযোগ দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়।	ইতোপূর্বে চেম্বার এবং ট্রেড বডিগুলো করমুক্তভাবে তাঁদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে দেশের অর্থনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রেখে চলছিল। কিন্তু বর্তমানে চেম্বার এবং ট্রেড বডিসমূহের সুদ বা মুনাফা আয় এবং ব্যবসা আয় এর উপর কর আরোপ করা হয়েছে। (এস.আর.ও. নং ২১০- আইন- আয়কর/ ২০১২, তারিখঃ ০১-০৭-২০১৩ইং)। সদস্য চাঁদা, গৃহসম্পত্তির ভাড়া, আমানতের উপর প্রাপ্য সুদ/মুনাফা, সি.ও. ফি এবং ট্রেনিং ফি হতেই ঢাকা চেম্বার মূলতঃ আয় অর্জন করে। ঢাকা চেম্বার কর্তৃক প্রাপ্ত সদস্য চাঁদা দ্বারা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন- ভাতা এবং সার্ভিস বেনিফিটই হয় না। তদুপরি রয়েছে বিভিন্ন ধরনের অপারেশনাল খরচ। তাই প্রয়োজন পড়ে গৃহসম্পত্তির ভাড়া ও আমানতের সুদের। চেম্বারের অর্জিত আয়ের উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যয় হয় জাতীয় স্বার্থে দেশের বাণিজ্যিক উন্নয়নে ও ব্যবসায়ীক সমাজের উন্নয়নে। চেম্বার সম্পূর্ণরূপেই একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নে ও জাতীয় স্বার্থে সেবার ব্রতই-এর লক্ষ্য। এ আয়ের সম্পূর্ণ অংশই চেম্বারের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন এবং চেম্বারের দক্ষতা বাড়ানোর কাজে ব্যয় করা হয়। এ ধরনের করারোপের ফলে বেসরকারি খাত কর্তৃক গৃহীত জাতীয় উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বাঁধাগ্রস্থ হচ্ছে।
৫	কোন ব্যক্তি করদাতা (asscssee being individual) যার আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৮০ অনুযায়ী পরিসম্পদ, দায় ও খরচের বিবরণীতে প্রদর্শিত নীট পরিসম্পদের মূল্যমান (total net worth) দুই কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকার অধিক হলে তাদের উপর নিম্নরূপ হারে সারচার্জ প্রদেয় হবে- নীট সম্পদের মূল্য সারচার্জের হার (১) দুই কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত- শূন্য	নীট সম্পদের মূল্য সারচার্জের হার (১) পাঁচ কোটি টাকা পর্যন্ত- শূন্য (২) পাঁচ কোটি টাকার অধিক কিন্তু পনের কোটি টাকার অধিক নয়-১০% (৩) পনের কোটি টাকার অধিক কিন্তু পঁচিশ কোটি টাকার অধিক নয়-১৫%	

ক্রমিক নং	বর্তমান অবস্থা	প্রস্তাব/সুপারিশ	যৌক্তিকতা
	(২) দুই কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকার অধিক কিন্তু পাঁচ কোটি টাকার অধিক নয়- ১০% (৩) পাঁচ কোটি টাকার অধিক কিন্তু দশ কোটি টাকার অধিক নয়- ১৫% (৪) দশ কোটি টাকার অধিক কিন্তু পনের কোটি টাকার অধিক নয়- ২০% খাতে (৫) পনের কোটি টাকার অধিক কিন্তু বিশ কোটি টাকার অধিক নয়-২৫% (৬) বিশ কোটি টাকার অধিক যে কোন অংকের উপর- ৩০%	(৪) পঁচিশ কোটি টাকার অধিক কিন্তু পঁয়ত্রিশ কোটি টাকার অধিক নয়-২০% (৫) পঁয়ত্রিশ কোটি টাকার অধিক যে কোন অংকের উপর- ২৫%	
৬	বর্তমানে বাড়ী ভাড়া হতে প্রাপ্ত আয় বিবেচনা ক্ষেত্রে অনুমোদন যোগ্য মেরামত ব্যয় ২৫%।	গৃহ সম্পত্তি হতে আয় খাতে কর Income Tax Ordinance, 1984 এর (section-24,25) উল্লেখ্য যে বাড়ী ভাড়া হতে প্রাপ্ত আয় বিবেচনা ক্ষেত্রে অনুমোদন যোগ্য মেরামত ব্যয় ২৫% এর স্থলে ৩০%-এ উন্নীত করার প্রস্তাব করা হয়।	যেহেতু বাড়ী মেরামতের জন্য ব্যবহৃত জিনিসপত্র, ফিটিংস, সংস্কার, রক্ষণাবেক্ষণ, নিরাপত্তারক্ষী, পাম্প চালক, লিফট ম্যান, কেয়ার টেকারের বেতন, ভাড়া আদায়, পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন, বিদ্যুৎবিল, গ্যাস বিল এবং মৌলিক প্রকৃতির সেবা গ্রহণের বিনিময় মূল্য তথা নির্মাণ শ্রমিকের মজুরি বহুগুণে বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যবস্থাপনা খরচ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। তা ছাড়া দীর্ঘ বহু বছর যাবৎ অনুমোদন যোগ্য মেরামত ব্যয়ের হার বাড়ানো হয় নাই। তাই আগামী ২০১৬-২০১৭ অর্থ বৎসরে এই হার ২৫% স্থলে ৩০% করার প্রস্তাব করছি।
৭	Income Tax Ordinance, 1984 এর sub-section (2) of section 53H "financial institution" এর যে সংজ্ঞা আছে তা Financial Institutions Act, 1993 (Act No. 27 of 1993) এ "financial institution" এর সংজ্ঞার সাথে মিল নেই।	Income Tax Ordinance, 1984 এর sub-section (2) of section 53H "financial institution" এর যে সংজ্ঞা আছে তা Financial Institutions Act, 1993 (Act No. 27 of 1993) এ "financial institution" এর সংজ্ঞার সাথে মিলিয়ে রাখার জন্য প্রস্তাব করা হয়।	এতে বৈষম্য দূর হবে।
৮	গবেষণা ও উন্নয়ন খাত কর ও মূসক এর আওতাভূক্ত	কোম্পানি/ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মোট আয়ের ২.৫% পর্যন্ত গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে খরচের জন্য কর রেয়াতের প্রস্তাব করা হয়।	গবেষণা ও উন্নয়ন এই সময় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। Innovation উদ্যোগ সকল Academia এবং Industry কে একটি Platform নিয়ে আসতে সক্ষম। যা নতুন নতুন Industry সৃষ্টি করে শিল্পায়নে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

ক্রমিক নং	বর্তমান অবস্থা	প্রস্তাব/সুপারিশ	যৌক্তিকতা
			Global Innovation Index সূচকে ১২৮টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১১৭তম এই সূচকে উন্নয়নের জন্য Research Innovation এ অধিক মনোযোগ ও বিনিয়োগ করা উচিত যা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে ব্যপক ভূমিকা পালন করবে। উল্লেখ্য যে, সিঙ্গাপুর সরকার ২০১৬-২০ মেয়াদে দেশটির গবেষণা ও উন্নয়ন (আরঅ্যান্ডডি) খাতে ১৩ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে।
৯	আয়কর আইন ১৯৮৪ এর ধারা ৪৪ (বি) অনুযায়ী অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ এর পরিমাণ করযোগ্য আয় ২৫%	করদাতার বিনিয়োগ জনিত আয়ের ৩০% এর উপর ১৫% আয়কর রেয়াত অথবা ৩ কোটি টাকা বিনিয়োগ এর মধ্যে যেটি কম তা বিনিয়োগযোগ্য আয়কর রেয়াত হিসেবে গণ্য করার প্রস্তাব করা হয়।	সাম্প্রতিক জীবনযাত্রায় ব্যয় বৃদ্ধির ফলে বিনিয়োগ হার হ্রাস পেয়েছে
১০	১০. কর্পোরেট আয়কর-অর্থ আইন ২০১৬ হতে উদ্বৃত,তফসিল-২, প্রথম পর্ব, অনুচ্ছেদ-খ কর্পোরেট করের হার: • Non Public Trade Company এর ক্ষেত্রে কর্পোরেট করের হার ৩৫% • Public Trade Company এর ক্ষেত্রে কর্পোরেট করের হার ২৫% • Merchant Bank এর ক্ষেত্রে কর্পোরেট করের হার ৩৭.৫% • Brokerage operations এর ক্ষেত্রে কর্পোরেট করের হার ৩৫%	• Non Public Trade Company এর ক্ষেত্রে কর্পোরেট করের হার ৩০% করা • Public Trade Company এর ক্ষেত্রে কর্পোরেট করের হার ২২.৫% করা • Merchant Bank এর ক্ষেত্রে কর্পোরেট করের হার অন্যান্য লিমিটেড কোম্পানীর ন্যায় ৩৫% করা • Brokerage operations এর ক্ষেত্রে কর্পোরেট করের হার ৩০% করার প্রস্তাব করা হয়।	এতে ব্যবসার প্রসার এবং বৈষম্য দূর হবে এবং উদ্যেক্তারা নিম্ন হারের কর দিতে উৎসাহিত হবে। ফলে মোট কর আদায় বাড়বে।
১১	কর্পোরেট আয়কর-অর্থ আইন ২০১৬ হতে উদ্বৃত,তফসিল-২, প্রথম পর্ব, অনুচ্ছেদ-খ কোম্পানীর লভ্যাংশ আয় ২০%	• Public Limited Company এর কোম্পানীর লভ্যাংশ আয়ের উপর কর হার ২০% থেকে কমিয়ে ১৫% এবং • Private Limited Company এর কোম্পানীর লভ্যাংশ আয়ের উপর কর হার ৩০% থেকে কমিয়ে ২৫% করে চূড়ান্ত করদায় হিসাবে গণ্য করার প্রস্তাব করা হয়।	উদ্যেক্তারা নিম্ন হারের কর দিতে উৎসাহিত হবে ফলে মোট কর আদায় বাড়বে।

ক্রমিক নং	বর্তমান অবস্থা	প্রস্তাব/সুপারিশ	যৌক্তিকতা
১২	সকল Mobile Telecommunication & ICT খাতে আমদনিকৃত যন্ত্রপাতি কর ও মূসকের আওতাভূক্ত।	স্মার্ট ফোন, ট্যাবসহ সকল মোবাইল ফোন ক্রয় করমুক্ত বিনিয়োগ হিসেবে গণ্য করার প্রস্তাব করা হয়।	ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানে এই ছাড় দেওয়া উচিত
১৩	বর্তমানে সীমিত পর্যায়ে প্রদত্ত Tax Card প্রদান করা হয়।	বর্তমানে সীমিত পর্যায়ে প্রদত্ত Tax Card এর আওতা বৃদ্ধি করে সকল করদাতাকে Tax Card প্রদানের প্রস্তাব করা হয়। Tax Card-এর আওতায় বিভিন্ন সেবাসমূহ প্রদান যেমন: হাসপাতাল, চিকিৎসকের চেম্বার, ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান, স্কুল, কলেজ/ বিশ্ববিদ্যালয়, হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট, ট্রান্সপোর্ট, এয়ারলাইন/টিকেট রিজার্ভ, সরকারি অনুষ্ঠানসহ অন্যান্য সেবা সংক্রান্ত বিষয়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সুবিধা দেয়া যেতে পারে। • এ ক্ষেত্রে করদাতাদের কর প্রদানের হারের সাথে সঙ্গতি রেখে Tax Card কে ছয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন গ্রিন কার্ড, গ্রিন পাস কার্ড, সিলভার কার্ড, গোল্ড কার্ড, গোল্ড পাস কার্ড, প্লাটিনিয়াম কার্ড। • Tax Card কে Electronic Smart Card এ রূপান্তর করা, যাতে কর প্রদানের যাবতীয় তথ্য আপডেট থাকবে এবং তা ডেবিট কার্ড হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।	আমরা যদি সকল কর দাতাকে Tax Card এর মাধ্যমে সব ধরনের সুযোগ সুবিধাসহ সামাজিক স্বীকৃতি দেই, তা ব্যক্তি ও ব্যবসায়ীকে কর প্রদানে উৎসাহিত করবে। আর এতে করে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি পাবে।

আমদানি শুল্ক ও সম্পূরক শুল্ক নীতি, আইন ও বিধি সংক্রান্ত প্রস্তাব

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
১	বর্তমানে সফটওয়্যার ও আইটিইএস এর জন্য HS Code নির্ধারিত নেই	সফটওয়্যার ও আইটিইএস এর জন্য নির্ধারিত HS Code সুনির্দিষ্ট না থাকায় প্রায়শই সঠিকভাবে এ কোড উল্লেখ করা যাচ্ছে না। এমতাবস্থায় সফটওয়্যার ও আইটিইএস এর জন্য HS Code সুনির্দিষ্টকরণের প্রস্তাব করা হয়।	শ্রেণি বিন্যাসের বৈষম্যের কারণে একই প্রকৃতির পণ্য আমদানীতে ৫ গুণ বেশি শুল্ক পরিশোধ করতে হচ্ছে। এটি আইটি অবকাঠামো গঠনের পথে অন্তরায়। এর ফলে ডিজিটাল ক্লাসরুম, ল্যাব, ই-সেবা কেন্দ্র, ডাটা সেন্টার গড়ে তোলা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সরকারের নেয়া উদ্যোগ বাস্তবায়ন বিলম্বিত হবে।

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
২	Brand New Passanger Car Complete Build Unit (CBU) অবস্থায় মূল্যায়নের ক্ষেত্রে Glass Guide ব্যবহার করা হয়।	Brand New Passanger Car Complete Build Unit (CBU) অবস্থায় মূল্যায়নের ক্ষেত্রে Glass Guide ব্যবহার বন্ধ করার / প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করছি এবং এই সময় সাপেক্ষে এবং ব্যয়বহুল প্রক্রিয়ার পরবর্তিতে প্রস্তুতকারকের মূল্যতালিকা বা চালান অথবা নির্মাতার Authroized Dealer এর মূল্যতালিকা এবং চালান গ্রহণ করার প্রস্তাব করা হয়।	Glass Guide শুধুমাত্র যুক্তরাজ্যে তৈরি যেমনঃ রেঞ্জ রোভার, জাগুয়ার ও মিনি গাড়ির ক্ষেত্রে তাদের দেশীয় বাজারে নির্দেশিকা হিসাবে ব্যবহার হয়ে থাকে, যা অন্যান্য বাজারের ক্ষেত্রে বা রপ্তানির মূল্যের দামের ক্ষেত্রে প্রতিফলন করে না। CBU গাড়ি এবং বাণিজ্যিক যানবাহনের ক্ষেত্রে শুল্কবিলম্ব এবং অন্যান্য সমস্যা দূরীকরণের ক্ষেত্রে আমদনির পূর্বে মূল্য অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় পরবর্তিতে CBU মোটরসাইকেল এবং CKD অন্তর্ভূক্ত আমদানিকৃত মোটরসাইকেল, গাড়ি এবং বাণিজ্যিক যানবাহন অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।
৩	বর্তমানে H.S. Code 9018.90.30 এর অধীনে পণ্যগুলো নিম্নরূপভাবে বর্ণনা করা আছে। Angiographic Catheter Wire Guide Catheter Wire Balloon Sheath	H.S. Code 9018.90.30 এর অধীনে পণ্যগুলো নিম্নরূপভাবে বর্ণনা করার প্রস্তাব করা হয়। Angiographic Catheter & Guide Wire Guide Catheter & PTCA Guide Wire PTCA Dilatation Catheter/ PTCA Balloon Introducer Sheath	H.S. Code 9018.90.30 - তে শ্রেণিবিন্যাসকৃত পণ্যগুলির বর্ণনায় বাস্তবতার সাথে মিল না থাকায় আমদানি পর্যায়ে শুল্কায়নে প্রায়শই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় বিধায় শুদ্ধ বর্ণনার প্রয়োজন।
৪	শুল্ক কাঠামোতে ঘন ঘন পরিবর্তন	সাবলীল শিল্পায়নের লক্ষ্যে ৩-৫ বছর মেয়াদি শুল্ক কাঠামো প্রণয়নের প্রস্তাব করা হয়।	শুল্ক কাঠামোতে ঘন ঘন পরিবর্তন আনয়নের ফলে দেশের শিল্পায়নের সাবলীল উন্নয়নে বাধার সৃষ্টি হয় এবং আমদানিকারক এবং ভোক্তা শ্রেণি ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকেন। বাজেট ঘোষণার পর অর্থ বৎসরের মধ্যবর্তী সময়ে এসআরও জারীকরণের মাধ্যমে শুল্ক করের হার হ্রাস/বৃদ্ধিকরণ পরিহার এবং সাবলীল শিল্পায়নের লক্ষ্যে ৩-৫ বছর মেয়াদি শুল্ক কাঠামো প্রণয়নের প্রস্তাব করা হয়।

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
৫	বর্তমানে আমদানী ও রপ্তানী পণ্য চট্টগ্রাম বন্দর থেকে খালাস ও প্রেরণের ক্ষেত্রে আমদানী ও রপ্তানীকারকগণ ৪ দিন ফ্রি সময় পেয়ে থাকেন।	বর্তমানে সরকারি ছুটিসহ ৪ দিন ফ্রি সময়কে ৭ (সাত) কার্যদিবস করার প্রস্তাব করছি এবং এর পাশাপাশি বন্দর কর্তৃপক্ষের অদক্ষতা বা কনজেশন এর কারণে যদি পণ্য খালাস বিলম্বিত হয়, তবে Port demurrage charge আমদানী বা রপ্তানী কারকের উপর আরোপ না করার প্রস্তাব করা হয়।	আমদানী ও রপ্তানী পণ্য চট্টগ্রাম বন্দর থেকে খালাস ও প্রেরণের ক্ষেত্রে আমদানী ও রপ্তানীকারকগণ ৪ দিন সময় পেয়ে থাকেন। চারদিন অতিবাহিত হওয়ার পর Port demurrage প্রদান করতে হয়। কিন্তু বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বন্দর কর্তৃপক্ষের পণ্য খালাসে অদক্ষতা ও পোর্ট কনজেশন এর কারণে ব্যবসায়ীদের Port demurrage প্রদান করতে হয়।
৬	বর্তমানে মাইক্রোবাস ১৬ সিটের গাড়ি আমদানির উপর ৩৭% ইমপোর্ট ডিউটি আরোপ করা হয়	মাইক্রোবাস ১৬ সিটের গাড়ি আমদানির উপর ৩৭% ইমপোর্ট ডিউটি আরোপ করা হয় অথচ আন্তর্জাতিক মাইক্রোবাস গাড়ির স্ট্যান্ডার্ড মাত্র ১৫ সিটের। তাই ১৫ সিটের মাইক্রোবাসের ক্ষেত্রে ৩৭% কর নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি যাতে করে সবাই বাজারে প্রবেশের সুযোগ পায়। আমদানির সময় CKD গাড়িতে অনিয়মের কারণে সরকার বড় ধরনের রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হয়। তাই বর্তমান আইন পরিবর্তন করা উচিত অথবা আমদানির ক্ষেত্রে CKD উল্লেখ করলে জরিমানার বিধান করার প্রস্তাব করা হয়।	রিকন্ডিশন্ড গাড়ি আমদানিকারকরা বিক্রির উপর ভ্যাট প্রদান করে না, বরং আমদানি করার সময় তারা আমদানি মূল্যে ফাইনাল ভ্যাট প্রদান করে আসে। বর্তমানে গাড়ির যন্ত্রাংশ-পার্টস ব্যবসায় স্মাগলিং শুরু হয়েছে। প্রায়শঃ অনেকে নিজের স্যুটকেসে ও ব্যক্তিগত ব্যাগে গাড়ির যন্ত্রপাতি কিনে নিয়ে আসছে রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে চীন ও থাইল্যান্ড থেকে। তারা প্রকৃত আমদানিকারকদের বাজার দখল করে যা সরকারকে ভ্যাট ও অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্স হতে বঞ্চিত করে।

আমদানি শুল্ক ও সম্পূরক শুল্ক সংক্রান্ত প্রস্তাব

ক্রমিক নং	পণ্যের নাম ও কোড নম্বর/ প্রস্তাবের শিরোনাম	বিদ্যমান অবস্থা	বিদ্যমান অবস্থা	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি
১	৪৪১০.১১.১০ পার্টিকেল বোর্ড ও মেলামাইন ল্যামিনেটিং বোর্ড উৎপাদনকারী দেশীয় শিল্প।	আমদানি শুল্ক-২৫% নিয়ন্ত্রিত শুল্ক-৩% সম্পূরক শুল্ক ৩০% ভ্যাট-১৫% এআইটি-৫%	আমদানি শুল্ক-২৫% নিয়ন্ত্রিত শুল্ক-৩% সম্পূরক শুল্ক ৩০% ভ্যাট-১৫% এআইটি-৫%	দেশে স্থাপিত পার্টিকেল বোর্ড উৎপাদনকারী ১৮টি শিল্প প্রতিষ্ঠান গত তিন দশকের বেশী সময় ধরে গ্রাহক আস্থা অর্জন করে সুনামের সাথে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাত করে আসছে। পার্টিকেল বোর্ড উৎপাদনের অন্যতম প্রধান কাঁচামাল হচ্ছে পাট খড়ি। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, অবাধ আমদানী নীতির কারণে এই সব পার্টিকেল বোর্ড উৎপাদনকারী দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান বিদেশ থেকে বিভিন্ন পন্থায় আমদানীকৃত পণ্যের সাথে অসম প্রতিযোগিতায় স্থানীয় বাজারে টিকে থাকতে পারছেনা। এখানে উল্লেখ্য যে দেশীয় পার্টিকেল বোর্ড শিল্পের উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত অন্যতম মৌলিক কাচাঁমাল প্যারাফরমালডিহাইড, মেলামাইন ডেকোরেটিভ পেপার, প্যারাফিন ওয়াক্স ও Sanding paper এর উপর আমদানি পর্যায়ে মোট করভার যথাক্রমে ৩১.০৭%, ৪৩.০৮% ও ৫৮.৬৯%। মৌলিক কাচাঁমালের উপর আমদানি পর্যায়ে এত উচ্চহারে শুল্ক আরোপ করা দেশীয় পার্টিকেল বোর্ড শিল্প বিকাশে বড় বাধা হিসাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং যাহা সহায়ক শিল্পনীতির পরিপন্থী। এখানে আরো উল্লেখ্য যে, দেশীয় ১৮টি পার্টিকেল বোর্ড উৎপাদনকারী শিল্পের মোট বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ১৮,০০,০০০ পিস কিন্তু দেশের মোট বার্ষিক চাহিদা ১৪,০০,০০০ পিস এবং অব্যবহৃত থাকে প্রায় ৪,০০,০০০ পিস। সুতরাং কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে পার্টিকেল বোর্ড আমদানির প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। তাই এই ধরনের পার্টিকেল বোর্ড আমদানি বন্ধ করতে হলে একমাত্র উপায় আমদানি পর্যায়ে পার্টিকেল বোর্ডের উপর অতিরিক্ত কর আরোপ করে আমদানি নিরুৎসায়িত করা। তাছাড়া দেশের পার্টিকেল বোর্ড আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন এবং ISO Certified, যাহা বিদেশেও রপ্তানী হচ্ছে।

ক্রমিক নং	পণ্যের নাম ও কোড নম্বর/ প্রস্তাবের শিরোনাম	বিদ্যমান অবস্থা	বিদ্যমান অবস্থা	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি
				এমতাবস্থায় দেশীয় কাঁচামাল দ্বারা উৎপাদিত পার্টিকেল বোর্ড উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিরক্ষার লক্ষ্যে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বাজেটে এইচ, এস কোড ৪৪১০.১১.১০ এর বিপরীতে ফার্নিচার রপ্তানিকারকদের দেওয়া সুবিধা প্রত্যাহার করে দেশে উৎপাদন হয় এমন ধরনের বিদেশ থেকে আমদানীকৃত পার্টিকেল বোর্ড এর উপর আমদানী শুল্ক ২৫% সহ ৩০% সম্পূরক শুল্ক পুনরায় আরোপ করলে স্থানীয় শিল্পগুলো রুগ্ন শিল্পের অবসম্ভাবী পরিণতি থেকে রক্ষা পাবে এবং এই ক্ষেত্রে ফার্নিচার রপ্তানিকারকদের কোন সমস্যা হবে না কারণ তারা যদি ফার্নিচার রপ্তানি করে তাহলে সেক্ষেত্রে রপ্তানীর বিপরীতে নগদ সহায়তা ও Duty Drawback সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে। অতএব, পার্টিকেল বোর্ড শিল্পের উল্লেখিত সমস্যার কথা বিবেচনা করে দেশী শিল্প প্রতিরক্ষণ হবে এবং রাজস্ব আয় আরো বাড়বে এই প্রত্যাশায় আমদানী পর্যায়ে পার্টিকেল বোর্ড (এইচ,এস কোড নং-৪৪১০.১১.১০) এর উপর আগামী ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বাজেটে পূর্বের ন্যায় আমদানী শুল্ক ২৫% সহ সম্পূরক শুল্ক ৩০% পুনঃ নির্ধারণ করা যুক্তিসংগত বলে মনে করছি।
২	৪৪.১২ প্লাইউড, পার্টিকেল বোর্ড ও মেলামাইন ল্যামিনেটিং বোর্ড উৎপাদনকারী দেশীয় শিল্প।	আমদানি শুল্ক ২৫% নিয়ন্ত্রিত শুল্ক ৩% সম্পূরক শুল্ক-১০% ভ্যাট-১৫% এআইটি-৫%	আমদানি শুল্ক ২৫% নিয়ন্ত্রিত শুল্ক ৩% সম্পূরক শুল্ক ৩০% ভ্যাট-১৫% এআইটি-৫%	দেশে স্থাপিত প্লাইউড উৎপাদনকারী একাধিক শিল্প প্রতিষ্ঠান গত তিন দশকের বেশী সময় ধরে গ্রাহক আস্থা অর্জন করে সুনামের সাথে নানাঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাত করে আসছে। প্লাইউড উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিদেশ থেকে কাঠ আমদানী করে দেশীয় নানা উপাদান ব্যবহার করে উৎপাদন ও value addition করছে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় অবাধ আমদানী নীতির কারণে এই সব উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বিদেশ থেকে আমদানীকৃত পণ্যের সাথে অসম প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হিমশিম খাচ্ছে। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে বিভিন্ন সময় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে প্লাইউড শিল্পের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে

ক্রমিক নং	পণ্যের নাম ও কোড নম্বর/ প্রস্তাবের শিরোনাম	বিদ্যমান অবস্থা	বিদ্যমান অবস্থা	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি
				অবহিত করায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বন্দরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেয় এবং সাথে সাথে আমদানিকৃত প্লাইউড এর উপর ১০% সম্পূরক শুল্ক আরোপ করে। যাহা প্রয়োজনের তুলনায় অতি নগণ্য এবং ১০% সম্পুরক শুল্ক আরোপ করার পরও স্থানীয় শিল্পে উৎপাদিত পণ্যের মুল্য স্থানীয় বাজারে আমদানিকৃত পণ্যের মূল্যের চেয়ে অনেক বেশী। কারণ পাশ্ববর্তী দেশ ভারত, মালেশিয়া ও থাইল্যান্ড থেকে অত্যন্ত কম মূল্যে বিভিন্ন সাইজের প্লাইউড বিভিন্ন বন্দর দিয়ে দেশীয় বাজারে প্রবেশ করে পুরো বাজারই গ্রাস করে নিয়েছে। দেশে উৎপাদিত এ সব পণ্য কর ফাঁকি দেয়া চোরাই পণ্যের সাথে অসম মূল্য প্রতিযোগিতার প্রভাবে রুগ্ন থেকে রুগ্নতর হয়ে চলেছে এবং এ শিল্পে কর্মরত হাজার হাজার শ্রমিক কর্মচারীর ভাগ্য অনিশ্চিত ও বিপন্ন হয়ে পড়েছে। তাছাড়া দেশে প্লাইউডের মোট বার্ষিক উৎপাদন ১৩,০০,০০০ পিস এবং দেশের মোট বার্ষিক চাহিদা ১১,০০,০০০ পিস এবং ২,০০,০০০ পিস অব্যবহৃত থাকার পর আমদানির প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। এমতাবস্থায় দেশীয় প্লাইউড উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিরক্ষণের লক্ষ্যে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বাজেটে দেশে উৎপাদন হয় এমন ধরনের বিদেশ থেকে আমদানিকৃত প্লাইউড-এর উপর আরোপিত সম্পূরক শুল্ক বৃদ্ধি করে ৩০% পূনঃনির্ধারণ করা হলে বাজেটে পরিপূর্ণতা লাভ করবে এবং ফলশ্রুতিতে স্থানীয় শিল্পগুলি রুগ্ন শিল্পের অবসম্ভাবী পরিণতি থেকে রক্ষা পাবে। এতে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে। অতএব প্লাইউড শিল্পের উল্লেখিত সমস্যার কথা বিবেচনা করে দেশী শিল্প প্রতিরক্ষা হবে এবং রাজস্ব আয় আরো বাড়বে। এই প্রত্যাশায় আমদানী পর্যায়ে প্লাইউড এর উপর আগামী ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বাজেটে বর্তমানে প্রযোজ্য শুল্কহার অপরিবর্তিত রেখে আরোপিত সম্পূরক শুল্ক ১০% থেকে ৩০% পুনঃ নির্ধারণ করা যুক্তিসঙ্গত।

মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত প্রস্তাব

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা/ নতুন মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন' ২০১২ এ বর্ণিত অবস্থাঃ	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
১	নতুন ভ্যাট আইনে সরকার সবার উপর খুচরা পর্যায়ে ১৫% ভ্যাট আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।	নতুন ভ্যাট আইনে ভ্যাট ১৫% এর স্থলে ৭% করার প্রস্তাব করা হয়।	মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ৩০ শতাংশের বেশি অবদান রাখে অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এমএসএমই) খাত। বেসরকারি খাতের ৭৫% ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান এ খাত সংক্রান্ত। দেশের কর্মসংস্থানের ৭৫% হয় এমএসএমই খাতের মাধ্যমে। শিল্প খাতে কর্মসংস্থানের ৮০ শতাংশই এমএসএমই খাত থেকে আসে। তাই নতুন ভ্যাট আইনে খুচরা পর্যায়ে ১৫% ভ্যাট আরোপের ফলে SME ব্যবসায়ীরা মারাত্মকভাবে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবেন। একজন বৃহৎ ব্যবসায়ীর ন্যায় একজন SME ব্যবসায়ীকেও যদি ১৫% ভ্যাট প্রদান করতে হয় তা সম্পূর্ণভাবে অযৌক্তিক। প্রস্তাবিত হারে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভ্যাট প্রদানে অধিক উৎসাহিত হবে যা সরকারের রাজস্ব বহুগুণ বাড়িয়ে দিবে। আমাদের প্রতিযোগী দেশগুলোর রাজস্ব কাঠামোর সাথে মিল রেখে, ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ উন্নয়নে যৌক্তিকভাবে হ্রাসকৃত হারে ভ্যাট আরোপ করা উচিত। উল্লেখ্য মালয়েশিয়ায় স্ট্যান্ডার্ড ভ্যাটের (Goods & Services Tax) এর পরিমাণ ৬%, সিঙ্গাপুরে ৭%, ভিয়েতনামে ১০%, ইন্দোনেশিয়ায় ১০%, নাইজেরিয়ায় ৫%, ফিলিপাইনে ১২%।
২	বর্তমানে টার্নওভার কর সীমা ৮০ লক্ষ টাকা	টার্নওভার কর সীমা বর্তমান ৮০ লক্ষ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১ কোটি ২০ লক্ষ পর্যন্ত বাড়ানো প্রস্তাব করা হয়।	অধিকাংশ সময় টার্নওভার আশানুরূপ না হলেও আইনের কারণে ব্যবসায়িদের বাধ্যতামূলকভাবে টার্নওভার প্রদান করতে হয়। যা ব্যবসায়িদের উপর বোঝা বৃদ্ধি করে। প্রস্তাবিত হারে টার্নওভার প্রদান করতে হলে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভ্যাট প্রদানে অধিক উৎসাহিত হবে যা সরকারের রাজস্ব বহুগুণ বাড়িয়ে দিবে।

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা/ নতুন মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন' ২০১২ এ বর্ণিত অবস্থাঃ	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
৩	নতুন আইনের অষ্টম অধ্যায়, ধারা ৬৩ঃ টার্নওভার কর আরোপ ও আদায়। (১) তালিকাভুক্ত বা তালিকাভুক্তিযোগ্য ব্যক্তি তাহার অর্থনৈতিক কার্যক্রমের টার্নওভারের উপর ৩ (তিন) শতাংশ হারে টার্নওভার কর প্রদান করিবেন।	ক্ষুদ্র খুচরা ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে বার্ষিক টার্নওভার ০ (শূন্য) থেকে ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত "No Vat" এবং ৫০ লক্ষ টাকা থেকে ১ কোটি ২০ লক্ষ পর্যন্ত ৩% হারে মূসক প্রদান করার প্রস্তাব করা হয়।	
৪	বর্তমানে সল্প সংখ্যক ECR Machine স্থাপন এবং Vat Smart Card সরবরাহ করা হয়।	প্রত্যেক ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন হোল্ডারদের সরকারী নিজস্ব খরচে ECR Machine স্থাপন এবং Vat Smart Card সরবরাহ করার প্রস্তাব করা হয়।	এই ব্যবস্থা কার্যকরী করা হলে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভ্যাট প্রদানে অধিক উৎসাহিত হবে। মূসক আদান-প্রদান সহজ হবে, মূসক কর্তৃপক্ষ এবং করদাতার মধ্যে কোনরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হবে না। ফলে সরকারের রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধিসহ মামলা মকোদ্দমা হ্রাস পাবে।
৫	বর্তমানে VAT Smart Card নেই	বর্তমানে ৮,৪০,০০০ BIN ধারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান-এনবিআরের ডাটাবেজে নিবন্ধিত থাকলেও মাত্র ৩০,০০০ BIN ধারী রিটার্ণ প্রদান করে। ভ্যাট আদায়ের পদ্ধতি সহজীকরণের প্রস্তাব, যাতে ভোক্তা ও ব্যবসায়ীগণ ভ্যাট প্রদানে উৎসাহী হয়। ভ্যাট প্রদানে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহী করার লক্ষ্যে, Tax Card এর মতো VAT Smart Card প্রদানের প্রস্তাব করা হয়। যাতে ভ্যাটদাতা স্বেচ্ছায় উৎসাহী হয়ে ৭৩,৫৫২.৭৯ কোটি টাকার ভ্যাট লক্ষমাত্রা আদায়ে ভূমিকা রাখতে পারে। উল্লেখ্য, স্থানীয় পর্যায়ে ভ্যাট ৪৭,৮২৭.৫ কোটি টাকা আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	ভ্যাট প্রদান সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করতে ও কর প্রদানকে আরও সহজতর ও জনবান্ধব করে তুলতে হবে।

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা/ নতুন মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন' ২০১২ এ বর্ণিত অবস্থাঃ	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
৬	**বর্তমান মূসক ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২ তে অনুসন্ধান ও গোয়েন্দা ক্ষমতা:** বর্তমান মূসক ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২-তে রাজস্ব কর্মকর্তাকে সীমাহীন জুডিশিয়াল ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, এ ধরনের কিছু আইন নিম্নোক্তঃ • ভ্যাট সংশ্লিষ্ট কোন নথিপত্র তৈরির আগে একজন ভ্যাট কর্মকর্তা যে কোন ব্যাক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে অফিসে তলব করার ক্ষমতা রাখে। • বর্তমান আইনের ৮৩তম পরিচ্ছেদে বর্ণিত ভ্যাট ফাঁকি রোধে, অথবা আইন প্রয়োগ করার জন্য একজন সহকারি কমিশনার, কমিশনারের অনুমতিক্রমে যে কোন জায়গায় অনুসন্ধানের জন্য যেতে পারবেন। এমনকি বাড়িতে, গাড়িতে, অফিসে, ব্যক্তির নথিপত্র, ফাইল, একাউন্ট অনুসন্ধান ক্ষমতা অনেক ক্ষেত্রে মানবাধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতা বর্হিভূত। • ৯০তম পরিচ্ছেদে, রাজস্ব কর্মকর্তার সন্দেহ হলে ব্যবসায়ী কর্তৃক ভ্যাট ফাঁকির ব্যাপারে, বা ভ্যাট দাখিলে বিলম্ব হলে, দৃশ্যমান স্থানে VAT I Turnover Tax এর হিসাব না রাখলে প্রত্যেকবার ১০ হাজার টাকা জরিমানা দিতে হবে। • ৯১তম পরিচ্ছেদে রাজস্ব কর্মকর্তা কোন অপরাধ প্রমাণিত হলে ব্যবসায়ীর একাউন্ট ফ্রিজ করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।	এ ধারাসমূহ মানবাধিকার লংঘন, প্রচলিত আইন ও ন্যায় বিচারের পরিপন্থি তাই এই ধারাসমূহ পূণঃবিবেচনা করার প্রস্তাব করা হয়।	বেসরকারি খাতের সাথে পরামর্শ সাপেক্ষে এ ধরনের পরিচ্ছেদগুলো পরিবর্তন ও সময়পোযোগী করা যেতে পারে, যা ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ ও ভ্যাট প্রদানকে আরও উৎসাহীত করবে।

2. DCCI's Comments and Recommendation on the Export Policy – (2015-2018)

- Increase the stake of service sectors including lCT in the export, and bring dynamism to the export trade by **utilizing e-commerce and e-governance**;
- Upgrade the **testing facilities** to global standard which will help captivate prevailing **Non tariff barriers**;
- **Systematise EPB for scoping new markets**, adopt new strategies, collect and analyze information relating to international market in order to expand market of export products. A dedicated "**Export Innovation Cell**" in partnership with apex chambers' R & D wings could be created by the EPB;
- Systematically negotiate with EU for their compliance requirements imposed on Bangladesh to shield the possible **forfeiture of the Generalised System of Preferences (GSP)** facilities (enhanced privileges under Everything but Arms (EBA) for the least developed countries or LDCs) that have been accorded to Bangladesh.
- Assist intensively in building necessary infrastructure and in special cases **backward and forward linkage for encouraging production and marketing of exportable commodities**;
- A prompt establishment of an **Internationally Accredited Certification System**;
- Easing ways for foreign investors in the matter of **license renewal, taxes and fees**;
- Ensure **consistency in the price of utilities and commodities** every year which are directly linked with production like oil, gas, electricity and water. The last commercial gas bill increase was by 52 percent;
- Foster value added services for existing buyers like R&D on design, idea and innovation. Investments are required in **setting up sector level R&D centers**;
- **Nontraditional market for exports should be explored**, particularly in the Middle-East, Latin America where the footprint of the sector is almost non-existent. Nontraditional market could be an important vehicle to achieve USD 60 billion goal by 2021;
- **Target the BIMSTEC** (The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) market for supporting their backward linkage. Strategic relationship should be built with new RMG making countries like **Myanmar & Ethiopia**. Bangladesh can gain by **supplying RMG input materials** (fabric, accessories, packaging etc.) to those countries;
- **The monetary policies should be geared up** to help the RMG sector that has been the highest foreign exchange earner of the country for the last three decades. **Taxes should be reduced in the Textile and RMG businesses** and also from the support businesses.
- Start negotiations with UK government to retain the same **duty- and quota-free status** after Brexit that the country enjoys now.
- Give the best efforts **to reestablish GSP** in the American market.

3. DCCI's proposition and recommendations on National Export development

- Systematize EPB for scoping new markets, adopt new strategies, collect and analyze information relating to international market in order to expand market of export products. A dedicated "Export Innovation Cell" in partnership with apex chambers ' R & D' wings could be created by the EPB;

- Comprehensive trade policy needs to be formulated entailing Export and import trade policy declining existing export and import biasness aiming to be a High export growth oriented economy by Year 2041;
- Negotiate with EU for their compliance requirements imposed on Bangladesh to shield the possible forfeiture of the Generalised System of Preferences (GSP) facility enhanced privileges under Everything but Arms (EBA) upon economic graduation of Bangladesh in 2021;
- Assist intensively in building necessary infrastructure and in special cases backward and forward linkage for encouraging production and marketing of exportable commodities;
- A prompt establishment of an Internationally Accredited Certification System;
- Product and market diversity are strong tools to ensure export competitiveness in global market. Focused course of actions are to be taken to sustain export market;
- Ensure consistency in the price of utilities every year which are directly linked with production like oil, gas, electricity and water for export oriented manufacturing industries;
- Foster value added services for existing buyers like R&D on design, idea and innovation. Investments are required in setting up sector level R&D centers;
- Nontraditional market for exports should be explored, particularly in the Middle-East, Latin America where the footprint of the sector is almost non-existent. Nontraditional market could be an important vehicle to achieve USD 60 billion export earning goal by 2021;
- Target the BIMSTEC and ASEAN market for trade expansion linkage. Strategic relationship should be built with new RMG making countries like Myanmar & Ethiopia. Bangladesh can increase the share of primary textile by supplying RMG input materials (fabric, accessories, packaging etc.) to those countries;
- Effective trade diplomacy needs to continue with WTO in order to establish the right of DFQF access to developed countries as per the decision of WTO Doha ministerial round;
- Start negotiation with UK government to retain the existing preferential export scheme facility after Brexit implementation that Bangladesh enjoys now.
- Extend the scope and avenues of export incentives and export development fund considering new promising sectors including service sectors.
- Effort to revival of GSP in the American market;
- Improved Industrial working environment backed by the standard labour rights, skill and capacity building of industrial workforce to ensure sustained and large scaled productivity in line with global standard.

4. Investigation of causes of reduction in Export and Recommendations for way out for Export Promotion Bureau

Currently the export of Bangladesh is down performing compared to the set export target. The export market can be zoned into continent like EU, North America, South America, Gulf state, Asia Pacific and East Asian country. Shrinking export is due to both supply and demand side factors. On supply side, structural impediments in commodity producing sector, higher cost of production because of gas and electricity price, low level skill and un-competitiveness, increased cost of doing business also damaging exports. Besides these, the rise in gas price and electricity adding production cost, that already caused 17% increase due to the hike in utility service charges. As a result, investment in exporting sectors

remained low in Bangladesh while cut-throat competition with India and Vietnam in RMG sector place Bangladesh in troublesome situation. On the demand side, the major factor impeding export growth is slump in economies of major trading partners like EU, USA, North American countries and UK. Along with this other major impediments that hurt export are cited below along with probable way out:

- The continuous declining trend of export caused by falling global oil price and recent unrest in middle east have become the major cause of falling export growth to this market. Especially, Iran, Jordan, Kuwait, Bahrain and Qatar are mostly oil exporting countries. Given the fact, recent crisis in Gulf State on Qatar issues, especially imposition of blockade against Qatar has added further woes.
- The recent backdrop of Bangladesh Export in EU is mainly because of higher compliance cost due to standard imposed by ACCORD and ALLIANCE but demand for raising RMG product price is not accepted till now. It becomes major challenge to export the EU market like Belgium, Switzerland as well as North American market like Brazil and Mexico export market share.
- UK, the third largest market for Bangladeshi exports is shrinking due to Brexit and the subsequent appreciation of the Taka against the Pound Sterling eroded the competitiveness of Bangladeshi exports temporarily. Recent Air Cargo Ban by UK, Australia and Germany further aggravated the damage by reducing export of the country.
- Post election impact and recent trade protection of USA, France and Germany also hamper the export of Bangladesh. Specially, the economic philosophy of Trump protectionism and the consequent tariff and retaliatory counter tariff measures taken by Developed countries have engineered an export downturn of Bangladesh.
- Due to increasing cost of doing business like energy cost, transportation, logistic etc. Bangladeshi made product lose the price competitiveness in USA and UK Market.
- EPB should become more concerned and proactive on uplifting the air cargo ban imposed by UK, Germany and Australia and upgrade the port and cargo system regarding the terms of the exit as early as possible.
- Inadequate infrastructure encompassing port facilities, Air Cargo facilities also identified as reasons for slow export growth.
- Equal tax treatment like RMG including 10% cash incentive and reduction source tax to all export oriented industry should be prioritized.
- Market intelligence support to SME through Bangladesh mission in foreign countries for further exploring export market.
- Technical support including fiscal and non-fiscal support to SMEs for graduation and integration with global value chain.
- Rationalizing the cost of doing business for export oriented industry by removing structural impediments in commodity producing sectors, expanding cash intensive facility, providing uninterrupted power and energy connectivity at affordable price and removal of hassles in custom, port and tax related government agencies should be ensured.
- The domestic prices of oil products in Bangladesh today are above the international price, contributing the increasing production and transportation cost. An immediate priority should be the adoption of an automatic pricing formula that helps efficiency linking domestic price regimes to volatility in international prices.

5. Private Sector in Health Care and Sanitation: Opportunities and Challenges

Potential Role(s) to play: (Health Care and Sanitation)

- Since the curative care facilities (hospitals, nursing homes, rehab, diagnostic centers) are largely owned by the Private Sector, a **Health Insurance Facility** can be offered by them as per with their CSR activities in order to ease the access of lower income people in need;
- There are currently few opportunities for dialogue among the Private, NGO/non-profit, and Public sector actors. A **Brainstorm Forum** headed by the Private Sector could be facilitated to engage all three types of value chain actors around specific topics of common interest;
- Private sector can raise the **issue of sufficient incentives** (acceptable price points, potential for large volume sales, etc.) through a **Joint Initiative** to the Government which could enable them to the demand-driven production and uninterrupted marketing of products that can be sold to local consumers at the lower end of the economic spectrum in a commercially viable manner;
- Private sector can form a **WASH Steering Committee** involving sanitary and toiletries industries regarding WASH (Water, Sanitation & Hygiene) agenda to have a mandatory inclusion in the CSR activities of industries (e.g., HSBC is doing by co-partnering with Water Aid UK since 2012) etc.

Challenges:

- **Development partners (e.g., Development Banks, donors, I/NGOs etc.) are less likely to be tagged with private sector** which consequently limits the spontaneous access of private sector in dealing with SDG aligned public health milestone at the grass root level.
- One of the most important issues impeding Private Sector's outreach to the poor was the prevalence of **public sector subsidies** on both the price and for the promotion/marketing of selected products etc.

6. Monitoring Private Sector Role to Achieve SDGs: Opportunities and Challenges

Potential Role(s) to play:

- An **ESIA (Environment and Social Impact Assessment) Monitoring Committee** could be formed to track the ecological/carbon footprints industries are exposed to;
- Private sector could form a Joint Commission with Ministry of Commerce/other relevant actor(s) to create an **Informal Sector Data Hub** dedicated to trace the accurate investment data in the informal sector;
- Establishment of an **Ease of SME Finance Platform** to help increase access of SMEs towards appropriate finance to improve their contribution to the global value chain aligning SDGs;
- Establish Private Sector led **Eco-Design Programs** and take-back systems that include proper control and monitoring of **e-waste**;
- A **Data Base on Green Initiative(s)** taken by private sector could be created with the support of chambers/trade bodies/associations etc.

Challenges:

- No presence of a national **Private Sector-initiated Fund** connected to chambers/trade bodies/associations dedicated to reach SDG milestones;
- No implementation is evident to establish a **Private Sector led Task Force on SDG** to put forward integrated SDG opinion to the government etc.

7. Quality Education and Skill Development: Opportunities and Challenges

Potential Role(s) to play:

- A **PPP module** can be formed between the government and the private sector to propose solutions toward the problem that education faces, such as government treating private academic institutions as commercial ventures or the large number of regulatory requirements put by the DPE, DSHE and UGC to build Schools/Colleges Universities/Training centers etc;
- Private Sector can collaborate with the NSDC (National Skill Development Council), ISCs (Industry Skill Councils), BTEB (Bangladesh Technical Education Board), BMET (Bureau of Manpower, Employment and Training), COEL (Centre of Excellence for leather Skill Bangladesh Ltd), Bilateral and Multilateral TVET Reform Projects etc. **to set industry benchmarks**;
- Private sector can open a window of **on-the-job training** opportunities and by facilitating learning by doing in industries;
- An **Industry-Academia Partnership Forum** establishment is a dire need where a scoping mechanism to register informal apprentices through a **Recognition of Prior Learning (RPL)** process can be introduced;
- Private Sector can participate in the domain of **validation and updating of Industry Qualification Packs** [e.g., National Training and Vocational Qualifications Framework (NTVQF), National Qualification Framework (NQF) etc.] to help small companies and other employers of the informal sector verify and **validate the job roles and performance metrics**;
- A Private Sector led **Job Demand Forecasting Committee** can be formed to forecast the demand and measure the pipeline of trained workforce available which would reduce skill-job mismatch wastage of talent;
- **A strategic alignment of Private Sector with training providers** at different stages in creating a talent pipeline for their needs would improve the success rate of connecting the right skills with the right people and the right job roles;
- An **Apprenticeship Promotion Council** can be spearheaded by the Private Sector to promote the cause of earn while studying etc.

Challenges:

- **A lack of up-to-date, reliable labor market data** on which to base decisions on current and future skills needs and strategies for meeting these;
- Industries are not consulted during the **accreditation process of a course curriculum**;
- Private and public training centers both suffer from similar problems with **quality and weak links with industry**; while private institutions reported lack of access to resources and excessive government regulations as major constraint;
- No system is in place to provide employers with **reliable signals of the skill levels** of job applicants;
- Absence of private sector involvement in development and endorsement of **national quality standards;**
- **TVET is highly centralized** but poorly coordinated, with multiple ministries and private enterprises offering training courses without common curricula or standards;
- **Formal apprenticeships are almost non-existent**; instead, many young people engage in non-formal apprenticeships, for which there is no quality control or system for recognizing their learning etc.

8. Environment and Climate Change: Opportunities and Challenges

Potential Role(s) to play:

- A Private Sector led **Green Investment Bureau** can be set to create a Climate Change Management stake among the cross-section of businesses;
- Private Sector Agro-processors have the potential to **develop and market climate resilient seeds** or by developing a new market for solar home systems;
- A **Carbon Credit Research Wing** can be established involving Private Sector and Academia to source and research the potential of Carbon trading, Carbon Taxation, de-carbonized product portfolio etc. in the context of Bangladesh;
- Private Sector led **Climate Finance Council** can be established to foster the implication of Crop Insurance, Micro-Crop Insurance, Disaster Micro-insurance, Micro-Flood Insurance, Green Bond, Weather Index Based Crop Insurance (WIBCI) etc. in Bangladesh;
- Sourcing **Green Climate Fund** (GCF) to create specific opportunities for SMEs to help them engage in climate relevant markets etc.

Challenges:

- **Information gaps on climate funding opportunities** are also a barrier for private investors. Information on climate funding opportunities is limited to public sector organizations;
- Private sector has little understanding on how to access or engage with funds like GCF (Green Climate Fund);
- **Financial service providers in Bangladesh do not currently systematically consider climate risk to their investments** which hampers investors' access to low cost finance for climate related or green projects etc.

9. Recommendation of DCCI in order to be eligible for EU GSP plus Facility

Currently as LDC, Bangladesh enjoy DFQF access in EU market Under EU GSP (EBA) scheme. Bangladesh is on track towards the vision of Middle income country. Bangladesh needs to undertake groundwork and readiness assessment program to be eligible for GSP plus in the years to come.

In order to qualify for GSP plus facility, Bangladesh needs to comply with core international standards in the areas of human rights, labour rights, environmental protection and good governance. In this connection, Bangladesh shall commit to ratify and effectively implement twenty seven core international conventions on human rights, labour & working environment, environmental protection, and good governance. In order to qualify for the GSP plus facility, Bangladesh needs to start the ground work with the earliest possible time. In this connection, DCCI puts forward the following recommendations:

- Comprehensive country level assessment needs to be conducted to identify required legislative and enforcement framework towards achieving eligibility for GSP plus facility.
- Bangladesh needs to develop GSP plus scorecard analyzing the shortcomings and readiness of different industry and as a whole-Country. Accordingly, time-bound action plan and road map need to be designed engaging public-private coordinated institutional effort to fulfill commitments and obligation articulated in the conventions.
- Industrial Human Rights Council needs to be formed to implement and monitor human rights conventions, labor law in service and industrial sector. The council needs to be empowered to enforce favorable working conditions and gender equality in targeted industries with focus on economic, social and cultural equality. A periodical reporting systems need to be developed to track the implementation status with suggestive remedial action plan.

- Frame Tripartite capacity building agreement to understand, adopt and implement targeted training involving employer, employee, labor from cross-sector of industry, trade union and labor law enforcing agency with the comprehensive focus on GSP plus conventions in order to prepare industries in all aspect.
- In line with the ILO labor rights conventions the capacity of diverse industrial, manufacturing and service entities need to be developed to implement the minimum wage structure likewise RMG industry.
- Under the Ministry of Commerce the other concerned ministries need to develop an action plan with well defined targets and contextualizing & familiarizing the GSP plus conventions in the perspective of Bangladesh.
- Low cost fund under Bangladesh Bank needs to be created to upgrade/carry out remediation works of industries to be compliant in line with GSP plus conventions.
- Government in collaboration with Business Chambers, Trade bodies, civil society and social partner needs to carry out dialogue and awareness program to identify shortcoming of private sector & conventions implementing agencies of Government and accordingly, charting the ways to equip the government agencies, businesses, manufacturer and exporter in line with GSP plus compliance criteria and conventions.
- A high powered national committee needs to be formed for monitoring and implementation of 27 conventions in accordance with GSP plus entry eligibility.
- In order to comply and impalement the GSP plus relevant conventions on environmental protection and climate change, Bangladesh needs to establish a commission which may be named 'Bangladesh Environment Compliance Commission'.

10. POSSIBLE TRADE AVENUES in 7 South American Countries

Bangladesh can explore the market for following products:

Belize	Pharmaceutical, apparel, RMG accessories, Furniture, leather, plastic goods, animal gut, paper and board and Tobacco,
Guatemala	Pharmaceutical, Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric, apparel, accessories, worn clothing etc, Furniture, leather, plastic goods, animal gut, pulp, paper and board.
El Salvador	Footwear, gaiters, Rubber and articles, Furniture, leather, plastic goods, animal gut, harness, Paper; paper and board.
Honduras	Apparel, accessories, knit, textile articles, Pharmaceutical, Furniture, leather, plastic goods, animal gut, harness, Paper; paperboard, articles of pulp, paper and board.
Nicaragua	textile articles, Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings, Sugars and sugar confectionery, Cereal, flour, starch, milk preparations and products, Beverages, spirits and vinegar, leather, animal gut, harness, travel goods, apparel, accessories, knit
Costa Rica	Paper; paperboard, articles of pulp, paper and board, apparel, accessories, knit, Other made textile articles, Headgear and parts, Pharmaceutical, Furniture, leather, plastic goods, animal gut, harness
Panama	Leather, animal gut, harness, travel goods, apparel, accessories, knit, Pharmaceutical , Footwear, Ceramic products, Electrical, electronic equipment

Avenues to facilitate:

- Exchange of sector specific trade mission, product specific single country trade fair for promoting our products
- Set up an 'Export Help Desk' in EPB for supporting our local businesses in exploring in the market in the said countries.
- Invite investors from the aforementioned countries to tap the investment opportunities and facilitation provided by the proposed EZ in Bangladesh. Bangladesh can seek investment in Food processing, Steel and infrastructure sector, Textiles and Clothing; Furniture, Chemicals, ICT and Toiletries sector
- Prior approval for a visa and additional processing imposed by above countries discourage our local investors in exploring the market in the said countries. Visa regime needs to be eased introducing 'on arrival visa' for Bangladeshi businessmen for increasing mutual trade and investment.
- Market study needs to be conducted on possible MPTA with the said countries

11. Opinions of DCCI on D8 Preferential Trade Agreement

1. The Para-tariffs on the goods and services and non-tariff barriers needs to be eliminated within three years in phases upon entry into force of this agreement. The para tariff and non-tariff barrier elimination deadline for developing country needs to be specified and strictly followed. No new NTB shall be imposed upon entry of this agreement.

2. In case of LDC, five year moratorium period needs to be allowed in order to lunching anti-dumping investigation or trade safe guard measures to counter dumping and export subsidies.

3. In case of applying safeguard measure upon elapsed of the five years tenure for LDCs, duration to reach an agreement through consultation with contracting members needs to be extended 60 days.

4. Uniform standard for all member countries need to be developed in the areas of standards, technical regulation, SPS standards, accreditation of testing laboratories for certification of goods and services

5. Provision of mandatory technical assistance by the developing members for LDCs needs to be incorporated.

6. Empirical and substantial evidence backed by scientific information needs to be applied in case of introducing any sanitary and Phyto-sanitary measures.

7. Rules of Origin (RoO) for not wholly produced or obtained products and Value addition criteria such as minimum domestic content needs to be reduced to 30% instead of 40%.

8. Tariff reduction shall cover at least 20% of each Contracting member's total HS lines with tariff rates minimum 5%.

12. Inputs for the 4th Bilateral Discussion Meeting between Bangladesh and South Africa for Ministry of Commerce

- South Africa trade with Bangladesh in fiscal year 2015-2016 is about 200 million in which the total export from Bangladesh to SA amounting 99.69 million and export and import of Bangladesh from SA is valued about $ 98.463 million. From Bangladesh Export basket, Woven garments, Knitwear, Home Textile amounting $80 million and rest of the product includes Agri-Products, Leather & Leather Product, Footwear and Jute goods though Bangladesh has the possibility to export handicrafts, chemical fertilizer, stuffed toys, women's apparels, caps, hats, plastic wares, melamine products, ceramic products, toiletries, sea-food, cosmetics, and pharmaceutical-products in SA.
- South Africa should gradually scale down its tariff rates and ease non-tariff barriers on many importable items from Bangladesh which would facilitate ways for expanding trade between Bangladesh and South Africa.
- South Africa's investment in the field of gas, oil, coal, and mineral exploration in Bangladesh could be considered as prospective because of its technology and expertise.
- Since the South African companies are now shifting their business in the developing economies, by relocating their production units, Bangladesh could well be regarded as a prospective area of relocation.
- South Africa could be used as a launching pad for the Bangladeshi commodities to enter into the markets of other African countries, because of its geographic location and influence on the economies of other African countries.
- Recently South Africa has imposed restrictions on importing garments from China, one of the major trading partners of the country. Instead, they are looking at sources like Vietnam, Bangladesh, Pakistan, and Indonesia etc. Thus it would be an opportunity for Bangladesh to penetrate into the South African market more vigorously.
- The automotive industry is one of South Africa's most important sectors with many of the major internationals using South Africa to source components and assemble vehicles for both local and international markets. South African industrialists along with Bangladesh businessmen can jointly invest in manufacturing high quality automotive products and establish automotive manufacturing assembly centers in Bangladesh.
- Private sector in Bangladesh has been playing an active and vibrant role for the economic development of the country. Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) is the largest and most active Chamber of Bangladesh. Policy advocacy is one of the prime functions of DCCI. It signs Memorandum of Understanding (MOU) with various Chambers of other countries for enhancing bilateral trade and boosting the national economy. There is a huge potentiality of further increasing the trade volume between Bangladesh and South Africa. Hence, it is very essential to enhance cooperation between the Chambers of Bangladesh and South African Chamber. DCCI is willing to boost up the cooperation through regular communication with various Chambers of South Africa.

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) কর্তৃক আয়োজিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু সেমিনারের সুপারিশমালা

Seminar Report on "Strategies for Business Benefits from SDG for the Private Sector"

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a Seminar titled "Strategies for Business Benefits from SDG for the Private Sector" at DCCI on March 01, 2017. **Mr. Md. Abul Kalam Azad,** Principal Coordinator (SDG Affairs), Prime Minister's Office, Govt. of the People's Republic of Bangladesh has graced the occasion as the Chief Guest. Dr. Shamsul Alam, Member (Senior Secretary), General Economic Division, Planning Division, Govt. of Bangladesh and Dr. Hossain Zillur Rahman, Executive Chairman, PPRC were present as Special Guests. Mr. Asif Ibrahim, former president of DCCI and Advisor of DCCI SDG standing committee presented the Keynote paper.

As designated discussants, Mr. Khurshid Alam, Assistant Country Director UNDP Bangladesh, Engineer Akber Hakim, Director, DCCI joined the seminar. Among others, Dr. Zafarullah of Gonoshahtho Kendro, Aroma Dutta, Project Director of PRIP Trust, Md. Anisur Rahman Chowdhury, Director operation OXFAM, Md. Rashedur Rahman, Assistant Professor of University of Dhaka, Farah Kabir, Country Director of Actionaid Bangladesh, K. Atique-e-Rabbani, Director of DCCI, Abdul Muktadir, Director of DCCI, Andaleeb Hasan, Convener of DCCI SDG standing Committee, MS Siddiqui and Salman Karim took part in the open discussion session.

Recommendations emerged from the Seminar based on the priority are given below:

Short term recommendations:

- SDG mapping for private sector.
- Determine measureable indicators for private sector aligning with the public sector to achieve of SDGs.
- Frame SDG committee with private sector participation.
- Frame cooperation framework engaging government, private sector, NGO and civil society for achieving SDGs.
- Design SDG incentive package for private sector.

Mid-term recommendations:

- Design roadmap focusing on positive branding of Bangladeshi made products globally.
- Formulate pro-investment tax and vat policy and ensure investment friendly environment to scale-up private investment aligning with SDGs.
- Link SDG with sector-wise business value chain.
- Develop transparent reporting mechanism on progress of SDGs in public and private sector.
- Ensure private participation in utility services like water and sanitation sector.
- Academia and Industry research collaboration focusing on innovation and entrepreneurship in order to contributing to SDG.
- Space needs to be created for further flourishing SME with a view to contributing qualitative economic growth by creating employment
- Establish public private monitoring cell under the SDG coordination office under PMO
- Private sector needs to develop risk products and risk financing facilities for the most vulnerable people of the country

Long-term recommendations:

- Tax/GDP ratio, private investment and FDI need to be increased from the current level for SDG financing.
- Frame short term, mid-term and long term goal for achieving SDG.
- Develop data reservoirs to assess the SDG outcome.
- Reduce inequality, ensure transparency for successful implementation of SDG.
- Reduce energy crisis strengthening cooperation and partnership with energy rich neighboring countries.
- Establishing 1000 high schools across the country under the government funding in order to ensure quality education, create skilled manpower and knowledge-based society.
- Coordinated engagement of commerce, industry, finance, labor and youth ministry in translating SDG in private sector.
- Create new other growth driver and export basket like Agri-industry and Agri-business which are still untapped.
- Focus on local resources to financing SDG.
- Alongside RMG, new growth driver and export basket focusing on agro and agro-processing industry need to be created for generating employment and balanced economic growth.
- Ensure active participation of private sector for ensuring employment, creating skilled workforce and for poverty alleviation.

Round Table Discussion Report on "Road to 2030: Strategic Priorities"

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) and Economic Reporters' Forum jointly organized a Round Table Discussion titled "Road to 2030: Strategic Priorities" at DCCI on April 20, 2017. **Mr. MA Mannan, MP,** Honorable State Minister for Finance and Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh has graced the occasion as the Chief Guest. Mr. Moazzem Hossain, Editor, the Financial Express, Mr. Ziaur Rahman, General secretary, ERF, Dr. Ahsan H. Mansur, Executive Director, Policy Research Institute, Mr. Hossain Khaled, Former President DCCI, Professor Mustafizur Rahman, Distinguished Fellow, CPD, Mr. Asif Ibrahim, Former President DCCI and Mr. Paban Chowdhury, (Secretary), Executive Chairman, BEZA were the respected panel discussants. Also, DCCI Vice President Hossain A Sikder, Directors Imran Ahmed, KMN Manjurul Hoque, Md. Alauddin Malik, K. Atique-e-Rabbani, FCA, Kh. Rashedul Ahsan and Secretary General AHM Rezaul Karim were present there. In addition, former President of DCCI Matiur Rahman, Shafiqul Islam Bureau Chief of AFP, Business Editor of The Daily Star Sajjadur Rahman, Chief Editor of News Today Matiul Alam, DCCI Joint Convener Brig. Gen. (Retd.) Qamrul Islam took part in the discussion during the Q&A session.

Recommendations emerged from the Discussion based on the priority are given below:

Short term recommendations:

- Design a Human Resource Development Budget.
- Attract Sunset Industry to invest in Bangladesh.
- Emphasize on personal income Tax rather than corporate TAX.
- Fix bureaucratic complexities which entails prolonged decision-making.
- Ensure participation of the mass development planning.
- Determine social inclusiveness and environmental sustainability to harmonize SDGs.

- Ensure prompt implementation of the proposed "one stop service" in business opportunities.
- Design TVET and HRD training following a need-based approach.
- Frame a time-bound management of ADP fund.
- Ensure political commitment to the development activities.
- Formulate a Taxation system which can efficiently balance with market competitiveness.
- Design a basic VAT system following several slabs.

Mid-term recommendations:

- Formulate expansion of entrepreneurial base.
- Design and development planning for the Banking and Capital Market sector.
- Ensure capacity development of regulators in Banking and Capital Market.
- Ensure development sourcing from the Capital Market.
- Establishment of Bond Market.
- Approve the Financial Reporting Act which had been proposed in 2015.
- Ensure cost balancing and sequencing in development projects.
- Formulate land management planning to aid ideal industrialization.
- Introduce computerization and digitization.
- Formulate demand-oriented soft skill enhancing projects.

Long-term recommendations:

- Ensure US$ 320 billion investment fund only in infrastructure sector where US$ 20-22 billion investment annually.
- Prepare effective policies towards ensuring environmental consideration in infrastructure development projects.
- Formulate strategic priorities for infrastructure, power, energy security, skill development, export diversification, rail road network, and ports and support service.
- Formulate a qualitative development of infrastructure to get sufficient local and foreign investment to attain its desired goal.
- Make public-private partnership functional and to attain increased foreign direct investment and quality investment in infrastructure
- Ensure enhancement of the government's project implementation capacity, creating skilled workforce and ensuring transparency should also get priority.
- Enabling an environment which ensures a mixture of SDG and Vision 2030.
- Ensure good governance to steer quality investment in development projects.
- Engage with BCIM economic corridor, BBIN motor vehicle agreement and Asian highway for regional integration.
- Ensure a business eco-system which is investment friendly.
- Maintain energy efficiency as wellas improving energy sector.
- Ensure labor law prescibed by the government and concerede stakeholders.

Seminar Report on Blue Economy: New Frontier, New Possibility

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a seminar titled "Blue Economy: New Frontier, New Possibility" at DCCI on April 27, 2017. **Mr. Anisul Islam Mahmud, MP**, Minister, Ministry of Water Resources attended the seminar as the chief guest while **H.E. Panpimon Suwannapongse**, Ambassador of Thailand, **H.E. Nur Ashikin binti Mohd Taib**, High Commissioner of Malaysia and **H.E. Masurai Masri**, High Commissioner of Brunei Darussalam were present as the special guests. **Mr. Abul Kasem Khan,** President of DCCI delivered the welcome address and **Rear Admiral (Retd) Md Khurshed Alam**, ndc, psc, Secretary, Maritime Affairs Unit, Ministry of Foreign Affairs presented the keynote paper. Engr. Akber Hakim, Coordinating, Director, DCCI, Mr. Sayedur Rahman Chowdhury, Professor, Institute of Marine Science and Fisheries, University of Chittagong and Mr. Golam Shafiuddin, ndc, Additional Secretary, Blue Economy, GoB were present as the panelists. Kh. Rashedul Ahsan, Director of DCCI, Alhaj Abdus Salam, former SVP of DCCI, Mr. M S Shekil Chowdhury, former SVP of DCCI, Mr. Waqar Ahmed Chowdhury, former Director of DCCI, Mr. AKD Khair Mohammad Khan, former Director of DCCI, Mr. Syed Moazzem Hossain, former Director of DCCI, Convenor Syed Almas Kabir and Capt. Md Nurul Haque (Retd.) participated in the open discussion session.

RECOMMENDATIONS: The following recommendations emerged from the seminar.

Short-term recommendations:

- Learning from international best practices and success of neighboring countries
- Encourage investment in shipbuilding and shipping industry which will help save foreign currency taken out by the foreign shipping companies.
- Encourage private sector for deep sea fishing
- Focus need to be given on fish cage culturing

Mid-term recommendations:

- Conduct feasibility study on the viability of power generation from tidal wave
- Develop a strategic plan for development of marine tourism
- Explore new offshore gas reserves under the sea
- Revitalize waterways for carrying goods between Dhaka and Chittagong with a view to easing traffic pressure on Dhaka–Chittagong Highway and reducing economic loss
- Encourage public and private partnership investment on marine-based economic activities
- Procure well-equipped research vessel

Long-term recommendations:

- Develop Marine Spatial Planning encompassing marine conservation, sustainable use of living resources, oil and mineral extraction, sustainable energy production and maritime transport integrating with green component of blue economy
- Introduce faculty on Oceanography in public universities, equipped with expert faculty members and marine research facilities
- Develop a road map on blue economy encompassing commercially potential economic activities, skilled workforce and marine research.
- Develop marine resource center under public private platform
- Focus on sea conservation
- Motivate and incentivize private investment to come forward with investment plan for oil and gas exploration in deep sea area.

Seminar Report on "Introduction to Bangladesh GAP"

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a seminar titled "**Introduction to Bangladesh GAP**" at DCCI on April 30, 2017. Mr. Kamrul Islam, FCA, Senior Vice President, DCCI graced the occasion as the Chief Guest. Mr. Hossain A Sikder, Vice President, DCCI and Mr. Michael Field, Chief of Party, Development Alternatives Inc. (DAI) were present as the Special Guests. Kbd. K M Shaiful Islam, Deputy Director (Extension), Field Service Wing, Department of Agricultural Extension (DAE) presented the Keynote paper.

As designated discussants, Dr. Mian Syeed Hasan, CSO-Crop Division, Bangladesh Agricultural Research Council (BARC), Dr. Md. Saleh Ahmed, National Consultant, Food Safety Programme, FAO, Mr. Zakir Hossain, General Secretary, Bangladesh Supermarket Owners Association (BSOA) joined the seminar. Among others, Mr. Md. Shoaib Choudhury Former Vice President, DCCI & Team Leader: DCCI-DAI Project, Mr. Momin Ud Dowlah Convener of DCCI Standing Committee on Agro based Trade/Services and Commercialization of Agriculture- 2017, Mr. Imran Ahmed Coordinating Director, DCCI Standing Committee on Agro based Trade/Services and Commercialization of Agriculture- 2017 took part in the open discussion session.

Short Term Recommendation

- organize international trade fair where entrepreneurs from agri industry can share the ideas of packaging and pricing of other countries' products.
- Communicate research results regarding GAP through print and electronic media.
- Incentives need to be given to farmers to adopt the GAP
- Following the standards of imported fruits
- Providing training on GAP to its stakeholders
- Formalize the GAP as soon as possible and urged not of compromise in standards in certification as branding of Bangladesh depends on it.

Mid Term Recommendation

- Certification process of products needs to be simplified.
- Testing facility needs to be available to the farmers.
- Easing certification process, as farmer's friendly.
- Strong Surveillance in the supply chain of food products.
- Providing technical assistance to farmers on fertilizer and pesticide usage in crop lands.
- Forming a board to maintain reducing contamination.

Long Term Recommendation

- Systematic approach to recognize the activities of supply chain according to the GAP
- Collaborative approach to work on this issue to accelerate the process of GAP implementation.
- Follow PPP model to accelerate the GAP implementation process
- Value chain facilities and Market linkage programs need to be initiated to ensure easy access in international market.

Seminar Report on Eco-Friendly Pulp and Paper Processing from Jute

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a seminar titled "Eco-Friendly Pulp and Paper Processing from Jute" at DCCI auditorium on May 13, 2017. **Mirza Azam, M.P.,** Hon'ble State Minister, Ministry of Textiles and Jute, Government of the People's Republic of Bangladesh graced the occasion as the Chief Guest. **Mr. Md. Fazle Wahid Khondaker,** Additional Secretary (Research), Ministry of Agriculture, Government of the People's Republic of Bangladesh; was the special guest. Key note paper presented by **Dr. Asaduzzaman,** Director (Technical) Bangladesh Jute Research Institute (BJRI). **Dr. Babul Chandra Roy,** Director General of the BJRI, and **Mr. Rashedul Karim Munna**, Convener, SME Standing Committee, 2017, DCCI were the panelists and **Dr. Manjurul Alam**, Director General of Bangladesh Jute Research Institute was the special discussant. DCCI Senior Vice President Kamrul Islam, FCA gave vote of thanks and discussed some important aspects in this regard. DCCI Vice President Hossain A Sikder, DCCI Directors Asif A Chowdhury, Kh. Rashedul Ahsan, Imran Ahmed and Secretary General AHM Rezaul Kabir were also present.

Short-term RECOMMENDATIONS:

- To protect the Jute diversification activities, **government should enact law** to protect the industry
- Adopt mechanism to **regulate international price hike of pulp**
- Produce viscose from our local jute pulp
- **Patronize jute as vegetable product** given its nutritional value for its larger containment of high fibre content.
- Effective **market forecast/research** before any enactment is needed.

Mid-term RECOMMENDATIONS:

- Government to take immediate step to start a plant for processing viscose
- Necessary amendment and reformation of the Jute Act
- Observe 6th March as 'National Jute Day' every year to promote this sector
- Establish paper mill only for jute pulp
- Extended government support to renovate and reinvent jute industry diversification
- Adopt plans to instrumentalise the existing paper mills to aid pulp production.
- **Market the feature of non-wood fibre**
- **Foster industry-R&D linkage** in jute diversification research
- Allocate extensive research for producing jute in south-west part of the country
- **Introduce special financing scheme** for borrowers in this sector
- **Comply with the SDG2030** which clearly identifies climate issue

Long-term RECOMMENDATIONS:

- **Pilot project** to be done by the ministry for Jute paper making from pulp. Minister strongly made the point the ministry will undertake.
- Mandatory **Jute paper procurement Act** to be enacted as and when Jute paper making is commercially viable.
- Setting up mills to produce high quality pulp from green jute which can meet the entire demand for making paper and also leave surplus from export
- **Use the large-scale saline lands of the southern region** which are lying untapped
- Establish a viscose processing plant

- Ministry of Agriculture needs to help private sector for jute diversification
- Concentrate on the revival of jute through innovation and diversification
- **Fund the scientific processing of pulp** from jute and from pulp we can produce eco-friendly paper
- Encourage and give beneficial **avenue to private sector** so that they can get land from BJMC to establish paper or textiles mills using pulp and viscose
- **Redevelop dependency on local seed** to regain its glory
- Strengthening research work for newer innovation
- **Global branding** platform to be made effective

Seminar on Energy Security 2030: Challenges and Opportunities

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a seminar titled 'Energy Security 2030: Challenges & Opportunities' on 29 July at Lakeshore Hotel in Dhaka.

Dr. Tawfiq-e-Elahi Chowdhury, BB, Hon'ble Advisor to the Prime Minister on Power, Energy and Mineral Resources, GoB graced the seminar as the Chief Guest while Mr. Md.Tajul Islam, MP, Chairperson, Parliamentary Standing Committee on Ministry of Power, Energy and Mineral Resources was present as the special guest. Mr. Abul Kasem Khan, President of DCCI delivered the welcome address in the event. Dr. Mohammad Tamim, Professor, Department of Petroleum and Mineral Resources Engineering, BUET presented the Key Note Paper.

Dr. Salim Mahmud, Energy Law and Policy Expert and Chairman, BERC Tribunal, Dr. Ahsan H. Mansur, Executive Director, Policy Research Institute (PRI), Mr. Mollah M Amzad Hossain, Editor, Energy & Power Magazine, Dr. Mushfiqur Rahman, Technical Director, Institute Orgenergostroy, Rooppur Nuclear Power Plant, Engr. Rezwanul Kabeer, Managing Director, ECPV Chittagong present as discussants. Dr. M. Fouzul Kabir Khan, Former Secretary, Power Division, Ministry of Power, Energy and Mineral Resources, GoB moderated the open discussion session.

Short-term Recommendations;

- Prepare a clear road map of our energy resources and reduce system loss.
- Gas supply and exploration both onshore and offshore are critical for our future and focus needs to be given on "Energy Security".
- Emphasis to chart a strategic plan to accommodate the large coal reserves, rationalize the cost of LNG including other primary energy and power, fast track new exploration and right Energy mix.
- Consultation with private sector to understand the affordability of private sector in fixing energy price blending with LPG and other primary energy.
- Require large private sector investment in distribution and transmission process to expedite the government's effort towards energy security.
- Identify the problem regarding reliable grid power, short and uncertain gas supply and gap between demand and supply.
- The contract duration of quick rental power should not be turned into long-term solution
- The long term pricing needs to be developed.
- Government should encourage using energy efficient appliance by the consumers
- Address the infrastructural problem and energy crisis.

Mid-term Recommendations;

- To meet the energy demand for boosting industrial production, focus needs to be given on cross-sector energy solution.
- Like India, China, Indonesia and Vietnam, use coal as a major source for energy.
- Bangladesh needs to utilize optimum level of her large coal reserve for its energy source reducing dependence on imported coal.
- Need to ensure efficient transportation, modern infrastructure with competitive and reliable energy to remain competitive in global maket.
- Reduce the mismatch between master plan regarding coal power generation and on ground status.
- Need to avoid frequent policy shift, uncertain fuel mix and unpredictable future price for electricity and gas.
- Synchronized Policy needs to be developed for integration with global capital market to mobilize international capital to meet the huge investment need for energy infrastructure.

Long-term Recommendations;

- Emphasis needs to given on robust infrastructure for primary energy import, domestic energy resource development and efficient use, high quality of robust power system development.
- Attention needs to be given on extensive onshore and offshore exploration, overseas resource-acquirement by BAPEX, immediate decision on local coal development and on Review the policy of BAPEX.
- Per unit Electricity price may reach to Tk. 8.53 by 2021 and Tk. 11.02 by 2031.
- Develop a comprehensive energy related database on uses, appliances, consumer behavior, purchasing capacity.
- In determining the gas price, focus needs to be given on gas value chain encompassing upstream and downstream exploration.
- Power generation based on imported coal may jeopardize the future energy security of Bangladesh.
- Focus needs to be given on domestic coal development for affordable and reliable energy.
- Adnani Investment in coal power generation can be replicated in Bangladesh encompassing integrated energy infrastructure solution such as generation unit, rail network for importing coal.
- Regional cooperation for hydro based energy with Nepal and Bhutan tagging with SDG 2030.
- Efficiency level of existing power plant needs to be improved rather than developing new power plant.
- Ensure current power generation sector increasing electricity generation capacity up to 15,300 MW, contributing to transform the economy.
- Gas supply should be improved by 50% by next year equivalent to 500 mmcfd.
- Use the waste steam/heat to increase the energy efficiency (aiming at maximum 80% from broiler) in industry focusing on investment in zone planning.

Round Table on 'Chittagong Port: Current Status and Way Forward'

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a seminar titled 'Chittagong Port: Current Status and Way Forward' on 29 July at Lakeshore Hotel in Dhaka.

Rear Admiral M Khaled Iqbal, BSP, ndc, psc, Chairman, Chittagong Port Authority (CPA) graced the seminar as the Chief Guest. Mr. Abul Kasem Khan, President of DCCI delivered the welcome address and Mr. Asif A Chowdhury, Director, DCCI presented the Key Note paper.

Short-term Recommendations;

- Inefficiency in transportation and handling containers should be addressed to reduce the Incremental cost of freight, vessel waiting time, extended unloading and loading
- Free time of four days needs to be considered as four working days
- Fear factor needs to be built-in in policy level for proper implementation and tap the window of opportunity before we miss it.
- Ensure available all equipment in hand to work properly, proper Implementation of Terminal Management with smooth entry and exit, full time traffic free road connectivity between on-dock and off-dock,
- Strictly follow cut-off time for export loading, quick execution of auction process as per existing rule, quick service of the scanner in the gate
- Allow all lighter vessels to be routed back to Small river ports across the country.
- Initiative should be taken to develop infrastructure, jetties, yard, manpower and equipment engaging all concerned stakeholders in Chittagong Port
- Strict measure should be taken to remove for congestion after free time and cut-off time is expired
- Private participation like land lord system should be introduced as early as possible and Laldia terminal should be developed under PPP and Bay terminal under landlord system.

Mid-term Recommendations;

- Expedite development of planned container jetties, Potenga Port and Bay Terminal
- Improve the procurement of logistics, development of port infrastructure and enhance the service efficiency
- Emphasis on Immediate installation of Gantry Crane in the five berth of NCT Terminal, expansion of container yard facilities.
- Build container yard, well-Equipping, modernisation and relocation of naval base along with temporary steel structure jetty bear present location of dry dock,
- Dredge karnaphuli river, repair all the jetty and fender, improve the dredging and channel of Mongla Port.
- Need to address the synchronization of customs law, frequent changes in the customs law, transportation problem.
- Allow to unload imported truck by 24 hours and exported truck by 4 hours
- Greater private sector participation in Improvement in Operational efficiency and replicating in the land-lord model needs to increased

Long-term Recommendations;

- Develop the Bay terminal, make Payra port ready within projected time, make Mongla Port more attractive to importer and exporter.
- Ensure deep sea port project implementation in Moheshkhali to ease the Chittagong Port operation and prepare integrated single window service facility/ Paperless port clearance process.
- Replicating the model of Sri Lanka and Singapore to reduce the inefficiency of Chittagong port
- Focus needs to be given on infrastructure development and draw attention on not to allow politicization of the Port to affect the operational capacity.
- Capacity of off-dock need to be enhanced and Policy of off-dock need to be implemented as early as possible.
- Improvement in logistic performance index in 2016, customs efficiency, shipping efficiency and overall efficiency needs to be increased along with port authority.
- Automation of the entire port management services.
- Develop the water ways from Chittagong Port to Pangaon and divert the minimum 50% road container traffic to waterways.
- Engage private sector in port operation as in France, three air ports and sea ports are operated by Chamber of Commerce.

Round Table on Bangladesh Infrastructure

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) in partnership with Bangladesh Investment Development Authority (BIDA), The World Bank Group and UKaid organized a day-long Round Table Discussion titled 'Bangladesh Infrastructure' on 17 May 2017 at Ball Room of the Pan Pacific Sonargaon Hotel, Dhaka. Mr. AHM Mustafa Kamal, FCA, MP, Hon'ble Minister, Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh graced the occasion as the Chief Guest. Kazi M. Aminul Islam, Executive Chairman, Bangladesh Investment Development Authority (BIDA) and Mr. Md. Abdul Kalam Azad, Principal Coordinator, SDG Affairs, Prime Minister's Office were present as the special guests. Mr. Abul Kasem Khan, President, Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) delivered the welcome address.

The day-long roundtable discussion was splitted in to three sessions:

Session 1: Infrastructure of Bangladesh-Priority Areas SEZs, Ports and Roads

Session 2: Accelerating Infrastructure Development-Copying others?

Session 3: Financing the Future & Closing Session

Recommendation emerged from 'Session 1: Infrastructure of Bangladesh-Priority Areas SEZs, Ports and Roads'

Recommendation on Regulatory Framework for Infra Projects

- For successful infrastructure projects focus need to be given on market & location; infrastructure thread connecting utility, port and transport; enabling legal framework embracing international best practices; competitive and transparent bidding process

- Well-organized PPP tender encompassing strong bid criteria, performance indicators & penalties, experienced bid participants with high standards and financing terms
- Develop comprehensive concession agreement for infrastructure project replicating the success of power sector
- Create competitive environment between domestic and international operator
- Fix the existing regulatory barriers which impede the fast-track services of development projects.
- Procedures should be prepared which will diagnose the quality and performance of the services rendered by contractors according to the defined milestones
- Viability assessment of current PPP modality

Recommendation on SEZ/EZ

- SEZ development needs to be led by demand-driven model linking with integrated transport system
- Ensure all necessary utilities to SEZs
- EZ needs to be developed to the close proximity of Ports
- Land zoning and Land Acquisition Act needs to be framed
- Coordinated focus needs to be given on successful development of at least 5 to 10 EZ
- Expedite the public private cooperation

Recommendation on Ports

- Port land development strategy needs to be framed
- Sectoral co-ordination needs to be increased to enhance the efficiency of port
- Strategic plan for port needs to be developed in line with the changing trend of increasing size of ship and international trade
- Ensure banking operation and customs operation seven days a week to reduce the port congestion and increase port efficiency
- Private sector participation for port development and physical infrastructure needs to be encouraged
- In order to enhance country competitiveness, cost of doing business along with shipping cost needs to be eased and rationalized

Recommendation on Transport Infra

- In order to ensure better efficiency of infrastructure, focus needs to be given on multimodal transport connectivity especially on waterways transportation as it is cost effective than that of other mode of transportation
- Emphasis needs to be given on timely implementation of the project
- Focus needs to be given on translating pipeline PPP projects in to reality rather than exerting time and effort for developing new project.
- Focus needs to be given on Aviation industry development
- Develop a mechanism to mapping the quality and performance of the services rendered by contractors according to the defined milestones.
- Focus needs to be given on sea land reclamation and riverine transportation
- Develop high-powered Infrastructure Project Monitoring Authority headed by Honorable Prime Minister, engaging Public and Private Sector
- Temperature sensitive Cargo facility
- Focus on planned urbanization and industrialization

Recommendation on Soft Skill Development & others

- Need to enhance professional efficiency in government agencies
- Merit-based employment for better project management
- Investment in education needs to be increased substantially for knowledge based economy
- Along with hard infrastructure, focus needs to be given on the development of Soft infrastructure
- Sector specific technical institution needs to be developed
- Cluster based industrial development planning

Recommendation emerged from 'Session 2: Accelerating Infrastructure Development-Copying Other?'

Recommendation on Policy Issues

- Integration of diverse interface of infrastructure is important to address the future demand
- Develop our own infrastructure financing model for making the investment efficient instead of copying the model undertaken by other countries
- Successful model of power sector can be followed by other infrastructure developing agencies for better leverage of resources.
- Unsolicited tender ensuring transparency can be encouraged
- Policy needs to be formulated for selling/auction of government assets.

Recommendation on Strategic Plan

- Develop transformative national infrastructure plan
- Prepare a blue book for national infrastructure plan
- Identify project in discipline fashioned under public , G2G and PPP arrangement
- Priority Infrastructure delivery unit
- Best team to implement the project
- Public private infrastructure platform
- Encourage PPP
- Leveraging resources of Public sector, private investors, banks and other concerned stakeholders
- Bring private sector in the decision making process
- Fair competitive bidding approach should be adopted in selecting contractor for G2G projects as well as project financed by development partner
- Modernizing rural area is imperative to attain a balanced national growth.

Recommendation on Project Implementation

- Address the inefficiency in contract execution
- Robust project due diligence
- Unsolicited tender can be encouraged ensuring transparency
- Change the mind-set of government agencies
- Lesson learnt from the unsuccessful PPP Project
- Expedite the use of PPP fund allocated in the national budget

- Underscored the need for developing 'a sense of urgency' among the stakeholders and urged the development agencies to consider the scarcity of land in the country for ensuring maximum benefit out of it
- Cost efficiency of Project needs to be ensured
- Life-cycle of the cost needs to be analyzed to evaluate the efficiency of public procurement

Recommendation on Capacity Building & other

- Develop a pool of expert on legal, financial, technical and commercial aspect of public procurement
- Negotiation capacity of Government agencies for developing large project under G2G arrangement needs to be fine-tuned and developed
- Innovative financing options need to be addressed to finance infrastructure development

Recommendation emerged from 'Session 3: Financing the Future'

- Capital market reform deepening equity and debt instruments
- Diversification of financing sources like sovereign/quasi sovereign bond, asset backed securities and external finance
- Enabling and diversified financing ecosystem backed by improving credit rating, ease of doing business, risk management and introducing hedging instruments
- Reinvigorate PPP as financing vehicle
- Replication of bond financing of other successful countries
- Develop right mix of financing to tap the right mix of infrastructure.
- Local capacity and skill needs in line with international best practices to be built on financial asset management
- Explore non-traditional financing mechanism in infrastructure
- Bank lending rate and corporate tax need to be lowered to encourage private investment in infrastructure
- Create specialized bank for infrastructure
- Project financing instead of corporate balance sheet backed financing
- Build capacity to develop products for infrastructure
- Hiring internationally recognized project management expert in large and mega projects and gradually building local capacity

Summing-up Session

- Develop "Right Mix" of infrastructure project portfolio
- Priority within the "Priority List" – Success of the SEZs, Port efficiency, private ports, Toll roads, Dhaka Chittagong
- Utilize "spillover" effects concept for making the project financially viable
- Decentralization of Dhaka, Dhaka Chittagong Economic Corridor Development
- Policy Reforms, PPD platforms, TAX policy, Easing of Business
- Creation of NIDMAA – National Infrastructure Development Monitoring Advisory Authority
- Declare 2018 as Bangladesh Infrastructure year

Report on Seminar of "Financial Reporting Act 2015 and its Economic Implication"

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a seminar on "Financial Reporting Act 2015 and Its Economic Implication" on 23rd August 2017 at DCCI Auditorium. **Mr. CQK Mustaq Ahmed** ,Chairman of Financial Reporting Council (FRC) has graced the occasion as the Chief Guest. **Mr. Aftab Ul Islam,** former President, DCCI & Director, Bangladesh Bank, **Mr. Adeeb Hossain Khan,** FCA, President, ICAB & Senior Partner, Rahman Rahman Huq-Chartered Accountants and **Mr. Jamal Ahmed Choudhury,** FCMA, President, ICMAB & Executive Director, Accounts & Finance, Beximco Pharmaceuticals Ltd. were remain present as the special guests. **Mr. Abul Kasem Khan**, President of DCCI presided the session and delivered the welcome address. **Mr. Md. Shahadat Hossain, FCA,** FAMES & R, Chartered Accountants and Fellow Member of ICAB presented the keynote paper.

The Recommendations emerged from the seminar are as follows:

Immediate issues:

1) Provide adequate resource, experts in the area of audit to maintain effective mechanism of FRA 2015.
2) Action plan needs to be undertaken to strengthen inter-organizational cooperation like among Bangladesh Securities and Exchange Commission, Bangladesh Bank, Insurance Development Regulatory Authority or any other regulatory body.
3) FRC should find out the shortcomings in the existing regulatory activities as well as needs to take imitative to bridge the shortcoming without imposing additional layer.
4) Harsh measure of punishment needs to be avoided, if compliance is not maintained.
5) Mandatory appointment of expert accountants and timely preparation of financial statements.

Mid-term Recommendation:

1. Financial Reporting Act 2015 should be in consistent with other financial regulatory policies.
2. Ensure transparent auditing for reliable investment.
3. Provide cooperation of the Financial Reporting Council (FRC) to help the auditors ensure transparency.
4. Ensure hassle free rules and regulation implementation under FRA.
5. Establish proper watchdog to avoid financial collapse due to non-compliance.
6. Evaluate opinion of the auditors, as it has impact on domestic and foreign investment.
7. Public interest entities will have to appoint expert accountant to comply with the accounting standards, codes, guidelines and directives issued by the council.

Long-term Recommendation:

1. Ensure efficient manpower recruitment and infrastructure development in the council
2. Ensure necessary cooperation and guidance for the development of financial sector and the capacity of the auditor.
3. Ensure hassles free regulation for bringing transparency and accountability in accounting and auditing of firms.
4. Stop bad practice of bankruptcy.
5. Achieve the confidence of all the stakeholders related to FRC for the successful implementation of the FRA 2015.
6. Timely preparation of financial statements for the benefit of the investors and other relevant stockholders.

Seminar Report on "Local Managerial Capacity Building"

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a seminar titled "Local Managerial Capacity Building" at DCCI on 07 October, 2017. **Mr. Nurul Islam BSC**, Hon'ble Minister, Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment, Government of the People's Republic of Bangladesh graced the seminar as the chief guest while **Mr. Abul Kasem Khan,** President of DCCI presided the session and delivered the welcome address. **Mr. A B M Khorshed Alam**, Chief Executive Officer and (Additional Secretary), National Skills Development Council (NSDC) presented the keynote paper. Mr. Ashoke Kumar Biswas, Additional Secretary, Technical & Madrasa Education Division, Ministry of Education, Government of Bangladesh, Mr. Md. Safiqul Islam, Managing Director, SME Foundation and Dr. Momtaz Uddin Ahmed, Honorary Professor, Department of Economics, University of Dhaka was present as the panelists..

RECOMMENDATIONS: The following recommendations emerged from the seminar.

Short-term recommendations:

- Learning from international best practices and success of neighboring countries
- Encourage investment in training, ensuring modern technological knowledge and modernization of Madrasa education.
- Encourage private sector for more investment with the view to developing mid-level professionals
- Allow tax rebate to expenditure on training and technical skill development
- Motivate and incentivize private investment to come forward with investment plan for the development of highly technical and skilled labor force in domestic country.

Mid-term recommendations:

- Education system of the country needs to be restructured and develop course curriculum focusing on job oriented education
- Government's integrated intervention in consultation with industry insiders to upgrade curriculum of our technical education is must.
- Develop a strategic plan for development technical and skilled human capital.
- Encourage public and private partnership investment on training and skill development center.

Long-term recommendations:

- Introduce faculty on technical and skill development in public universities, equipped with expert faculty members to meet the industry demand.
- Develop a road map for building a skilled manpower nation targeting overseas labor markets.
- Nurture Madrasa students to start call-centre business for Arabic speaking countries.
- Set policies on managerial capacity building based on skills-gap analysis.

Seminar titled 'Impact Bangladesh Forum 2017'

The United Nations Development Programme (UNDP) and Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) jointly organized the IMPACT Bangladesh Forum 2017 on 29 October 2017 at Radisson Blu Dhaka Water Garden, Dhaka. The event focused on achieving national sustainable development and SDGs through private sector growth, bridging corporate and social goals. Mr. Abul Maal A Muhith, Minister, Ministry of Finance, Government of the People's Republic of Bangladesh graced the occasion as the Chief guest at the closing session and Mr. MA Mannan, MP, Honorable State Minister for Finance and Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh graced the occasion as the Chief Guest in the opening session. Mr. Zunaid Ahmed Palak, State Minister for Post,

Telecommunications & Information Technology, Government of the People 's Republic of Bangladesh also graced the occasion as the special guest at the closing session. Mr. Md. Shafiul Islam Mohiuddin, President, Federation of Bangladesh Chamber of Commerce and Industry (FBCCI) was also present as the special guest in the inaugural session of the event. Mr. Abul Kasem Khan, President, Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) delivered the welcome address and Ms. Kyoko Yokosuka, Deputy Country Director, UNDP Bangladesh delivered the inaugural speech at the event.

The day-long seminar was featured with four different plenary sessions along with opening plenary and closing plenary. The plenary sessions-

1. **Plenary I: Building Infrastructure for Growth and SDGs**
   Part 1: Regional Connectivity Integration and Logistics Track
   Plenary I: Building Infrastructure for Growth and SDGs
   Part 2: Economic Zones and Industrial Cluster industrialization
2. **Plenary II: Convening for Impact: Business Leadership &SDG Partnerships**
3. **Plenary III: Catalyzing Impact: Data and Policies**
4. **Plenary IV: Eco-friendly Jute Pulp and Impact SDGs**

Session-wise detailed seminar outcome is recorded below:

Policy Guideline in Opening Session

- The existing contribution of private sector in the development process, especially in the context of SDG should be measured and need to be assessed.
- Identify and monitor the private sector impact to SDG, UNDP and DCCI and develop partnership for creating private sector data hub.
- UNDP can support private sector to mobilize their resources towards SDG oriented socio-economic development.
- Bangladesh needs to assess the challenges of affordable and reliable energy sources, inadequate technology, outdated infrastructure facilities, high cost of doing business, weak regulatory framework including business process, lack of institutional capacity.
- Substantial investment will be required for achieving the set SDG goals.
- Government needs to create the policy framework and provide economic directions for creating business climate more sustainable.
- Adequate policies support, policy due diligence and policy reforms ranging from trade to taxation are critical priorities for the private sector to be involved with SDG achievements plans.
- Upgrade compliance and safety standard, reform initiative are in place along with focusing on energy security to maintain the growth momentum of Bangladesh and achieve the SDG agenda.
- Enhance Productivity, formalization of informal business and graduation of SMEs through access to financial services are mandatory towards the objective of SDG.
- Government needs to explore effective way to make available the technology to business at affordable price.
- Sustainable investment is needed in green technology with significant focus on research & development.
- New financing resource need to explore with engagement of private sector as well as financial arrangement needs to be redesigned focusing on business in rural and disadvantaged areas.

Plenary I: Building Infrastructure for Growth and SDGs

Part 1: Regional Connectivity Integration and Logistics Track

In Plenary 1, part 1, Dr. Khan Ahmed Sayeed Murshid, DG, Bangladesh Institute of Development Studies joined as the session chair. Mr. Syed Afsor H. Uddin, Chief Executive Officer, Public Private Partnership Authority delivered the key note paper at the session. Dr. Selim Raihan, Professor, Dept. of Economics, DU & Executive Chairman SANEM, Mr. Mahbubul Anam, President, Bangladesh Freight Forwarders Association and Mr. Satoshi Kanamori, General Manager, LNG Group, K-Line, Japan participated the session as the panelists.

Recommendation

- Develop resilient infrastructure is the key challenge for sustainable growth
- Public Private Partnership (PPP), G2G financing and private investment can bridge the infrastructure financing gap.
- Bangladesh needs to focus on coastal ways and sea routes connectivity rather than focusing on road connectivity through Myanmar to connect with ASEAN and China.
- Trade liberalization should also get the adequate priority along with increased soft and hard infrastructure.
- Infrastructure investment needs to be $1.5 trillion per year amount to colossal amount of $22.6 trillion till 2030.
- Regional production house needs to be linked with logistic and infrastructure.
- In order to scale up infrastructure financing, leverage scarce financing is required prioritizing and identifying project under government spending, donor spending and private sector participation.
- Multilateral and donor can help to develop tools and products that will help to enable the leveraging of financing and to ensure that best practice within the various PPP programme.
- Government may focus on blending and leveraging of financing for non-viable projects for private participation -such as toll road and social infrastructure.
- Bangladesh needs increase infrastructure investment by 400% as outlined in five year plan.
- In order to making better use of the fiscal space, focus needs to be given on better leverage financing government.
- Along with development of hard and physical infrastructure focus needs to be given on developing soft infrastructure to manage the infrastructure and create the regional connectivity as envisaged.
- Policy, regulation and investment climate are critical in terms of regional connectivity and develop program based PPP focusing on national and regional context.
- Bangladesh needs to step into the second generation integration process encompassing trade and investment linking the national vision with SDG agenda.
- The infrastructure GDP ratio needs to be scaled up to 5% to 10% to reap the emerging benefit of regional connectivity.
- Proper policy with extensive focus on quality project implementation should get the adequate attention.
- Trade policy reform, skill development, development of trade negotiation capacity need to be improved and addressed to better and efficient engagement with regional integration.
- Supply chain impediments of Bangladesh need to be solved to maintain the current growth momentum and reach the new growth trajectory.
- Concerned private sector needs to be engaged in developing bilateral and multilateral multi-modal physical connectivity agreements.
- The structure of policy ecosystem encompassing supply chain and logistic development and maintenance needs to be revamped at per peer competitive countries of Bangladesh.

- Effective implementation of National Single window should get adequate attention to integrate comprehensive trade process as well as ease the trade ecosystem.
- Multimodal connectivity with focus on Air, road, water and rail should get the priority for physical regional connectivity.
- Along with physical infrastructure, focus needs to give on IT infrastructure and customs procedure to reap the emerging benefit of regional connectivity.

Plenary I: Building Infrastructure for Growth and SDGs

Part 2: Economic Zones and Industrial Cluster

Ms. Nihad Kabir, President Metropolitan Chamber of Commerce & Industry (MCCI) joined the session as the session chair. Dr. Masrur Reaz, Sr. Economist and Programme Manager, Trade and Competitiveness, WBG presented the key note paper. Dr. Ahsan H Mansur, Executive Director, PRI, Mr. Mainuddin Monem, DMD, Abdul Monem Ltd and Mr. Md. Zakir Hossain, CEO, Young Consultants, Dhaka joined this plenary as the panelists.

Recommendation

- Focus needs to given on developing one or two economic zone as pilot basis to showcase a capacity and create momentum rather than aspiring to development 100 EZs.
- In addressing the regulatory challenges, mindset of public sector and associated government agencies need to be changed.
- Bangladesh Should classify economic zones into different categories such as export processing zone, industrial estate, offshore financial services zone, free trade zones, import processing zone, hybrid zone, technology parks, commercial free zone, free ports, single factory free zones, office part and cross-border zones.
- Binding constrains such as shortage of serviced industrial land, lack of industrial utilities, lack of environmental and social compliance need to be assessed
- Continued regulatory improvement should be the key justification for embedded SEZ agenda in the development aspiration of Bangladesh.
- Bangladesh needs to be mindful about the potential risk elements such as problematic regulatory and institutional frameworks, poor business environment, failure to adopt demand driven approach, lack of operational know-how, policy inconsistency and land acquisition and resettlement risk.
- Government needs to adapt holistic and systematic SEZ development approach, strong political support as part of the long-term national development strategy, sound legal and institutional framework, attractive business environment, skill training
- Government needs to create linkage with local industry and address environmental and social sustainability issues.
- Policy makers and private sector have to work together to address the emerging challenges of EZ development.
- Government should focus on deepening institutional reform, support offsite infrastructure development, promote socio-economic compliance, establish transparent and simpler regulatory reform and monitor timely utilization of EZ land.
- NIDMAA idea pitched by DCCI can be as a platform of public private platform for the development of EZ and monitor the implementation of infrastructure projects.
- The overlap and gap between public sector and private sector in terms of SDG initiatives and programme needs to be addressed.

- Modernize logistical support for large vessel for LNG import for sustainable energy solution. Moreover, power price should be rationalized comparing with peer countries to attract foreign investors.
- TAX administration needs to be modernized as well as tax rate has to be rationalized to encourage investment.
- Bangladesh should capitalize the one belt one road program and other regional program which offer immense opportunity for expansion trade, investment and development of infrastructure connectivity.
- Geo-political economy needs to be linked with our development perspective balancing our local issues with international context.
- Reduce lengthy and complex land handover process that discourages private investors to be engaged with economic zone development
- The other pressing challenges such as access to long term funding, cost of funding, off site infrastructure development and regulatory issue are to be solved
- Power generation and quality power distribution need to be ensured to the manufacturing enterprises to be located in the economic zone and captive power generation facility has to be ensured to the EZ's industry.
- A need based assessment must be conducted regarding the viability of developing 100 EZs in Bangladesh considering the current socio-economic condition and land limitation.

Plenary II: Convening for Impact: Business Leadership & SDG Partnerships

Dr. Debapriya Bhattacharya, Distinguished Fellow, CPD graced the session as the session chair. Ms. Humaira Azam, DMD, Bank Asia Ltd, Ms. Farzana Chowdhury, CEO, Green Delta Insurance Company Ltd., Mr. Francois De Maricourt, CEO, HSBC Bangladesh and Mr. Christoph Voegeli, GM, Radisson Blu Dhaka Water Garden joined the session as the panelists.

Recommendation

- CSR, activities conducted by the corporate bodies need to be separated from the sustainable program based approach of private sector for attaining SDGs.
- Create enabling environment to scale up the role of private sector targeting commercial viable and socially acceptable acclivities in order to achieve the objective of SDGs.
- Need to create a platform engaging public sector, policy makers and private sector for regular dialogue and interaction.
- Financial inclusion is important intervention to reduce poverty and increase the banking net targeting unbanked adult.
- In order to enhance the coverage of banking network to unbanked people in the rural areas, electronic platform needs to be utilized more.
- Focus needs to be given on financial literacy to crate visible impact on micro entrepreneurs which will help to achieving the SDGs.
- Products like crop insurance and micro health insurance can help to contribute to SDG agenda.
- Partnership needs to be deepened in synchronized manner with government agencies, private sector and development partners to identify risk, develop suitable insurance products and proper policy environment linking corporate goals with SDG.

- Ensure access to finance for Micro and SEMS that is critical for achieving SDGs.
- CSR activities can be used as SDG interventions, particular focusing on goal 4 of SDG.
- Education for disadvantaged and slump children should get the adequate focus to demonstrate visible impact by private sector.
- Sustainable environment needs to be created for sustainable business

Plenary III: Catalyzing Impact: Data and Policies

In this session three presentations were delivered by Dr. Ramiz Uddin, Head of Results Management and Data of the a2i UNDP Program, PMO, Ms. Derval Usher, Head of Office, UN Global Pulse and Mr. Sandeep Kota, Associate Director, PwC respectively.

Recommendation

- Should classify data in to different categories such as structured, unstructured, GPS, social, media, satellite, open government, big data, survey data, real time data, MIS data, company data, registered data and public data.
- He mentioned that open government data can drive benefit to government through increase tax revenue, creation job, reduction of data transaction cost, increased service efficiency and increased GDP.
- The open government data also offers benefit to private sector such as new business opportunities, reduction cost for data conversion, better skilled workforce.
- The open government data also offer benefit to NGOs and civil society such as better informed monitoring, new avenues for project action and building required tools.
- Big data can be used as solution to the traffic congestion in Dhaka. Average speed of Vehicle movement in Dhaka is now 6.4 kph which may down to 4.7 kph by 2035.
- Data uses in electricity generation in Bangladesh help to design detailed electricity consumption map, prepare plan of generation. He mentioned that existing electricity data can be reused to generate value for sustainable development.
- Development of SDG trackers for data repository, data visualization, reporting, progress tracking, evaluation and helping in policy decision.
- Data visualization may help policy makers to identify the focus area, target audience can understand the concept, identify areas that need attention to improvement.
- Private sector data project can help to visualize the impact in Bangladesh likewise Pakistan and India.
- Potential business avenues for involvement of private sector can be ensure with data generation, service simplification process, business initiatives achieving SDGs, big data project, PPP initiative and public private services dashboard.
- Big data allows continuous observation of change as well as offers new opportunities.
- Big data and new sources of data can be used for capturing food prices and financial inclusions.
- Data analysis tools can help to understand the commuting behavior as well as offer customized solution to particular problem, especially solution to traffic management.
- Big Data also help to designing development planning particularly for infrastructure development.
- In achieving SDGs government should enable policy environment, industry and community need to focus on technology.

- Policy and data together play an important role in achieving SDG as policy provides signals and sets the regulatory and institutional framework and data provides factual and objective information.
- Focus needs to be given on national strategies for sustainable infrastructure, addressing fundamental price distortions, improving enabling environment and mobilizing financing.
- Private sector integration with SDG will help to have their cluster into national, regional, global value chain along with access to global financing and domestic resource mobilization towards infrastructure, industrialization and innovation.
- Develop indicator level data mapping, validation of non-official data, and national policy for the development of the statistics.
- As first step, it is required to creation of a harmonized indicator and methodology for companies to report their contribution to the SDGs.
- Companies need to be encouraged to be transparent about their operations and showcase their investors and government how their business in contributing to the goals in their country.

Plenary IV: Eco-friendly Jute Pulp and Impact on the SDGs

Mr. Aftab Ul Islam, FCA, Director, Bangladesh Bank and Former President of DCCI and American Chamber of Commerce (AMCHAM) graced the plenary as the session guest. Mr. Babul Chandra Roy, Adviser, Bangladesh Jute Mills Corporation presented the Key note paper. Dr. Sarwar Jahan, Director, Pulp and Paper, Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research (BCSIR), Ms. Ferdaus Ara, CEO,BUILD and Ms. Shaila Khan, Assistant Country Director, UNDP Bangladesh joined the session as the panelists.

Recommendation:

- On request of DCCI, Jute and textile ministry has already undertaken a project to generate pulp from jute under public-private partnership model.
- Research needs to be conducted on jute diversification and jute product market expansion.
- Another diversified item like jute geo-products should be produced from jute.
- Corporate needs to do business taking care of social issues, environmental issues and efficiencies.
- Private sector must follow the global foot print in relation to impact investment in the different sector.
- Private sector needs to align investment in eco-friendly jute backed by the robust research will pave a breakthrough.
- Public private cooperation needs to be broadening further for formulating viable projects encompassing jute and jute goods.
- Diversification of Jute product and research as Jute sector offer comparative advantage to Bangladesh
- UNDP should look into research and development and market expansion for developing jute sector along with policy environment.
- Diversified use of jute fiber should get the due attention focusing on replacing Jute fiber with plastic
- Need to access financial and commercial viability of jute pulp project to encourage investment.

A. QASEM & CO.
Chartered Accountants Since 1953

Gulshan Pink City
Suites # 01-03, Level : 7, Plot # 15, Road # 103
Gulshan Avenue, Dhaka - 1212, Bangladesh.

Phone : 880-2-8881824-6
Fax : 880-2-8881822
E-mail : aqasem@aqcbd.com

Independent Auditors' Report
To the members of "Dhaka Chamber of Commerce & Industry"

We have audited the accompanying financial statements of the "**Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI)**" which comprise the statement of financial position as at 30 September 2017, and the statement of comprehensive income and the statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Bangladesh Financial Reporting Standards (BFRSs) and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Bangladesh Standards on Auditing (BSAs). Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of "Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI)" as at 30 September 2017, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Bangladesh Financial Reporting Standards (BFRSs) and comply with the Companies Act 1994, and other applicable laws and regulations.

We also report that

a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit and made due verification thereof;

b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Chamber so far as it appeared from our examination of those books; and

c) The Chamber's statement of financial position and cash flows dealt with by the report are in agreement with the books of accounts.

Dated, Dhaka
30 November, 2017

A. Qasem & Co.
Chartered Accountants
(Ziaur Rahman Zia, FCA)

A member firm of Ernst & Young Global Limited
EY refers to the global organization, and/or one or more of the independent member firms of Ernst & Young Global Limited

EY
Building a better working world

Dhaka Chamber of Commerce & Industry
Statement of Financial Position
As at 30 September 2017

	Notes	2017 Taka	2016 Taka
Assets			
Non-current assets			
Property, plant and equipment	3	36,250,013	38,687,005
Current assets			
Accounts receivables	4	26,940,268	23,877,723
Interest receivable		51,416,135	28,838,400
Deferred revenue expenditure	5	1,815,712	2,139,977
Advance, deposits and pre-payments	6	99,519,909	60,598,949
Inventories		1,489,526	1,566,441
Investment in FDR	7.2	572,236,214	544,918,611
Cash and cash equivalents	7	8,462,708	16,543,488
		761,880,472	678,483,589
Current liabilities			
Liabilities for expenses & services	8	6,996,008	6,804,677
Liabilities for other finance	9	43,810,002	45,236,169
Advance building rent	10	16,273,822	9,516,330
Short term loan finance		5,087,106	31,069,600
		72,166,938	92,626,776
Net current assets		689,713,534	585,856,813
Net assets		**725,963,547**	**624,543,818**
Sources of Fund			
General fund	11	634,357,422	541,648,245
DCCI relief & social welfare fund	12	21,312,780	19,608,349
DCCI development fund	13	52,653,636	44,802,945
Deferred liability - gratuity	14	17,065,578	15,485,435
Grant received	15	574,131	2,998,844
Total fund		**725,963,547**	**624,543,818**

The accompanying notes 1 to 31 form an integral part of these financial statements.

A H M Rezaul Kabir
Secretary General

Kamrul Islam, FCA
Coordinating Director

Abul Kasem Khan
President

Signed in terms of our separate report of even date annexed.

Dated, Dhaka
30 November, 2017

A. Qasem & Co.
Chartered Accountants
(Ziaur Rahman Zia, FCA)

Dhaka Chamber of Commerce & Industry
Statement of Comprehensive Income
For the year ended 30 September 2017

	Notes	2017 Taka	2016 Taka
Income			
Subscriptions	16	34,279,650	33,634,550
Admission fee	17	6,036,000	5,860,750
Bulletin fee	18	1,386,175	1,375,375
Certificate of origin fee		1,621,700	1,542,400
Certification and attestation fee		1,436,850	1,290,300
Rent	19	47,839,278	46,065,747
Interest income from investment	20	47,590,021	47,437,368
Celebrating business		-	1,500,000
International seminar (new economic thinking)		24,058,590	-
DBI (DCCI business institute)		11,822,107	11,017,736
Miscellaneous income	21	4,107,439	2,313,912
Total income		**180,177,810**	**152,038,138**
Expenditure			
Pay and allowances	22	31,116,714	28,706,736
Postage and telephone	23	1,141,759	896,992
Printing and stationery		903,601	694,612
Newspapers, bulletin and publications	24	3,518,639	3,509,054
Travelling & conveyance		285,677	261,409
Repairs and maintenance	25	1,852,063	1,941,017
Fuel and lubricants		539,692	442,157
Entertainment		969,400	703,561
Audit and legal fees	26	263,748	313,698
Subscription and donation		960,000	1,249,997
Seminar & symposium, conference and delegation	27	1,984,725	2,451,562
AGM, EGM and election expenses		1,280,022	1,116,251
Utility charges	28	2,132,681	2,292,588
Rent -gulshan centre		1,444,000	1,344,000
DBI (DCCI Business Institute)		9,319,172	9,761,022
Iftar party expense		471,042	1,543,630
Rate and taxes		1,197,175	1,231,019
Estate expenses		409,488	1,231,396
Deferred revenue expenses-written off	5	324,264	329,674
Project expenses		1,178,801	1,745,094
Celebrating business exp.		-	3,618,703
International seminar exp.		19,807,410	-
Depreciation	3	3,194,383	3,443,737
Miscellaneous expenses	29	2,461,117	3,052,540
Total expenditure		**86,755,573**	**71,880,449**
Excess of income over expenditure		**93,422,237**	**80,157,689**

The accompanying notes 1 to 31 form an integral part of these financial statements.

AH M Rezaul Kabir
Secretary General

Kamrul Islam, FCA
Coordinating Director

Abul Kasem Khan
President

Signed in terms of our separate report of even date annexed.

Dated, Dhaka
30 November, 2017

A. Qasem & Co.
Chartered Accountants
(Ziaur Rahman Zia, FCA)

A member firm of Ernst & Young Global Limited
EY refers to the global organization, and/or one or more of the independent member firms of Ernst & Young Global Limited

Dhaka Chamber of Commerce & Industry
Statement of Cash Flows
For the year ended 30 September 2017

	2017 Taka	2016 Taka
A.Cash flows from operating activities		
Excess of income over expenditure for the year	93,422,237	80,157,689
Adjustment for items not involving movement of cash:		
Depreciation on fixed assets	3,194,383	3,443,737
Fixed assets written off	-	(18,128)
Gratuity provision made during the year	1,580,143	(2,104,110)
	4,774,526	1,321,499
Increase / (decrease) in current assets:		
Accounts receivable	(3,062,545)	(11,539,375)
Interest receivable	(22,577,735)	(7,709,400)
Deferred revenue expenditure	324,265	329,674
Advance, deposits and prepayments	(38,920,960)	(41,558,489)
Inventories	76,915	185,592
	(64,160,060)	(60,291,998)
Increase / (decrease) in current liabilities:		
Liabilities for expenses & services	191,331	270,597
Liabilities for other finance	(1,426,167)	20,264,992
Short term finance	(25,982,494)	31,069,600
Advance building rent	6,757,492	(12,469,089)
	(20,459,839)	39,136,100
Net cash provided by operating activities	**13,576,864**	**60,323,290**
B.Cash flows from investing activities		
Acquisition of fixed assets	(757,391)	(4,407,224)
Disposal of assets	-	250,000
Investment in FDR	(27,317,603)	(57,316,034)
Net cash used in investing activities	**(28,074,994)**	**(61,473,258)**
C.Cash flows from financing activities		
General fund	(713,060)	387,021
DCCI relief & social welfare fund	1,704,432	2,030,557
DCCI development fund	7,850,691	8,647,192
Grant received	(2,424,713)	72,658
Net cash used in financing activities	**6,417,349**	**11,137,428**
Net increase in cash and cash equivalents (A+B+C)	**(8,080,781)**	**9,987,460**
Opening cash and cash equivalents	16,543,488	6,556,028
Cash and cash equivalents at the end of the year	**8,462,708**	**16,543,488**

A H M Rezaul Kabir	**Kamrul Islam, FCA**	**Abul Kasem Khan**
Secretary General	Coordinating Director	President

Signed in terms of our separate report of even date annexed.

Dated, Dhaka
30 November, 2017

A. Qasem & Co.
Chartered Accountants
(Ziaur Rahman Zia, FCA)

Dhaka Chamber of Commerce & Industry
Notes to the Financial Statements
As at / for the year ended 30 September 2017

1.0 Background

1.1 Incorporation

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (here-in-after referred to as the DCCI) was incorporated on 10 March 1959 as a company limited by guarantee under the Companies Act, 1913 (replaced by Companies Act 1994).

1.2 Objectives

Main objectives of the DCCI are as follows:

a. To promote and foster ideas of co-operation and mutual help amongst the members engaged in Trade, Commerce and Industry in Bangladesh.

b. To watch over, protect and safeguard in general commercial and industrial interest in Bangladesh particularly of the members engaged in business in the District of Dhaka or any other place.

c. To consider and help in formulating the policy of Government from time to time relating to questions pertaining to Trade, Commerce and Industry.

2.0 Summary of Significant Accounting Policies

2.1 Accounting basis

These Financial Statements have been prepared in accordance with generally accepted accounting principles (GAAP) under historical cost convention which has been in conformity with the Bangladesh Financial Reporting Standards (BFSs) issued by The Institute of Chartered Accountants of Bangladesh (ICAB).

2.2 Property, plant and equipment

Fixed Assets are stated at actual cost less accumulated depreciation in the Financial

2.3 Depreciation

Depreciation on Fixed Assets is charged on reducing balance method at rates ranging from 2.5% to 20% per annum depending on the estimated life of assets. Full year's depreciation is charged on the additions to fixed assets irrespective of the date of acquisition thereof.

2.4 Revenue recognition

All income and expenses, other than subscription income/bulletin fee are accounted for on accrual basis. Subscription and bulletin fee are recognized as income on the date these are received on cash basis excepting that so much thereof as relates to the period subsequent to the year ended 30 September 2017 is accounted for as a liability (advance subscription under Liabilities for other finance).

2.5 Inventories

Inventories are valued at the lower of cost and net realizable value.

2.6 Employee benefits

Adequate provisions have been set up in the accounts for Gratuity and for Annual Leave (earned leave) benefits to employees.

2.7 Provision for Income Tax Liability

National Board of Revenue(NBR), Bangladesh vide SRO # 234-Ain-Income Tax/2011 dated 6 July 2011, SRO # 216-Ain-Income Tax/2012 dated 27 June 2012 and SRO # 210-Ain-Income Tax/2012 dated 1 July 2013 introduced income tax on Trade Bodies. The issue has been protested by Trade Bodies and the decision from the Government is awaiting. DCCI maintains accounts from october to september. If the above noted SROs stand, DCCI may have to pay tax on its partial income for the year.The matter being unresolved till to date, no provision for income tax has been made.

2.8 Reporting currency

DCCI maintains its books of accounts in Bangladeshi Taka (BDT), and all figures represented in the financial statements are in Taka(BDT).

2.9 Reporting period

The reporting period of the DCCI cover one year from October to September consistently.

2.10 Responsibility of the preparation and presentation of the Financial Statements

The management of the DCCI is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements.

2.11 General

a) Previous year's figures have been re-arranged wherever considered necessary to conform to current year's presentation.

b) Figures appearing in the Financial Statements have been rounded off to the nearest Taka (BDT).

Dhaka Chamber of Commerce & Industry

		2017 Taka	2016 Taka
3	**Property, plant and equipment**		
(A)	**Cost**		
	Opening balance	113,456,259	111,838,823
	Add: Additions during the year	798,828	4,407,224
		114,255,087	116,246,047
	Less: Disposals / adjustment during the year	(41,437)	(2,789,788)
	Closing balance	**114,213,650**	**113,456,259**
(B)	**Accumulated depreciation**		
	Opening balance	74,769,254	73,883,433
	Add: Charge during the year	3,194,383	3,443,737
		77,963,637	77,327,170
	Less: Accumulated depreciation of disposed assets	-	(2,557,916)
	Closing balance	**77,963,637**	**74,769,254**
	Written down value (A-B)	**36,250,013**	**38,687,005**

Details are shown in the enclosed Annexure-1

4	**Accounts receivable**		
	Considered good		
	Building rent	9,012,204	8,359,077
	Utility charge (electricity)	413,411	331,439
	Utility charge (WASA)	36,163	25,897
	Advertisement receivable	139,776	152,820
	Sponsorship income receivable	1,530,000	1,500,000
	Auditorium rent receivable	115,000	-
	Service charge (Modhumoti Bank)	78,400	69,300
	Current a/c with DBI-BBA	13,901,547	10,246,111
	Current a/c with DCCI foundation	369,250	1,848,562
		25,595,751	**22,533,206**
	Considered doubtful		
	Building rent	1,233,039	1,233,039
	Utility charge (electricity)	54,290	54,290
	Utility charge (WASA)	57,188	57,188
		1,344,517	**1,344,517**
		26,940,268	**23,877,723**

4.1 i) The aforesaid doubtful debts of Tk. 1,344,517 include Tk. 725,494, Tk. 236,012 and Tk. 383, 011 receivable from M/s Progressive Plastic Industries Limited, Mir Shafiul Haque (an ex-employee) and Mannujan Textile respectively. Management has taken all possible steps to realize the dues.

(ii) In this respect, cases were lodged with the court which are now in process.

		2017 Taka	2016 Taka
5 Deferred revenue expenditure			
Opening balance		2,139,977	2,469,651
Expenses/(income) during the year:			
Commmercial history (bangla)		-	-
Estate expenses - gulshan centre		-	-
		-	-
		2,139,977	2,469,651
Less : written off	5.1	324,265	329,674
		1,815,712	**2,139,977**
5.1 Written off			
Estate expenses - gulshan		324,265	329,674
		324,265	**389,459**
5.2 Break up of deferred revenue expenditure			
Commmercial History (Bangla)		1,107,675	1,107,675
Estate expenses - Gulshan Centre		708,037	1,032,302
		1,815,712	**2,139,977**

Management has decided to amortize the aforesaid deferred Estate expenses - Gulshan Centre in five years effective from the year 2017. Deferred Commercial History (Bangla) completed in 2017 and will be amortized from the year 2018 after decision thereon.

6 Advances, deposits and pre-payments			
Advances			
Advance against salaries		7,020	161,600
Advance against expenses		71,382,745	35,740,570
Taxes deducted at source by bank / parties		27,129,621	22,780,805
		98,519,386	**58,682,975**
Security deposits			
Gulshan centre		400,000	400,000
PDB		314,000	314,000
T&T		5,540	5,540
Others		19,360	19,360
		738,900	**738,900**
Prepayments			
City corporation tax		-	897,884
Periodicals		-	4,969
Prepaid insurance premium		34,090	37,767
Prepaid subscription - ICCB/FBCCI		28,753	28,753
Prepaid AGM/ election expenses		47,506	41,937
Prepaid internet connectivity		44,324	8,534
Patent & trade marks		106,950	120,750
DBI expenses		-	36,480
		261,623	**1,177,074**
		99,519,909	**60,598,949**

			2017 Taka	2016 Taka
7	**Cash and cash equivalents**			
	Cash in hand		36,818	30,810
	Cash at bank	7.1	8,425,890	16,512,678
			8,462,708	**16,543,488**
7.1	**Cash at bank**			
	Project Bank acconts		23,583	23,685
	Short Term Deposit (STD) accounts:			
	STD accounts -DCCI		8,318,144	13,980,116
	STD account - Custom Automation		84,163	2,508,877
			8,402,307	16,488,993
			8,425,890	16,512,678
7.2	**Investment in FDR**			
	FDR accounts - DCCI		572,236,214	544,918,611
			572,236,214	544,918,611
8	**Liabilities for expenses & services**			
	Salaries payable		1,981,489	2,036,561
	Employer's contribution to provident fund		60,469	56,263
	Utility charges (electricity/water/gas)		590,877	535,044
	Rent/utility suspense (tenants)		121,804	119,790
	Date expired cheque		63,280	55,280
	Provision for annual leave		1,207,508	1,233,009
	Telephone expenses		36,723	39,987
	Bulletin and publications		297,158	929,900
	Newspaper and periodicals		12,211	13,292
	Entertainment		140,602	30,480
	Conveyance		240	1,275
	AGM/ election payable		16,000	-
	Fax & internet connectivity		64,392	33,340
	Audit fee and legal expenses		119,746	119,748
	Postage and stamp		42,266	85,880
	Repairs and maintenance		27,403	47,907
	Printing and stationery		35,825	8,450
	Seminar exp. payable		251,820	131,945
	International seminar payable		900,400	-
	Insurance premium		-	115,286
	Washing expense and others		10,635	9,485
	Project payable		61,404	
	Estate expenses		320,232	40,940
	Machinery & equipment		-	127,500
	Interest Payable		11,999	881,666
	Conf. & delegation payable		-	2,700
	DBI exp.		621,525	148,949
			6,996,008	**6,804,677**

A member firm of Ernst & Young Global Limited
EY refers to the global organization, and/or one or more of the independent member firms of Ernst & Young Global Limited

		2017 Taka	2016 Taka
9 Liabilities for other finance			
Employees' contribution to Provident Fund		176,625	121,052
Staff income tax		106,200	100,700
Tax / VAT deducted at sources (parties)		55,689	30,684
Advance subscription		8,557,025	8,235,950
Subscription advance		31,200	21,350
Security deposits		1,626,172	1,631,172
Project -METABUILD / AVC Project		5,560,157	11,691,174
Advance advertisement		18,000	18,000
DBI training fee		1,485,869	1,945,407
Auditorium rent		-	5,000
Tax Fund		26,193,065	21,435,680
		43,810,002	**45,236,169**
9.1 Advance subscription			
Opening balance		8,235,950	7,173,525
Transferred to income		8,235,950	7,173,525
		-	-
Adjustment for the year:			
Subscription	16	7,095,750	6,773,250
Admission fee	17	1,179,000	1,192,500
Bulletin fee	18	282,275	270,200
		8,557,025	**8,235,950**
10 Advance building rent			
Opening balance		9,516,330	21,985,420
Advance rent received during the year		20,124,000	887,250
		29,640,330	22,872,670
Advance rent adjusted during the year		(13,366,508)	(13,356,340)
		16,273,822	**9,516,330**
11 General fund			
Opening balance		541,648,245	461,103,535
Prior year's adjustment		(713,060)	387,021
		540,935,185	461,490,556
Excess of income over expenditure for the year		93,422,237	80,157,689
		634,357,422	**541,648,245**

		2017 Taka	2016 Taka
12	**DCCI relief and social welfare fund**		
	Opening balance	19,608,349	17,577,792
	Received from members during the year	1,943,300	1,949,400
	Interest on R.S.W.F. FDR	863,831	1,528,407
		22,415,480	21,055,599
	Paid during the year against relief fund	(1,102,700)	(1,447,250)
		21,312,780	**19,608,349**
13	**DCCI development fund**		
	Opening balance	44,802,945	36,155,753
	Collections during the year	5,540,000	5,280,000
	Interest on development fund FDR	2,310,691	3,367,192
		52,653,636	**44,802,945**
14	**Deferred Liability - Gratuity**		
	Opening balance	15,485,435	17,589,545
	Provision made during the year	1,580,143	-
		17,065,578	17,589,545
	Paid during the year	-	(2,104,110)
		17,065,578	**15,485,435**
15	**Grant received**		
	Custom Automation		
	Received from IFC & interest	19,535,413	19,507,707
	Loan given to Datasoft	(15,000,000)	(15,000,000)
	Custom automation expenses	(3,961,282)	(1,508,863)
		574,131	**2,998,844**
	BUILD Project		
	Received from IFC & interest	18,100,839	18,100,493
	DCCI -BUILD Project STD a/c	(142)	(1,632)
	Expenses -BUILD	(18,100,697)	(18,098,861)
		-	-
		574,131	**2,998,844**

		2017 Taka	2016 Taka
16	**Subscriptions**		
	New	5,929,500	5,502,500
	Renewal	32,334,750	31,754,500
	Arrear	3,111,150	3,150,800
	Advance adjustment	-	-
		41,375,400	40,407,800
	Portion attributable to the period from October 2017 to December 2017 transferred to liabilities for other finance.	(7,095,750)	(6,773,250)
		34,279,650	**33,634,550**
17	**Admission fee**		
	Admission fee	5,929,500	5,502,500
	Re-admission fee	1,285,500	1,550,750
		7,215,000	7,053,250
	Portion attributable to the period from October 2017 to December 2017 transferred to liabilities for other finance.	(1,179,000)	(1,192,500)
		6,036,000	**5,860,750**
18	**Bulletin fee**		
	Current	1,522,500	1,492,575
	Arrear	145,950	153,000
	Advance adjustment	-	-
		1,668,450	1,645,575
	Portion attributable to the period from October 2017 to December 2017 transferred to liabilities for other finance.	(282,275)	(270,200)
		1,386,175	**1,375,375**
19	**Rent**		
	Building rent	47,039,278	45,508,247
	Auditorium rent	800,000	557,500
		47,839,278	**46,065,747**
20	**Income from investment - interest**		
	Interest from fixed deposits	20.1 47,331,199	47,147,836
	Interest from STD and savings account	258,822	289,532
		47,590,021	**47,437,368**
20.1	**Interest from fixed deposits**		
	DCCI fund	40,699,727	40,823,033
	DCCI scholarship fund	294,683	338,276
	DCCI retirement benefit fund	1,983,721	1,920,493
	DCCI research fund	4,353,068	4,066,034
		47,331,199	**47,147,836**

		2017 Taka	2016 Taka
21	**Miscellaneous income**		
	Membership forms fee	113,600	100,600
	Photocopy charge realized	3,925	1,949
	Advertisement income	804,000	711,130
	Services income	1,226,000	1,069,850
	Commercial history book sale	43,800	11,600
	Projects income	1,051,402	-
	Seminar & workshop	540,122	157,553
	Other income -misc.	324,590	261,230
		4,107,439	**2,313,912**
22	**Pay and allowances**		
	Pay and allowances	29,434,138	28,606,507
	Liveries & uniforms	12,546	100,229
	Gratuity exp. provision	1,580,143	-
	Employees insurance premium (pension)	89,887	-
		31,116,714	**28,706,736**
23	**Postage and telephone**		
	Postage and stamps	543,987	299,217
	Telephone	120,337	113,706
	Fax charges	14,108	13,494
	Internet connectivity	463,327	470,575
		1,141,759	**896,992**
24	**Newspapers, bulletin and publications**		
	Newspapers and periodicals	109,757	129,001
	Bulletin	2,489,770	2,473,205
	Publication	919,112	906,848
		3,518,639	**3,509,054**
25	**Repairs and maintenance**		
	Car	243,948	364,316
	Computer	110,919	220,339
	Lift	734,600	204,760
	AC	160,150	96,500
	Generator	43,100	87,230
	Building	90,684	223,485
	Others	468,662	744,387
		1,852,063	**1,941,017**
26	**Audit and Legal fees**		
	Statutory audit	74,748	74,748
	Internal audit	180,000	180,000
	Legal exp.	9,000	58,950
		263,748	**313,698**

			2017 Taka	2016 Taka
27	**Seminar & symposium, conference and delegation**			
	Seminar and symposium		1,644,960	1,401,797
	Conference and delegation		339,765	1,049,765
			1,984,725	**2,451,562**
28	**Utility charges**			
	Electricity		5,624,457	5,428,252
	WASA		643,572	561,861
	Gas		23,244	21,199
	Utility reimbursement from tenants	28.1	(4,158,592)	(3,718,724)
			2,132,681	**2,292,588**
28.1	**Utility reimbursement from tenants**			
	Electricity		3,764,877	3,387,509
	WASA		393,715	331,215
			4,158,592	**3,718,724**
29	**Miscellaneous expenses**			
	Liveries and uniform		-	-
	Gift and presentations		58,125	61,903
	Festival / national day expenses		188,456	174,805
	Washing expenses		14,400	14,690
	Iso 9001 certification exp.		48,210	-
	Photography		6,820	9,090
	Bank charge		10,040	9,565
	Training expenses		-	-
	Insurance		87,893	95,228
	Advertisement expenses		105,457	89,020
	Fair		-	-
	Commercial history exp.		-	175
	Custom automation expenses		-	550
	Loss on sale of assets		-	(18,128)
	Fixed assets written off		-	
	Interest on loan from BFIC	29.1	808,656	1,449,600
	Employees Welfare exp.		-	20,000
	In kind contribution (rent) -BUILD		1,008,000	1,008,000
	Patent & trade marks		13,800	13,800
	Pot plant rent & garden maintenance		52,800	52,800
	Others		58,460	71,442
			2,461,117	**3,052,540**

29.1 Interest on loan from BFIC

Under a sanctioned limit of Tk. 3,45,69,600/- for Six months a short term loan was obtained from Bangladesh Finance and Investment Company Ltd. (BFIC) for working capital on 25 April 2016 and the loan interest rate will be @ 1.25 % higher than the weighted average interest rate of the TDR's against lien of three TDR placed with them. The partial loan was repaid and balance of loan as on 30 Sep, 2017 Tk. 50,87,106/- . Attributable interest of Tk.8,08,656/- on loan amount was also paid during the year.

30 Subsequent events

There was no non-adjusting post balance sheet event of such importance, non-disclosure of which would affect the ability of the users of the financial statements to make proper evaluations and decisions.

31 Comparative statement of operating activities

Comparative statement of operating activities is shown in Annexure-2.

Dhaka Chamber of Commerce & Industry
Schedule of Property, plant and equipment
As at 30 September 2017

Annexure-1

Particulars	Cost				Dep.	Depreciation				Written Down Value	
	As at 01 October 2016	Additions during the year	Disposals/ adjustment	As at 30 September 2017	Rate	As at 01 October 2016	Charged during the year	Disposals/ adj.	Accumulated as at 30 September 2017	As at 30 September 2017	As at 30 September 2016
	BDT	BDT	BDT	BDT	%	BDT	BDT	BDT	BDT	BDT	BDT
Land	29,157	-	-	29,157	-	-	-	-	-	29,157	29,157
Building	52,683,490	-	-	52,683,490	5%	34,177,967	925,276	-	35,103,243	17,580,247	18,505,523
Mach. & equipment	9,408,325	571,820	(41,437)	9,938,708	15%	5,654,398	642,646	-	6,297,044	3,641,664	3,753,927
Furniture & fixtures	7,493,619	191,990	-	7,685,609	10%	4,605,226	308,038	-	4,913,264	2,772,345	2,888,393
Books	1,077,201	3,618	-	1,080,819	10%	902,677	17,814	-	920,491	160,328	174,524
Electrical inst.	2,289,255	-	-	2,289,255	10%	1,621,820	66,744	-	1,688,564	600,692	667,435
Sanitary fittings & renov.	860,393	-	-	860,393	10%	526,194	33,420	-	559,614	300,779	334,199
Air cooler	9,404,516	-	-	9,404,516	15%	8,367,859	155,499	-	8,523,358	881,158	1,036,657
Wall clock	2,050	-	-	2,050	15%	1,113	141	-	1,254	796	937
Franking machine	17,500	-	-	17,500	15%	17,457	6	-	17,463	37	43
Sundry assets	636,226	31,400	-	667,626	12.50%	464,394	25,404	-	489,798	177,828	171,832
Water installation	126,766	-	-	126,766	2.50%	31,445	2,383	-	33,828	92,938	95,321
Crockery & cutleries	296,576	-	-	296,576	10%	164,761	13,182	-	177,943	118,634	131,815
Telephone inst.	1,348,705	-	-	1,348,705	10%	1,155,286	19,342	-	1,174,628	174,077	193,419
Lift	10,843,860	-	-	10,843,860	10%	6,767,643	407,622	-	7,175,265	3,668,595	4,076,217
Auditorium	6,411,030	-	-	6,411,030	5%	3,487,409	146,181	-	3,633,590	2,777,440	2,923,621
Transformer	1,359,181	-	-	1,359,181	15%	1,208,709	22,571	-	1,231,280	127,901	150,472
E-mail /internet inst.	492,077	-	-	492,077	10%	341,642	15,044	-	356,686	135,392	150,435
DCCI car	3,951,964	-	-	3,951,964	15%	2,543,922	211,206	-	2,755,128	1,196,836	1,408,042
Diesel generator	2,068,090	-	-	2,068,090	15%	1,530,350	80,661	-	1,611,011	457,079	537,740
MIS & Software	779,500	-	-	779,500	20%	539,132	48,074	-	587,206	192,294	240,368
Island Development	1,445,498	-	-	1,445,498	5%	382,924	53,129	-	436,053	1,009,445	1,062,574
Gift assets	431,280	-	-	431,280	-	276,926	-	-	276,926	154,354	154,354
Total	**113,456,259**	**798,828**	**(41,437)**	**114,213,650**		**74,769,254**	3,194,383	-	**77,963,637**	**36,250,013**	**38,687,005**
Previous Year (2016)	**111,838,823**	**4,407,224**	**2,789,788**	**113,456,259**		**73,883,433**	3,443,737	**(2,557,916)**	**74,769,254**	**38,687,005**	

A member firm of Ernst & Young Global Limited
EY refers to the global organization, and/or one or more of the independent member firms of Ernst & Young Global Limited

A. QASEM & Co.
Chartered Accountants
Since 1953

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI)
Comparative Statement of Operating Activities
For the year ended 30 September 2017

Annexure-2

Particulars	2017 Taka	2016 Taka
Subscription income	34,279,650	33,634,550
Admission fee	6,036,000	5,860,750
Bulletin fee	1,386,175	1,375,375
	41,701,825	**40,870,675**
Less: Pay & allowances	31,116,714	(28,706,736)
Surplus / (deficit)	**10,585,111**	**12,163,939**
Less: Expenses		
Utilities- net	2,132,681	2,292,588
Printing & stationery	903,601	694,612
Postage and telephone	1,141,759	896,992
Subscription & donation	960,000	1,249,997
News paper, bulletin & publications	3,518,639	3,509,054
Rates & taxes	1,197,175	1,231,019
Entertainment	969,400	703,561
Seminar & symposi, conf. & delegation	1,984,725	2,451,562
Travelling & Conveyance	285,677	261,409
AGM, EGM & election expenses	1,280,022	1,116,251
Audit & legal fee	263,748	313,698
Repairs & maintenance	1,852,063	1,941,017
Fuel & lubricants	539,692	442,157
Rent -Gulshan Centre	1,444,000	1,344,000
Iftar Party expenses	471,042	1,543,630
Estate expenses	409,488	1,231,396
Deferred revenue expenses - written off	324,264	329,674
Project expenses	1,178,801	1,745,094
Depreciation	3,194,383	3,443,737
Celebrating Business	-	2,118,703
Miscellaneous expenses	2,461,117	3,052,540
	26,512,277	**31,912,691**
(Deficit)	**(15,927,166)**	**(19,748,752)**
Add: Income		
Certificate of Origin	1,621,700	1,542,400
Certification & attestation fee	1,436,850	1,290,300
International Seminar (New Eco.thinking (net)	4,251,180	-
Miscellaneous income	4,107,439	2,313,912
	11,417,169	**5,146,612**
(Deficit)	**(4,509,997)**	**(14,602,140)**
Add :		
Interest income	47,590,021	47,437,368
DBI (DCCI Business Institute) -net	2,502,935	1,256,714
	50,092,956	**48,694,082**
Surplus	**45,582,959**	**34,091,942**
Add : Rent	47,839,278	46,065,747
Excess of Income over Expenditure for the year	**93,422,237**	**80,157,689**

The Best of Bangladesh is Business®

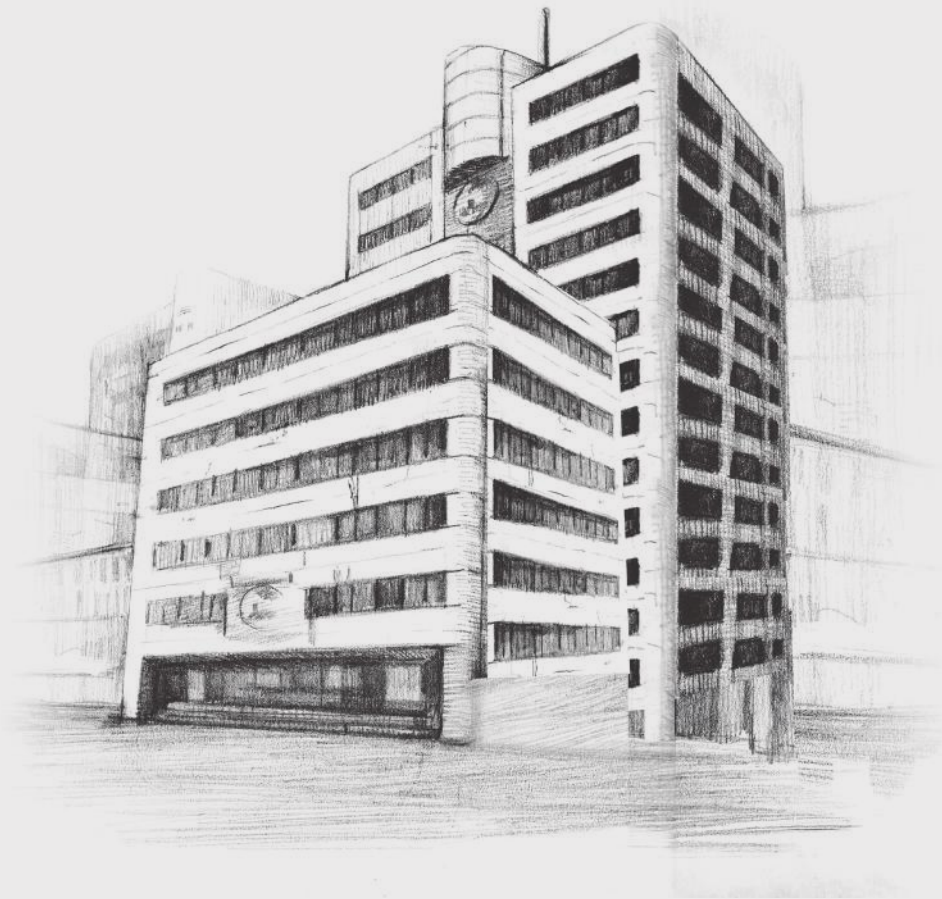

Dhaka Chamber of Commerce & Industry
65-66 Motijheel C/A, Dhaka-1000, Bangladesh
Phone : 88-02-9552562 Fax : 88-02-9560830
Email : info@dhakachamber.com
URL : www.dhakachamber.com

DCCI Gulshan Centre
Taj Casilina, Flat- 3C
Plot-SW(I)4, 25 Gulshan Avenue
Gulshan-1, Dhaka-1212, Bangladesh
Phone : 88-02-9852246

ISO 9001
The First ISO Certified Chamber in Bangladesh